34
1961-62

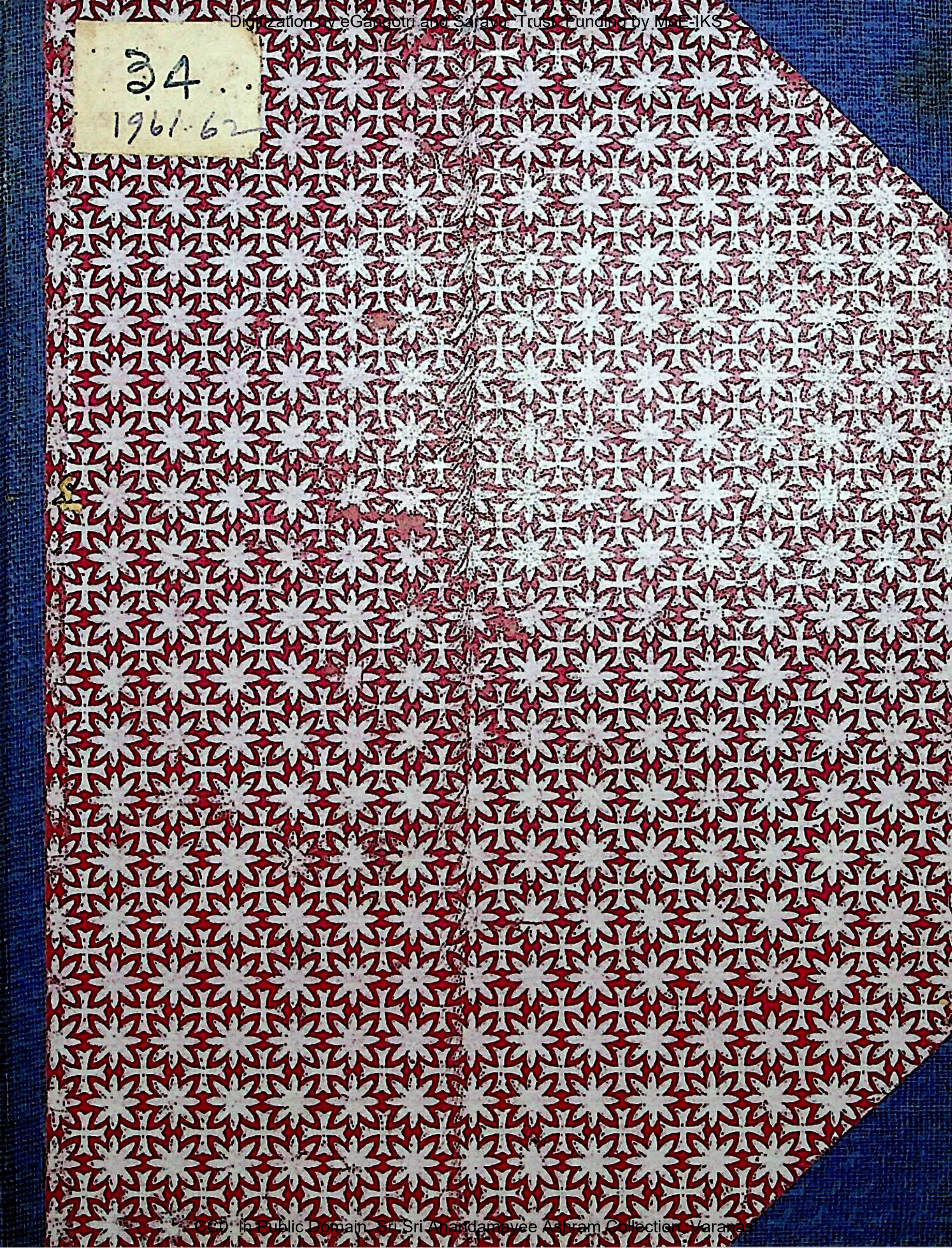

34.

9

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No. 1961—62 Anandavarta

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

21-8-77.

Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

Vol. IX May, 1961 No. 1

কীর্ত্তন রস-স্বরূপ

বিশেষ পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ

মূল্য—ছয় টাকা।

বিশেষ ইতিহাস সহ শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের সঙ্গীত, শ্রীশ্রীমায়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্গীত, "দিদিমা" ও "ভাইজী" রচিত সঙ্গীত, আশ্রমে গীত নিত্য ভজন ও স্তব, বিশিষ্ট স্তব-স্তোত্রাবলী, লুপ্তপ্রায় কবিগান সকল, দেব দেবীর অষ্টোত্তর শতনাম ও বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন রুচির সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও ভজন লইয়া এই পুস্তকটির রচনা। ভক্তদের নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ।

প্রচ্ছদপট বাঁধাই ও চিত্রাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তকটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। বাংলার সুধীসমাজে এই গ্রন্থটি অতি অল্প সময়েই বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

Ananda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teachings of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics.

Board of Editors

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M.A., D. Litt.
Kumari Lalita Pathak, M.A,
Kumari Padma Misra, M.A., Acharya.
Kumari Bithika Mukerji, M.A., D. Phil.
Brahmacharini Atmananda.
Sri Sailesh Brahmachari.
Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M.A., B.L.
Sri K. Bose—*Managing Editor.*

* * *

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5/-
Foreign—Rs. 6/- or 10 shillings or dollars 1·25 only.

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English in the beginning of the months of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, (U.P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U P.).

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *latest by the second week of the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to "dishonour" any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a considerable loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Contents.

BENGALI SECTION

Page No.

1. মাতৃবাণী 1
2. মাতৃ-কথামৃত—নীলমণি 3
3. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া 6
4. আনন্দম্—শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি 12
5. দীক্ষা লাভ—শ্রীমতী বিজনপ্রভা দেবী 13
6. আভ্যুদয়িক—শৈলেশ ব্রহ্মচারী 20
7. পুরাতন স্মৃতি—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ 22
8. পত্রমুখে মাতৃসঙ্গ 35
9. বুদ্ধ স্মরণে—শ্রীমতী মুকুল দেবী, এম, এ 44
10. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল 46
11. শুভ খৃষ্টমাস্ ডে—দী-কা-দা 55

Contents

ENGLISH SECTION

Page No.

1. Matri Vani 1
2. Conversations with Sri Sri Ma Anandamayi —Professor B Ganguly 4
3. A South Indian Mystic—T. Krishnaji, B.A , B.L. 8
4. The Fundamental Principles of the Dhyana School in China —Dr. Chou Hsiang Kuang—Ph. D. (Delhi) 15
5. Prajnā—The Light of Intuition —Professor Madan Gopal, M. A. (Alld.), B. Litt. (Oxon), C. P. E. S. (Retd) 21
6. Pages from my Diary—Gurupriya Devi 28
7. New Diary leaves—Atmananda 35
8. Matri Lila 42

Printed & Published by K. Bose for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi,
at the Kamala Press, Godhowlia, Varanasi.

ĀNANDA VĀRTĀ

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।"

VOL. IX] MAY (BIRTHDAY NUMBER) 1961. [NO. 1

—মাতৃ-বাণী—

"এই কণ্টকাকীর্ণ পথেও গুরু সর্ব্বদাই হাত ধরে তাঁর দিকে নিচ্ছেন। এই সত্য মনে রাখা। কখনও আলেয়ার আলো মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তিনিই সর্ব্বরূপে। যে গতিতে সর্ব্ব-অবাধ রূপটি প্রকাশ হয় সেই গতিটিতে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা সর্ব্বক্ষণ যথাশক্তি করা। মহামিলনের আশায় যাত্রা রূপটিতে যেখানে প্রকাশ সফলতার আশা।"

* * * *

"কে কার সংসারে? যার যার কর্ম্ম সম্পূর্ণ করে যাত্রা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। সংসার-যাত্রায় এই স্থিতি স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাকুল হতে নেই। আসা-যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে মিলন তাদের বন্ধনে এত দুঃখ-শোকে বাঁধা থাকলে নিজ পথের যাত্রার সুফল কি করে হবে? উন্মুক্ত গতিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করতে হবে ত। মহাপথের যাত্রীদের যাত্রা সফল করার চেষ্টা করা। নিজ স্বরূপ প্রকাশই যাত্রা সফল।"

* * * *

"যোগাভ্যাসে আনন্দের দিক প্রকাশ হওয়া ত স্বাভাবিক। যতক্ষণ ঐ প্রকাশ না হয়, বিক্ষেপ আসে। কিন্তু ঠিক ঠিক চলা হচ্ছে কিনা গুরুই বলে দেন। পরিবর্ত্তন তাকেই বলে জাগতিক ভাবধারা যেখানে শিথিল। জাগতিক ভাবধারা যতই শিথিল হয় ততই আনন্দের দিক।"

* * * *

"স্বয়ং ভগবানের যে অনন্ত রূপ ঘরে ঘরে। আস্‌লেই যেতে হয়, দু'দিন আগে আর পরে। গৃহস্থ আশ্রমেই তো এই দারুণ জ্বালা। ঘরে ঘরে এই রূপটি। যাঁহার সৃষ্টি স্থিতি, যাঁহাতে লয়, তাঁহার শরণ ভিন্ন জ্বালা নিবারণের রাস্তা কোথায়?"

* * * *

"সংসারই ত যুদ্ধক্ষেত্র। পরম ধনে ধনী হয়ে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করা।"

"মাতৃ-কথামৃত"

নীলমণি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাঁচী আশ্রম, ২০শে মে, ১৯৫৮—

প্রঃ—জপ কি কখনো জাপককে দিয়ে জোর করে করিয়ে নেয় ?

উঃ—হ্যাঁ, এই রকমও হতে পারে।

প্রঃ—ভগবান্ কি কখনো কখনো জীবের জপ নিজে করে দেন ?

উঃ—হ্যাঁ, তুমিই তো ভগবৎ-স্বরূপ। তুমিই তোমার জপ কর। আবার অন্যদিকের কথা—জপের দরকার কি ? কে জপ করে ? লীলাতে সবই দরকার হয়। লীলার জন্য সীতা, লক্ষ্মণ, মহাবীর আদি সকলকেই চাই। কিন্তু তাঁর বাস্তবিক কিছুরই প্রয়োজন নেই।

প্রঃ—এই দুঃখের লীলা কেন ?

উঃ—তাঁর মর্জি (ইচ্ছা)।

প্রঃ—কান্না আর কতদিন থাকবে ?

উঃ—যতদিন নিজে নিজেকে না পাও।

প্রঃ—ভগবানের নাম নিলে তো ভগবান্ খুশী হন ? সুতরাং ভগবান্‌কে স্বার্থপর বলতে হয়।

উঃ—ভগবানের নাম নিয়ে তুমি আনন্দ পাও। ভগবান দোকানদার নন। তুমিই বল, নাম নিয়েছি। ভগবান্ কৃপা করে তাঁকে পাওয়ার জন্য নামের রাস্তা দিয়েছেন।

প্রঃ—নিগ্রহ কৃপা এবং অনুগ্রহ কৃপার হিসাব কি ?

উঃ—ভগবান্ কাউকে হিসাব দেন না। সন্তানের কল্যাণের জন্য যা দরকার তাই তিনি করেন।

প্রঃ—যদি আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস থাকে, তবে জপ ধ্যানের প্রয়োজন কি?

উঃ—প্রশ্ন করছো যে। বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস ঠিক ঠিক থাকলে দরকার নেই।

রাঁচি আশ্রম, ২১শে মে, ১৯৫৮—

প্রঃ—চণ্ডীতে আছে যে মহামায়া জ্ঞানীদের চিত্তও মোহে ডুবিয়ে দেন। এই কথা কি ব্রহ্মজ্ঞানীদের জন্যও প্রযুজ্য?

উঃ—সাধারণ জ্ঞানের স্থিতিতে এই কথা প্রযুজ্য। ব্রহ্মজ্ঞানীর জন্য খাটে না। জ্ঞান অজ্ঞানের পরপারের যে স্থিতি তাতে মোহের প্রশ্ন নেই।

প্রঃ—গীতাতে উল্লিখিত 'উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর' কি পর পর ক্রমানুসারে অনুভূত হন?

উঃ—হ্যাঁ, ক্রম অনুসারেও অনুভূত হতে পারে।

প্রঃ—'গুরুকৃপা হি কেবলম্' এই কথার অর্থ কি?

উঃ—গুরুকৃপায় সব কিছু হতে পারে।

প্রঃ—গুরু এবং ইষ্টে কি কোন ভেদ আছে?

উঃ—দুনিয়ার দৃষ্টিতে আলাদা; পারমার্থিক দৃষ্টিতে এক। গুরুরূপেই ঈশ্বর আছেন।

প্রঃ—যদি কারু গুরুপ্রদত্ত নাম ভাল না লাগে এবং সে যদি সৎকাজ করে, তবে কি হয়?

উঃ—তাহলে সৎকাজের ফল পাবে; গুরুবাক্যপালনের ফল পাবে না।

প্রঃ—গুরু, বেদান্ত ও ঈশ্বর মনন না করলে কি অদ্বৈতবোধ হয় না?

উঃ—দেহীগুরু, বেদান্ত-শাস্ত্র ও মায়িক জগৎস্রষ্টা সগুণ ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে এই কথা।

প্রঃ—সাধনায় গুরুর জোর বেশী না নিজের জোর বেশী ?

উঃ—গুরুকৃপায় সব কিছু হয়। কিন্তু অহঙ্কারে সব কিছু হয় না। সুতরাং গুরুকৃপা বেশী বলশালী। তিনটেই দরকার,—গুরু, মন্ত্র ও সাধনা। সাধনা মানে নিজের কৃপা। এক স্তর পর্য্যন্ত নিজের কৃপা চাই। তারপর গুরুকৃপা।

প্রঃ—নাম, গুরু ও ইষ্ট এক কোন্ অর্থে ?

উঃ—নাম নামী এক। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, সেই অর্থে এক। সিদ্ধিতে এক, সাধনস্তরে ভিন্ন। বিগ্রহে ঈশ্বরবুদ্ধি রাখতে হয়। সেইরকম গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি রাখলে পাপ হয়। আমার ইষ্টই তাঁকে পাবার জন্য আমার মন্ত্র গুরুরূপে এসে প্রদান করেছেন—এইরকম ভাববে।

(ক্রমশঃ)

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

"গুরুপ্রিয়া"

২৭শে জুন, ১৯৫৭

মা এখনও কিষণপুর আশ্রমেই আছেন। সকালে মা শুইয়া আছেন। আমি ঘরে যাইতেই মা একটু জড়ান স্বরে বলিলেন—"দেখছিলাম গঙ্গার উপরে মোহনানন্দ বাবা দাঁড়িয়ে, হাতে সূর্য্যার্ঘ্য। বাঁ দিকে জলের ঝাড়া তাঁর নিজের মাথার উপরই পড়ছে। কিছু পরে সেখানে ভোলানাথও এসে দাঁড়াল। এই শরীরটাও সেখানে........" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই চুপ করিলেন। আর কিছু বলিলেন না।

৭ই জুলাই, ১৯৫৭

সকালে কি কথায় কথায় আজ মা প্রকাশ করিলেন সুক্ষ্মে দেখিয়াছেন কাশীর শঙ্করানন্দ স্বামী আসিয়া মাকে বলিতেছেন—"মা, আমি বাড়ী বদলাচ্ছি।"

শুনিয়া মনে একটু আশঙ্কা হইল তাঁহার শরীরের কিছু না হয়।

বিকালে ৺চৌধুরী শের সিংহজীর মেয়ে দর্শনকুমারী তাহার ছেলে রবিকে লইয়া মায়ের নিকট আসিয়াছে। ছেলেটি ইতিমধ্যে লখ্‌নৌতে ভীষণ অসুস্থ ছিল। মধ্যে মধ্যে সংবাদ আসিতেছিল তাহার অবস্থা খুবই খারাপ।

তাহার মা চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে মার নিকট সব ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। কয়েকদিন আগে যখন তাহার অবস্থা খুবই খারাপ, জ্বর ১০৭° ডিগ্রির উপর, সমস্ত শরীর বিষময় হইয়া গিয়াছিল এবং তাই ডাক্তাররা তাহা একেবারে বরফের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন, এই সময় রবি দেখিতেছে যে তাহার শ্বাস যেন বাহির হইয়া আসিতেছে। ঠিক সেই সময় তাহার আনন্দময়ী মার কথা মনে পড়িল এবং সে বিকারের মধ্যেই "মা"-"মা" করিয়া চিৎকার করিতেছিল। হঠাৎ এই অবস্থায় রোগীর যেন মনে অসীম বল হইল যে 'আনন্দময়ী মা' আসিয়াছেন—আর কোনও ভয় নাই। ধীরে ধীরে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই সে সুস্থ থাকিতে একদিন রবিকে লইয়া তাহার মা আশ্রমে আসিয়াছিল। রবির স্বভাবে কিছু দোষ দেখা যাইতেছিল। তাই মার নিকট পর পর প্রার্থনা জানাইতেছিল যে তাহার যেন ঐ সকল দোষ চলিয়া যায়। মা রবিকে বারবার বলিয়াছিলেন—"এ সব ছাড়। এ সব কিন্তু মৃত্যুর দিক।"

পরম আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে এবার এই সাংঘাতিক অসুস্থতার সময় চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন যে মদ্যপান সমস্ত জীবনের মত ত্যাগ না করিলে তাহার জীবন রক্ষা করা কঠিন। রবির ভাই এবং মা বারবারই মার অসীম করুণার কথা বলিতেছিল। মার খেয়ালেই এবার রবির জীবন রক্ষা হইয়াছে ইহাই তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

১০ই জুলাই, ১৯৫৯

রাত্রে মা আমার ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। পণ্ডিত সুন্দরলালজী এবং আরও অনেকে আছেন। পণ্ডিতজী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মা যখন ভাইজীকে

কাশীর গঙ্গাবক্ষ হইতে সুক্ষ্মে উদ্ধার করিয়াছিলেন তখন কি মা তাঁহার এই শরীর নিয়াই সেখানে গিয়াছিলেন? কারণ আশ্চর্য্য এই যে ঐ সময়ে সকলে দেখিতে পাইয়াছিল যে মার সমস্ত বস্ত্র জলে ভিজা।

মা—"পিতাজী সব কিছুই হতে পারে। সমস্ত শরীরই ত আমার শরীর। এখানেই কাশী গঙ্গা সব কিছু। এখানে থেকেও সব কিছু হতে পারে। এই শরীরেও সব কিছু হতে পারে। কাপড় ভিজা সেটাত একটা শুধু নিদর্শন।"

হল্যাণ্ড হইতে একজন প্রসিদ্ধ মহিলা আর্টিষ্ট মার নিকট আজ আসিয়াছেন। ছবি আঁকাই তাঁহার পেশা। বিকালে তিনি মাকে তাঁহার নানা রকম সুন্দর সুন্দর ছবির সংগ্রহ দেখাইলেন। মার দুই তিনটি ছবি তাঁহার ভাল মত আঁকিবার ইচ্ছা।

১১ই জুলাই, ১৯৫৯

মেম চিত্রকরটি আজ প্রায় এক ঘণ্টা মার ঘরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক ঠিক মত যেন কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কোথায় যেন একটু বিশেষ গোলমাল থাকিয়া যাইতেছে। নিরাশ হইয়া ভদ্রমহিলা বলিলেন যে বহু সাধু সন্তের ছবিও তিনি আঁকিয়াছেন কিন্তু এইরূপটা আর কখনও হয় নাই। মার প্রায় ১০।১২ রকমের মুখের ভাব তিনি দেখিতেছেন। তাই কোনটিকে যে গ্রহণ করিবেন তাহা তাঁহার বিদ্যার বাহিরে।

আমাদের নিকট কিন্তু ইহা নূতন নয়। আমরা জানি যে আজ পর্য্যন্ত মার ছবি বা মার প্রতিমূর্ত্তি কেহই ঠিক ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। লণ্ডনের

খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার ও শিল্পী মিঃ রিচার্ড ল্যানয় এদেশে আসিয়া মার সঙ্গে সঙ্গেও কিছুদিন ছিলেন। নানা ভাবে মার ছবি তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার তোলা মার ২।৩টি ছবি ইউরোপে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু তিনিও আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন যে মার মুখের আকৃতি অনবরত পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। তাই প্রতিটি ফটো ভিন্ন প্রকারের—কোনওটিতে একেবারে শিশুর মুখ, কোনওটিতে আবার বৃদ্ধা, আবার কখনও সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এ সব মায়েরই লীলা! মায়ের প্রতিমূর্ত্তি বানাইবার চেষ্টাও এ পর্য্যন্ত অনেক প্রসিদ্ধ শিল্পী করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

২৪শে অগাষ্ট, ১৯৫১

মা দিল্লীর কালকাজী আশ্রমে আছেন। আজ সকালে পণ্ডিত নেহরুর সেক্রেটারী শ্রীউপাধ্যায়জী মার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি মার বহু পূর্ব্ব পরিচিত এবং সময় ও সুযোগ পাইলেই মার দর্শন করিয়া যান। তিনি বলিয়া গেলেন আজ সন্ধ্যায় পণ্ডিতজী মার দর্শনের জন্য আসিবেন বলিয়াছেন।

আজই রাত্রের গাড়ীতে মার বিন্ধ্যাচল যাওয়ার কথা। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় পণ্ডিতজী উপাধ্যায়জীকে নিয়া মার কাছে আসিলেন। দেখিলাম সরকারী গাড়ীতে না আসিয়া নিজের ছোট্ট গাড়ীতে আসিয়াছেন এবং সঙ্গে সরকারী আর্দ্দালী বা গার্ড কেহই নাই। মার দর্শনের জন্য সেই সময় আশ্রমে টিহরী-গাড়ওয়ালের মহারাজা, মণ্ডীর রাজা-সাহেব, রায় বাহাদুর নারায়ণ দাসজী, বর্ম্মা সাহেব প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে পণ্ডিতজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। তাঁহাকে সোজা উপরে মার ঘরে লইয়া আসা হইল। মার সম্মুখে বসিয়াই তিনি একটু জলযোগও করিলেন।

মার সঙ্গে তাঁহার কিছুদিন পূর্ব্বেই হৃষীকেশে দেখা হইয়াছিল। তিনি অবশ্য সময়াভাবে মার কাছে বেশী আসিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার কন্যা ইন্দিরা ইতিমধ্যে মার দর্শন কয়েকবার করিয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বর্গীয়া স্ত্রী কমলা নেহরুজীও মাকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন এবং জীবিত অবস্থায় দিনের পর দিন দেরাদুনে মার নিকট আসিতেন। এই সব কথা আমার ডায়েরীর পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে অনেকবার লেখা হইয়াছে।

পণ্ডিতজীর সম্বন্ধে মার কতকগুলি কথা বিশেষ ভাবে খেয়ালে আসিয়াছিল। তাহাই মা দুইটি কাগজে আমাদের দিয়া পূর্ব্বেই লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। মা নিজের মুখে তাহা বলিলেন না। মারই নির্দ্দেশ মত শ্রীমান পানু তাহা পণ্ডিতজীকে পড়িয়া শুনাইল। পড়া হইয়া গেলে তিনি সযত্নে ঐ কাগজ দুইটি নিজের পকেটে রাখিয়া দিলেন। লেখা দুইটি মার বিশেষ অনুমতি বিনা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, কারণ পণ্ডিতজীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে উহাতে মার কিছু নির্দ্দেশ ছিল।

কাগজ দুইটি পড়া হইয়া গেলে আমরা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। শুধু মা ও পণ্ডিতজী রহিলেন। মার সঙ্গে তাঁহার একান্তে প্রায় ২০।২৫ মিনিট কথা হইল। পরে মার ষ্টেশনে যাওয়ার সময় হইয়াছে দেখিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। মা তাঁহাকে এক ছড়া রুদ্রাক্ষের এবং এক ছড়া তুলসীর মালা পরাইয়া দিলেন। তিনি আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া পরে ডান হাতে সব জড়াইয়া রাখিলেন। মাকে প্রণাম করিয়া নীচে আসিয়া উপস্থিত ভক্তদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটু আদর করিয়া রওনা হইয়া গেলেন। দেখিলাম মার নিকট যতক্ষণ বসিয়াছিলেন খুবই শান্ত ও ধীর স্থির ভাবে বসিয়াছিলেন। বোধ হয় মার যদি ষ্টেশনে যাইবার সময় না হইত তবে আরও অধিক সময় বসিতেন।

যাইবার সময় বলিয়া গেলেন মা পুনরায় দিল্লীতে আসিলে তাঁহাকে যেন খবর দেওয়া হয়।

পণ্ডিতজীর গাড়ী বাহির হইবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাও ষ্টেশনে রওনা হইয়া গেলেন।

"এই শরীর তন্ত্র-মন্ত্র কিছুই করে না। তান্ত্রিক ঐ সব ক্রিয়া কাহাকে বলে, কি করে সে সবের কোনও বালাই নাই। এখানে যে সকলের সঙ্গেই আত্মিক সম্বন্ধ। এখানে ত আর আলাদা ঘর বাড়ী নাই। আর ঘর যদি বল সেই সীমাহীন একই।"

"মা"

আনন্দম্

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি

(আমি) অবুঝ বলে তাই বুঝি মা
হইনি তোমার মনের মত ;
সবুঝ হলে—সত্যি বলো,
ভালো কি আর বাসবে এত !

দেখবে যখন আর কাঁদে না
জড়িয়ে গলা আর সাধে না
পায়ের তলায় ধূলার মত
রয়না পড়ে অবনত :

ভাববে তখন পথের ভীড়ে
হারিয়ে যাওয়া ছেলেটিরে :
কোন কিছুই বুঝতো না যে
হয়তো তারেই চাইবে ফিরে।

হয়তো তখন ইচ্ছা হবে—
অবুঝটা ফের ফিরবে কবে,
পড়বে মনে সেই অবোধের
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি যত।

দীক্ষা লাভ *

শ্রীমতী বিজনপ্রভা দেবী

যতদূর মনে পড়ে ১৯৪১ সালের ঘটনা, একদিন আমার স্বামী বলিলেন, "বাংলা স্কুলে একজন ভদ্রলোক গীতার ব্যাখ্যা করিবেন, শুনিতে যাইবে ?"

গীতার নাম শুনিলেই আমার খারাপ লাগিত, সংস্কৃতে যা তা লেখা সাত জন্মে যার মানে বুঝিতে পারি না তা শুনিতে যাইব কেন ? (এখানে বলিয়া রাখি আমার স্বামী বরাবরই খুব ধর্ম্মভাবাপন্ন এবং সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন করা একটা বাতিক ছিল। গীতাপাঠ ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ ও সৎসঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন) আমার স্বামীর পীড়াপীড়িতে আমি বাংলা স্কুলে গীতা শুনিতে গেলাম।

দেখিলাম একটি ভদ্রলোক বসিয়া গীতার ব্যাখ্যা করিতেছেন। দেখিয়া বড়ই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

মৃত্যুর উপরে সেদিন ব্যাখ্যা করিলেন। কি সাংঘাতিক মর্ম্মস্পর্শী বাণী। সমস্ত সত্য দিয়া এমন প্রাণস্পর্শী কথা জীবনে এই প্রথম শুনিলাম। মোট সব কথাগুলি বুঝিতে পারিলাম।

মৃদু আলোকে গীতা পাঠ শুনিতেছিলাম। শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছি, কখন যে প্রণাম করিয়া গীতা শেষ করিলেন এবং বড় আলোটি জ্বলিয়া উঠিতেই যিনি আমার সম্মুখে বসিয়া এতক্ষণ পাঠ করিলেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। এক সৌম্যদর্শন দিব্যকান্তি অপরূপ সুন্দর জ্যোতিতে আলোকিত মুখমণ্ডল, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সকলের প্রণাম গ্রহণ করিতেছেন ; দুই চক্ষে যেন স্নেহ উপচাইয়া পড়িতেছে। এক ফাঁকে কখন যে তাঁহার পায় আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নত হইয়া প্রণাম করিয়া ফেলিয়াছি নিজেই জানি না। খবর

---

* "তস্মৈ" পত্রিকার সৌজন্যে।

পাইলাম আরো কয়েক দিন গীতা ব্যাখ্যা হইবে। তিন চারি দিন আরো গীতা পাঠ শুনিতে গেলাম। আমাদের আত্মীয় দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রথমে আমাদের এই গীতা পাঠ হওয়ার সংবাদ জানান। গীতা পাঠ আমাদের যে খুবই ভাল লাগিয়াছে ইহা শুনিয়া আমাদের তিনি জানাইলেন ইঁহার নাম আচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২।৩ বছর হইতে এলাহাবাদে এলেনগঞ্জে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করিতেছেন। তোমাদের খুবই ভাল লাগিবে একবার দুজনে গিয়া দেখিয়া আসিও। গীতার ব্যাখ্যা এমন সরল ভাবে শুনিয়া আমার এত ভাল লাগিল যে তখন ধর্ম্মপুস্তকাদি ও গীতা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইহার পর আমার স্বামীর ধর্ম্মভাব তো ছিলই তিনি এখানে এক সন্ন্যাসী গুরুর আশ্রমে খুব যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং সেই সাধু মহাত্মাজীর নিকট দীক্ষা লওয়ার ইচ্ছা নিজের মায়ের নিকট একদিন প্রকাশ করিলেন। আমার শ্বশ্রূমাতার চিরদিনই পুত্রের মনোভাব দেখিয়া একটু আশঙ্কা ছিল যে পুত্র বুঝি বা বিবাগী হইয়া চলিয়া যায় সেইজন্য তাঁহার মত হইল না। তিনি আমার স্বামীকে আদেশ দিলেন সন্ন্যাসী গুরুর নিকট তুমি মন্ত্র লইও না। গৃহস্থ গুরুর নিকট মন্ত্র লইতে পার ইত্যাদি। গৃহস্থ কোন গুরুর সন্ধান তাঁহার জানা ছিল না সুতরাং সেই সন্ন্যাসী মহারাজের নিকট তাঁহার আর দীক্ষা গ্রহণ ঘটিয়া উঠিল না।

মাতৃভক্ত সন্তান মায়ের মনে ব্যথা না দিয়া আবার ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে মনোনিবেশ করিলেন। একদিন তিনি বলিয়া গেলেন 'আজ রাত্রিতে বিলম্ব হইতে পারে, আমার বন্ধু শ্রীহরিরাম যোষীজির সহিত এক মাতাজীর দর্শনে যাইব।' তাঁহার এই সাধু দর্শন শুনিলেই আমার মনে মনে ভীষণ রাগ হইত, কেন জানি না। হয়তো নিজে মজা করিয়া যাইতেন বলিয়া, আমি তখন বৌ মানুষ শাশুড়ীর বিনা অনুমতিতে কোথাও যাওয়া যায় না। সে কারণে ঐ কথা শুনিয়া কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলাম। বহু রাত্রে স্বামী বাড়ী ফিরিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি সাধু দর্শনে পেট ভরিয়াছে? না খাবার দিব?' তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যা

দেখিলাম, সত্যই পেট ভরিয়া গিয়াছে। কাল তোমাদের সকলকে নিশ্চয়ই দেখাইয়া আনিব।"

যেই শুনিলাম, পরদিন আমারও দেখার সুযোগ ঘটিবে তখনই অলক্ষিত হইতে বেশ ভক্তি শ্রদ্ধার ভাবে অন্তর হইতে প্রশ্নের উপর প্রশ্নবাণে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিলাম। শুনিলাম এক বাঙ্গালী মাতাজী আসিয়াছেন। "ক্লেশ কোয়ারে" একটি নূতন বাড়ীতে ৩,৪ দিন থাকিবেন। পরদিন আমার শাশুড়ী, ননদ আমি সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলাম। গিয়া শুনিলাম কিছুক্ষণ আগে বেড়াইতে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন। ঘরের বাহিরে দালানে আমরা সবাই বসিয়া তাঁহার ফিরিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পর সকলে ফিরিয়া আসিলেন। একজন গৈরিক-বসনা হাতে সোনার মোটা মোটা বালা পরা দোহারা চেহারা বেশ সুন্দর দেখিতে, তিনি আগে আগে আসিলেন। তাঁহাকে ছুটিয়া প্রণাম করিতে যাইতেই, তিনি সস্নেহে দুই হস্তেই আমাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আমাকে নয় ভাই, মা পিছনে আছেন।" সরিয়া দাঁড়াইতেই কি দেখিলাম? অদ্ভুত সে কি মূর্ত্তি!

সাদা, নিছক সাদা রংএর ধুতি পরণে, গায়ের সর্ব্বাঙ্গে সাদা চাদর জড়ান, মাথা খোলা, আলুলায়িত-কুন্তলা অপরূপ সুন্দর চাহনি, মরি মরি! সে কি রূপই দেখিলাম। বিশ্বজননীর চির জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। শিশুর মত সরল ভাবে তাকাইতেছেন।

নামেও আনন্দময়ী, আনন্দঘন মূর্ত্তি, এত সুন্দর লাগিল তা লেখা অসম্ভব। একখানি সাদা কাপড় পরা মানুষ যে কত সুন্দর, সে চাহনি কি গভীর প্রাণস্পর্শী। একবার চাহিলেই কি যে যাদু-ভরা দৃষ্টি! একেবারে বুকের অতল তল হইতে কি যেন বাহির করিয়া নেয়। সামান্য ক্ষণের মধ্যে একেবারে যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছি মনে হইল। প্রণাম করিতে গেলেই, পা ঢাকিয়া সেই জগন্মাতার মতন মাতাজী সকলকে মধুর কণ্ঠে কহিলেন "পা ছোঁয়া বারণ।" মস্তক নত করিয়া মাটিতে

সকলে প্রণত হইতেছে দেখিয়া, আমরাও কিছুদূরে মাথা নত করিয়া মাটিতে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। কাছে ডাকিয়া হাতে একটি ফল প্রসাদ দিলেন ও বলিলেন, "কাল এসো।" সেই দুটি কথা যে কত মধুর কণ্ঠে বলিলেন। আমাদের প্রাণ মন যেন জুড়াইয়া গেল। বিশ্বজননী মাতা আনন্দময়ীর শুভ দর্শন আমার জীবনে এই প্রথম হইল; মনে হইল আমাতে আর আমি নাই, কোন এক টানে এবার ভাসিয়া যাইব। পরদিন আবার, পরদিন আবার। এইরূপে যতদিন রহিলেন, ওখানেই প্রত্যহ হাজির হইতাম।

একদিন সকল ভক্তবৃন্দকে কাঁদাইয়া মা এখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন আমাদের মনে খুবই কষ্ট হইল। এইরূপে মধ্যে মধ্যে যোগাযোগ ঘটিতে লাগিল। মাতাজী লক্ষ্ণৌ আসিলেই সেখানে আমরা উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন ও সৎসঙ্গে যোগদান করিয়া খুব আনন্দ পাইতাম। মায়ের ছবি ঠাকুর ঘরে রাখিয়া পূজা করিতাম। প্রতি শনিবার আমাদের বাড়ী কীর্ত্তন হইত। আমার স্বামীর কয়েকজন বন্ধু যাঁহারা মায়ের খুবই ভক্ত তাঁহারা আসিতেন। আমার কন্যাটি তখন খুব ছোট। সে মাতৃনাম গান কীর্ত্তন করিত ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সকলে নাম গান করিতে থাকিতেন। এইরূপে জীবনটা মার নাম গানে ভরপুর হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রতি শনিবারে বিকালে এই সৎসঙ্গ পুরুষেরা মিলিয়া করিতেন ও আমার কন্যাটি বাজনা বাজাইয়া মার নাম কীর্ত্তন করিত। ঘরখানি মায়ের নাম গানে মুখরিত হইয়া উঠিত। সেখানকার হাওয়া কত পবিত্র কত স্নিগ্ধ মনোরম মনে হইত।

এইরূপে মা আমাদের জীবনে একরূপ উপাস্য দেবতার মত আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেন। তখন মা ছাড়া আর কিছু নাই, মনে হইত।

সবই মা-ময়, মায়ের উপর অসম্ভব বিশ্বাস লইয়া জীবনে অগ্রসর হইলাম। সেই বৎসর আমার আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় দ্বিতীয়

পুত্র লাভ করায় তাহার নাম আমার শাশুড়ী মাতা আনন্দকুমার রাখিলেন, এবং তখন হইতেই তাহাকে সকলে অন্তু বলিয়াই ডাকে। তুটি পুত্র ও একটি কন্যা, তাহাদের সহিত মায়ের নাম গানে খুবই আনন্দে দিনপাত করিতেছিলাম।

এমন সময় হঠাৎ আমাদের জীবনে একটা অদ্ভূত উলট পালট ঘটিল।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের খুবই শক্ত অসুখ ঘটিল। বহু চিকিৎসা ও ঔষধপত্র করিয়াও তাহাকে বাঁচান গেল না। এই পুত্রটির যখন খুব বাড়াবাড়ি অসুখ শ্রীশ্রীমাকে তাহার অসুখের খবর জানাইলাম। কিন্তু কোনও উত্তর পাইলাম না। ছেলেটির বয়স ছিল ৮ বৎসর। খুব স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর মুখশ্রী ছিল। অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিল।

মায়ের নাম কীর্ত্তন করিতে খুবই ভালবাসিত। অসুখের সময় মাথার কাছে মায়ের একখানি বড় ছবি চেয়ারের উপর রাখিয়া ও বুকের উপর একখানি তুর্গা প্রতিমার ছবি লইয়া অসহ্য কষ্টের সময় পড়িয়া থাকিত। আমাদের মনে খুবই আশা ছিল শ্রীশ্রীমাকে এত ডাকিতেছি কখনই এ ছেলের কিছু ঘটিবে না। নিশ্চয়ই সারিয়া যাইবে। বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়, যথাসময়ে যাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছিল সেখানেই মহাপ্রস্থান করিল। একঘর লোক সকল আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া আমাদের বুক শূন্য করিয়া সে সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেল।

বাড়ী শুদ্ধ সবাই শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। আমরাও তুজনে খুবই শোকগ্রস্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। তখন মনে হইত এ জীবন এখানেই শেষ হইল। আর বুঝি কখনও হাসিতে পারিব না। এ ভাঙ্গা বুক আর জোড়া লাগিবে না। তুঃখ বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করিতে গেলেও আরো যেন চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিত। এইরূপে দিন আর কাটে না। তখন মনে মনে মায়ের উপর অসম্ভব অভিমান হইত। মনে হইত এত করে মা তোমাকে বললাম "আমার খোকাকে ভাল করে দাও, তা তুমি করলে না।" এই অভিমানে শনিবারের কীর্ত্তন পূজা ইত্যাদি সব বন্ধ করিয়া খালি অশ্রুজলে ভাসিতাম। বুকের ভিতর কি যে তুঃসহ

বেদনায় পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছে তাহা অন্তর্যামীই জানেন। এই অবস্থায় শেষ রাত্রে এক নিদারুণ স্বপ্ন দেখিলাম। (তাহা প্রকাশ করিতে বারণ)।

সেই স্বপ্নের কথা শুনিয়া সকলেই তাহা মাকে জানাইতে বলিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন আলমোড়া ছিলেন। হঠাৎ মার "টেলিগ্রাম" আসিল মা কাশী যাইতেছেন লক্ষ্ণৌ হইয়া। একদিনের জন্য এখানে নামিবেন। মায়ের আসার খবরে বাটীস্থ সকলেই দর্শন করিতে ছুটিলেন।

আমাকে লইয়া যাইবার বিশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও মায়ের উপর দুরন্ত অভিমানে আমি মাতৃদর্শনে গেলাম না। এবং এই যে আমার ইচ্ছাকৃত না যাওয়া তাহাতেই মনে মনে খুবই কষ্ট হইতে লাগিল। মনে হইল সব বারই তো মাকে দেখিতে যাই, এই যে, মা আমার এত বড় কষ্ট করিয়া দিয়াছেন, শোক দুঃখ এত মনোব্যথা, একবার কি মা আমায় দেখিতে আসিতে পারেন না? বসিয়া বসিয়া খুব কাঁদিতেছি এমন সময় আমার স্বামী ও শাশুড়ী মাতা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোমাকে দেখিতে এখানে মা স্বয়ং আসিতেছেন।" দুই চার মিনিটের মধ্যেই মোটরে শ্রীশ্রীমা আমাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। মা তো গৃহস্থের বাস করা আলয়ে উঠেন না, সেইজন্য আসিয়া দালানের নীচে রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারতনজী মায়ের বসিবার আসন হাতে সঙ্গে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি ছুটিয়া গিয়া মায়ের হাঁটু দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। শ্রীশ্রীমা সস্নেহে আমাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন ও শুধু নারায়ণ, নারায়ণ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মাঝে মাঝে শান্তি শান্তি করিয়া উঠিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের বুকের স্পর্শে আমার কান্নার বেগ কম হইতে লাগিল ও তাঁহার নিকট স্বপ্নের কথা জানাইলাম।

আমি স্বপ্নের কথা জানাতে তিনি বলিলেন, "এই শরীরেরই তো কথা। তোমাদের দীক্ষার সময় হইয়াছে স্বামী স্ত্রী দুইজনে একমত হইয়া যাঁর কাছে প্রাণ

চায় দীক্ষা গ্রহণ করিবে।" এই বলিয়া সেই রাত্রেই বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন ও আমাদের সকলকেই বিন্ধ্যাচল যাইবার অনুমতি দিলেন।

দুই তিনদিন পর আমরা সকলে কোলের শিশু পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া, শাশুড়ী, মা সকলের সহিত বিন্ধ্যাচলে মায়ের আশ্রমে আসিলাম।

শ্রীশ্রীমা সেখানে আমাদের কি স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া ভুলাইয়া রাখিলেন। এত বড় পুত্রশোক মায়ের ইচ্ছায় ভুলিতে লাগিলাম কিছু কিছু সময়। কত আবদার, কখনো খাইতে বসিয়া বলিয়া পাঠান। "আজ অমুক বাবার বৌএর হাতে খাইব।" কোনদিন বলিলেন, "মা, আজ তুমি আমায় সব রাঁধিয়া খাওয়াইবে।"

তাঁহার সেবাতে ধীরে ধীরে আমার বুকের ক্ষত সারাইবার ব্যবস্থা স্নেহময়ী জননী করিতে লাগিলেন।

দীক্ষা গ্রহণ কিরূপে করিব জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিলেন যাহার উপর তোমাদের ভক্তি হয়? আমাদের মনে পড়িল ঋষি-প্রতিম সেই মহাপুরুষের সৌম্য মূর্ত্তি। যিনি স্রোতের মত গীতার ব্যাখ্যা করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের শুনাইয়াছিলেন।

আমরা তাঁহাকে সেই কথা বলিতেই মা বলিলেন, বেশ, তোমরা তাঁহার নিকট এখনই যাও। কিন্তু নিজে উদ্যোগী হইয়া কিছু করিবে না।

তিনি যা বলিবেন তাহাই শুনিবে ও করিবে। মায়ের মুখের সেই কথা আজিও ভুলিতে পারি নাই, "বাবা, মা, তোমরা প্রার্থী হইয়া যাইবে। কিছু জোর করিয়া বলিবে না। তাঁহার উপর সব ছাড়িয়া দিবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীশ্রীমায়ের নির্দ্দেশে এলাহাবাদ রওনা হইলাম। শোকাতুর মন মাকে ছাড়িতে কষ্ট হইবে বলায়, মা বলিলেন, আমিও এবার এলাহাবাদে কৃষ্ণ-কুঞ্জে দুর্গাপূজায় যাইতেছি, যোগাযোগ ঘটিলে আবার দেখা হইবে।

—ক্রমশঃ

আভ্যুদয়িক

শৈলেশ ব্রহ্মচারী

ভেঙ্গেছে তন্দ্রা, পূর্ব-অচলে, বেজেছে তোমার জয় !
দিক্-দিগন্তে, আলোকে-পুলকে তোমার অভ্যুদয় ।
ওগো জীবনের তিমির-বিদারী
দীপ্তি তোমার যেতেছে প্রসারি’,
উদয়াচলের সে গরিমা তলে আনত ভুবনচয় ।
দীপ্ত তোমার দীপ্তি-পরশে বিশ্ব জ্যোতির্ময় !

প্রভাত-বাতাসে প্রভাতী গন্ধ রহিয়া রহিয়া আসে,
আলোক-মুকুল খুঁজে ফেরে বাণী আমার চিত্তাকাশে ।
নির্মল নীল স্বপ্নের কায়া
মৌন গভীরে ঢেলে দেয় ছায়া ;
অবাক্ মর্মে ফোটে নিঃসীমতা সীমাহীন অনিমেষে ।
অতল অকূল সিন্ধু চপল মুক্তির নিশ্বাসে !

চল চঞ্চল এই যে বসুধা ওই যে নৃত্য-ছন্দ,
তারি সনে ওই শুনি যেন বাজে তব মঞ্জিরানন্দ !
কোন অসীমের স্পর্শ জড়ায়ে
সে ধ্বনি দিতেছে বিশ্বে ছড়ায়ে
নব আকাংক্ষা, নবীন উজল মোহ-মুক্তির গন্ধ ।
আলস নয়ন মেলিছে বিশ্ব, টুটিছে তামস-অন্ধ ।

তুমি, তব বাণী অপূর্ব, এই ধরণীর মাঝখানে ।
তব পরশের মহিমোচ্ছ্বাস মৌন গুঞ্জরণে ।

ঢেলে দেয় নিতি কী যে উচ্ছ্বাস,
কাঁপে তারকার আস্তঃ প্রকাশ,
জীর্ণ আবেশ খসে পড়ে যেন 'মা ভৈঃ, মা ভৈঃ' স্বনে।
পদ-মঞ্জিরে ভুবন-মেখলা কাঁপে তারি আহ্বানে।

মনে হয় যেন হারায়েছ যত সুখ-দুঃখের ঠাঁই,
ধুলার খেলায় গড়ে' খেলাঘর, অবসর যেন নাই।
জেগেছে ঝংঝা প্রলয়ের তালে,
জ্বলিছে বহ্নি জটার আড়ালে,
অলস আবেশ তূর্য নিনাদে হারায়েছে আপনাই।
হৃদি-মৃদঙ্গ উঠিছে ধমকি,—'তাতা থাই, তাতা থাই।'

বর্ষে বর্ষে উদ্বেল তব জন্ম দিবসগুলি,
কী যে এনে দেয়, কী যে নিয়ে যায়, কেমনে তাদের ভুলি।
তব প্রসারিত সূর্য-শক্তি,
মৃত্যুরে দেয় কালিমা-মুক্তি,
জীবনের চোখে দেয় সে বুলায়ে কনকাঞ্জন-তুলি।
সৃষ্টির আদি প্রভাত বেলাটি ভরে নেয় অঞ্জলি।

মৃত্যুর্জ্জয়ের জয়মালা বহি' তাই তুমি উদাসীন,
আপনারে দেয় আপনা হারায়ে তোমারই বহ্নি-বীন।
অগ্নির বাণে গানের পাথেয়
কাটে না ছন্দ, অমরা সাথেও
দুনিবারের বারতা কণ্ঠে, বাজে গীত অমলিন।
উছল-দীপ্ত, প্রেমপূত তব অভ্যুদয়ের দিন।

পুরাতন স্মৃতি

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

(শ্রীশ্রীমায়ের সাথে কলিকাতায় শ্রীবিনয়বাবুর বাড়ীতে “ভাগবত-সপ্তাহ” ও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় যাবার:পথে)

(১০)

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার অতি পুরাতন ভক্ত শ্রীবিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মা যখন ঢাকায় ছিলেন তখন থেকেই তিনি নিয়মিত ভাবে মায়ের কাছে খুব যাওয়া আসা করতেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ ও কৃপা করেন। বিনয়বাবু নিতান্তই ভাল মানুষ এবং কৃপার যথার্থ যোগ্য পাত্র। তিনি বহুকাল যাবতই অতিশয় নিষ্ঠার সহিত রীতিমত ভাবে সাধন-ভজন করে আসছেন।

একবার যখন মায়ের কাশী আশ্রমে “ভাগবত-সপ্তাহ” হচ্ছিল তখন তিনিও তাতে একজন ব্রতী ছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি তাঁর খুব ভাল লাগে। তাই তিনি মায়ের চরণে নিবেদন জানালেন শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে তিনি তাঁর বৃদ্ধা গর্ভধারিণী মাকে এই রকম ভাবে ভাগবত শোনাতে ইচ্ছা করেন। এই জাতীয় শুভ ধর্ম্ম-কার্য্যে মার সমর্থন ও উৎসাহের কখন অভাব দৃষ্টিগোচর হ’তে দেখা যায় না। বিনয়বাবু প্রস্তাব করলেন ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় তাঁর কলিকাতার বাড়ীতে “ভাগবত-সপ্তাহ” হবে এবং সেই সময় মাকে তথায় উপস্থিত থাকবার জন্য তিনি মায়ের চরণে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা কৃপা করে তাঁর আবেদন স্বীকার করলেন। বিনয়বাবুর “রথ দেখা ও কলা বেচা” দুইই এক সাথে হল। “ভাগবত-সপ্তাহে” ও দুর্গাপূজায় দুই সময়ই মার তাঁর বাড়ীতে থাকা হয়ে গেল। ভক্তের আন্তরিক প্রার্থনা ভগবান মঞ্জুর না করে পারেন না।

পরামর্শ হয়েছিল কাশী আশ্রম হতে পূর্ব্বে কিছু লোক বিনয়বাবুর বাড়ী যাবেন, পরে মা মাত্র অল্প কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় রওয়ানা হবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সকলেরই এক সাথে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। বলা বাহুল্য ইহা মার ব্যবস্থা মত হল না, ইহা হল ব্যবস্থাপকদের ইচ্ছামত। তাদের বাসনা সকলেই মার সাথে যায়। মার সঙ্গে যেতে কার না অভিলাষ হয়। অমৃতে আবার কার অরুচি হয়!!

শ্রীশ্রীমা বারাণসী হতে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর দিন বিকেল চারটার দেহরাদুন এক্সপ্রেসে (Dehradun Express) সকলের সঙ্গে কলিকাতায় চললেন। গাড়ীতে উঠেও বোধ হয় মা একবার ব্যক্ত করলেন তাঁর খেয়াল ছিল মাত্র অল্প কয়েকজন তাঁর সাথে থাকেন। এত লোক সঙ্গে নিয়ে যাবার মোটেই মার ইচ্ছা বা খেয়াল ছিল না। যাক্ মার গাড়ী যখন ডেহরী-অন-সোন (Dehri-on-Sone) কিংবা সোন-ইষ্ট-ব্যঙ্ক (Sone-East-Bank) ষ্টেশনে এসে পৌছলো, তখন হঠাৎ দেখা গেল মার গাড়ীর সম্মুখ দিয়ে হনহন করে যাচ্ছেন তাঁর অতি পুরাতন ভক্ত রায় বাহাদুর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র তিনুবাবু। মাকে দেখতে পেয়েই তিনি মার কম্পার্টমেণ্টে (Compartment) উঠে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই মা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে এখানে? তুমি কোথায় থাক?

তিনুবাবু—মা, আমি গয়ায় থাকি। রেলে চাকরী করি, তাই রোজ এখানে আসতে হয়। কাজকর্ম্ম সেরে এই সময় গয়ায় ফিরে যাই।

মা—তুমি এখন গয়ায় যাচ্ছ নাকি?

তিনুবাবু—হাঁ মা, আমি এই গাড়ীতেই গয়ায় যাচ্ছি।

মা—এই গাড়ী গয়ায় কখন পৌছুবে?

তিনুবাবু—রাত সাড়ে আটটায়।

মা—তোমার বাড়ীতে কি খোলা জায়গা আছে?

তিনুবাবু—হাঁ মা খুব মস্ত বড় রেলওয়ের কোয়ার্টার। সঙ্গে বাগান ও খোলা জায়গা আছে।

মা—এই শরীরটাকে (নিজেকে লক্ষ্য করে) তোমার বাড়ীতে নিয়ে যাবে কি?

তিনুবাবু—খুব আনন্দের সহিত। তোমার পায়ের ধূলা আমার বাড়ীতে পড়লে আমি কৃতার্থ হয়ে যাব। বাড়ী পবিত্র হয়ে যাবে। আমার কোয়ার্টার ষ্টেশনের কাছেই। খুব বেশী দূর নয়। চল না মা, আমার বাড়ীতে। এই সব কথাবার্ত্তা বলতে বলতেই গাড়ী ছেড়ে দিল। তিনুবাবু মার গাড়ীতেই রহিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে চলেছেন দিদিমা (মার গর্ভধারিণী), বিমলাদি, শোভাদি, বুনি, উদাস, সতী, মামু (শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য, মায়ের কনিষ্ঠ সহোদর), কান্তিভাই, বিভু, দাসু প্রভৃতি আশ্রমের অনেক ভাইবোনেরা। কাশী থেকে মনোমোহনদার (শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত স্থাপত্য পরিদর্শক বা ইঞ্জিনিয়ার) স্ত্রী মার জন্য ভাল মালপোয়া নিজের হাতে তৈরী করে দিয়েছেন তাহাই সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাকে একটু খাইয়ে দেওয়া হ'ল। তিনুবাবুও মার প্রসাদ পেলেন। মায়ের গাড়ীতে ছিলেন দিদিমা, বিমলাদি, শোভাদি ও বুনি। আমিও সেই গাড়ীতেই ছিলাম। মা তাঁদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সকলে এই গাড়ীতেই সোজা কলিকাতায় চলে যাও। এই শরীরটা (নিজেকে লক্ষ্য করে) তিনুর সাথে গয়ায় নেবে যাবে। নারায়ণ, উদাস, সতী ও দাসু এই শরীরের সঙ্গে থাকবে। কলিকাতায় গিয়ে সকলকে বলো, মা এই গাড়ীতেই আসছিলেন হঠাৎ গয়ায় নেমে পড়েছেন, পরে আসছেন। এই প্রস্তাব শুনে তো উপস্থিত প্রায় সকলেরই মুখ মেঘে ঢাকা চাঁদের ন্যায় একেবারে ম্লান হয়ে গেল। শোভাদি কিছুতেই মাকে ছেড়ে কলিকাতায় যাবেন না। তিনি তো কেঁদে কেটে অস্থির। বরং তিনি এখান থেকেই কাশী ফিরে যাবেন তাও স্বীকার, তথাপি তিনি মাকে ছেড়ে কদাপি কলিকাতায় যাবেন না। এই বলে একদম বেঁকে বসলেন।

ইহাদের মার প্রতি আকর্ষণ দেখে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য ও অবাক্ হতে হয়। ইহাদের জীবনই যথার্থ ধন্য !! মাকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গ করে ইহাদের আশা যেন আর মিটে না !!! শ্রীশ্রীমা তাঁকে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করতেই দেহরাহুন এক্সপ্রেস রাত সাড়ে আটটায় গয়া ষ্টেশনে এসে পৌঁছল। মা তাড়াতাড়ি করে আমাদের চারজনকে নিয়ে তিনুবাবুর সাথে গাড়ী হতে নেমে পড়লেন। একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় কেমন যোগাযোগ হয়ে মায়ের খেয়ালটা এই ভাবে পূর্ণ হয়ে গেল। এঁদের কথার ব্যতিক্রম হতে বড় দেখা যায় না !! পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তির সহিত নিজের ইচ্ছাটা সংযোগ করে দিতে পারলে অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা অভিন্ন করতে পারলে তাহা পূর্ণ না হয়ে যায় না। পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হয়ে যে ইচ্ছা তাহা পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা। তাহা অমোঘ ফল না দিয়ে যায় না। তিনুবাবু আমাদের টিকিট নিয়ে ষ্টেশন মাষ্টারের (Station Master) সঙ্গে দেখা করে আমরা যে এখানে যাত্রাভঙ্গ (Journey break) করলাম তা লিখিয়ে নিয়ে এলেন। মাকে নিয়ে আমরা বাহিরে এসে দাঁড়ালাম। তিনুবাবু গেলেন মার জন্য টেক্সি (Taxi) ডাকতে।

মা বল্‌লেন—এখনও তো বেশী রাত হয়নি, এত তাড়াতাড়ি তিনুর বাড়ী গিয়ে কি হবে ?

আমি—তা হলে এখন কোথায় যাবে ?

মা—তুমিই বল না কোথায় যাওয়া হবে ?

আমি—বেশ তো, চল না মা, আমরা বুদ্ধগয়া দেখে আসি। সেখানে বুদ্ধদেব কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

মা—বেশ তো সেখানেই চল।

এই সব কথা বলতে বলতেই তিনুবাবু একখানা টেক্সি (Taxi) নিয়ে এলেন। পাঞ্জাবী টেক্সি-চালকটি তিনুবাবুর পরিচিত, খুব ভালমানুষ। তাকে আমাদের বুদ্ধগয়া দেখিয়ে আনতে বলা হইল। সে আমাদের নিয়ে ছুটল বুদ্ধ-

গয়ায়। এইখানেই ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি পরম-তপস্বী রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ বোধিবৃক্ষের তলায় বসেছিলেন "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" এই প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প নিয়ে। শ্রীশ্রীমার সাথে সেই পরম পবিত্র স্থান দেখতে চলেছি আমরা পাঁচজন, রাত প্রায় নয়টায়। সুন্দর, অতি চমৎকার রাস্তা। সারা পথটিই বিদ্যুতের আলোতে আলোকিত। পথটি নির্জ্জন, গাড়ীর চলাচলিও তখন বন্ধ হয়ে গেছে। শান্ত ভাবে আমরা চলেছি মার সাথে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের সাধনক্ষেত্র দর্শন করতে। মা বলেন, তীর্থস্থান, দেবতার বিগ্রহ ও সাধু-মহাত্মাদের দর্শন করতে যেতে হয় শ্রদ্ধা ও শুদ্ধ ভাব নিয়ে। তা হলেই তাঁদের প্রভাব বুঝতে পারা যায়।

রাত প্রায় দশটায় গিয়ে আমরা উপনীত হলাম শাক্যসিংহ সিদ্ধার্থের সেই গভীর ধ্যানের স্থানে। সেই বটবৃক্ষের তলায়, যেখানে বসে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রায় ২৫০০ (আড়াই হাজার) বৎসর পূর্ব্বে গৌতমবুদ্ধ এখানেই সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি করুণাপরবশ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জগতের একটি জীবও অমুক্ত থাকতে তিনি নির্ব্বাণ গ্রহণ করবেন না। পরদুঃখে কাতর হয়ে এত বড় করুণার কথা বোধ হয় পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত আর কেহই কখন বলেন নাই। পরম কারুণিক গৌতমবুদ্ধের ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্য ও পরদুঃখকাতরতাই তাঁকে এই সংসারে অমর করে রেখেছে। তাঁহার সেই সাধনক্ষেত্রে ধ্যানের স্থানটিতে একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করে তাঁর স্মৃতি রক্ষা করা হইয়াছে সাথে সাথে স্থানটিরও পবিত্রতা রক্ষিত হইতেছে। এখানে আসিলেই ইহা সাধকদের স্মরণ করিয়ে দেয় কি ভাবে শুদ্ধ সঙ্কল্প নিয়ে হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল হয়ে সাধনায় বসতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ আর নড়ন চড়ন নেই।

শ্রীশ্রীমায়ের সাথে সেই পরম পবিত্র স্থানে আমরা খানিক সময় শান্ত ভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। অত রাত্রিতে ধারে কাছে সে সময় আর অন্য কোন লোকজন ছিল না। অকস্মাৎ অতি মনোহর একটি সুন্দর মৃদু গন্ধ আমরা

উপস্থিত সকলেই পেলাম। গন্ধটি কিন্তু সাধারণ গোলাপ চাঁপা, যুঁই বেলা, চামেলী বকুল, হেনা গন্ধরাজ, মালতী শেফালী কি রজনীগন্ধার মত পরিচিত গন্ধ নয়। ইহা এক অপূর্ব্ব দিব্য গন্ধ। ইহার সহিত আমাদের পরিচিত কোন গন্ধের যেন তুলনাই হয় না। খোঁজ করে দেখা গেল নিকটে কোন ফুলের বাগান সেখানে নেই। তবে এখানে এমন মনোমুগ্ধকর সুবাস এলো কোথা থেকে? আমরা কেহই ইহার কোন কারণ আবিষ্কার করতে না পেরে অবশেষে শ্রীশ্রীমাকেই জিজ্ঞাস করলাম, মা, এই রকম সুন্দর গন্ধ কোথা হতে আসছে?

মা বললেন, "যাঁর স্থানে এসেছ, তিনিই দয়া করে, তাঁর উপস্থিতি এই ভাবে জানিয়ে দিলেন।" যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সেখানে ছিলাম ততক্ষণ পর্য্যন্ত তো সেই গন্ধ পেলামই। এমন কি সে স্থান থেকে মোটরে ফিরে আসবার পথেও প্রায় মাইল খানেক পর্য্যন্ত তার ক্ষীণ গন্ধ পাওয়া যেতে লাগলো। এইরূপ গন্ধ কি সকলেই এখানে আসলে পায়? আমরাও যদি মায়ের সাথে না এসে একা একা পৃথক ভাবে এখানে আসতাম তা হলেও কি এই গন্ধ পেতাম? আমার তো মনে হয় এ আমাদের মহাশক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমায়েরই মহিমা!

আমরা সেখান থেকে ফিরে যখন তিনুবাবুর কোয়ার্টারের দিকে আসছিলাম তখন মা জিজ্ঞেস করলেন, "এখান থেকে বিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দির কত দূর?"

তিনুবাবু—এখান থেকে মন্দির বেশী দূর নয়। তবে আমরা একটু এগিয়ে এসেছি। মন্দিরে যাবে নাকি?

মা—বেশ তো চল না মন্দিরে।

টেক্সি চালককে বলাতে সে গাড়ী ফিরিয়ে আমাদের মন্দিরের নিকট নামিয়ে দিল। মার সঙ্গে যখন আমরা মন্দিরে এলাম তখন রাত হবে অনুমান এগারোটা। একজন পাণ্ডা এসে সাথে করে আমাদের মন্দিরের ভিতর নিয়ে গেল। অত রাতে মন্দিরে বেশী লোকজন ছিল না। মার সঙ্গে আমরা পাঁচজন আর পাণ্ডাদের নিয়ে দু'চারজন আরো হবে। মন্দিরের মাঝখানটায় চাঁদির রেলিং দিয়ে ঘেরা গহ্বর।

তারই মধ্যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুর দুখানি পাদপদ্ম। ইহাই শ্রীগদাধরের শ্রীপাদপদ্ম বলে বিখ্যাত। ইহার উপরই শ্রদ্ধাবান হিন্দুরা পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত পিণ্ডদান করেন। শ্রীশ্রীভগবানের চরণ দুখানি চন্দন ও গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে অতি পরিপাটির সহিত সুন্দর করে সাজান। আর শ্রীপাদপদ্মের চারদিকের সম্পূর্ণ গহ্বরটি পুরু করে ভরে দিয়েছে সবুজ তাজা তুলসী দলে। গদাধরের পাদুখানির উপর রৌপ্য নির্ম্মিত একটি বেশ বড় অনন্তনাগ বিস্তারিত করে রয়েছেন তাঁর অনন্তফণা। সে যে কি মনোমুগ্ধকর অপূর্ব্ব দৃশ্য তা কেবল অনুভব করবারই বিষয়, ভাষায় ব্যক্ত করবার নয়। গভীর মহানিশায় শ্রীশ্রীমায়ের সাথে এই চিত্তাকর্ষক পরিবেশের মধ্যে চঞ্চল মনটা যেন স্বভাবতই শান্ত হয়ে আসে।

পাণ্ডার ও মোটর চালকের তাগিদ না থাকলে আরো কিছু সময় তথায় থাকা যেতে পারতো। আমার তো কেবলই মনে হচ্ছিল আমাদের উপর কৃপা করবার জন্যই বোধ হয় করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা গয়ায় এমনি করে অকস্মাৎ গাড়ী থেকে নেমে পড়েছেন। তাহা না হলে এই সব দেখবার ও অনুভব করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমরা কখনও প্রাপ্ত হতাম না।

এই সেই বিষ্ণুপাদপদ্ম যেখানে এসে আমাদের ভাবের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের ভাবোন্মাদে একেবারে ভাবে বিভোর হয়ে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। লক্ষ্য করে দেখা গেল শ্রীশ্রীমায়েরও ঐ সুন্দর আঁখি দুটি কি জানি কোন অব্যক্ত দিব্যভাবে যেন ঢুলুঢুলু হয়ে বুজে আসতে লাগলো।

এই পবিত্র গয়াধামে এসেই কামারপুকুরের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর ঘরে পুত্ররূপে আসছেন স্বয়ং শ্রীগদাধর জগতের লোকদের এই দুঃখ ও দৈন্যময় সংসারে শান্তির পথ দেখাতে। যার ফলস্বরূপ পেলাম আমাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে। তিনি জগতকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন জগন্মাতাকে পেতে হলে কোন মন্ত্র, তন্ত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। শিশুর মত সরল প্রাণে কেবল মা মা বলে

ডাকলেই জগদম্বা দেখা দেন, কাছে আসেন, কথা কন ও প্রাণের দুটো কথা শোনেন। কেবল চাই মার জন্য অভাব বোধ ও প্রাণের আকুল ডাক। ইহাই মাকে পাবার পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ। আমাদের শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীও বলতে গেলে একজন অপঠিতা গ্রাম্য কুলবধু।

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বড় বড় বিখ্যাত মনীষীরা মার চরণে এসে উপস্থিত হইতেছেন প্রকৃত শান্তির পথ অন্বেষণের মানসে। আমরা আমাদের বিষয় হইতে একটু দূরে এসে পড়েছি। পাঠক পাঠিকারা চলুন আমরা আবার গয়ায় ফিরে যাই।

মন্দির থেকে ফিরে তিনুবাবুর কোয়ার্টারে আসতে আমাদের রাত বারোটা বেজে গেল। টেক্সি চালককে পরদিন ভোর ছয়টায় আসতে তিনুবাবু বলে দিলেন। সতী শুতে গেল বাড়ীর ভিতর মেয়েদের কাছে। মা শুলেন গাড়ীবারান্দার (Portico) নীচে। উদাস শুলো মার নিকট সিঁড়ির উপর আর দাসু ও আমি শুলাম মায়ের নিকটেই খোলা জায়গায় বাগানে।

পরদিন প্রত্যুষে উঠে আমরা স্নানাদি সেরে নিতেই মোটর এসে হাজির। তাড়াতাড়ি করে উদাস মার মুখ ধুইয়ে দিলে পর তিনুবাবুর স্ত্রী ও শাশুড়ী মার জন্য গরুর টাট্‌কা দুধ গরম করে নিয়ে এলেন। মা টেক্সিতে বসে বসেই তা একটু খেয়ে নিলেন। আসবার সময় মা তিনুবাবুর ছোট্ট সুন্দর শিশুটিকে বন্ধু বলে আদর করে এলেন।

বেলা সাতটার গাড়ী ধরে শ্রীশ্রীমার সাথে আমরা চারজন চতুর্দ্দশীর দিন গয়া হতে কলিকাতাভিমুখে রওয়ানা হলাম। রাস্তায় বর্দ্ধমান ষ্টেশনে একজন রেলের কর্ম্মচারী মাকে দেখতে পেয়ে প্রণাম করতে মার গাড়ীতে উঠেছিলেন। তিনি বললেন তিনি কলিকাতায় থাকেন প্রত্যহ বর্দ্ধমানে আসেন কার্য্যোপলক্ষে। ইহা ছাড়া পরিচিত আর কোন লোকের সঙ্গে পথে দেখা হয় নাই।

সেইবার বন্যায় বাঙ্গলাদেশ ভেসে গিয়েছিল। তখনও বন্যার জল নামেনি

সেইজন্য রেল লাইনের দুই ধারে জল থই থই করছিল। তারি মাঝে যেখানে একটু ডাংগা জমী পেয়েছে, সেইখানেই বন্যাপীড়িত গ্রামবাসীরা ও বাস্তুহারারা তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে যে কি কষ্টে কালাতিপাত করছিল, সেই সব মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়ে বাঙ্গলাদেশের উপর মার একটু কৃপাদৃষ্টির জন্য প্রার্থনা নিবেদন করলাম। বেলা যখন প্রায় ডোবে ডোবে সেই সময় আমাদের গাড়ী শেয়ালদহ ষ্টেশনে এসে পৌঁছল। গাড়ী হতে নেমে যা চোখে পড়ল তা বর্ণনাতীত। প্ল্যাটফর্ম্মের (Platform) উপর পূর্ব্ববঙ্গের সব বাস্তুহারার দল যে কি নিদারুণ ভাবে দিন কাটাইতেছে তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তাদের পেটে অন্ন নেই, পরিধানে বস্ত্র নেই, মাথা গোঁজবার একটু স্থান নেই। তারি মধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে মাকে নিয়ে আমরা বাহিরে এসে উপস্থিত হলাম।

একটু পূর্ব্বেই খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে সেইজন্য মোটরের চাহিদা বেশী থাকায় একখানাও টেক্সি (Taxi) পাওয়া গেল না। মাকে ফুটপাথের (Foot-path) উপর দাঁড় করিয়ে রেখে আমি ও দাসু টেক্সি খুঁজতে গেলাম। শ্রীশ্রীমার কলিকাতায় যাবার সংবাদ পেলে তাঁর ভক্তবৃন্দ তাঁদের নিজের নিজের মোটর নিয়ে মার ষ্টেশনে পৌঁছুবার বহু পূর্ব্ব হতে গিয়ে হাওড়ায় উপস্থিত থাকেন এবং যাঁর গাড়ীতে মাকে ওঠান হয় তিনি নিজেকে অতি ভাগ্যবান ও কৃতার্থ মনে করেন। আজ সেই মায়ের জন্য একখানা ভাড়াটিয়া টেক্সিও সংগ্রহ করতে না পারাতে মাকে প্রায় আধ ঘণ্টা কাল খোলা ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। সবই আমার লীলাময়ী মায়ের লীলা! ইহাতেও মায়ের কোনই ভাবান্তর লক্ষিত হইল না!! সর্ব্বাবস্থাতেই আনন্দময়ী মায়ের আমার সমান আনন্দ!!! আমাদের নিকটই ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, মান অপমান আর মায়ের কাছে এই সবই সমান।

কি আশ্চর্য্যের বিষয় এই আধ ঘণ্টার মধ্যে শেয়ালদহ ষ্টেশনের বাইরে একজন পরিচিত লোকের সঙ্গেও আমাদের দেখা হল না। অতি কষ্টে ও চেষ্টার ফলে একজন দালালকে ধরে কোন প্রকারে একখানা টেক্সি সংগ্রহ করলাম। মা গাড়ীতে থাকতেই বলেছিলেন কলিকাতায় নেমে কাহাকেও কোন সংবাদ দেওয়া

নয়। দম্‌দম্ হাওয়াই আড্ডার (Aerodrome) পার্শ্বেই শ্রীআপতাপ মিত্রের বাড়ীতে মার জন্য পৃথক ঘর করা আছে। মা সেখানে গিয়েই উঠবেন। রাস্তার বৃষ্টির জল ভেঙ্গে আমাদের গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছুতে রাত হয়ে গিয়েছিল অনুমান আটটা। আমাদের মধ্যে কেহই ঐ বাড়ীতে পূর্ব্বে কখনও যাইনি। তাই কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর অতি ঘোর অন্ধকারে শ্রীশ্রীমাই আমাদের পথ দেখিয়ে দেখিয়ে যথাস্থানে নিয়ে এলেন। মা ছাড়া আর পথ দেখাবেন কে! মাই তো একমাত্র পথ দেখাবার মালিক!

আপতাপবাবুর বাগানের ফটকে (সদর দরজায়) এসে দেখলাম ভেতর হতে তালা দেওয়া। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর বেরিয়ে এলো একজন উৎকল-বাসী মালী, একজন মুসলমান কারিগর আর ঘেউ ঘেউ করতে করতে একটা মস্ত বড় কুকুর। মা এর পূর্ব্বে এখানে এসেছিলেন বলে বাগানের মালী মাকে চিনতে পেরে সংবাদ জানাল আপতাপবাবু কয়েক দিন হয় তার মশাগ্রামের পৈতৃক বাড়ীতে দুর্গাপূজা করতে গেছেন আর তার মেয়ে জামাই গেছেন কলিকাতায় বেলা দুটোর সময় পূজার বাজার করতে। কখন যে তারা ফিরবেন তা কিছু বলে জাননি। মালীর বোধ হয় দরজা খুলে দেবার খুব ইচ্ছা ছিল না কারণ এই সব কথাবার্ত্তা যখন হচ্ছিল তখন আমরা ছিলাম বাগানের বাহিরে আর তারা ছিল বাগানের ভিতরে। মা দরজা খুলে দিতে বলাতে, অগত্যা মালী গেটের (Gate) তালা খুলে দিয়ে তার বদান্যতা প্রদর্শন করলেন। তার খুব বেশী অপরাধ যে ছিল তা মনে হয় না, কারণ মালিকদের অনুপস্থিতিতে সে কি করে এতগুলি লোককে রাত আটটার সময় দরজা খুলে দেয়। মা আমাদের সাথে নিয়ে তাঁর জন্য যে থাকার পৃথক ঘর আছে সেখানে গেলেন। সেখানে গিয়েও দেখতে পেলাম সে বাড়ীরও দরজায় তালা বন্ধ। যাক্ জিনিষপত্র ও মাকে নিয়ে আমরা বাড়ীর সম্মুখের রকে গিয়ে উঠলাম। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। খদ্যোতের আলোতে কোন প্রকারে আমরা একজন আর একজনকে মাঝে মাঝে একটু দেখতে পাচ্ছিলাম। মালীকে আলোর জন্য বলাতে সে কোথা থেকে যেন খুঁজে পেতে নিয়ে এল একটি

কেরাসিন তেলের ছোট্ট কুপী বা বাতী। কাজেই উহারও প্রভা অতি ক্ষীণ। বাগানের জমাট বাঁধা ঘোর অন্ধকার ঐ ক্ষীণালোক দূর করতে সমর্থ না হলেও একটু প্রকাশ যে হল তাতে সন্দেহ নাই। তাতেই দেখতে পেলাম বাড়ীর ঈশান কোণে একটি বেলগাছ। আর তারই কাছাকাছি একটি জলের কল। সারাদিন আমাদের কাহারও কিছু খাওয়া হয়নি। জননীর অবস্থাও তাই। মার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কারণ তিনি দিনের পর দিন কি মাসের পর মাস কিছুই না খেয়ে থাকতে পারেন তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। আমাদের তো আর সেই অবস্থা নয়। আমাদের হল অন্নগত প্রাণ। আমরা জানি "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।"

দাসুকে সুজি, চিনি ও দুধ আনতে পাঠিয়ে দিলাম বাজারে। আমাদের সঙ্গে মায়ের ব্যবহারের জন্য গরুর ঘি ছিল। ইতিমধ্যে আমরা স্নান করে বেলগাছের তলায় বসেই যে যার সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নিলাম। ঐ গাছের তলায়ই খোলা বারান্দার উপর মার বিশ্রামের জন্য বিছানা পেতে দেওয়া হল। মনে মনে ভাবলাম আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর মহানিশায় জননী শিবানীর স্থান বিল্বমূলে ঠিকই হয়েছে। আর সাত দিন পর এই বিল্বমূলেই তো দেবীর বোধন। আমি বললাম যদি বাড়ীর মালিকরা আজ না আসেন তা হলে আজ রাতে শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে আমরা এই বেল তলায়ই বাস করবো। হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও অন্য কোথাও আর যাব না।

দাসু সুজি ও চিনি নিয়ে ফিরে এসে জানাল বাজারে দুধ পাওয়া গেল না। সুজি চিনি তো সংগ্রহ হল এখন সমস্যা দাঁড়াল হালুয়া হবে কি দিয়ে। কারণ আমাদের মধ্যে আবার একজন কলের জল খান না এমন লোকও আছেন। বাগানের পুকুরে গিয়ে দেখে এলাম ভয়ানক অপরিষ্কার জল। পুকুর ভরা শামুক আর তাতেই ভিজান রয়েছে সব এঁটো বাসন। এই বিশ্রী জল দিয়ে হালুয়া করে মাকে ভোগ দেওয়া চলে না। হঠাৎ আমার মাথায় এক বুদ্ধি যুগিয়ে দিলেন মা। দাসুকে বললাম বাজারে ডাব পাওয়া গেলে গোটা চার পাঁচ ডাব একেবারে কাটিয়ে নিয়ে আসতে। ডাবের জল দিয়েই হালুয়া হবে আর সেই জলই পান করা যাবে। ছেলেমানুষ দাসু আবার দৌড়োলো বাজারে ডাব আনতে। সেও বাজার থেকে

ভাব নিয়ে ফিরেছে আর সাথে সাথে একটি মোটরের হেড লাইট (Head light)ও এদিকে ঘুরল। রাত্রি প্রায় দশটার সময় আপতাপবাবুর জামাই, মেয়ে এবং তার দুটি নাত্নী কলিকাতা হতে এসে পৌঁছলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অযাচিত ভাবে আগমনের সংবাদ পেয়ে তারা সকলে এসে মার চরণে প্রণাম করে নিবেদন করলেন, "আমরা বাড়ী ছিলাম না, মায়ের বড়ই কষ্ট হয়েছে।" এই বলে খুবই দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। তারা তাড়াতাড়ি করে মায়ের নির্দ্দিষ্ট ঘর খুলে দিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিলে উদাস আলু ভাজা আর ডাবের জল দিয়ে তৈরী হালুয়া মাকে একটু খাইয়ে দিলে পর আমরা সকলে মার প্রসাদ পেয়ে রাত বারোটার সময় যে যার বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম।

শ্রীশ্রীমার খেয়াল তার পরদিনও সকাল বেলা কাহাকেও মায়ের কলিকাতায় আসার খবর দেওয়া নয়। মা ঠিক করলেন পরদিন প্রাতে আটটার সময় এখান হতে মা চেৎলা শ্রীমান মণীন্দ্রদের বাড়ী যাবেন। তাদের বাড়ীতে উঠোনের ধারে একখানা ঘর আছে তাতে কোন লোক বাস করে না। মা সেই ঘরেই গিয়ে থাকবেন। প্রস্তাব মত পরদিন যথাসময়ে আপতাপবাবুর জামাতা তার নিজের গাড়ীতে স্বয়ং মাকে চেৎলা মণীন্দ্রদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। মা তাকে বলে দিলেন, যদি কেউ মার খোঁজ করেন, তা হলে তিনি যেন বলেন, মা তার ওখানে গত কাল রাতে এসেছিলেন আর আজ সকালে কলিকাতায় চলে গেছেন। ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও অসত্য নেই, যাহা প্রকৃত ঘটনা তাই তাকে বলতে বলে দিয়েছিলেন। সত্যি সত্যি কেউ কেউ নাকি অনুমান করে ফোনে (Telephone) মার সংবাদ জিজ্ঞেস করেছিলেন।

অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ মহালয়ার শুভদিনে বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে হঠাৎ প্রাপ্ত হয়ে মণীন্দ্রদের বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ, ছেলেমেয়ে সকলে মহাখুশী। তারা মহাসমাদরে মাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে পাকা রকের উপর বসালেন। তারপর বাইরের ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ভাল করে জল দিয়ে ধুইয়ে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে, পবিত্র করে মার থাকার স্থান করে

দিলেন। মা ঘরে একান্তে বিশ্রাম করতে লাগলেন আর ওদিকে উদাস মার জন্য ভোগ রাঁধতে লাগল। মণীন্দ্রের দিদি মনু পরম উৎসাহে মায়ের ভোগের সব ব্যবস্থায় তৎপর রহিলেন। বাড়ীর সকলকে নিষেধ করে দেওয়া হইল তারা যেন কেহ শ্রীশ্রীমার আগমন-বার্ত্তা বাহিরে প্রচার না করে। যথাসময়ে মায়ের ভোগের পর আমরা সকলে মিলে মায়ের প্রসাদ পেলাম। মা বিশ্রাম করে চারটার সময় উঠলেন। তার পূর্ব্বেই কি জানি কেমন করে সংবাদ পেয়ে অনেকে মাতৃ-দর্শন অভিলাষে এসে হাজির হয়েছেন। মা উঠেই বললেন, "গাড়ী ডাক। সন্ধ্যার সময় বালীগঞ্জের আশ্রমে চল।" মার নির্দ্দেশ মত মণীন্দ্র গাড়ীর ব্যবস্থা করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মা চেৎলা হতে রওয়ানা হয়ে ঠিক সন্ধ্যাবেলা গিয়ে অকস্মাৎ উপনীত হলেন আশ্রমে। অবনীদা (শ্রীশ্রীমার অতি পুরাতন ভক্ত ও আশ্রমের ব্যবস্থাপক) আশাতীত রূপে মহালয়ার দিন মহামায়াকে এইভাবে প্রাপ্ত হয়ে মহানন্দে একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে অতি সমাদরের সহিত শ্রীশ্রীমাকে মন্দিরে নিয়ে আরতি করলেন, ভোগ দিলেন। মা স্বল্প সময় মাত্র আশ্রমে থেকে রাত্রি প্রায় আটটার সময় ইণ্টালীর আনন্দ পালিত রোডে শ্রীবিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সকলকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করে দিলেন। আর সাথে সাথে মঙ্গল শঙ্খে বেজে উঠলো "শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।"

—ক্রমশঃ

পত্রমুখে মাতৃসঙ্গ

“আবোল-তাবোল” সমিতির এক অধিবেশন। সভাতে উপস্থিত মায়ের ছয়টি ছেলে। তাদের নাম—“দুষ্টুমি”, “ব্যর্থতা”, “বিশ্বাস”, “দম্ভ”, “সাধারণ বুদ্ধি” এবং “সমাধান”।

দেরাদূন থেকে স্বামী পরমানন্দজীর একখানি চিঠি এসেছিল ; তার মধ্যে ছিল মায়ের মুখের কয়েকটি কথা। সেই মাতৃবাণীর উপলক্ষ্য ছিল “দুষ্টুমি”-র লেখা একখানি চিঠি। “দুষ্টুমি” মাকে লিখেছিল :—

“মা,

বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও হৃষীকেশে সংযম সপ্তাহে তোমার কাছে যাওয়া সম্ভব হল না। বড়ো আশা করেছিলাম হিমালয়ে মাতৃসঙ্গে ব্রত পালন করবো। সে-আশা অপূর্ণ থাকলো। ছুটি পেলাম না ব’লে আমার শুভ সংকল্প কাজে পরিণত হ’ল না। কী করবো বলো মা!—এই ব্যাপারে আমার স্বাধীনতা নেই। নিরুপায়ের ব্যথা তোমাকে-ই নিবেদন করছি।

তোমার-ই মুখ থেকে শুনেছি যে উন্নত সাধকের এমন এক অবস্থা আসে যখন তাকে চেষ্টা ক’রে নাম-জপ করতে হয় না, বিনাপ্রয়াসে আপনা হতে-ই নাম হয়ে যায়। নাম-ব্যাপারে আমার সে-রকম উচ্চ অবস্থা আসেনি। কিন্তু আর একটি ব্যাপারে আমার অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আমার দিক থেকে ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হৃষীকেশ যাওয়া যখন ব্যর্থ হ’ল, তারপর থেকে বিনাপ্রয়াসে আপনা-হ’তে-ই একটি ভাব মনের মধ্যে এসে যাচ্ছে—তোমার উপরে রাগ, “অজপা”-রাগ।”

মায়ের দুষ্টু-ছেলের দুষ্টুমি-মাখা চিঠিখানি সভাতে পড়া হ’ল। মা কী উত্তর দিলেন জানবার জন্য সকলের প্রবল আগ্রহ। দুষ্টুমি বললে :—

—"এই চিঠিখানি যে-খামে ভরেছিলাম তার উপরে লেখা ছিল মায়ের নাম এবং দেরাদুন আশ্রমের ঠিকানা। তখন দেরাদুনে চলেছে মায়ের জন্মোৎসব। অন্য যে-কার-ও নামে চিঠি দিলে, সে-চিঠি তার হস্তগত হয়; কিন্তু মায়ের-নামের-চিঠি সে-সময়ে মায়ের কাছে পৌঁছানো আশাতীত। হয়তো মাকে-লেখা শত শত চিঠি বিভিন্ন দেশ থেকে এসে এক জায়গাতে স্তূপীকৃত হয়েছে। কে বা খোলে? কে বা পড়ে? কে বা শোনায় মাকে? উত্তর আসতে বিলম্ব হওয়াতে আমার উপরোক্ত "অজপা"—রাগের ভাবটি হতাশার ভাবে পরিণত হ'ল। মনে হ'ল—মা এখন সাধু-মহাত্মাদের নিয়ে-ই ব্যস্ত; আমার কথা ভাববার সময় মায়ের নেই। যাক্, কী আর উপায়। মাকে একটা টেলিগ্রাম করবো? নাঃ। থাক্।

হঠাৎ একদিন আমার সেই চিঠির উত্তরে এসে পড়লো স্বামীজীর চিঠির মধ্যে মাতৃবাণী—'হাঁ, আপন-জনের উপর রাগ; সে তো ভাল, যদি তার সঙ্গে অনু থাকে...... !" কী আনন্দ! মা তাহলে আমাকে 'আপন জন' বলে গ্রহণ করেছে। মা আর-ও বলেছে হৃষীকেশে আমরা গেলে "আনন্দ হইত"। বারে বারে চিঠিখানি পড়লাম। কত লোককে পড়ালাম। পড়ে পড়ে চিঠি পড়ার শেষ হয় না। এ যে মায়ের বাণী। কতো স্নেহ, কতো আশ্বাস, কতো উৎসাহ মা ঢেলে দিয়েছে, এই ছোট্ট চিঠিখানির মধ্যে দিয়ে। পত্রমুখে-ই মাতৃসঙ্গের আনন্দ।"

"দুষ্টুমি"-র এই উচ্ছ্বসিত আনন্দে কিন্তু "ব্যর্থতা"-র মন সায় দিল না। নৈরাশ্যের সুরে "ব্যর্থতা" শুধু বললে:—"আমার মনে হয় মাকে চিঠি লেখা আমাদের পক্ষে বৃথা। সাধারণতঃ আমাদের চিঠি মায়ের কাছে পৌঁছায় না। পৌঁছালে-ও সাধারণতঃ তার উত্তর আসে না। উত্তর আসলে-ও সাধারণতঃ তার মানে বোঝা যায় না। মানে বোঝা গেলে-ও সাধারণতঃ মায়ের কথা অনুসারে চলবার শক্তি আমাদের নেই। অতএব মাকে চিঠিপত্র না লেখা-ই ভাল।"

"ব্যর্থতা"-র উক্তিতে আঘাত পেয়ে, "বিশ্বাস" বললে:—"মাকে চিঠিপত্র না লেখা-ই ভাল? এ আবার কি সিদ্ধান্ত? একটু বিচার করলেই দেখতে পাবে

তোমার ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। জেনো, মায়ের কাছে প্রত্যেক চিঠি পৌঁছায় এবং প্রত্যেক চিঠির উত্তর মায়ের কাছ থেকে আসে। তারপরে, তুমি বলেছো মাতৃবাণীর মানে বোঝা যায় না। কেন যাবে না? যার যতোটুকু প্রয়োজন, তার কাছে ততো টুকু-ই অর্থ-প্রকাশ।"

বিষণ্ণবদনে "ব্যর্থতা" বললে :—"মায়ের কথার যতোটুকু অর্থ-প্রকাশ হয়, ততোটুকু-ও পালন করার শক্তি কি আমাদের আছে?"

"বিশ্বাস" অতিষ্ঠ হ'য়ে উত্তর দিল :—"মাকে চিঠি লেখা বন্ধ করলে কি সে—শক্তি বাড়বে?"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে "ব্যর্থতা" জানালো :—"মাকে চিঠি লেখা বন্ধ করলে কোনও শক্তি হয়তো বাড়বে না; কিন্তু উত্তর-না-পাওয়ার দুঃখটা তো কমবে।"

"দম্ভ" এতোক্ষণ নীরব ছিল। "বিশ্বাস"-এর মতন তার সরল বিশ্বাস নেই, "ব্যর্থতা"-র মতন হাহুতাশ নেই, "দুষ্টুমি"-র মতন অজপা-রাগ-ও নেই উচ্ছ্বাসের উচ্ছলতা-ও নেই। "দম্ভ"-র মেজাজটা মোটেই সে-সময়ে ভাল ছিল না কারণ মায়ের কাছ থেকে তার চিঠির উত্তর আসেনি অথচ তার চেয়ে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সম্প্রতি মায়ের মুখের উত্তর পেয়েছে, দিদির লেখা চিঠিতে। এই ব্যবহারে অপমানিত বোধ ক'রে রুষ্ট স্বরে "দম্ভ" বললে :—"আমি সেদিন মাকে একখানি চিঠি লিখেছিলাম। আমার চিঠিখানি মায়ের কাছে পৌঁছেছিল কিনা জানি না; কিন্তু দেরাদুন আশ্রমে নিশ্চয় পৌঁছেছিল, কারণ আমি নিজে চিঠিখানিকে ডাকঘরে ফেলেছিলাম। ডাকঘর খোলা-ই আছে, কিন্তু চিঠির উত্তর আসেনি।"

নিশ্চিন্ত নির্ভরতার বলে শক্তিমান "বিশ্বাস" বললে :—"মায়ের চিঠি তো ডাকঘরে ফেলবার কোনও দরকার হয় না। মায়ের উত্তর-ও তো ডাকঘরের অপেক্ষা রাখে না। যদি তোমার মনে আন্তরিক কোনও প্রশ্ন জাগে, তাহলে যথাসময়ে, যথাযথভাবে সে-প্রশ্নের উত্তর মায়ের কাছ থেকে আসবে-ই আসবে।"

সন্দেহের দোলায় দোলায়মান "দম্ভ" বললে ঃ—"এ-সব হেঁয়ালি কথা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে, একটা কথা জোর ক'রে বলতে পারি—আমি চিঠিতে মাকে যে-প্রশ্ন করেছি, এমন প্রশ্ন কেউ করতে পারেনি, পারবে না। তবুও আশ্চর্য্য এই যে আমার প্রশ্নের উত্তর মার কাছ থেকে এখনো পেলাম না। যারা দিনরাত মাকে ঘিরে থাকে, তারা হয়তো আমার চিঠিখানা মাকে শোনাবার যোগ্য মনে করেনি। আমার প্রশ্নের মূল্য তারা কী বুঝবে?"

"দুষ্টুমি" কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল :—"আচ্ছা, তোমার যে-চিঠির উত্তর পাওনি বলছো, তাতে তোমার কী প্রশ্ন ছিল?"

দম্ভ বললে :—"আমার প্রশ্ন? তার মধ্যে উচ্চস্তরের রহস্যপূর্ণ গভীর তথ্য ছিল। 'মাগো তোমার জন্য মন কেমন করছে; মাগো তোমার উপর রাগ করেছি'—এই ধরণের হাল্‌কা, ছেলেমানুষী কথা আমার চিঠিতে ছিল না। ছিল সকল শাস্ত্রের সার তত্ত্ব, সকল ঋষির সার প্রশ্ন; এমন প্রশ্ন যা' মাকে-ও বিব্রত করে তুলবে।"

"সাধারণ বুদ্ধি" বললে :—"তোমার প্রশ্নটি শোনবার জন্য কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে।"

"দম্ভ" উত্তর দিল ঃ—"মায়ের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল—জ্ঞান ভাল না ভক্তি ভাল? দ্বিতীয় প্রশ্ন—তুমি বড়ো, না ভোলানাথ বড়ো?"

"দম্ভে"র প্রশ্নের নমুনা শুনে সকলে হেসে উঠল।

"সাধারণ বুদ্ধি" বললে :—"ভাই! আমি মূর্খ মানুষ। এতোক্ষণ চুপ করে ছিলাম। কিন্তু এইবার একটি কথা না বলে থাকতে পারছি না। জ্ঞান ভাল, না ভক্তি ভাল এবং মা বড়ো কি ভোলানাথ বড়ো এ-সব প্রশ্নের উত্তর মা-ই জানে। কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার জানা উচিত ছিল মায়ের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ "জ্যাঠামি" করবার নয়, "ছেলেমানুষী" করবার। মাকে বিব্রত করার মধ্যে বাহাদুরি কিছু নেই; প্রপন্ন হ'য়ে মায়ের সাহায্য প্রার্থনা করলে নিজের-ই উন্নতি হবে।"

"দম্ভ" :—"এই তো ! তোমাদের নিয়ে মুস্কিল। তোমরা জীবনে কখনো সাবালক হবে না দেখছি। মায়ের কাছে ছেলেমানুষী করাতে-ই তোমাদের গৌরব। তোমরা যে শুধু বিড়ালের মতন "ম্যাঁ ম্যাঁ" করো, তাতে কিছু হবে না জেনো। জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নির্ভীক ভাবে যুক্তির বলে মাকে প্রশ্ন করবার সৎসাহস তোমাদের নেই, 'তোমরা ভয়ে ভয়ে-ই গেলে।"

"সমাধান" :—"কী যে বলছো ! মাকে ভয় করতে যাবো কেন ? মা যে আমার অভয়া। কিন্তু সে কথা যাক। আপাততঃ আমার একটি ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর দাও তো !"

"দম্ভ" :—"কী প্রশ্ন ?"

"সমাধান" :—"আচ্ছা, সন্দেশ ভাল, না রসগোল্লা ভাল ?"

"দম্ভ" :—"রুচিভেদে যা'র যেটি ভাল লাগে, তার কাছে সেইটি-ই অপেক্ষাকৃত বেশী ভাল। আসলে সন্দেশ-ও ভাল, রসগোল্লা-ও ভাল।"

"সমাধান" :—"তোমার মূল প্রশ্নের-ও ঐ এক-ই উত্তর। আসলে জ্ঞান-ও ভাল, ভক্তি-ও ভাল। তবে রুচি-ভেদে যা'র যেটি ভাল লাগে, তার কাছে সেইটি-ই অপেক্ষাকৃত বেশী ভাল।"

"দম্ভ" :—"তোমার উত্তরটি ভালই মনে হচ্ছে। কিন্তু, ভাষাটি পরিবর্ত্তন করে বরং এই ভাবে বলা যাক—জ্ঞান-ও ভাল ভক্তি-ও ভাল ; তবে অধিকার-ভেদে যার পক্ষে যে-পথটি অনুকূল, তার পক্ষে সেই পথটি-ই প্রশস্ত।"

"সমাধান" :—"তুমি সাহিত্যিক, সাজিয়ে বলবার সহজ শক্তি তোমার আছে। তোমার মুখ দিয়ে মা সুন্দর কথাটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। আচ্ছা, এখন বলো ত—তুমি নিজে কোন্ পথের পথিক্ ? জ্ঞান, না ভক্তি ? তোমার অধিকার কোন্ পথে ?"

"দম্ভ" :—"আমি কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেছি ? বেদ, বেদান্ত,

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ-ও আমার কণ্ঠস্থ; আবার শ্রীমদ্ভাগবত, নারদীয় ভক্তিসূত্র চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত-ও সম্যক্‌ভাবে আয়ত্ত করেছি।”

“সমাধান” :—“আহা! পড়ার কথা হচ্ছে না। কোন্ পথে তুমি সাধনা করছো?”

“দুষ্টুমি” :—“আমার তো মনে হয় “দম্ভ”-ভায়া সাধন-পথের ধার ধারে না। পথ-চলা এখনো তার সুরু হয়নি।”

“দম্ভ” :—“সেকথা স্বীকার করি; সত্যিই সাধন ভজন করিনি এটা ঠিক।”

“সাধারণ বুদ্ধি” :—“এতোক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি ভেবেছিলাম আমি মূর্খ মানুষ বলে এতো পেছিয়ে আছি; আর তুমি শাস্ত্র পড়ে কতোদূর এগিয়ে গেলে। এখন দেখছি আমি-ও যেখানে তুমি-ও সেইখানে-ই। তাহলে বুঝছো তো, তোমার প্রথম প্রশ্নটি একেবারে অনধিকার চর্চ্চা।”

“দম্ভ” :—“দেখছি তো ভাই।”

“সমাধান” :—“আচ্ছা! এইবার তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি ধরো। ভোলানাথের তুলনায় মা বড়ো কি ছোট এ কথা বুঝতে হ’লে প্রথমে-ই তো জানতে হবে ভোলানাথ কতো বড়ো এবং মা কতো বড়ো! সে-জ্ঞান কি তোমার আছে?”

“দম্ভ” :—“না।”

“সমাধান” :—“আচ্ছা, ধরো তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি মায়ের খেয়াল-ই হ’ত, তাহলে মায়ের পক্ষে কী উত্তর দেওয়া সম্ভব?

মা বলতেন—

হয় ভোলানাথ বড়ো, না হয় মা বড়ো, না হয় দুজনে-ই সমান। এ ছাড়া চতুর্থ উত্তর তো হয় না। এ-রকম উত্তর পেয়ে তোমার কী লাভটা হ’ত?”

"দম্ভ" :—"লাভ আর কি ? নিশ্চয় রূপে জানা হ'ত সত্যি ব্যাপারটা কী ?"

"সমাধান" :—"নিশ্চয় রূপে কিছুই জানা হ'ত না। বরং মায়ের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে তুমি সম্ভবতঃ আর-ও অশিষ্ট, আর-ও উদ্ধত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে। মায়ের কথা বিশ্বাস না ক'রে তুমি হয়তো বলতে ঐ সিদ্ধান্তের যুক্তি কী এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ কী ?"

"দম্ভ" :—তোমার অনুমান ঠিক-ই। সন্তোষজনক যুক্তি ও প্রমাণ না পেলে আমি সম্ভবতঃ মায়ের কথা-ও মানতাম না।"

"সমাধান" :—"এই যে বলছো মায়ের কথা মানা বা না মানা—এই দুটি ক্রিয়ার-ই মূলে তো মন ?"

"দম্ভ" :—"হাঁ মন-ই তো !"

"সমাধান" :—"মনের দৌড় কতো টুকু ? মন লয় হলে তবে-ই তো মাকে পাওয়া যায়।"

"দম্ভ" :—"হাঁ! এ কথা শাস্ত্রে বলেছেন বটে। ঐ অবস্থাকে বলে নিরুদ্ধ অবস্থা। পাতঞ্জল যোগদর্শনে আছে "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।"

"সমাধান" :—"আচ্ছা, সেই অবস্থাতে কে ছোট কে বড়ো এ সব প্রশ্ন থাকে কি ?"

"দম্ভ" :—"না, থাকা সম্ভব নয় এই কথাই শাস্ত্রে বলেছেন। ঐ অবস্থাতে তখন সব এক।"

"সাধারণ বুদ্ধি" :—"তুমি জানো ত ঠাকুরের সেই বিখ্যাত গল্প—নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল, আর ফিরলো না। যে একবার সমুদ্রে মিশিয়ে যেতে পেরেছে, তার কাছে মা বড়ো-ও নয়, ছোট-ও নয়, অথচ বড় এবং ছোট। কিন্তু এ সব কথা সে বলে না। এ সব কথা বলা যায় না।"

"দম্ভ" :—"আমি এখন বুঝেছি আমার প্রশ্ন নির্বোধের মতন হয়েছিল। এখন থেকে চেষ্টা করবো যেন ঐ রকম অসঙ্গত প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে মোটে না আসে। কিন্তু আমার মনে মনে একটা দুঃখ রয়ে-ই গেল—মায়ের কাছ থেকে আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না।"

"সাধারণ বুদ্ধি" :—"আবার বলছো 'মায়ের কাছ থেকে উত্তর পেলাম না?' মায়ের চরম উত্তরটি তো তোমার নিজের মুখ দিয়েই প্রকাশ হয়ে পড়লো।"

"দম্ভ" :—"কি রকম?"

"সাধারণ বুদ্ধি" :—তুমিই না এই মাত্র বললে 'এখন থেকে চেষ্টা করবো যেন ঐ রকম অসঙ্গত প্রশ্ন মনের মধ্যে না আসে, এই শুভ সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গেই তো তোমার প্রশ্নের তিরোধান হওয়া উচিত ছিল।'

"দম্ভ" :—"তিরোধান আর সমাধান তো এক কথা নয়। প্রশ্নের সমাধান চাই, তিরোধান হয়ে কি লাভ?"

"বিশ্বাস" ;—"প্রশ্নের-মতন-প্রশ্ন হলে তার সমাধান পাবে। আর অবান্তর প্রশ্নের একমাত্র সদগতি হচ্ছে তিরোধান।"

"দম্ভ" :—"ভাই, এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না। তুমি তো জানো আমি চিরকাল বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করেছি। বুদ্ধির ধর্ম্ম-ই হল এই যে সে জিজ্ঞাসাকে জাগায়। প্রশ্নের তিরোধানে তার তৃপ্তি হয় না।"

"সমাধান" :—"তা তো জানি। সেইজন্যই বলেছিলাম মায়ের শরণাপন্ন হও। মায়ের কোলে জিজ্ঞাসা স্বভাবতঃ ঘুমিয়ে পড়ে।"

"দম্ভ" :—"জিজ্ঞাসা ঘুমিয়ে পড়ে? সেটা নির্জীব তামসিক অবস্থার কথা।"

"সমাধান" :—"বাইরে থেকে অনেক সময়ে তমঃ এবং সত্ত্ব-র চেহারা এক রকম মনে হয়—দুজনেই চুপচাপ। তমঃ চুপচাপ থাকে, কেন না তার প্রশ্ন করার যোগ্যতা নেই; সত্ত্ব নীরব কারণ তার প্রশ্নের প্রয়োজন নেই।"

"দম্ভ" :—"সত্ত্ব-অবস্থাতে বলছো প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। তার কি কারণ ?"

"সমাধান" :—"কারণ মাতৃকৃপা। মায়ের কৃপায় অবান্তর প্রশ্নগুলি উদ্ভূত হওয়ার পূর্ব্বেই তিরোহিত হয়; সঙ্গত প্রশ্নগুলির সমাধান সহজ ভাবে চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কিছুকাল মাতৃসঙ্গ করতে করতে মনের মধ্যে গভীর অনুভূতি হয়—প্রশ্ন-ও অনর্থক, উত্তর-ও অনর্থক। সার্থক শুধু মা আর মাতৃসঙ্গ।"

"বিশ্বাস" :—"দেখছো!! এর-ই নাম সন্তানদের নিয়ে মায়ের খেলা। এ-খেলার অর্থ তুমি অভিধানে পাবে না।"

সমবেত কণ্ঠে :—"জয় মা!"

প্রতিধ্বনি :—"জয় মা!"

"যেখানে রাম, সেখানে আরাম। যেখানে নাই রাম সেখানে বে-আরাম, ব্যারাম।"

"মা"

বুদ্ধ স্মরণে

শ্রীমতী মুকুল দেবী, এম, এ

বহু শত বর্ষ আগে জন্মেছিলে তুমি
বহু যুগ আগে। আমাদের রুক্ষ বসুন্ধরা
তোমার মন্ত্রের সুধা পেয়ে হয়েছিল শ্যাম পুণ্যভূমি।
তোমার ভিক্ষুর দল ফিরেছিল নগরে নগরে
গ্রাম পথে পথে। তাদের উদাত্ত কণ্ঠস্বর
প্রতিধ্বনি পেয়েছিল সৌধে, ভবনে, বিজন প্রান্তরে
জরা মৃত্যু দুঃখ জয়ী তোমার মন্ত্রের আহ্বান
ভেসেছিল দিকে দিগন্তরে। অপরূপ তাহার অমৃত
লক্ষ লক্ষ তৃষার্ত হৃদয় করে ছিল পান।
ঝড় ঝঞ্ঝা তুচ্ছ করে জ্বলেছিল যে দীপের শিখা
নেভেনি তা রাজরোষে—মুগ্ধ মন দেখেছিল সবে
অন্যায়ের কৃষ্ণপট পরে দীপ্তিমান সত্যধর্ম টীকা।
তোমার প্রশান্ত মুখঃছবি সুমহান বৈরাগ্যের বাণী
হিংসার রক্তাক্ত অঙ্গনে শান্তি ক্ষমা প্রেম দিল আনি।
তারপরে কত যুগ গেল। তোমার ভ্রমণ
স্তব্ধ হল একদিন, বিস্মৃতির অন্ধকার তলে
লুপ্ত হল সেই সঙ্ঘ গান, সিদ্ধার্থের মন্ত্র সনাতন।
কত পাপ, কত না বিদ্রোহ, ভেঙ্গে দিল বোধি দ্রুম মূল
অহিংসার রাজ্যে এল ক্রোধ মোহ ঘৃণা
সর্ব্বগ্রাসী ঈর্ষার সন্তাপে ঝরে গেল ধর্ম্মের মুকুল।

আজ তাই মানুষের মন সংশয়ে চঞ্চল
সমুদ্রের তট হতে আসে হিংসার নিষ্ঠুর নির্ঘোষ,
তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের মত জনতার আর্ত্ত কোলাহল।
তবু ঐ দিগন্তের পারে, প্রভু তথাগত,
তোমার নয়ন দুটি বারে বারে বুঝি ভেসে ওঠে
নিত্য শান্ত করুণায় ভরা, ক্ষমায় আনত।
সুপ্ত সত্যজ্ঞান জেনো ওঠে, জাগে পুনর্বার
তোমার মন্ত্রের স্মৃতি! অহিংসার পরমাণুভূতি
আশার আলোক আনে ছিন্ন করি দুঃখের আঁধার।
পুনর্বার শিষ্যগণ তব ফিরে আসে—
সাথে লয়ে চিরন্তন ক্ষমার বারতা, কল্যাণ আশিস্
ক্রুদ্ধ, মত্ত, বিক্ষুব্ধ পৃথিবী শান্ত হয়
মুক্তির আশ্বাসে।

"জগতের শিশু হইতে চাও কেন? এমন শিশু হও যাহাতে আর বদলাইবে না। শিশুত্ব বদলাইবার কারণই হইল বাসনা।"

"মা"

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সংযমের উপকারিতা

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৪৮ সন (ইং ৩০।৫।৪১) আজ দেরাদুন হইতে আমাদের রওনা হইবার দিন। সকাল বেলা ৮ টার সময় মা আসিয়া হল ঘরে বসিলেন। আজ মা নিজ হইতেই কথা উঠাইলেন। গত কাল যে সকল কথা হইয়াছিল সেই সব কথারই পুনরালোচনা করিতে লাগিলেন। মা বলিতে লাগিলেন, "কাল কথায় কথায় তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, জীবের মধ্যে ক্রোধাদি যে সব বৃত্তি আছে তাহা সকল সময় প্রকাশ নাও হইতে পারে; কিন্তু ঐ সব বৃত্তি যে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেখ না ছোট শিশুদের মধ্যে লোভ ক্রোধাদি বৃত্তি আছে। শিশুদের মধ্যে ঐ সব বৃত্তি শিশুকালে প্রকাশ হয় না; কিন্তু প্রকাশ না হইলেও উহা যে আছে তাহার প্রমাণ পরে পাওয়া যায়। বয়স্ক লোকের মধ্যে ক্রোধ লোভের যে প্রকাশ দেখা যায় তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, ঐ সব বৃত্তি বীজাকারে তাহাদের মধ্যে এতদিন ছিল। জীবের মধ্যে সমস্ত বৃত্তিই থাকিতে হইবে তাহা না হইলে জীবভাব অপূর্ণ থাকিবে। এই সব কথার আলোচনা গোপীবাবার সহিত হইয়াছিল। গোপীবাবা বলিয়াছিল যে, বীজাকারে যদি বৃত্তিগুলি থাকে তবে এক সময় তাহাদের প্রকাশও হইয়া যাইতে পারে। তাহার উত্তরে এ দেহ বলিয়াছিল, "হাঁ, তাহা হইতে পারে। তবে এমনও হইতে পারে যে জীবের গতিটা যদি উর্দ্ধদিকে থাকে তবে অনেক জিনিষ অপ্রকাশ থাকিয়াও লোপ পাইয়া যাইতে পারে।"

আমি। এতদিন আমি বুঝিয়াছি যে, আমাদের যদি কোন ভোগবাসনা

থাকে তবে যতদিন উহার ভোগ না হইবে ততদিন মুক্তি নাই। কারণ শুনিয়াছি যে, প্রকৃতির ঋণ লইয়া কেহ মুক্ত হইতে পারে না। তোমার কথায় মনে হইতেছে যে সংযম দ্বারা ভোগবাসনা চাপা দিয়া আধ্যাত্মিক পথে চলিতে থাকিলে সময়ে জ্ঞানাগ্নি প্রকাশে ঐ অতৃপ্ত বাসনাও ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে।

মা। হাঁ, তাহাও হইতে পারে। অনেক বাসনা আছে যাহা ভোগ করিয়াই শেষ করিতে হয়। আবার অনেক বাসনার বীজ আছে যাহা হয়ত এ জীবনে প্রকাশই হইবে না। অবশ্য গুরু যদি আঘাত দিয়া উহা জাগাইয়া দেন তবে উহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেও পারে। অনেক সময় পরীক্ষা করিলে দেখিতে পারিবে যদি কোন জিনিষ কখনও খাইতে লোভ হয়, বিচার ও চেষ্টা করিয়া কিছুদিন যদি উহা খাইতে বিরত থাক, তবে ঐ চেষ্টা ও বিচারের ফলেই লোভের তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখন আর লোভ থাকিবে না। আবার অনেক সময় হয়ত কাহারও মধ্যে লোভ এমন প্রবল ভাবে থাকে যে, সংযম করিলেও উহা দমন হইবার নয়। চেষ্টা, বিচার এখানে কোন ফলই দবে না। এই সব স্থলে ভোগ না করিয়া আর উপায় নাই। সেইজন্য কখন কখন লোভ সংযত করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। যাহাদিগকে ঐরূপ করিতে বলা হয়, জানিও তাহাদের লোভের তত্ত্ব প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আবার কখনও কখনও ভোগ ও ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হয়। এই সব স্থলে শুধু সংযম দ্বারা লোভ নিবৃত্ত হইবার নয়।

কিষণপুরে আশ্রম স্থাপনের কারণ

কথায় কথায় জ্যোতিষবাবুর কথা উঠিল। কিষণপুরে আশ্রম স্থাপনের প্রস্তাব কি ভাবে উঠিয়াছিল মা তাহা বলিলেন। মা বলিলেন, “একদিন জ্যোতিষকে লইয়া মুশৌরীর রাস্তায় বেড়াইতেছিলাম। ল্যাণ্ডর বাজারের নিকট আমরা বসিয়াছিলাম। সেখানে বসিয়া দেখিতে পাইলাম যে, একটি স্কুলের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেপেলে খুব হৈ চৈ করিয়া খেলা করিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটি এবং চীৎকারে স্থানটি যেন গরম হইয়া গিয়াছে। এমন সময় স্কুলের ঘণ্টা পড়িল। উহা শুনিবা মাত্র ছেলেরা খেলা ছাড়িয়া সুড়সুড় করিয়া ক্লাশে ঢুকিয়া পড়িল।

যে স্থানটি ছেলেদের গণ্ডগোলে এতক্ষণ ভরপুর ছিল তাহা যেন স্বপ্নের মত হঠাৎ নিঃশব্দ ও জনশূন্য হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম, "বাঃ এত বেশ। যদি মনে কর ঐ ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া ছেলেরা ভাবিল যে তাহাদের প্রার্থনার সময় হইয়াছে এবং উহা মনে করিয়াই সকলে খেলা ফেলিয়া ভগবানকে ডাকিতে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতেছে তবে কেমন সুন্দর হয়।" এ দেহের এই কথা শুনিয়া জ্যোতিষের মনে একটি আশ্রম স্থাপনের শুদ্ধ বাসনার উদয় হইল। আমি যখন উহা জানিতে পারিলাম তখন জ্যোতিষকে বলিলাম, "আশ্রম ত কতই আছে, আবার একটা নূতন আশ্রম করিয়া কি হইবে?" তখন জ্যোতিষ বলিল, "মা, এ আশ্রম অন্য আশ্রমের মত হইবে না। এ আশ্রমের উদ্দেশ্য সাধু তৈয়ার করা নয়। শুধু সেবার ভাবেই আশ্রম চালাইয়া যাওয়া। আমরা যদি ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক কয়েকটি ছেলে পাই, তবে তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে চলিতে সাহায্য করিতে পারি। তাহারা বড় হইয়া যদি সাধু হইতে চায়, ভালই। আর তাহা না হইয়া যদি তাহারা গৃহীও হয় তাহাতেই বা দোষ কি? কারণ ছোট বেলায় যদি ধর্ম্মভাবের একটা ছাপ তাহাদের মনের উপর পড়িয়া যায় তবে তাহারা সংসার করিয়াও এখনকার গৃহীর চেয়ে অনেক ভাল গৃহী হইতে পারিবে। মোট কথা তাহাদের জীবননিয়ন্ত্রণের ভার আমরা লইব না, আমরা শুধু সেবা জ্ঞানে তাহাদের ধর্ম্মভাবের সহায়ক হইব।" এই ভাব লইয়াই জ্যোতিষ কিষণপুরে আশ্রম স্থাপন করিতে চেষ্টা করে।

শুদ্ধ ভাব বৃথা যায় না

আবার অন্য কথা হইতে লাগিল। কিছুদিন পূর্ব্বে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার নিকট একখানা খুব লম্বা চিঠি লেখা হইয়াছিল, তাহা তুমি কি পাও নাই?" উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, "তোমার নিকট হইতে আমি কোন চিঠি পাইয়াছি বলিয়া ত আমার মনে হয় না।" মা বলিয়াছিলেন, "তবে তুমি উহা পাও নাই।" আমি মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, তুমি চিঠি লিখিলে আর আমি উহা পাইলাম না, ইহা হয় কিরূপে?" মা আজ ঐ প্রসঙ্গে বলিলেন, "তুমি

সেদিন বলিয়াছিলে যে, আমি তোমার নিকট চিঠি লিখিলাম আর তাহা তুমি পাইলে না ইহা হয় কিরূপে ? বাস্তবিক এমন একটি ভাব আছে, যে ভাব হইতে চিঠি লিখিলে তুমি তাহা নিশ্চয়ই পাইতে। কিন্তু ভাবটি যদি ওরূপ না থাকে, ভাবটুকু মাত্র চিঠি লেখা পর্য্যন্ত, তখন চিঠি লেখা হইয়া গেলেই ভাবটুকু শেষ হইয়া যায়। এই সব চিঠি পাওয়া না পাওয়া অনিশ্চিত। অনেক সময় পরমানন্দকে দিয়া চিঠি লেখাইয়া পরে ছিড়িয়া ফেলা হইয়াছে। তুমি বলিতে পার যে, এ সব চিঠি লেখা ত নিষ্ফল হইয়া যায়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। যাহাকে যে খবর দেওয়ার জন্য চিঠি লেখা, সে অন্য ভাবে সেই খবর পাইয়া যায়। তোমাকে যে খবর দিবার জন্য চিঠি লেখা হইয়াছিল, তুমি সে খবর ইতিমধ্যে মুখে মুখে পাইয়া গিয়াছ। কাজেই লেখাটা বৃথা যায় নাই। কারণ লেখা হইয়াছিল বলিয়াই ত কথা হইয়াছে। তাহা ছাড়া চিঠি না লিখিয়া শুধু যদি চিঠি লেখার ভাব হয়, তাহা হইলেও যে খবর চিঠিতে যাইত তাহা অন্য প্রকারে চলিয়া যায়। শুদ্ধ ভাব কিছু আশ্রয় না করিয়াও প্রকাশ হইতে পারে। তোমাদের দরজা বন্ধ বলিয়া তোমরা প্রকাশটা দেখিতে পাও না, কিন্তু ভাবের ফলটা পাইয়া যাও। তোমরা হয়ত লক্ষ্য করিয়াছ যে, অনেক সময় হঠাৎ তোমাদের হৃদয়টা বেশ সরস হইয়া উঠে এবং চোখের কোণেও জল দেখা দেয়। এরূপ কেন হয় ? তিন কারণে এরূপ হইতে পারে—শুদ্ধ ভাব সঞ্চারের কথা যে এইমাত্র বলিলাম উহা হইতেও ঐরূপ হইতে পারে, আবার পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হইতেও হইতে পারে, অথবা কোন বিষয়ের স্মৃতি হইতে উহা হইতে পারে। যে কোন বিষয় দেখ না কেন উহার অনন্ত দিক। কাজেই কিছুই নিষ্ফল নয়।"

এই সময় মাকে আহার করাইতে লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও প্রণাম করিয়া স্নানাহারের জন্য উঠিয়া পড়িলাম।

আহারান্তে মায়ের কাছে আধ ঘণ্টা ছিলাম। তখন অনেক কথাই হইয়াছিল। মা গোপীবাবুর খুব প্রশংসা করিলেন এবং সর্ব্বদাই যে তাঁহার অন্তর্মুখী দৃষ্টি তাহা উল্লেখ করিলেন। মা বলিলেন, "তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ

কিনা বলিতে পারি না, অনেক সময় দেখিবে যে গোপীবাবা তোমাদের দিকে তাকাইয়া আছে, কিংবা তোমাদের কথা শুনিয়া হাসিতেছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি তোমাদের উপর নাই। উহা তাহার পুটুলির উপর (অর্থাৎ ভগবদ্ চিন্তার উপর) আছে।"

বেলা ১২ টার সময় মাকে বিশ্রাম দিতে লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমি পাহাড়ের নীচে এক আম গাছ তলায় গিয়া বসিলাম, কারণ ঘরের মধ্যে খুব গরম বোধ হইতেছিল। দুপুরবেলা মনোমোহন প্রত্যহ এইখানেই বিশ্রাম করে। তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া মা একদিন হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবাজী রায়পুর আসিয়া একেবারে গাছের নীচে জায়গা নিয়াছে।"

বাবা ভোলানাথের পারিবারিক জীবন

বেলা ৪ টার সময় খুকুনীদিদি আমাকে মার কাছে লইয়া গেলেন। তখন হল ঘরে পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। নেপাল দাদা হিন্দী রামায়ণ পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। মা তাঁহার প্রকোষ্ঠেই শুইয়া আছেন। আমি যাইয়া মাকে প্রণাম করিলাম। মা বলিলেন, "এই ঘরখানা তোমার দেখা বাকী ছিল, তাই খুকুনীকে বলিলাম যে বাবাজীকে ডাকিয়া লইয়া আয়।"

এইবার খুকুনীদিদি বাবা ভোলানাথের কথা তুলিলেন। দিদি বলিলেন, "মা, ব্যাসে* তুমি বাবা ভোলানাথ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিয়াছিলে, তাহাতে বাবার চরিত্রের কেবল খারাপ দিকটাই ছিল। গত কাল অমূল্য দাদার নিকট বাবা ভোলানাথের কেবল প্রশংসাই করিয়াছ। এখন তোমার এই দুই প্রকার উক্তির সামঞ্জস্য করা যায় কেমন করিয়া ?"

আমিও বলিলাম, "মা, তুমি বাবা ভোলানাথ সম্বন্ধে দিদিকে যাহা বলিয়াছ আমি তাহা দিদির ডায়েরীতে লেখা দেখিয়াছি। উহা দেখিয়া আমি

---

*ইহা নর্ম্মদা তীরে একটি স্থানের নাম।

দিদিকে ঐ সব কথা ছাপাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম ; কারণ বাবা ভোলানাথ অনেক শিষ্য করিয়াছেন। শিষ্যের কাছে গুরু ভগবান্। বাবার শিষ্যেরা যখন দিদির পুস্তকে তাঁহাদের গুরুনিন্দা দেখিবেন তখন তাহাদের সমস্ত আক্রোশ দিদির উপরেই পড়িবে। সেইজন্য ঐ সকল কথা ছাপা না হওয়া আমার ভাল বলিয়া মনে হয়।"

মা। তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য। তোমার দিক হইতে দেখিলে উহা ছাপা না হওয়াই ভাল; কিন্তু বিষয়টি অন্য দিক হইতেও দেখা যায়। অবশ্য আমি তোমাদিগকে কিছু ছাপাইতে বলিতেছি না, বা কিছু ছাপাইতে নিষেধও করিতেছি না। তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিও। সত্যের উপর নিষ্ঠা রাখিয়া তোমরা সব কিছু বলিতে পার, তাহা শুনিতে ভালই হউক বা মন্দই হউক। তারপর এমন লোকও আছে যাহারা বুঝিতে পারিবে যে, ভোলানাথের চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা খুব একটা নিন্দার কিছু নয়, কারণ তোমরা ত অনেক মহাপুরুষের কথা জান যাহাদের সম্বন্ধে এরূপ অনেক কথাই শুনা যায়। কিন্তু সেইজন্য ঐ সব মহাপুরুষদের উপর কাহারও অশ্রদ্ধা দেখা যায় না।

আমি। খুকুনী দিদির কাছে যাহা বলিয়াছ তাহাতে শুধু নিন্দাই আছে, প্রশংসা করিবার কিছু নাই।

মা। (হাসিয়া) অনেক সময় আমি সকল দিক রক্ষা করিয়াই কথা বলি। আবার কখনও কখনও একটা দিক হইতেই কথা বলা হইয়া যায়। খুকুনী যখন ভোলানাথের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কথা তুলিল তখন তাহার যে সব দোষ ত্রুটি ছিল কেবল সেইগুলিই বলা হইয়া গেল। তোমার সহিত কথা বলিবার সময় আবার তাহার চরিত্রের ভাল দিকটার উপর লক্ষ্য পড়িয়াছিল কাজেই তোমার কাছে কেবল প্রশংসা করিয়াছিলাম, এবং তখনই তোমাকে বলিয়াছি যে এই সব কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত বলিবে যে, ভোলানাথ এ দেহের স্বামী বলিয়াই এ দেহ এত

প্রশংসা করিতেছে। লোকে নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী ধারণা করিবেই ত। তাহাতে দোষই বা কি আছে, প্রতিবাদ করিবারই বা কি আছে ?

তোমরা শুনিয়াছ যে, জ্যোতিষ এবং আমার ফটো লইয়া ঢাকাতে কি রকম কুৎসা প্রচার হইয়াছিল, এবং এ দেহের একটা মিথ্যা জীবনী ছাপাইবারও চেষ্টা হইয়াছিল। উহাতে নাকি বলা হইয়াছিল যে, এ দেহের প্রথম একবার বিবাহ হয়, এবং এ দেহ বিধবা হয়। পরে দ্বিতীয় বার ভোলানাথের সহিত বিবাহ হয়। এ দেহের জন্ম এবং বিবাহ বিদ্যাকূটেই হয়। এই সব কথা তাহারা বিদ্যাকূটের কোন লোকের মুখে নাকি শুনিয়াছে। এইরূপে আরও অনেক কথা, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইহা টিকিল না। যাহা মিথ্যা তাহা মিথ্যাতেই শেষ হইয়া যায়। যাহা হউক, এ দেহের এইরূপ কুৎসা প্রচার হইতে দেখিয়া জ্যোতিষ একদিন খুব অনুতপ্ত হইয়া আসিয়া এ দেহকে বলিল, “মা, শেষে আমা হইতে তোমার কলঙ্ক রটিল! আমি আর কাহাকেও আমার মুখ দেখাইব না, এক দিক বলিয়া চলিয়া যাইব।” তখন আমি জ্যোতিষকে বুঝাইয়া বলিলাম, “এতে দুঃখ করিবার কি আছে ? এতদিন এ দেহের চরিত্রে কলঙ্কটুকুই বাকী ছিল, এখন তাহা হইয়া গেল। যাহা পূর্ণ তাহাতে সব কিছুই থাকা চাই। তাহাতে একটু কলঙ্কই বা থাকিবে না কেন ? নিন্দাও আমি, যে নিন্দা করে সেও আমি এবং যাহাকে নিন্দা করে সেও আমি। এমন আর একটি ত হইবে না।” ভোলানাথ আমার কাছে জ্যোতিষের মনের অবস্থা শুনিয়া ভয় পাইয়া গেল, এবং কমলাকান্তকে জ্যোতিষের উপর লক্ষ্য রাখিতে বলিল।

ভোলানাথের চরিত্র সম্বন্ধেও তোমরা নানা কথা শুনিয়াছ এবং তাহার পারিবারিক জীবনে আমার প্রতি তাহার কিরূপ ব্যবহার ছিল তাহা লইয়াও অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিয়া থাকে। বাহিরের ব্যবহার দেখিয়া ভিতরের ভাব ধরা বড় শক্ত। তোমাদিগকে একদিনের ঘটনা বলিতেছি—একদিন কুশারী মহাশয়ের বাড়ীতে কুশারী মহাশয়, ভোলানাথ এবং আমি বসিয়া গল্প করিতেছি। এমন সময় আমি ভোলানাথকে বলিলাম, “তোমার কোলে মাথা রাখিয়া আমি

একটু শুই।" এই বলিয়া আমি ভোলানাথের কোলে শুইতে গেলাম। ভোলানাথ ত্রস্তব্যস্ত হইয়া দুই হাত দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু আমি যেখানে শুইব বলিয়াছিলাম সেইখানেই মাটির উপর শুইয়া পড়িলাম। ইহা দেখিয়া কুশারী মহাশয় একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ভোলানাথকে ঐরূপ ব্যবহার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভোলানাথ বলিল, "বিবাহের পর হইতে সমস্ত জীবনই এইরূপ চলিতেছে। আপনারা দেখিতেছেন এ আমার স্ত্রী; কিন্তু স্ত্রীর প্রতি লোকে যেরূপ ব্যবহার করে আমার সেরূপ হয় নাই। আমি দেবী জ্ঞানেই ইহাকে দেখিয়া আসিতেছি এবং সেইরূপ ব্যবহার করিতেছি।" মুশৌরীতে জ্যোতিষের কাছে এ দেহকে রাখিয়া ভোলানাথ যখন উত্তর কাশীতে চলিয়া গেল তখন সেখান হইতে জ্যোতিষের কাছে এক লম্বা চিঠি লিখিয়াছিল। তাহাতে লিখিয়াছিল, "জ্যোতিষ, তোমার মাকে আমি ছোটবেলা হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। তাহাকে আমি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও জিতেন্দ্রিয় জানি বলিয়াই তোমার কাছে রাখিয়া যাইতে আমার কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা আসে নাই" ইত্যাদি। জ্যোতিষ চিঠি পড়িয়া শেষে উহা ছিড়িয়া ফেলে এবং বলে, "বাবা কি যে আমার কাছে লেখেন!"

যাহা বলিলাম তাহা সত্য হইলেও আমাদের বিবাহিত জীবনের বাহ্যিক ব্যবহারটা প্রথম প্রথম কতকটা স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারের মতই ছিল। আমিও দেখাইতাম যে, এ দেহ যেন ভোলানাথকে আশ্রয়রূপেই পাইয়াছে, ভোলানাথও এ দেহকে পরামর্শদাতা রূপেই গ্রহণ করিয়াছিল।

তোমরা এখন কত কিছু পড় এবং কত কিছু শুন। ঐ সব পড়িয়া শুনিয়া বল যে, শরীরের সহিত মাখামাখি হইলে মনের বিকার উপস্থিত হয়; কিন্তু এ দেহ ত ভোলানাথ স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতে তাহার বিকার কিছুই হয় নাই। এক বিছানায় আমাকে লইয়া শুইয়াছে; কিন্তু সেখানেও অন্য ভাব। মরুণীকে* লইয়া সে যেভাবে শুইয়াছে এ দেহকে লইয়াও সেইভাবে শুইয়াছে। সাধারণ

---

*বাবা ভোলানাথের পালিতা কন্যা।

লোক এ সব ভাব বুঝিবে কিরূপে? ভোলানাথের মনে চঞ্চলতা যে আসে নাই তাহা নহে। জীব যখন, তখন জীবভাব ত আসিবেই, কিন্তু তাহাও অনেক সময় সঙ্গীদের কুপরামর্শের জন্য। বিবাহের কিছুদিন পর এ দেহের মধ্যে বিকারের কোন লক্ষণ না দেখিয়া সে মাঝে মাঝে বলিত যে, সে এ দেহকে ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করাইবে; কিন্তু ঐ চঞ্চল ভাবও তাহার বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। তাহার নিজের চোখের সম্মুখে এ দেহের নানা ভাব ও অবস্থা দেখিয়া সে এ দেহকে দেবী ভাবেই দেখিত। মাঝ জীবনে লোকের কুপরামর্শে এবং কতকটা প্রতিষ্ঠার ভাব হইতে নিজকে জাহির করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা হয়, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে উহাও চলিয়া যায় এবং পূর্ব্ব ভাব জাগিয়া উঠে।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ৫টা বাজিয়া গেল। অনেক দর্শনপ্রার্থী মার জন্য হল ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদেরও যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইল। বাবা ভোলানাথের অবস্থা আলোচনা করিতে করিতে মা পূর্ব্বকালের অনেক কথাই অনর্গল বলিয়া যাইতেছিলেন। আমি বাধ্য হইয়া মাকে বলিলাম, "মা, অনেকেই তোমার দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। অনেকক্ষণ হয় ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। তোমাকে এইভাবে আটকাইয়া রাখা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইতেছে না।" মা বলিলেন, "হাঁ, এখন হল ঘরে যাওয়া যাক্।"

শ্রীশ্রীমা হল ঘরে আসিয়া বসিলেন। আমরা আমাদের বিছানা প্রভৃতি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইলাম। একটু পরেই আমাদের মোটর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। খুকুনীদিদি আমাদিগকে মায়ের প্রসাদী ফল খাইতে দিলেন। আমরা শ্রীশ্রীমা এবং উপস্থিত সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। চোখের নিমেষে রায়পুরের আশ্রম আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে পাহাড়ের মধ্যে ডুবিয়া গেল। সম্মুখে আবার সেই চিরাভ্যস্ত বৈচিত্র্যহীন দীর্ঘ জীবন পথ। আমরা আবার ঐ পথের যাত্রী হইলাম। —ক্রমশঃ

শুভ খৃষ্টমাস্ ডে*

"দী-কা-দা"

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬০—

জীবের শান্তির সাধনে ভগবান আজ অবতীর্ণ হইবেন যীশুরূপে। প্রায় সমস্ত বিনিদ্র রজনী প্রার্থনা জানাই হে ভগবান তুমি আবির্ভূত হও আমার দেহে, গেহে, মনে, প্রাণে। তোমার পূণ্য পরশে আমার দেহ, মন পবিত্র হউক।

রাত্রি প্রায় ১টা। হঠাৎ শরণ হইল মা কাল উষাকালে আসিতেছেন। এ অঞ্চলের জীবের ভাগ্যেত ভগবান আজ আবির্ভূত হইবেন, এত সত্য। আমাদের যীশু, আমাদের প্রভু, আমাদের আরাধ্য দেবতা, পিতৃরূপে না মাতৃরূপের মধুর করুণারসে, শান্তি, সুন্দরেরও সত্যের সংবাদ নিয়া।

মন মথুরায় গেলেও মহাজনের পাটোয়ারী বুদ্ধি তখনও মধ্য পথে। বিশেষ ভাবনা যে কাল যদি শ্রীমতী রেখাদেবী (আমার স্ত্রী) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই মটর নিয়া হাওড়া এবং তথা হইতে আগড়পাড়া যাত্রা করেন তবে আমার বড়দিনের ডালি যাইবে কোন বাহনে।

কলিকাতা রামধুনের শহর। বড়দিনে ত সবই বড় বড়। বেশী বেশী দাম, ভিড়, জনকোলাহল। কিন্তু ট্যাক্সি প্রাপ্তি ত একমাত্র কর্ম্মদ্বারাই সুলভ নহে, দৈব কৃপাও প্রয়োজন।

মনে মনে প্রচণ্ড সংগ্রাম আজকার সেবা আগে মার না আমার অন্নদাতা বিদেশীয় মহাজন সাহেবগণের। আবার ভাবি "মা" যে আমার অন্নপূর্ণা,

---

*লেখক শ্রীশ্রীমায়ের একজন অতি পুরাতন ভক্ত ছিলেন। এই লেখাটি আমাদের হস্তগত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করে। তাঁহারই সম্মানার্থে এই লেখাটি প্রকাশিত হইল।

—সম্পাদক, আঃ বা

অন্নদাতারও অন্নদাতৃ । এ সব বিষয় অমীমাংসিত অবস্থাতেই ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে নিদ্রাবসান ঘটিল ।

বড়দিনের নানা ডালি সুদূর ইংলণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় পানীয় ও বিলাতী শাক সব্জী ও সাহেবী দোকানের মূল্যবান সামগ্রী ইত্যাদিতে সুসজ্জিত । খুহুর কোম্পানীর মালিক ও মালিকানদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে (কানু ও রেখা) হগ্‌বাজার হইতে সদ্য সংগৃহীত চন্দ্রমল্লিকা ও ব্ল্যাক্‌প্রিন্স গোলাপের তোড়াগুলি শেষ বারের মত সাজাইয়া গাড়ীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে । হঠাৎ বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীর হর্ণ বাজিয়া উঠিল বার বার অতি উচ্চস্বরে । আমি ও রেখা বলি—"এবার আর ছাড়িব না, যাও সুরথ (আমার অফিস বেয়ারা) গাড়ীর নম্বরটি টুকিয়া আন । Air office এ ইহা বন্ধ করিবার জন্য পত্র দিব ।" বলা বাহুল্য Air lines এর একটি গাড়ী প্রতিদিন প্রাতে এইভাবে আসিয়া আমাদের শান্তিভঙ্গ করে ।

হায়রে অদৃষ্ট ! এ গাড়ীর নম্বর যে চিরতরে মানস পটে টোকা থাকিবেই । আজ Christmas Day-র প্রথমতম প্রভাত লগ্নে জীবের শান্তিদাতা প্রকৃত যীশুর আবির্ভাব এ দীন আলয়ে । কত করুণা, কত অনুগ্রহ, কত কৃপা ! ডালির উদ্দেশ্যে রক্ষিত সর্ব্বাপেক্ষা ভাল bunchটি ঐ চরণে নিবেদন করিয়া ভাবিলাম যে —আমাদের অন্নদাতারও অতি ঊর্দ্ধে যাঁহার অনুক্ষণ বিধান তিনিই এ ডালির প্রথম নিবেদন গ্রহণে আজ আমাদের সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন আনন্দরস-সিঞ্চিত মধুর হাস্য প্রসাদে ।

জয়গুরু, জয়মা ।

The ONE who is the Eternal, the Atman,
He Himself is the traveller on the path of Immortality.
He is all in all, He alone is.

MATRI VANI

He who is your Guru is the Guru of the whole world and the One who is the Guru of the whole world is your Guru. Strictly avoid the company of those who awaken doubt in your own Guru.

* * *

If you want to find peace you must devote a good deal of your time to the particular practice that helps you to sustain the contemplation of God.

* * *

This body always maintains that there is only one Self; therefore how can the question of separation or distance arise at all ?

* * *

There are various modes of living : one is in the Ashram of the householder ; another to do service regarding whomever one serves as a manifestation of the Supreme Being ; a third way is to fix Self-realization as the one and only goal and advance towards it with uninterrupted speed and determination. Everyone chooses one of these modes of living in keeping with his inclinations and bent of mind. God Himself will take care of everything that concerns a man who puts his whole trust in Him.

* * *

Is it possible to train someone to be a *Brahmachari* ? It is a person's nature that makes him a *Brahmachari*. Everyone is born and acts according to the dispositions and tendencies acquired in former births.

* * *

In times of adversity and distress as well as in times of well-being and good fortune try to seek refuge in the One alone. Keep in mind that whatever He, the All-beneficient, the Fountain of Goodness, does, is wholly for the best.

* * *

Everyone runs after happiness and enjoyment. Yet supreme happiness and bliss are ever '*there*' and nowhere else.

That which is eternal must be revealed and then the question of going or not going in search of anything does not arise.

* * *

Truth itself will assist in every way him who has gone forth in search of Truth.

"Misfortune must not be looked upon as a disaster : it would be a sin to do so, for Who sends the misfortune ? What *He* does is all beneficial. Under no circumstances, however adverse, should man accept defeat."

"Ma"

Conversations with Sri Sri Ma Anandamayi

RECORDED BY PROFESSOR B. GANGULY

(Translated by Atmananda)

(6)

Priyadham, Ranchi
19/5/1958.

Question : Are happiness and sorrow experienced even after one has attained to the knowledge of Reality ?

Mataji : Two things cannot simultaneously be in the same place. When the knowledge of Reality has dawned, happiness and sorrow are no longer experienced.

Question : Can the Bliss of Supreme Reality (*Brahmānanda*) be *experienced* at all ?

Mataji : It is direct Knowledge.

Question : If an Enlightened-one dies in pain or distress, will he be liberated even so ?

Mataji : Where Enlightenment is there can be no question of pain, distress or death.

Question : To what level does faith belong ?

Mataji : To the realm of the mind ; everything that concerns the life of man is of the mind. However, when one penetrates to the root of things, there is only the ONE and He alone.

Ranchi Ashram,
10/5/1958.

Question : How can the macrocosm be contained in the microcosm ? The *S'āstras* declare that it is so.

Mataji : Have you no faith in the *S'āstras* ? Can anything exist that is not contained in the macrocosm ? Everything is contained in everything—materially speaking as well as in a subtle sense.

Question : Is it possible to have a vision of the Lord in His Universal Form (as described in the 11th chapter of the *Gītā*) ?

Mataji : Most certainly. First become Arjuna and then you will see. Anything is possible in God's Kingdom, even the impossible becomes possible ; on the other hand the possible also becomes impossible.

Question : What actually does microcosm signify ?

Mataji : Just as one distinguishes between three kinds of bodies, namely material, subtle and causal, so one may speak of three different microcosms. It is you who exist in the limitation of the body and also as the all-pervading Self. To know oneself means to know the microcosm and through it to have knowledge of everything in the whole universe.

Question : The Lord's Universal Form as described in the Gīta is extremely terrifying. How can a human being behold it ?

Mataji : In God's Creation everything may become possible by God's Grace.

Question : If one realizes that craving and attachment are at the root of all troubles, does this indicate that one's creative Power (*Kundalini*) has been awakened ?

Mataji : Just as it is quite unmistakable when one's hunger has been appeased, so also when the power of *kundalini* has been awakened there is no room left for a question.

Question : Does a person in whom *Kundalini* has been awakened not sleep anymore ?

Mataji : Only full awakening is real awakening, that is to say, right up to the thousand petalled lotus at the crown of the head. The vibration that is felt on occasions from the base of the spine upwards does not signify a complete awakening. If trembling etc. is experienced in consequence of a partial rousing of the *Kundalini*, this is not its full revelation, but only a glimpse as it were. One must try to preserve perfect calm. The eight *sattvic* signs or other bodily phenomena exhibited, have by no means in all cases the same significance.

A *sattvic* disposition is of the utmost importance. To the degree that desire, passion, anger have diminished, one may take it that one has progressed in one's *sadhana*. Tranquillity is not inertia: from real calm will arise one-pointedness knowledge, bliss and peace.

Question : Why is one not always full of bliss while engaged in *japa*, meditation or other spiritual exercises ?

Mataji : When the object of one's supreme desire has been realized, then only there is bliss. By the sustained practice of *japa* a state is reached where one feels that the mind has become one's obedient servant, then there is the bliss of attainment, the bliss of visions and similar experiences. But one cannot keep up this condition at all times and therefore bliss is not felt.

Question : What should one do in order to be always supremely happy ?

Mataji : One has to be constantly engrossed in *japa*, meditation, contemplation etc. You want to enjoy worldly happiness and at the same time experience the bliss of Reality—how can you have both ? The mind is roaming in all directions and so what can be the result of a little *japa* done by fits and starts ? By the *yoga* of sustained and regular practice the mind must be made one-pointed.

A South Indian Mystic

T. Krishnaji, B.A., B.L.

India is rich in sacred lore, saints and seers. Unlike the West, in India philosophy and religious life are blended together. The mystics of India have lived and experienced philosophic truths. South India or *Dravida Des'a* has a proud record of saints and their sayings and songs, so much so that the *Bhaguvatha Mahatmya* narrates that the Damsel of Devotion had her birth in *Dravida Des'a*.

South Indian mysticism flows into two streams, devotion to God Siva by the Nayanamars and devotion to God Vishnu by the Alwars. The sixty three Nayanamars and the twelve Alwars have been canonized and worshipped in the South Indian shrines. Their devotional outpourings have been collected and chanted in the temples. The devotional literature of the Nayanamars is called Tevaram and has influenced the Saiva Siddhanta school of philosophy. The devotional songs of the Alwars, collected and known as '*Prabandham*,' treated as Dravida Veda, moulded the thought of Sri Ramanujācharya in formulating Visistadwaitic Philosophy. His thought has enriched the devotional life and literature of India.

The credit of rehabilitating Hindu faith and religion goes to the Nayanamars and Alwars and due to the upsurge of devotional life in the South, the Buddhist and Jaina creeds fled from these parts. The Nayanamars and Alwars did much to popularize temple worship, and their devotional outpourings enriched the religious literature of South India. They lived between the 2nd and the 9th centuries A. D.

Vipra Narayana, one of the Twelve Alwars, was a Brahmin by birth and lived at about 700 A.D. at Thirumandam, a village 5 miles from Kumbakonam. Though deeply learned, he developed devotion for God and the Divine Preceptor Sri Visvaksena initiated him.. As he was a great devotee he is called *Bhaktisvara*. Because of his humility and devotion to Godmen or Bhaktas, he is called Thondar adippodi Alwar or Bhakta Anghri Renu. His devotional life had a brief romantic interlude and therefore has been a popular theme for drama and the screen.

Narayana Alwar, deeply devoted to God, led a detached, dispassionate and dedicated life. He left his village and settled at Srirangam, the centre of Vaishnavite devotion in South India. The life of Malakara, narrated in the *Srimad Bhagavata*, impressed him. He tended a garden of flowers and *tulasi* plants and supplied flowers and garlands to Sri Ranganātha as his *malakara* or florist. Daily, before dawn he would stand with his offerings before the bed chamber of God Ranganātha and sing *Suprabhātam*, to awaken Him. It is called *Tiruppalli Yellichi* (*prabodhaki*). The Alwar sings,

"Oh, Ranga, be pleased to awaken and receive
worship from thy devotees, who have

thronged here. The Sun has risen,
dispelling the darkness of the night.
Indra and other devas are waiting for you.
Narada and Thumburu are here to sing ;
Awake, and bestow Thy grace on all.
Let dark ignorance flee.
Heavenly Beings wait to sing and play on their
musical instruments. Awake, receive
their homage and worship.
Thondar adippodi waits on you with
flowers ; confer Thy grace,
make him fit to be a devotee of Thy devotees."

While the Alwar led a God-intoxicated life, *prarabhda karma* schemed to lead him astray. The obstacles to a godly life are many and one must be a hero to be able to reject worldly life and sense attractions. Two damsel sisters of easy virtue happened to pass on the road side of the Alwar's garden. The fine fragrance of the flowers drew them there They saw a handsome youth watering the plants, reciting God's name. He was oblivious of his surroundings. The elder sister remarked to the younger that the youth was possessed of dispassion and detachment. The younger girl, called Deva Devi, replied by vowing that if she failed to tempt the youth to return to worldly life, she would serve her sister as a slave.

Deva Devi schemed how best she could seduce Vipra Narayana to a sensuous life. She approached him in the garb of an ascetic, feigning dispassion and abhorrence of the world.

She implored him to allow her to stay in the garden and attend to the flower beds and to his personal service. A true devotee of God is guileless and kind to all. The Alwar, simple and childlike, pitied her and allowed her to remain in his garden. A crisis came into his life.

Some time passed. One evening, a heavy gale broke out and rain poured down in torrents. Deva Devi was drenched and stood shivering in the cold night. Vipra Narayan saw her plight and his scruples were overpowered by pity for her. He invited Deva Devi into his hut and gave her dry clothes. Even Viswamitra, prince among *tapasvis*, succumbed to the charms of Menaka. The charms of Deva Devi ensnared the Alwar and he gave himself upto her completely. His mind deserted God Ranga. In his abasement Deva Devi triumphed, puffed up with pride, and vanity she began to spurn his advances. The ever merciful Goddess Sri Ranganayaki saw the miserable plight of the Alwar and interceded on his behalf, imploring Ranganātha to save the devotee. God had declared that none of his devotees would go to perdition. "*Name Bhaktah Pranasyati*"

On one occasion Deva Devi turned Vipra Narayana out of her house. In vain he pleaded with her. He went and sat on a neighbour's pial, Deva Devi in his thoughts. Sleep deserted him. God's ways are mysterious. Rangadas, a messenger with a golden goblet met Deva Devi and delivered it to her as a present from the Alwar. Her renewed solicitations brought the Alwar again to her. But the spell of darkness began to run out and the dawn of Divine awakening was near.

The next morning, the temple priest discovered the loss of the golden goblet. When it was found in the house of Deva Devi, she and the Alwar were taken into custody.

Deep distress and anguish sharply reminded the Alwar of his fall. In remorse, he wept for Sri Ranganātha. The King of that place dreamt that the Alwar was innocent. God admonished him to release His devotee, Deva Devi was transformed and became a devotee of God. Narayana Alwar on release from custody, hastened to Sri Ranganātha, gratitude and devotion welling forth from his heart. He sang a garland of 45 verses in praise of sri Ranganātha, called *Thirumalai* (sacred garland) in Tamil. It is sweet with the fragrance of devotion and is sung daily, before sri Ranganātha at Sri Rangam as a part of the temple ritual.

"Oh Ranga : Thy devotees sing Ranga, Ranga, to save people, though sinners, who utter Thy name, from Yama and his forces, You abide for ever betwixt Kaveri waters.

Oh Ranga : Achyuta : I enjoy to drink the nectar of Thy beauty. Thy body shines like a mount of emeralds, lips, coral-like, lotus-like eyes, Lord of cows and cowherds, beauty's feast.

I do not care for Indraloka, I seek not another human birth. The Veda says human life lasts a hundred springs, of which half go in sleep, and the rest in youth, old age, sickness.

Oh Ranga; You are ever ready to redeem. Alas, leaving Thy service, life is wasted in misery and servitude to the senses; but we are saved by uttering Thy name.

Oh Ranga; I am Thine. I forsook Thee for a life of idle pleasures till your grace rescued me and revived devotion to Thee. O Mind, how can you forget Him and His Grace.

O Lord: I know not austerities, *sādhana*, or devotion; I appear as a thief, fool, ensnared by damsels; shameless am I. But You are Gracious: You are my life, my *Antar-ātmā*.

Though a sinner, I shall serve Thee and none else. In Trivikrama Avatara, saints and sinners came under Thy foot. To save cows and cowherds, You held aloft Govardhan Mount. Why have you delayed to rescue me?

Devotees have no caste. If a learned Brahmin reviles a devotee, he is no better than a *chandāla*. Siva, Brahma, performed austerities to know Thee. They failed to serve.

But you saved the elephant Gajendra. Save me. Oh Ranga: you rescue me. This composition may have defects, nevertheless, it will please You.

The above verses are, in substance, the prayer of the Alwar to Sri Ranganātha. The Alwar lived for 105 years in deep devotion practising *Yoga*. The life of the Alwar exemplifies that a spiritual aspirant should be careful in the choice of his company and that God's grace rescues and redeems devotees even when they lapse. He is *'patita pavana'* who declared in the Gita that none of His devotees will perish. That is the glory of God Ranganātha, who feigns to be asleep but is ever alert to save all from the ills of worldly life, and to lead them to Life Divine.

The Fundamental Principles of the Dhyana School in China

DR. CHOU HSIANG-KUANG, PH. D. (DELHI)

Asstt. Professor of Chinese, Allahabad University

Buddhism is both a religion and a philosophy, based upon the doctrine of Gotama, the Buddha. Dhyana Buddhism is a school of Mahayana Buddhism, first founded in China by Bodhidharma of the Liu Sung Dynasty (420–478 A. D.). It aims at immediate insight into the nature of Reality. The aspirant climbs with empty hands from the level of 'everyday life' to the heights of spiritual Enlightenment. The experience of *dhyana* unites the knower, the known and the act of knowing into one. Oneness is to be achieved by passing through the diversity of the many. Through ignorance to Enlightenment, through life in its infinite aspects to the Source of life is the way of *Dhyana*. It is at once a way of approach and a way of rejection. "Among men reject none among things reject nothing, this is called comprehensive intelligence."

The successors of Bodhidharma were Hui-K'o, Seng-t'san, Tao-hsin, Hung-jan and Hui-neng. Hui-neng was recognized as the 6th Patriarch of the Dhyana School. Since then the Dhyana School has been divided into the Southern and Northern Sects, the former led by Hui-neng and the latter by

Sheng-hui who was a staunch advocate of the doctrine of "Watching over the Heart." The Southern Sect again was split up into five sub-sects and each sub-sect has its own methods of teaching, but their fundamental principles are not so different from one another. In the following I shall point out three important principles of the teaching :

(1) **Emphasis on Self-depedence rather than on another's Strength.** Bodhidharma, the father of Dhyana Buddhism in China, had not made the long journey in order to get involved in academic discussions, nor to gain favour among the famous. His teaching is enlightenment of the heart and beholding the Buddha-nature within oneself. It goes straight to the Ocean of *Sarvajña* (Ocean of Buddha-wisdom). It is quite clear that the Dhyana School does not depend on any support or crutch and will not accept assistance either from the Buddha or the Dharma or the Sangha for the attainment of Buddha-hood. All that is necessary is to reveal your own Buddha-nature, which is eternally present. No one can add anything to it, no one can take anything away from it. From the ancient patriarchs up to this day and in the Twelve Divisions of the *Tripitaka,* not a single word is said about it. The *Vimalakirti Nirdesa Sutra* states : "The Norm has no analogy, since it is not a relative term." The 6th Patriarch Hui-neng also said : "Within yourself you can see the *Buddha* who is the manifestation of the essence of the mind, which is not to be sought without ; know your own heart by yourself, see your own inner nature by yourself, ignorance manifests as the individual and Enlightenment as the Buddha ; if you say you take refuge in the Buddha, do you know where he is ?

Hereafter let the Enlightened One be your teacher." The Dhyana Master Hsuan-an said: "This gate is beyond the Vairocana Stately World, and much superior to the convenient gate leading to truth by Śākyamuni. From this very moment to the future, it does not allow you to have a sight-perception of a single thing." There is a *Kung-an* (a problem given to a Dhyana student for solution) showing the idea that we must depend on ourselves and renounce the strength of another.

Once when the Dhyana Master Ma-tsu was to commence lessons in the Dharma-hall, he kept silent for a little while. At that moment the Dhyana Master Paichang took away the mat lying in front, while Ma-tsu also descended from the upper seat to the hall. Such an incident happened. It is indeed due to this that the teacher had this pupil. All the protests and thoughts, all the instructions and words, were gathered in the centre of wordlessness.

Chih-hui was asked by a monk: "How to walk on this smooth Road ?"

Chih-hui answered : "If I point it out, you will wander here and there."

It is quite clear that no one can describe to another the state of Enlightenment; each one must achieve it by himself.

(2) Emphasis on Practice rather than Knowledge. The doctrine of Dhyana Buddhism came down to the present day in a direct line, generation after generation. Although it is transmitted directly, it has nothing to do with "teaching and learning." Therefore when Bodhidharma came from India, he simply declared, "Directly pointing to one's own soul, my doctrine is unique and is not hampered by the canonical teachings; it is the absolute transmission of the 'Seal of the Buddha-heart.' The great truth of Dhyana Buddhism has nothing to do with letters, words or *Sutras.* It only asks you to grasp the point directly and to find your peaceful abode." There is a Kung-an mentioned in our Dhyana Buddhist records which corroborates this idea :

Shen-chen saw his fellow-student reading Sutras while a bee was creeping over the paper-window. Thereupon Shen-chen said : "The world is so vast, be pleased not to creep there but wish to study the writings of the ancients ; I don't think there would be a date for him to enlighten ?" His fellow-student therefore requested Shen-chen to preach Buddha-Dharma and then the door to Enlightenment opened for him.

This shows that if we want to learn the truth of Dhyana Buddhism we shall never achieve it ; for the truth is not in a book. We should lay emphasis on practice rather than on theory. The Dhyana Master Yi-chung also said : "If you constantly seek an interpretation of sentences, it is like your looking towards your native place from far, far away." So we shall have to find out some other way of achieving Buddha-hood. The following Kung-an has given the answer to it :

A monk was asked by the Dhyana Master Chao-chow : "How many volumes of *sutras* can you read in a day ?"

The monk answered: "Sometimes seven or eight, at other times I am able to read *sutras* covering ten volumes."

Chao-chow said: "Acharya, you don't know how to read *sutras*."

The monk said: "How many volumes of *sutras* can you read in a day?"

Chao-chow said: "I only read one word a day."

What Chao-chow said about his daily reading of one word did not mean the word in the canon but reading one's original nature styled by Hsin—"Essence of mind." Therefore there is in the Dhyana School a method of attaining to Enlightenment by meditating on wordlessness. It is recognized as a path for seeking the great truth of Dhyana Buddhism. In short, the great truth of Dhyana can be revealed only to those who have fulfilled the conditions for its realization. A teacher may hint at the way or help to guide a pupil, but the work as well as the accomplishment are the pupil's.

(3) Emphasis on Surpassing Sagehood rather than Dwelling in it—In the Dhyana School the enlightened person himself knows that he is enlightened; all the same he will not forsake this world but live in it, so as to do service for the improvement and welfare of all living beings and make valuable contributions to human society.

The Dhyana Master Hwang-po while on a sight-seeing tour at Tien-tai met a monk on the way. They seemed to be old friends and had an amusing conversation. As they were proceeding they saw a stream in floods. Hwang-po took off his bamboo hat and made his stick stand up in the stream. The monk crossed over the water and looked back to Hwang-po, saying: "Come on, come on". Hwang-po said: "You are a person who has no regard for others. Had I known this earlier, I would have cut off your shin bone."

The monk said with admiration: "Indeed, he is one who obeys the Mahayana Doctrine of the Buddha."

The man who has attained to perfect Enlightenment will understand that he and all living beings are one. He cannot remain aloof when seeing others suffer. Therefore such beings renounce the lofty heights of their sagehood and descend to manhood to save mankind from this world. At that time, the Enlightened one who enters into the *Rūpadhātu* will not be deluded by it; when he enters the *S'abdadhātu*, he will not be deluded by it; when he enters the *Rasadhātu* he will not be deluded by it and when he enters the *Dharmadhātu* he will not be deluded by it either." (See Records of the Sayings of Lin-chi.)

The layman remains in the layman's region due to his delusion; later, due to his wisdom he enters sagehood; and then he again enters laymanhood out of compassion and fellow feeling. He who at the time of delusion is moved by desires will not be moved by desires at the time of awakening; and when he enters the world at the time of compassion, he will turn to the Ultimate; to attain to the Ultimate is to attain to the truth of *Dhyana*.

Prajnā—The Light of Intuition

PROFESSOR MADAN GOPAL, M. A. (ALLD.), B. LITT. (OXON),
C. P. E. S. (RETD.)

The psychology of a spiritual experience remains one of the most difficult problems to be tackled by the human mind. In the first place, the processes involved even in the early stages take place in a region of the *psyche* that has yet been only partially explored. Then the phenomena, as experienced in the depth of the psyche, can be interpreted variously according to the mental and emotional equipment of the *sādhaka.* There are so many systems of *yogic sādhana* each with its own philosophic affiliations aud each with its own *mythology*. Therefore, it is exceedingly difficult to lay down any clear scheme according to which these experiences can be evaluated. All the same, in the setting of Modern Knowledge, it is also necessary to give its proper place to mystical experience, however elusive that may be.

Epistemology, the theory of knowledge, occupies a central place in modern philosophy ; but it is conditioned by the experience of the European psyche, which has so far confined itself to the exploration of the outer worlds. Some thinkers admit the possibility of higher experiences but are puzzled by them. The well-known Professor Jung, in spite of his deep sympathy for *yoga* and inner vision almost shrinks away in horror from their full implications. The idea of the loss of a personal self, and its replacement by some kind of a diffuse impersonal consciousness seems frightening to him. The mystic, he says, loses as much in clarity and definiteness as he gains in width and universality. He also is unable to sacrifice the splendid structure of scientific thought for what appears to him a web of childish dreams about outer nature. The fact is, up to the present time very few thinkers have arisen who have been able to assimilate both Western thought with its brilliant analysis of physical nature and deep interest in human welfare and the Eastern inheritance with its profound knowledge of inner phenomena, and relative contempt for both outer nature and the organization and welfare of society.

There are hints, no doubt, in ancient Hindu literature about a true Map of Knowledge which would include in its ambit all human possibilities of *vidya* at all levels. These are however often expressed in mythological terms, difficult to interpret at the present day. Perhaps the clearest passage to be found in our ancient literature about the problem of knowledge is in the Kathopanishad, which reads as follows :

"*Indriyebhya parā hyarthā arthebhyasca paro manah. Manasastu parā buddhir, buddher ātmā mahān parā. Mahatāt param avyaktam avyaktāt puruṣo parā. Puruṣānnā parā kascitsākastā sāparāgatih*" (1st Valli, 2nd Chapter.)

This may be translated as follows :

"Higher than sense knowledge is knowledge of their objects (objective knowledge), and higher than the knowledge of objects is mental (or intellectual) knowledge ; higher than mental knowledge is *buddhi* (*prajñā* or intuition) and higher than *buddhi* is the Great *Atmā*. Higher than the Great *Atmā* is the Unmanifest (*Parāśakti*) and higher than the Unmanifest is the *Puruṣa* (also called '*S'āntātmā*'." This is made clear in the next verse which says:" *Yatced vān manasi prajñāh tadyaced jñānatmanih, jñānātmani mahatinaced tad yaced śāntātmani.*" "Let the wise man dissolve all sense impressions (here symbolised by *vāk* = speech) into the mind (the intellectual principle) i.e. integrate all sense knowledge by the help of the Mind.). "Then let him dissolve the Mind into the intuitive principle (here called *jñānātmā* ; and let him further dissolve intuitive knowledge into the Great *Ātmā* (*Mahat*). The knowledge of the *Mahat* (the great Principle) has further to be dissolved into what is called the *S'āntātmā* (the Peaceful Self) which here embraces both the *Avyakta* (*Parāsakti*) and *Puruṣa* (the Supreme Self).

This suggests a hierarchical scale of knowledge far exceeding in its scope anything glimpsed by European philosophy.

The first three kinds of knowledge are common to most human beings and consequently not much space need be devoted to them. As anthropologists have pointed out, the earliest kind of knowledge is "animistic", wherein objects of nature are thought of as possessing a life similar to our own, and consequently to be pacified or propitiated by what is called "sympathetic magic". This is the stage which is represented at present only by primitives and savages, though like all past experiences of humanity it is deeply imbedded in human nature and comes out sometimes with surprising force in superstitions and manifestations of mass hysteria. Next comes the stage at which man begins to perceive that objects in nature have a *law* behind them and consequently it is necessary to recognize this *law* in order to manipulate its forces. This is the stage in which the vast majority of human beings are today. Their interest is to utilize the powers of nature for their personal ends, but there is little aspiration after philosophical knowledge. When the Mind becomes active the interest shifts from the mere mechanical movements of nature to the laws underlying them. This leads to attempts at unifying this knowledge by means of general concepts and laws which can be applied as widely as possible. This is the stage of scientific knowledge, which is so brilliantly illustrated in our civilization and which colours the whole of our approach to Nature. There is no need to explain this in further detail as scientific mentality is widely spread and is at the basis of our whole civilization.

The limitations of this kind of knowledge are beginning to be perceived in present day philosophy, though the European mind can seldom see a way beyond it. Briefly, all scientific and intellectual knowledge is ultimately based upon sense perception unified by the intellectual method of analysis and comparison. This leaves out all knowledge which cannot be brought directly or indirectly under sense-observation; for example we can know a lot about the atom by scientific methods but nothing about the mind which perceives the atom; therefore all intellectual knowledge remains one-sided, and when mistaken for complete knowledge, can lead to grave errors. The most important questions of life cannot be answered without understanding the nature of the mind and of the forces which lie behind it. It is becoming evident to keen observers of mental phenomena that all our mental attitudes are deeply coloured by our emotion and desire attitudes ; and in spite of all precepts with regards to scientific detachment, even the greatest scientific thinkers remain under the domination of their subconscious impulses. These things prevent a full view of either outer or inner nature. It is worthy of note that scientific method has succeeded best in those fields where human emotions, hopes and fears are relatively absent. For example, science has achieved brilliant success in the fields of physics and chemistry, which study so-called dead nature ; but when the same methods are applied to fields like economics, sociology, etc. they lead to wide divergences and conflicts of opinion. It is obvious that even so-called great thinkers are not free from inner prejudices, desires and inhibitions, and cannot therefore think *freely*. Besides that the subject matter is so vast and difficult to arrange that a full consideration of it is impossible for any one human mind. The progress of science itself has demonstrated that its problems are constantly becoming more complex and specialised and its methods do not suggest any scheme by which the whole of this vast accumulation could be unified. Besides that, problems of the highest interest to humanity, like the true goal of the human being, his destiny on earth, his relationship to other human beings and to nature, cannot be successfully attacked at all by scientific methods ; and even a brilliant scientific thinker like Bertrand

Russel is driven after an analysis of science to a rather belated and lame plea for Christian love and charity.

I think enough has been said to illustrate the character and limitations of intellectual knowledge. There is another form of it which is not to be seen so much in the modern West as in the ancient East. Here in Asia, where monastic life was highly developed, it enabled thousands of people to lead a sheltered existence, which in some cases they devoted to a dry useless "intellectualism". If we read the literature of Hindu and Buddhistic controversy, we shall find the highest energies of the mind devoted to questions which are both trivial and remote from human interests. There are thousands of Vedantists in India who have convinced themselves (for the time being) that they are pursuing the highest knowledge, because they have mastered the intricacies of a complex intellectual system. Yet these people may be narrow, prejudiced and vain and may lack true spiritual perception. The mere fact that the intellect is turned towards the higher objects of philosophical contemplation instead of the objects of sense as in physical science, does not make this study or learning truly 'spiritual'. So neither the lower part of the intellectual mind which turns towards science based on sense perception nor the higher part which turns towards philosophy and metaphysics can free us from our basic prejudices. Without this freedom, the higher unifying and liberating Truth cannot be perceived.

Considering all this, we have to look elsewhere for the guidance that we need. Unless we can find some more luminous principles than the ponderous instrument of the intellect, we are helpless in face of both the huge accumulations of knowledge that confront us, and also of their application to *human problems* which is so necessary at the present day. So we come to the next principle, called *buddhi* in the above passage, in which perhaps we shall find a clue to our present problem. I may say that hereafter I shall exclusively use the word *prajñā* instead of ***buddhi,*** as the latter has become corrupted in common usage to mean merely the intellectual principle. An analysis of our mental processes, however deep and wide, can never lead us beyond the stultifying vision of ever changing appearances and a mind incapable of coping with the vast and shifting material of sense observation and of the intellectual generalisations based upon them. Moreover, most human beings are not even capable of any high intellectual effort and are deeply enmeshed in the tasks of their daily life. This faculty can also be called intuition, though the philosophy of intuition as developed in the West has tended to confuse it with the instincts and the automatic mechanism of nature. Hence a clear understanding of this principle is desirable for any comprehension of the path of *yoga.*

(To be continued).

Pages from My Diary

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali)

5th June, 1959.

Mataji is at present in the Kishenpur Ashram at Dehradun. Her health is not too good. The following, although apparently an insignificant episode, is yet noteworthy. At night Mataji was lying on Her bed and Pushpa came to fan Her, but Mataji asked her not to. A little later She called her, explaining: "Someone or other is busy fanning this body." Needless to say that this refered to what was taking place on a subtle plane.

Afterwards Mataji said to me: "At times although the door is bolted and nobody in the room, yet someone is fanning this body."

6th June 1959.

At 9 p. m. when the silence was over, Mataji was talking to us. In the course of the conversation She remarked (about Herself): "This is a tiny little child and therefore everyone loves her. One who calls nobody and nothing his own is loved by everyone and this is why all bring food and clothes for this body and lavish their affection on it."

Hiru Brahmachari put in: Why, it is Mataji Herself who attracts people!

Mataji replied laughingly: Who attracts whom and to what purpose?

Kunjan: It almost looks as if Mataji is using a *mantra* to hypnotize people.

Mataji: In order to master such a *mantra* two things at least are necessary—a Guru and education; but this body has neither.

Dr. Pannalall: Mataji, you once said that none who have come to you can come to harm (spiritually).

Mataji: Perfectly right! Nobody will come to harm, everyone will become, very good indeed, certainly, certainly, certainly!

Batuda: Ah, now we have all received Mataji's blessing.

Mataji: What I said is quite true. How can anyone be harmed by coming to his little daughter? This body is Father Pannalal's doll (little girl). Is it possible for a small child to bring harm to her own father?

Myself: Put it in any way you please—the supreme fact remains unaltered!

8th June 1959.

Mataji's health is not at all satisfactory. Today She has again a severe tooth-ache. Suddenly in the late afternoon, while in that painful condition, Her body began to manifest a variety of *yogic kriyas*. Afterwards I heard Mataji say: "The pain became concentrated in the head; you would call it a very bad symptom and it was indeed acute. How peculiar this body felt at the time! If the *kheyal* had been there the pain might have stopped; however the *kheyal* was to let things run their own course. This body then passed through all kinds of strange conditions."

On many occasions I have watched Mataji's body go through *yogic krīyas*, even while seriously ill, and then Mataji would not be aware of the illness any longer and in fact was perfectly healthy once again.

Mataji remarked: "This body may get quite well or it may also become much worse and be gone altogether. This may occur even while laughing heartily or while weeping profusely."

12th June 1959.

Today a gentleman from Columbia in South America arrived. He had come from Delhi by taxi for a few hours in order to see Mataji and to talk to Her. He had a long private interview with Her about spiritual things and seemed deeply satisfied and impressed with Mataji's *darshan* as well as Her words. Yesterday the Ambassador of Chile with a few other foreigners came for Mataji's *darshan* on their way down from Mussoorie. They had been to visit the Dalai Lama and related to Mataji about their conversation with him. They put similar questions to Her and seemed highly pleased with Her replies.

19th June 1959.

A devotee has arrived with his wife and daughter-in-law. The gentleman is a *vānaprasthi** and his daughter-in-law also intends to take up the same kind of life. She seems to be in some special state; her father-in-law at least praises her a lot. He says that their *Guru* who lives in Varanasi has on seeing her declared that her condition was a highly spiritual one. He wanted to know Mataji's opinion about this.

Mataji asked the young woman: "What do you experience while meditating?" "At first I feel intense bliss and at the end again," she replied; "in between nothing at all."

Mataji commented to the gentleman: "This is still an elementary stage. You can understand it for yourself: as long as the ego-mind persists, there can be no *samādhi*. Nevertheless her mind and body may be said to have attained to a certain degree of stillness. Her own words give the clue: 'at first there is bliss, then nothing at all'—who is the experiencer of all this? So long as the individual mind is active there is no *samādhi*."

After a pause Mataji continued: "Someone else also came to this body, declaring that he was no longer interested in any work or occupation, since his mind got absorbed in

---

* The 3rd stage or *ashrama* in the life of a Hindu. The *Vānaprasthi* has abandoned his life as a householder (*grihastha*) with its manifold duties as well as its comforts, in order to devote the rest of his days entirely to the search after God or Truth.

samādhi and that his *Kundalinī* power had been aroused. While speaking he frequently used the words 'I' and 'mine'. He was given to understand that there could be no question of *samādhi* so long as there was 'I' and 'mine'. In real *samādhi* none of this survives. Look, a mango when ripe on a tree does not call out : 'I am ripe, come and take me'. If nobody plucks it, it falls to the ground of itself. Do you see the beauty of it ? It returns to the very place from which it has originated."

The gentleman seemed extremely pleased with what Mataji had said. She then introduced the big girls of the Ashram to him with the words : "They all are my friends ; they come from good families and are well educated. Some have passed their M. A., B. A. or M. Sc. etc., yet renouncing everything have gathered round this body to tread this path. This body does not know how to serve anyone, all the same my friends in their kindness have great affection for this little child."

The gentleman expressed his wish to leave his daughter-in-law in Mataji's charge. She comes from a well-to-do family. At first she seemed to be full of enthusiasm, but on hearing all that Mataji had said, a change had obviously come over her.

Mataji further remarked : "It is not always possible to keep the girls with me. They live a somewhat secluded life. Even of those who are prepared to put up with all the inconveniences and hardships that travelling about with this body entails, only a very few can travel. Friend, this path is very difficult. Everyone who comes has a different upbringing and a different way of looking at things. All this has to be ignored. Whoever blames or reproaches one has actually contributed thereby to one's spiritual progress."

20th June 1959.

Today the gentleman left together with his wife. Mataji asked the daughter-in-law : "You won't cry at the parting, will you ?"

In the evening Dr. Gopinath Kaviraj left for Kashi. Mataji went by car to see him off at the station. The gentleman and his wife were travelling by the same train and so we met them once more on the platform. Their daughter-in-law also had come with Mataji.

On seeing her the gentleman exclaimed full of enthusiasm : "Mataji, has the girl already passed her test ? You yourself seemed doubtful as to whether she would be able to bear Ashram life."

Mataji smiled ; "It is the final test that alone counts," was Her laconic reply.

22nd June 1959.

Yesterday two telegrams arrived from the girl's husband, requesting her to return home without delay. Since then she is feeling very restless. Early morning her father-in-law turned up in person to take her home. Many who had witnessed the whole incident were greatly surprised at his sudden return. But Mataji knows everything; already much earlier She had remarked: "Wait and see what will be the final outcome of it all. In the end the truth must come to light, whatever it may be. Never prevent people from having their own way."

As regards the telegrams Mataji told the gentleman: "Father, if during those three or three and a half years your son had not enjoyed his married life fully, he would not be so impatient to have his wife back."

At long last the gentleman had come to understand the meaning of all that Mataji had said. That very day he departed with his daughter-in-law.

26th June 1959.

To-night Mataji was resting while Buni massaged Her feet. Suddenly Mataji said: "This place has a very concentrated and powerful atmosphere. All of you should make a concerted effort at transformation. Become immersed in *japa* and meditation; give your heart and soul to the remembrance, the contemplation of the ONE."

New Diary Leaves

ATMANANDA

(5)

Kishenpur,
12th October 1960.

This morning a very young French lady arrived here from Kabul. She had gone there for some professional work and was able to break journey in India for ten days only on her way to Paris. When seeing a film of Mataji and Her surroundings, which Mr. Arnaud Desjardin is showing in France, she was so profoundly stirred that she seized this rare opportunity to come and see Mataji. She left Kabul only yesterday, arrived in Delhi in the evening and took the night train to Dehradun. After an hour of Mataji's *darshan* in a fairly big crowd, having to listen to questions and answers in Hindi and Bengali, of which she could not understand a single word, I asked her what was her impression of Mataji. "My expectations were very great," was her reply, "but I have found much more than I expected." To the question whether she did not want to see anything of India, she answered without hesitation : "No, I want to remain with Mataji."

* * *

Naimisharanya,
26th October 1960.

Question : It has been said that in 1962 the planetary constellations are very inauspicious and that there will be a great disaster in the world. What is the means to save ourselves from it ?

Mataji : You hear people say all kinds of things and since you are full of fear you feel apprehensive. Remember that there is a state in which there is no fear : to attain to that state must be your endeavour. Tread the path that leads to fearlessness. There is no such thing as a "means." You must have recourse to the means which is no means and beyond all means. In the world there is always some trouble or difficulty. The only way out is to reach a condition in which one is not afraid of anything.

Question : But what about the rest of the world ?

Mataji : First become fearless yourself.

Question : What is your opinion about the prophesy itself ?

Mataji : This body does not reply to questions of this kind.

* * *

Question : We are asked to practise self-restraint and *sādhana.* We are trying our best, but we do not find God. What are we to do?

Mataji : Do not relax your efforts, go on steadily. Just as when you study you pass your exams. and then become an officer automatically and in course of time get your pension, similarly in the spiritual field also if you persevere and continue with steadfastness, everything will come to you of itself.

The Questioner : What you say gives us great hopes.

Mataji : It is indeed as has just been explained.

Question : Is it possible for a liberated person to have a desire ?

Mataji : To be liberated and have a desire is a contradiction in terms. Liberation implies desirelessness. How can one be liberated and still have a desire ?

Question : But has not God divided Himself into the many because He desired so to do ?

Mataji : Yes, that is so.

Question : But you have just said that one who is liberated cannot have desires.

Mataji : There is a great difference between God's desire and personal desire. Divine desire is Divine Will and quite another matter.

* *

Naimisharanya,
31st October 1960.

This evening Sri Akhandananda Swamiji of Vrindaban gave a brilliant talk on anger. The main points of it were that desire was the cause of anger and the ego (*abhiman*) the cause of desire. Unless one surrenders completely to the

Guru and becomes absorbed in His service, anger cannot be conquered. Anger is a fire that saps the atmosphere generated by one's spiritual endeavour, and interrupts the current of one's *sadhana*.

A little later, during the half hour in which Mataji usually replies to questions, people referred to his talk.

Question : Mataji, I have noticed that *sadhus* who live in places such as Gangotri and can do without clothes and blankets in the icy cold of the mountains, are those who get most violently angry. How is this to be explai

Mataji : So long as one is not established in the state where no more 'I' and 'you' exists, where one knows by first-hand experience that the Self is One and all-pervading, how can anger be wholly conquered ?

Question : What difference is there between such a man and God ? Moreover have you ever come across a human being that is incapable of anger ?

Mataji : When this body was very young someone asked : 'We hear that even the *Rishis* could get so angry that on occasions their anger burnt people to ashes. How then can you expect us to conquer our anger ?' This body has had no education and at that time had not had any *satsang* with *sadhus* and *mahatmas* either. It replied : "Yes it is true that the *Rishis* could burn someone to ashes, but they also had the power to call back to life whom they had burnt. Their anger was on quite a different level. You are unable to create, so you should not destroy either."

Question : Suppose I have a picture of my Mother and someone comes and knocks it down. Should I not get angry ?

Mataji : No, you should say to yourself : 'My Mother Herself has knocked down the picture. Whatever happens is Her doing.'

Question : Suppose I have a picture of my Mother in my heart and someone insults it. Should I not get angry ?

Mataji : No, you should say : "Mother Herself has spoken. She is all-pervading. She has spoken in this manner so as to test my endurance, to give me a chance not to get angry even when there seems to be a very good reason for it."

Here someone in the audience quoted a verse from the *Ramayana* in which it is said that if anyone abuses one's Guru one should not listen and avoid the company of the scoffer.

Mataji : The quotation is beautiful indeed. At a certain stage this is the right behaviour.

Question: When Sita entered the earth after having been subjected by Rama to the test in public, was her motive not anger ?

Mataji : No, there was no anger. Circumstances had arisen under which Sita simply could not remain in the world any longer. It was imperative for Her to leave.

Question : What exactly did Sita feel ?

Mataji **:** You are not playing the instrument * the reply does not come. But you yourself are Sita, you yourself are Rama.

The Questioner **:** No, I am neither Rama nor Sita.

Mataji **:** No, indeed, "I" am not Rama. Where the 'I' is, Rama cannot be. I did not say : 'I am Rama.' There is only Rama, nothing but Rama. All are Rama.

* * *

November 1960.

The following is a letter with instructions by Mataji to some *sadhikas* : "At every single moment try to be aware of Him ; for have you not chosen this path to dedicate your lives to Him ! Therefore when speaking, speak of Him ; when thinking, think of Him ; when listening, listen to His words or to what is said about Him. Further try each one of you to keep a diary, so as to check your mind from turning outward. This may also make you watchful and help you in your striving. Those who are pilgrims on the path must develop great inner strength, energy, mobility and swiftness, so that their lives may become beautiful and so as to fill their new life with a new current. It will not do to sit and ride in a rickety, jolting bullock-cart. At all times the mind must be intensely vigorous, energetic and alert—then only can forge ahead with great speed. Remember that every person has to mould his or her own life. Accept cheerfully whatever He may bestow on you or take away from you."

---

* Mataji often says of Herself : "As you play the instrument so you hear the sound ;" which means that Mataji's replies respond exactly to the attitude of mind of the questioner.

Another letter. January 1961.

"By constant practice one finally achieves. They all should make up their minds to try and follow the advice of their friend * to the minutest detail. At what moment He will grace us with His touch, lies with Him ; our duty is to continue to invoke Him without interruption. Enough time has been spent in wandering hither and thither aimlessly, leaving the Path in order to enjoy the sights of the world and to have fun in various ways in the manner of the world. Now all one's time should, as far as possible, be spent in the attempt to find one's Self. Vain and idle talk is of no benefit and only prevents one from advancing towards Him—it is but an obstacle o one's efforts. Ages and ages have been wasted in this way. Now, friend, return to your real home! By lingering on the way you only prolong the agony of the troubles and difficulties that have to be endured on the pilgrimage. Ever remember that one who is eager to advance towards Him and practises His Name and His Presence, progresses; no matter what his condition may be. To say: 'I do not feel His response' and therefore to take pleasure in mundane things, can never be for one's good—always bear this in mind."

---

* Mataji refers to Herself in this manner.

MATRI LILA

(January 15th—April 15th, 1961.)

In the last issue we already mentioned that Mataji reached New Delhi on January 20th, at the cordial request of Sri Haribabaji Maharaj, who had arranged to attend a programme of the chanting of the Ramayana and of the dramatic performance of scenes from the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu that was being held for 40 days in the Feroze Shah Kotla grounds at New Delhi. A huge pandal with a tin roof had been erected for the purpose and the *Satsang* took place every morning and every afternoon, with an attendance that became larger and larger daily and grew enormous towards the end of the function.

Mataji used to be present every morning for an hour or two. Many devotees and admirers were thereby enabled to enjoy Her *darshan*, who found it impossible to visit our Ashram, which is miles away from the centre of New Delhi and about a mile's walk from the nearest bus stop at Kalkaji colony. At about 1 p. m. Mataji would return to the Ashram and give *darshan* there from 6-7 p. m., after which She spent two or three more hours giving private and semi-private interviews.

One day Mataji related that while She was at Naimisharanya last November, it was discovered that although Naimisharanya is supposed to be the place where all the

Puranas were composed, not even one complete set of those *Puranas* could be found anywhere in that town, much less did anyone read them systematically. It was therefore suggested to arrange for a regular daily reading of a portion of one of the *Puranas* continuing throughout, so that all the *Puranas* should thus be read one after another and started again from the beginning on the completion of the reading. A pandit has already been engaged and entrusted with the task and copies of most of the *Puranas* have been secured. Anandamayee Sangha is planning to build a *Purana Mandir* for this purpose on a plot of land that has been acquired on the banks of the Gomati river.

* * *

During Mataji's stay in New Delhi a special programme was arranged to sustain uninterrupted Kirtan of the *Mahamantra* for a whole month ending at *Dolpurnima* (March full moon) which is the *Holi* festival on which falls the birthday of Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Kirtan was held at our Chandraloka Ashram from January 31st until March 2nd for 12 hours daily, namely, from 6 a. m.—6 p. m. while silent *japa* continued throughout the night, six *Brahmacharis* and *Sannyasis* of our Ashram taking turns every two hours. A party of six excellent *Kirtan* singers had been brought from Vrindaban expressly for the occasion and ashramites as well as visitors joined in at all times. People who chanced along were struck by the atmosphere of joy and peace that was created by this constant singing of the names of the Lord.

On February 3rd Mataji interrupted Her sojourn in Delhi by a visit to Hardwar that extended over *Sivaratri*. On Her way She halted in Modinagar, where She spent the night. Rai Bahadur G. M. Modi had invited Her to see the temple that is being constructed there. The building work has gone on for the last four years and is nearing completion. Rai Bahadur Modi is keen to have every detail in the temple arranged exactly in keeping with the *Shāṣtras*.

On the 4th morning Mataji alighted in Hardwar, where She and Her party were accommodated at Baghat House, Kharkhari. Raja Saheb of Solan had arranged there for the reading of the *Siva Purana*, which was completed just before *Sivaratri*. On the 5th February a preliminary rite was performed in connection with the initiation into *Naishthik Brahmacharya* of three Brahmacharis of our Ashram, which took place on *Sivaratri* day.

There are two kinds of *Bruhmacharya* : the first is the ordinary *Brahmacharya* Ashram, followed by the *Grihastha* and *Vanaprastha* Ashrams and finally by *Sannyasa*. The second, namely *Naishthik Brahmacharya* may lead straight to *Sannyasa*. The life of a *Naishthik Brahmachari* is strictly regulated and the whole of his time devoted to various religious practices and the study of scriptures. He has to cook his own food, attend with his own hands to all his personal work, such as cleaning utensils etc. He eats one cooked meal at midday and only milk and fruit at night. He has to rise early, bathe in the Ganges (if possible) or else in any river or pond and is not permitted to sleep during the day. He is expected to live up to a very high ideal of conduct. Praise, blame and even abuse must be borne with equanimity. He is enjoined to regard everyone as a manifestation of the Brahman. The whole idea is to prepare oneself for self-realization and this is one of the ways. A *Naishthik Brahmachari* does not work for money and avoids all worldly pursuits and contacts. He should preferably stay in a place, which is favourable to the performance of *Sadhana* and where it is possible to go for solitary walks in the open country.

* * *

On February 6th Mataji motored to Dehradun accompanied by only a few, while the rest of the partyr emained at Hardwar. It was bitterly cold at Hardwar at the time, but the temperature at Kishenpur was very near freezing point. The surrounding hills were covered with snow and ice, presenting a most entrancing spectacle, which reminded Mataji of Her trip to *Kailash* with Bholanath, Bhaiji, Didi and her father, the late Swami Akhandananda. Mataji thus related some amusing details of that trip, which made us forgèt that our hands and feet were numb with cold. The next day Mataji returned to Hardwar, taking with Her most of the inmates of the Kishenpur Ashram.

* * *

Sivaratri was celebrated in Hardwar on February 13th. Many devotees arrived from far and near to take part in the complete fast for over 36 hours and the four *Pujas* during *Sivaratri* night with Kirtan in the intervals. The function was as beautiful and solemn as ever in Mataji's presence. Mataji did not only stay up throughout the night, but also led the Kirtan for over an hour, starting at about 2 a. m. This is the time when people usually begin to feel drowsy and easily fall asleep even while sitting. It goes without saying that everyone was wide awake as soon as Mataji's voice rang out in its inimitable sweetness that penetrates to the very depth of one's heart and stirs one again and again to profound religious fervour. We counted seven foreigners belonging each to a different nation, who sat on the gallery watching the *Pujas* with great interest at least for part of the night. A lady from Canada took photos and a Finnish gentleman was busy with his tape-recorder.

On February 15th the solar eclipse was observed by *Kirtan* and on February 16th Mataji returned to New Delhi. From there She motored to Vrindaban on February 25th to be present at the consecration of a temple of *Lakshmi Narayan* at the invitation of Sri Prabhudatta Brahmachari of Jhusi. On the 26th evening Mataji was again in New Delhi.

On March 2nd Sri Haribabaji's birthday was celebrated by *Ramarchana*, *Kirtan* and *Katha*, followed by the distribution of sweets and fruits to all present. The hall was packed to capacity and the overflow of visitors spread out on the verandas and the lawn. On March 3rd Mataji played Holi in the morning and again in the afternoon when She suddenly appeared in the hall in the company of Srimati Raihana Tyabji, the famous Mohammedan lady saint, who is the author of the book "The Heart of a Gopi." Everyone present agreed that they had never before seen Mataji play Holi quite like this. It was a unique experience which has left its traces.

Raihana Tyabji was in close contact with Gandhiji for several years. Even now she resides in Rajghat, New Delhi with Kaka Kalelkar and his family. She is a well-known personality, not only in India, since many foreigners seek help and advice from the extraordinary old lady. A few days before Holi she had come to pay a visit to Mataji, which was greatly enjoyed by everyone present. When Mataji requested her to sing, she on the spot composed a new song to Krishna. At her invitation Mataji attended a meeting at Rajghat held in memory of Srimati Kasturba, Mahatma Gandhi's wife. A number of Mohammedans and Europeans or Americans were present at the meeting and Mataji delighted everyone by singing Kirtan. At the end Raihanaji embraced Mataji with such vigour as if she never again wanted to part from Mataji.

During Mataji's stay in Delhi and Hardwar a great many foreigners made contact with Mataji. A few of them had travelled all the way for the purpose of seeing Mataji face to face and coming in living touch with Her. Others, after meeting Her once or twice had become so fascinated that they could be seen in the Ashram on every single day. Quite a number of foreign Ambassadors and High Commissioners had long and interesting interviews with Mataji and were obviously greatly impressed by Her radiant presence as well as by Her terse, enlightening words.

On March 4th Mataji left for Hoshiarpur. She halted at the Savitri Devi Ashram at Jullundur for an hour on the 5th, visiting the Girls' College there, run in Her name. On the 15th morning She travelled through Delhi to Vrindaban to attend a function in commemoration of Sri Uriababaji's *Mahasamādhi*. On the 16th She returned to Delhi by car halting in the Ashram for a couple of hours and then proceeded to Hardwar where She alighted on the 17th morning. Immediately after Her arrival a *Bhagavata Saptah* and a reading of the *Ramayana* were begun. The one function took place in the hall of Baghat House and the other on the veranda of the Shiva Temple, which forms the centre of Baghat House.

Mataji was not keeping very good health and remained upstairs for 5 days. However She came out on the gallery adjoining Her room at least twice daily to give darshan and to be present at the *ārati* performed in the hall downstairs every morning and evening.

On April 3rd Mataji, together with Her whole party, moved to *Shantiniketan* at Kankhal. It is the Ashram of a devotee, Sri Nitai Chandra Basu Mallik, situated very charmingly between the Ganges and the Ganges canal, adjoining a Shiva temple called *Dakshalaya*, which, as we came to know afterwards, Mataji had visited long ago together with Bhaiji and spent a night there under a wonderful old banyan tree.

Although the space available seemed inadequate for such a large party, Sri Nitai Babu managed to make excellent arrangements. The whole thing was almost like a miracle. Mataji gave *darshan* under a bel-tree twice daily. A great many of the local women gathered in the late afternoons and sang with deep feeling portions of the Ramayana.

On April 13th, *Chaitra Samkranti*, the Sannyasa Utsava of Sri Muktananda Giriji (Didima) was duly celebrated. Didima's disciples flocked in good numbers from Dehradun, Delhi, Calcutta, Varanasi and even Bombay, Poona and Ahmedabad to pay homage to their revered Guru. A dust-storm on the 12th night pulled down the pandal as soon as it had been pitched on the common just outside of the compound of Shantiniketan. Since another storm broke out early next morning the *Satsang* had to be improvised in the compound itself under a large tree. Mataji Herself supervised the arrangements, using every inch of the space available. "Whatever God does is for the best" She remarked cheerfully ; it really all worked out surprisingly well. Some well known Mahatmas, amongst them Sri Krishanand Avadhutaji, Mahamandaleshwar Sri Maheshwaranandaji of the Sannysa Ashram at Vile Parle and others gave interesting discourses on the meaning of Sannyasa. In the meanwhile the weather had cleared up and a large number of Sannyasis and sadhus were entertained to a feast in the newly pitched pandal. The programme continued until 9-30 p. m.

The next morning Mataji visited a *satsang* at '*Bhagavat Dhama*' Hardwar where She sang "*He Bhagavan*" and then was taken to Modi House for a short while.

On April 16th Mataji left via Delhi for Gwalior at the special invitation of Her Highness Maharani Saheba Vijaya

Raje Scindia of Gwalior where She is to be present at the consecration of a new temple. From Gwalior She is expected to proceed to Allahabad. A ***Bhagavata Saptah*** will take place there from April 22nd, followed by Her birthday celebrations from May 2nd—4th.

Sri Sitaram Jaipuriaji came to Hardwar to invite Mataji and all Her devotees to celebrate the next Durga Puja in his compound at Kanpur. The next *Samyam Vrata* is expected to be held at Sukhtal, some twenty miles off Muzaffarnagar in November.

Mataji is about to complete Her sixty-fifth year. On this joyful occasion Her devotees and admirers all over the world join in the fervent prayer that She may keep radiant health for many many years to come. It is impossible to express in words what Her divine presence means to this sorrow-stricken world.

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

লেখিকা—শ্রীমতী গুরুপ্রিয়া দেবী

১৯২৫ সন হইতে সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর কাল শ্রীশ্রীমার ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ ও উপদেশ লাভের সৌভাগ্য একমাত্র লেখিকার জীবন ভিন্ন খুবই বিরল। শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে কিছু লিখিবার যোগ্যতা যে তাঁহার আছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। লেখিকার ব্যক্তিগত ডায়েরীই ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহে পুস্তকাকারে এ পর্য্যন্ত দ্বাদশ ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমার দিব্য জীবনের নানা কাহিনী, নানা সূক্ষ্ম দর্শনাদির বিবরণ, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ এবং শ্রীমুখ নিঃসৃত নানা অমূল্য উপদেশাবলীর সমষ্টি লইয়া এই সকল ভাগের রচনা। ভক্তবৃন্দের নিকট এই সকল পুস্তক অমূল্য সম্পদ।

মূল্য: ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম (পূর্ব্বার্দ্ধ), ৭ম (উত্তরার্দ্ধ), ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ ভাগ একত্রে—২৫৲

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. RN 4727

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA
LIST OF PUBLICATIONS.

Hindi

Mātri Darshan—by "Bhaiji"	2·50
Sad Vāni ,, ,,	1·00
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi	
Vol. I-III and V	each 2·00
Vol. IV	3·00
Ma Anandamayee—Dr. Pannalal	(In Press)
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1·50
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2·50
Kīrtan Rasa Swarūpa	6·00
Mātri Līla Sankīrtan	0·31

Bengali

Mātri Darshan—by "Bhaiji"	2·00
Sad Vāni ,, ,,	1·00
Mātri Vani	·75
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi	
Vol. I-IX	each 2·00
Vol. X, XI	each 2·50
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1·50
Akhanda Mahāyajña ,, ,,	2·50
Kīrtan Rasa Swarūpa	6·00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1·25
Mātri Lila Sankirtan	0·31

Gujarati

Matri Darshan—by "Bhaiji"	1·50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I & II—Br. Kantibhai	2·00
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand	2·00

English

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"	(out of print)
Mother As Seen by Devotees (A Symposium)	3·00
Mātri Vani (Sayings)	1·25, Special edition 1·50

Photos etc.

Album	1·50
Photos—various sizes ranging from	0·37 to 16·00
Lockets	1·25

Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

LIBRARY
[illegible]

श्री श्री आनन्दमयी संघ
ॐ मा
मातृ शरणं

Vol. IX August, 1961 No. 2

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

লেখিকা—শ্রীমতী গুরুপ্রিয়া দেবী

১৯২৫ সন হইতে সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর কাল শ্রীশ্রীমার ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ ও উপদেশ লাভের সৌভাগ্য একমাত্র লেখিকার জীবন ভিন্ন খুবই বিরল। শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে কিছু লিখিবার যোগ্যতা যে তাঁহার আছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। লেখিকার ব্যক্তিগত ডায়েরীই ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহে পুস্তকাকারে এ পর্য্যন্ত দ্বাদশ ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমার দিব্য জীবনের নানা কাহিনী, নানা সূক্ষ্ম দর্শনাদির বিবরণ, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ এবং শ্রীমুখ নিঃসৃত নানা অমূল্য উপদেশাবলীর সমষ্টি লইয়া এই সকল ভাগের রচনা। ভক্তবৃন্দের নিকট এই সকল পুস্তক অমূল্য সম্পদ।

মূল্য ঃ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম (পূর্ব্বার্দ্ধ), ৭ম (উত্তরার্দ্ধ), ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ ভাগ একত্রে—২৫৲

Mata Anandamayee [illegible]
Bhadaini, Varanasi.

3/8/61

Ānanda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teachings of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics.

Board of Editors

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M.A., D. Litt.
Kumari Lalita Pathak, M.A.
Kumari Padma Misra, M.A., Acharya.
Kumari Bithika Mukerji, M.A., D. Phil.
Brahmacharini Atmananda.
Sri Sailesh Brahmachari.
Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M.A., B.L.
Sri K. Bose—*Managing Editor.*

* * * * * * *

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5/-
Foreign—Rs. 6/- or 10 shillings or dollars 1·25 only.

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English in the beginning of the months of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, (U.P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U P.).

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent ***latest by the second week of the month of publication.***

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to "dishonour" any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a considerable loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Contents.

BENGALI SECTION

Page No.
1. মাতৃবাণী 57
2. আনন্দম্—শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি 59
3. গীতা-ধ্যান—"কানাই বলাই" 60
4. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া দেবী 68
5. আত্ম-নিবেদন—শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী 74
6. মাতৃ-কথামৃত—নীলমণি 78
7. চলা গীতা—শ্রী শ্রীমা—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ ... 80
8. পুণা আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে রাষ্ট্রপতি—স্বামী চিন্ময়ানন্দ গিরি... 92
9. মহাতপার আশ্রমে—ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ 101
10. মাতৃ-বন্দনা—কুমারী রূপশ্রী ঘোষ 112

LIBRARY
No.…………
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

Contents

English Section

Page No.

1. Matri Vani 51
2. Essential unity of all Religions — Dr. M. Hafiz Syed, M.A., Ph.D., D.Litt. 54
3. Raja Yoga or the Path of Mind Control— Swami Sivananda, Rishikesh 59
4. Prajna —The Light of Intuition— Prof. Madan Gopal, M.A. (Alld.), B. Litt. (Oxon), C. P. E. S. (Retd.) 63
5. Two Incidents — Vijaiananda (Dr. Weintrob) 69
6. Pages from my Diary — Gurupriya Devi 79
7. New Diary Leaves — Atmananda 85
8. Matri Lila 92

Printed & Published by K. Bose for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi,
at the Kamala Press, Godhowlia, Varanasi.

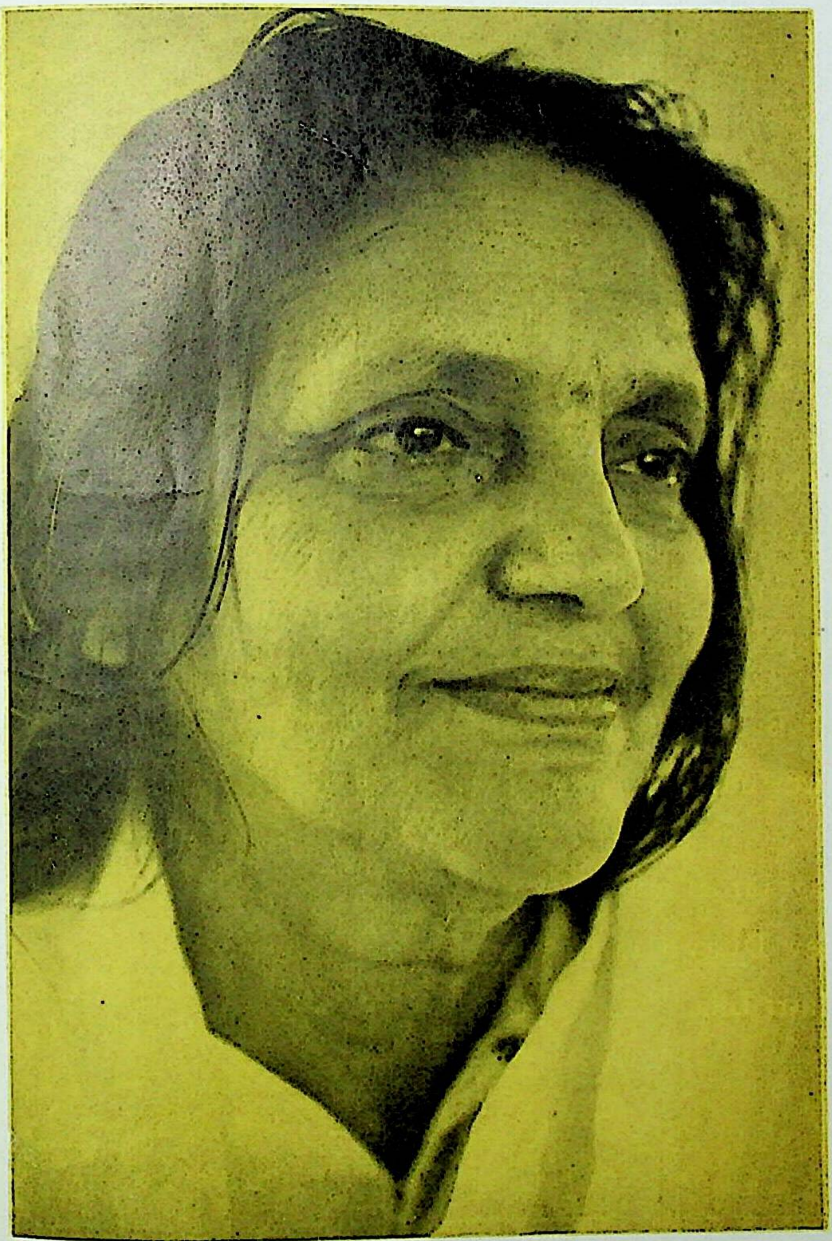

ĀNANDA VĀRTĀ

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।"

VOL. IX] AUGUST, 1961. [NO. 2

—মাতৃ-বাণী—

"মায়ের নাম করা, মায়ের ধ্যান করা, মাকেই সর্ব্বময় দেখতে চেষ্টা করা। মা-ময় হওয়ার দিক নেওয়া।"

* * *

"অমৃতের যাত্রী কখনো মৃত্যুর ধ্যান করে না। অমৃতের চিন্তায় মৃত্যুভয় দূর হয় মনে রাখা। তাঁর চিন্তা যতই অখণ্ড হয় ততই অখণ্ড প্রকাশের দিক।"

* * *

"মনের ব্যথা-কথা, শোনা-বলা আপনাতেই ত। নিকট দূরও নিজেতে নিজেই। অখণ্ড সাধকের ধারাটাও নিজেতেই আছে। যে সাধনায় যে পরম ধনে ধনী হওয়ার অধিকার স্বভাবতঃই আছে সেই ধারাটায় অখণ্ড থাকা। সব সময়টায়ই অহংকার বুদ্ধিরূপে ত নিজেই নিজেতে খেলছেন। অহং ক্রিয়ারূপে যিনি বিশুদ্ধ ক্রিয়ারূপেও ত তিনি স্বয়ংই। সেই প্রকাশের জন্য বুদ্ধিটা গতির মধ্যে যে স্থিতি বোধ করে—যেখানে স্বক্রিয়া গতিতে, সুবুদ্ধি নিজ স্বরূপ প্রকাশিত

হওয়া চাই। তাহা হইলেই দুর্ব্বুদ্ধি সুবুদ্ধির বোদ্ধারূপেও ঐ-ই যে—যাহা প্রকা আছে এবং হয়। তিনিই যে স্বয়ং অনন্ত—অন্ত। সেইটি ধরে না নেমে অন্তরায়শূ হয়ে নিরন্তর চলার চেষ্টা করা। সেই ধারায় যে যে রূপই ধরা দেয় সেই বিশু মনবুদ্ধিতে যা বোধ করে উহা স্বয়ংপ্রকাশের দিক গ্রহণ করা।”

* * *

“শ্রদ্ধাভক্তির দিক দিয়ে চলতে চেষ্টা করা মানুষের কর্ত্তব্য। সংসারে থা স্বাভাবিক। ইহাতে সংসার কি জিনিষ সেই শিক্ষা হয়। তারপর ভোগের দিকে শিথিলতা আসে।”

* * *

“প্রেয় ও শ্রেয়ের মধ্যে শ্রেয়ই গ্রহণীয়। যে ত্যাগের আশ্রয়ে ভগবানে দিকে যেতে চেষ্টা করে তাহারই ত নিজস্ব গতির দিক। নিজ নিজ আত্মোন্নতি চেষ্টা ত মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য।”

* * *

“সকলেই ভগবানের সন্তান। ছোট বড়র প্রশ্ন নেই। যে কোলে যেতে চায় তিনি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেন।”

* * *

“যে তাঁর সেবা করে সে কখনও অসহায় নয়। তাঁর জপে, তাঁর সেবায় তাঁর ধ্যানে নিজেকে যতই যুক্ত রাখার চেষ্টা করবে ততই তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশ হবেন।”

আনন্দম্

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি

আঁধার রাতে জনতা ঠেলি
কে যেন ছুঁয়ে গেছে
পলকহারা মুখের পানে
এখনো চেয়ে আছে।

কেমন সে যে, কোথায় থাকে
আমারে কাছে কেন সে ডাকে;
কি যেন চাহে, কি যেন নাহি
চাহে সে মোর কাছে!

ছুঁইয়া আছে প্রাণের মাঝে
কেহ না তারে দেখে;
দেখিয়া যায় নিকটে আসি
আঁধারে মুখ ঢেকে।

তারে যে শুনি সবার স্বরে
বেদনা-জাগা এ অন্তরে,
নিজেরে শুধু দিতে সে চাহে
কিছু না কভু যাচে।

গীতা-ধ্যান

"কানাই-বলাই"

উপক্রম

বেদের মন্ত্রে পাওয়া যায় অমুক ঋষি, অমুক দেবতা, অমুক ছন্দ ইত্যাদি কিন্তু গীতাতে ঐ ধরণের কোনও উল্লেখ নেই। গীতা প্রসঙ্গে বলতে হয়—গীতা মন্ত্রদ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ, গীতার মন্ত্রস্রষ্টাও শ্রীকৃষ্ণ, দেবতা-ও শ্রীকৃষ্ণ, আর গীতার ছন্দ কৃষ্ণগত। গীতাপাঠের পূর্ব্বে গীতাধ্যানের আবৃত্তি প্রশস্ত।

গীতা-ধ্যান কে কবে রচনা করেছিলেন, তা' জানা নেই, জানবার কোন উপায়ও নেই। রচয়িতা নিজেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে, তাঁর ধ্যানলব্ধ সত্যটিকে বা মূর্তি দান ক'রে গেছেন। পরব্রহ্মবাচক প্রণব দিয়ে তার সূচনা; "দেবায় ত নমঃ" দিয়ে তার পরিসমাপ্তি।

এই ধ্যানমন্ত্র যিনিই রচনা করুন না কেন এবং যখনই রচিত হোক না কেন, এর বৈশিষ্ট্য অপূর্ব্ব। অতি অল্প পরিসরের মধ্যে গীতা-ধ্যানের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গীতা পরিচয় দিয়েছেন; 'হরিকথা-সংবোধনা' জাগিয়ে তুলেছেন। "গীতাধ্যানে" আম সারাংশের মধ্যে ইঙ্গিত পাই বিরাটের, কয়েকটি রেখার মধ্যেই আভাস পাই অসী অনন্তের।

গীতা-মাতার অনুসন্ধান

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥

অন্বয়বোধিনীঃ—[হে] অম্ব ভগবদ্গীতে (হে জননী ভগবদ্গীতে

মধ্যে-মহাভারতম্ (মহাভারতের মধ্যে) * পুরাণমুনিনা ব্যাসেন গ্রথিতাং (প্রাচীন মহর্ষি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক গ্রথিত) স্বয়ং ভগবতা নারায়ণেন পার্থায় প্রতিবোধিতাং (স্বয়ং ভগবান নারায়ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সম্যক্ প্রকারে বিজ্ঞাপিত) ভবদ্বেষিণীম্ (পুনর্জন্মনাশিনী) অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীম্ (অদ্বৈত সুধাধারাবর্ষিণী) অষ্টাদশাধ্যায়িনীম্ ভগবতীং ত্বাম্ অনুসন্দধামি অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী ষড়ৈশ্বর্যযুক্তা তোমাকে আমি অনুধ্যান করিতেছি।

ব্যাখ্যা:—"মাগো! তোমাকে অনুধ্যান করছি, অনুসন্ধান করছি"—এইটুকুই হ'ল এই শ্লোকের মর্ম্মকথা। অবশিষ্টাংশ মায়ের বিশেষণ। অনুসন্ধান করছি কাকে? গীতা-জননীকে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে রূপায়িত ভগবতী ভগবদ্-গীতা-রূপিণী মাকে। মা আমার ভবদ্বেষিণী আর অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী।

ভবদ্বেষিণী:—'ভব' মানে এমন বস্তু যা হয় বা যা জন্মায়। 'ভূ' ধাতু থেকে 'ভব' শব্দ উৎপন্ন। 'ভূ' মানে 'হওয়া'। যা হয়, তা থাকে না; যা জন্মায়, তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই হ'ল অনাদিকালের নিয়ম। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" ¶। ভব মানে অনিত্য সংসার; এটা পরিবর্ত্তনশীল! যাওয়ার পর আবার আসা; মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম—"ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"†। সৃষ্টির আদিযুগ থেকে চলছে এই আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তন।

যে-কারণে এই যাতায়াত ঘটে, সেই কারণের প্রতি গীতা দ্বেষ জন্মায়—বৈরাগ্য সঞ্চার করে। সেই জন্যই গীতা 'ভবদ্বেষিণী' অর্থাৎ পুনর্জন্ম-নাশিনী।

অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী:—জীবকে কেবল ভব-বিমুখ করেই গীতা ক্ষান্ত হয় না। গীতা আবার অদ্বৈত অমৃতবর্ষিণী। মানুষের সামনে দুটি বড় সত্য—একটি মৃত্যু, অন্যটি অমৃত। অমৃতকে লাভ করলে মৃত্যুভয় দূর হয়, আর অমৃতকে লাভ করতে

---

* ভীষ্মপর্ব (২৫শ—৪২শ) অধ্যায়।

¶ গীতা ২।২৭

† গীতা ২।২৭

না পারলে পুনর্জন্ম অনিবার্য। মৃত্যুর পূর্বে—"প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ"[*]—মৃত্যুঞ্জয় হ'তে হবে ; জন্মমৃত্যুর দোলা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে হ'বে। কি ক'রে তা সম্ভব ? যিনি অমৃতস্বরূপ, তাঁকে উপলব্ধি করলেই তা সম্ভব। কেমন করে তাঁকে উপলব্ধি করা যায় ? এ-প্রশ্নের উত্তর ব্যাপ্ত হয়ে আছে শ্রীমধুসূদনের শ্রীমুখনিঃসৃত ৫৭৪টি সুধাধারাবর্ষিণী মন্ত্রমালাতে। গীতার অমৃতবাণী অদ্বৈত-তত্ত্বরূপ-অমৃত বর্ষণ করেছে সর্বত্র। সেখানে দ্বন্দ্ব নেই, ভালো-মন্দ নেই, আলো অন্ধকার নেই। সেই অমৃত-কথার ধারাবর্ষণে গীতা স্বয়ং-সম্পূর্ণ। সেজন্যই গীতা 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী'। সে ভূমিতে পাওয়া যাবে—'স্বস্থং শান্তং অনির্বাণং অকথ্যং সুখমুত্তমম্।'[†]

কৃষ্ণ-ত্রিবেণী ঃ—ভগবান নারায়ণ স্বয়ং এই গীতা-গান করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর প্রিয় সখা, সহচর, অনুগত-ভক্ত অর্জ্জুনকে স্বধর্মে জাগরূক করা। পার্থ সে-গানের উপলক্ষ্য মাত্র। প্রাচীন মহর্ষি বেদব্যাস সেই গানের চিরন্তন-মালা গ্রন্থন করে গেছেন। গীতায় বক্তা শ্রীকৃষ্ণ—যিনি "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"[ণ]। শ্রোতা অর্জ্জুন—যাঁর একবিংশ নামের এক নাম কৃষ্ণ[‡] যিনি "নরশ্চৈব নরোত্তমম্"। প্রবক্তা মহামতি বেদব্যাস—যাঁর আসল নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি জানবার জন্য অর্জ্জুন আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তার উত্তরে ভগবান ২৪টি মন্ত্রে তাঁর অনন্ত-বিভূতির মধ্যে প্রধান প্রধান বিভূতি বর্ণনা করে সেই সুত্রে বলেছিলেন—"পাণ্ডবদের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস[‖]।" কৃষ্ণই গীতার বক্তা, কৃষ্ণই গীতার শ্রোতা, আবার কৃষ্ণই গীতার প্রবক্তা। শ্রীকৃষ্ণের এ এক অপূর্ব ত্রিবেণী-সঙ্গম। এই সঙ্গমেই গীতার উদ্‌গীতি, অমৃতের অফুরন্ত উৎস। এ রকম ত্রিবেণী-সঙ্গম জীব-মাত্রের

---

[*] গীতা ৫।২৩ [†] গৌড়পাদীয় কারিকা অদ্বৈত-প্রকরণ [ণ] শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৮

[‡] ফাল্গুনী জিষ্ণু, শ্বেতবাহন, কিরীটী, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী, ধনঞ্জয়, পার্থ, শক্রনন্দন, গাণ্ডীবী, মধ্যমপাণ্ডব, শ্বেতবাজী, কপিধ্বজ, রাধাবেদী, সুভদ্রেশ, গুড়াকেশ, বৃহন্নল, ঐন্দ্রি, অর্জ্জুন।

[‖] গীতা ১০।৩৭

চিত্ত-ধারায় নিত্য প্রবাহিত, নিত্য-সংযুক্ত। প্রত্যেক ভক্তের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বক্তা, শ্রোতা এবং প্রবক্তা! সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হয়ে* তিনি অহরহ অমৃতবাণী শোনাচ্ছেন। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকাতে তিনিই আবার জীবের বুকে আশা, উদ্দীপনা জাগাচ্ছেন; স্মৃতিরূপে তিনিই আবার চিত্তপটে অমৃত-বাণীর মাল্য-গ্রন্থন করছেন। নিজের মুখনিঃসৃত বাণীর স্বাদ নিজ-ভক্তের মুখে আস্বাদন করে তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করছেন।

মধ্যেমহাভারতম্ঃ—গীতার স্থান কোথায়? "মধ্যেমহাভারতম্", অর্থাৎ মহাভারতের মধ্যস্থলে, মহাভারতের মর্মভূমিতে (যুদ্ধের প্রাক্কালে)। সাধারণতঃ "মহাভারত" বলতে একখানি গ্রন্থ বুঝায়। তার পরিচয়ের ইঙ্গিত আছে নামের মধ্যে। গ্রন্থখানি আকারে বিরাট, তাই নামের আদিতে বলা হয়েছে "মহা"। গ্রন্থের বিষয়-গৌরবের ভার আছে, তাই নামের অন্তে বলা হয়েছে ভারত। নৈমিষারণ্যে মহর্ষি শৌনকের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন লোমহর্ষণ সুতের পুত্র উগ্রশ্রবা। মহর্ষি সৌনক এবং অন্যান্য মুনিগণের অনুরোধে উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে মহাভারত আবৃত্তি করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন† এই গ্রন্থটি মহান এবং ভারবান বলেই এর নাম মহাভারত। পুরাকালে দেবগণ তুলাদণ্ডের একধারে সরহস্য চারখানি বেদ এবং অন্যধারে মহাভারত স্থাপন করে দেখলেন যে আকারে এবং বিষয় গৌরবে মহাভারত-ই বেশী ভারী। তখন থেকে এই বিরাট গ্রন্থখানি "মহাভারত" নামে বিখ্যাত। হিব্রু বাইবেল, হোমারের ইলিয়াড, ভার্জিলের ইনিয়ড, ফার্দ্দসীর শাহনামা এবং বাল্মীকির রামায়ণের চেয়ে

---

* ভীষ্মপর্ব্বের ২৫ থেকে ৪২ অধ্যায়।

† চত্বারঃ একতঃ বেদাঃ ভারতঞ্চৈবমেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈ সমেত্য তুলয়াধৃতম্॥
চতুর্ভ্যো সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোহ্যধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে
মহত্বাৎ ভারবত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।

মহাভারত আকারে অনেক বড়ো। আর, মহাভারতের বিষয় বস্তু সম্বন্ধে বলা হয়েছে[*]—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যা’ আছে, সেই কথাই সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত ভাবে অন্যত্র আছে; মহাভারতে যে-বিষয়ের আলোচনা নেই, তা’ অন্য কোথাও নেই।

এহেন বিরাট এবং বিষয়-গৌরবে ভারবান্ মহাভারত-গ্রন্থের মধ্যস্থলে গীতার স্থান। স্থূল দৃষ্টিতে এই গ্রন্থের মধ্যস্থলে না হ’লে-ও, গীতার অবতারণা মহাভারত-বর্ণিত উপাখ্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ-সন্ধিক্ষণে[†]। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র এবং পঞ্চপাণ্ডব আশৈশব এক সঙ্গে কুন্তী ও গান্ধারীর স্নেহচ্ছায়ায় লালিত; দুর্যোধনের দম্ভ, দর্প, রাজ্যলিপ্সা এবং পরশ্রীকাতরতা-বৃত্তিকে শকুনি ইন্ধন দিয়েছেন; জতুগৃহদাহ, অক্ষক্রীড়া, রাজসভায় দ্রৌপদীর অপমান, পাণ্ডবদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে; কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে শ্রীভগবানের দৌত্য সত্ত্বেও শান্তি স্থাপনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে; ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব-সেনাপতি অর্জ্জুন যুদ্ধের অপেক্ষায় রথে উপবিষ্ট; শত শত শঙ্খ-ভেরী-পণব-আনক-গোমুখ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের তুমুল শব্দে[‡] আকাশ ও মেদিনী কম্পমান—এই পটভূমিকাতে গীতার আবির্ভাব। যুদ্ধের পারিবারিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণসমূহের পূর্ণ সঙ্কটময় অবস্থা; কিন্তু যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয়নি।

অর্জ্জুন মোহাচ্ছন্ন। ভ্রান্ত বুদ্ধির অযোগ্য আশ্রয়ে অজেয় বীর যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ। পথভ্রষ্ট হয়ে তিনি আদর্শ হারিয়ে ফেলেছেন। সাধারণ মানুষ আদর্শচ্যুত হ’লে তার পরিণাম অল্প কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; অধিনায়ক আদর্শভ্রষ্ট হ’লে তার পরিণাম সাঙ্ঘাতিক; তাতে বহুজন বিপন্ন ও বিনষ্ট হয়। যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জ্জুনের

---

[*] ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ॥

[†] “সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ”—গীতা ১৫।১৫।

[‡] গীতা ১।১৩

মত বিরাটপুরুষের শোক-বিহ্বলতা, পাণ্ডবের পক্ষে মর্মান্তিক বিপর্য্যয়, বিশ্বব্যাপী নিদারুণ অমঙ্গলের সুচনা।

এ হেন আসন্নবিপর্য্যয়ের মুখে পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ গীতাঞ্জন দিয়ে অর্জ্জুনের অজ্ঞানতিমিরান্ধ দৃষ্টি উন্মীলিত করলেন। ৫৭৩টি মন্ত্র উচ্চারণের পর ভগবান তাঁর সখা ও প্রিয়শিষ্যকে ছুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন:—"মন দিয়ে সব কথা শুনলে তো? তোমার অজ্ঞান দূর হয়েছে কি?"

গীতা শ্রবণের পরে অর্জুন যেন নূতন মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। তিনি শান্তভাবে উত্তর দিলেন "তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, আত্মজ্ঞানের স্মৃতি ফিরে এসেছে, আমার চিত্ত স্থির হয়েছে, সংশয় তিরোহিত হয়েছে।* এই অবস্থায় পৌঁছে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন, "তোমার কথা অনুসারেই কাজ করবো।" এই অর্জুনই ছিলেন গীতার প্রথম অধ্যায়ে বিষাদের বিগ্রহ—স্বজন-বান্ধবের হত্যার আশঙ্কায় ও শোকে মুহ্যমান, আত্মবিস্মৃত, অস্থিরচিত্ত এবং সন্দেহের দোলায় দোলায়িত। এই অর্জুনই ধনুর্বাণ ত্যাগ করে —"বিসৃজ্য সশরং চাপং"¶—"যুদ্ধ করবো না" এই কথা গোবিন্দের মুখের উপর বলে গুম্ হয়ে বসেছিলেন। "ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।"†

এক প্রান্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বিষণ্ণ, ব্যর্থতাবাদীর "ন যোৎস্যে" মূর্তি; অপর প্রান্তে দৃঢ়সঙ্কল্প, জ্ঞানাধিষ্ঠ, ভক্ত কর্মযোগীর "করিষ্যে বচনং তব"—মূর্তি; মধ্যস্থলে ভগবদ্বাণী—"যুদ্ধ করো, যুদ্ধ করো, আমি তো রয়েছি।" শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে আছে যুক্তির পর যুক্তি, তত্ত্বের পর তত্ত্ব; কিন্তু মূল কথা— ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে, আত্মসমর্পণ করে, ধর্মযুদ্ধ করো।

সমগ্র গীতাখানি অর্জুনের চেতনার সংবোধনা। অর্জুনের মতি পরিবর্তন মানে মহাভারতে যুগান্তরের সূচনা। সেই জন্যই "মধ্যে মহাভারতম্"—গীতার এই

---

* "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥" গীতা ১৮।৭৩

¶ গীতা ১।৪৭

† গীতা ২।৯

বর্ণনা সার্থক। মহাভারতের মধ্যস্থলে গীতা ছিল বলেই ভারতের ইতিহাসের ধার পরিবর্তিত হয়েছিল—অধর্মের অভ্যুদয় স্থগিত এবং ধর্মসংস্থাপনের সূত্র আবিষ্ক হয়েছিল—এই গীতারই মাধ্যমে। অবশেষে শ্রী, বিজয়, এবং ভূতি পাণ্ডবগণকে বরণ করল।

"মহাভারত" শব্দের অর্থ কেবল মহাভারত-গ্রন্থ নয়। এ ছাড়া আরও তুটি অর্থ আছে। প্রথমতঃ, ভারত এবং বৃহত্তর ভারত বলতে যে ভূখণ্ড, তার নাম মহাভারত ; দ্বিতীয়তঃ, ঐ ভূখণ্ডের যে কৃষ্টি তার ধারকের নামও মহাভারত এই তুই অর্থেও মহাভারতের মধ্যমণি এই গীতা। ঐতিহাসিকদের মতে ন্যূনাধিক তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গীতা প্রচারিত হয়েছিল। তখন থেকে গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের শিরোভূষণ, সমভাবে সর্ব্বসমাজের নমস্যা, সর্ব্ব কল্যাণের উৎস। যথার্থই গীতা গ্রথিতা "মধ্যেমহাভারতম্"।

ব্যাসদেবকে প্রণাম

"নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥"

অন্বয়বোধিনী ঃ—[হে] ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র (প্রস্ফুটিত পদ্মদলসদৃশ চক্ষুবিশিষ্ট) বিশালবুদ্ধে (মহামতি) ব্যাস, তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার); যেন ত্বয়া (যেন তোমাকর্ত্তৃক) ভারততৈলপূর্ণঃ (মহাভারতসদৃশ তৈলদ্বারা পরিপূর্ণ জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ প্রজ্বালিতঃ (জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বালিত হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা ঃ—গীতা জননীকে অনুধ্যান করেছি, অনুসন্ধান করেছি। এইবার গীতা-মাল্য রচয়িতা ব্যাসদেবের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাই। তিনি বিশালবুদ্ধি সাবিত্রী মন্ত্রের পরমা প্রার্থনা—ধীশক্তির আবাহন। সেই ধীশক্তির ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্য্যবান ব্যাসদেব বিশালবুদ্ধিসম্পন্ন। কেবল বুদ্ধির গরিমা নয়, ব্যাসদেবে

আরও আছে করুণার মাধুর্য। তাঁর অনুকম্পার মূর্ত্তিটি ফুটে উঠেছে, প্রস্ফুটিত পদ্মদলের মত তাঁর আয়ত নয়নকমলে। তিনি ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।

ব্যাসদেব ভারতে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বালিত করেছিলেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল বিশাল, হৃদয় ছিল বিরাট। তাঁর পক্ষেই মহাভারতের মত মহাকাব্য রচনা করা সম্ভব হয়েছিল। সেই মহাকাব্যের উপাখ্যান-বস্তু যেন প্রদীপের তৈল; সেই তৈলকে আধার কয়ে মহামতি ব্যাসদেব যে বিশ্ব-পাবনী শিখা জ্বেলে দিয়েছেন, তারই দীপ্তিতে ভারত-ভূখণ্ড উদ্ভাসিত। ব্যাসদেবের রচিত এই জ্ঞানময় প্রদীপটি যেন একটি ভাস্বর সূর্য্য—মানসলোকের—অন্তর্জীবনের স্বপ্রকাশ জ্যোতিষ্ক।

মহাভারতের মধ্যে আছে একটি বিরাট, প্রাচীন জাতির বহু বিচিত্র জীবন-সাধনার সর্ব্বাঙ্গীন নিখুঁত চিত্র। উপনিষদ্ রহস্যবিদ্যা; তার জন্ম গহন অরণ্যের জনহীন মৌনভূমিতে; তার সাধনা মুষ্টিমেয় উচ্চ-অধিকারীর মধ্যে নিবদ্ধ। মহাভারত কিন্তু সকলকে নিয়ে, সকলের জন্য। মহাভারতে আমরা পাই—একাধারে শ্রুতি, স্মৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ইতিহাস ও সাহিত্য। মহাভারতের লীলাকেন্দ্র নির্জ্জন তপোবন নয়; কর্ম্মমুখর, কোলাহলময় লোকালয়। মহাভারতের বিষয় কেবল আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব নয়; রাষ্ট্র, সমাজ ও পারিবারিক জীবনের শত সহস্র সঙ্কটময় সমস্যার বিবৃতি ও সমাধানে মহাভারত স্বয়ং সম্পূর্ণ। এই মহাভারত বিশ্ব মানবের জীবন বেদ স্বরূপ।

—ক্রমশঃ

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

গুরুপ্রিয়া দেবী

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭—

গত কাল রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটায় মা আমেদাবাদ হইতে ট্রেনে জয়পুর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মার সঙ্গে পরমানন্দ স্বামী, বুনি, উদাস, শোভা প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র। ষ্টেশনে বহু স্ত্রী-পুরুষ মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। দাদু পন্থীদের একটি বিরাট আশ্রমে মাকে লইয়া যাওয়া হইল। স্থানটি খুবই মনোরম। বেশ প্রশস্ত আশ্রম, বাগানটিও বেশ সুবিস্তৃত।

শ্রীশ্রীহরিবাবাজী, অবধূতজী মহারাজ প্রভৃতি আরও অনেকে আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মার বাসাতেই আছেন।

শ্রীযুক্ত বর্ম্মা ও তাঁহার স্ত্রী মার অনেক দিনের পরিচিত। বেশ ভক্ত পরিবার। ভদ্রলোক পূর্ব্বে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। বর্ত্তমা শুনিলাম Rajasthan Public Service Commission এর Member তাঁহারই বাড়ীর প্রাঙ্গণে সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাহারো কোনও রূপ অসুবিধা না হয় সেদিকে বর্ম্মাজীর প্রখর দৃষ্টি।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭—

আজ দুপুরে মাকে প্রসিদ্ধ গোবিন্দজীর মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলই দেখিলেন। মন্দিরটি সত্যই দর্শনীয় বস্তু। এখা প্রবাদ যে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির যখন মুসলমানদের আক্রমণে ধ্বংস হ সেই সময়ে সেখানকার মূর্ত্তি লুকাইয়া জয়পুরে লইয়া আসা হইয়াছিল এবং উহা পরে এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

রাত্রে সৎসঙ্গের মধ্যে একজন ভদ্রলোক মাকে প্রশ্ন করিলেন—"মা, মা কোথা হইতে আসে ?"

মা হাসিয়া জবাব দিলেন—"পিতাজী, মায়ার মধ্যে থেকে মায়া কোথা থেকে আসে বোঝা কঠিন। তাঁকে জানতে চেষ্টা করা। আর তাঁর উপর যদি বিশ্বাস না থাকে তবে নিজেকে জানতে চেষ্টা করা। নিজেকে জানা মানেই তাঁকে জানা। নিজেকে পাওয়া মানেই তাঁকে পাওয়া। নিজেকে পেলেই সব প্রশ্নের সমাধান হয়।"

প্রশ্ন—"নিজেকে জানার, নিজেকে পাওয়ার উপায় কি?"

মা—"গুরু যে পথে বলেছেন সেই পথে চলার চেষ্টা। বসে থাকা না। আর গুরু না পেয়ে থাকলে তাঁর যে নাম ভাল লাগে তাই করতে চেষ্টা করা। কেবল খাওয়া পরা শোয়ায় সময় না কাটান। অমূল্য মনুষ্য জন্ম বৃথা চিন্তায় যেন নষ্ট না হয়। ধর্ম্মশালায় বাস না করে নিজের ঘরে যেতে চেষ্টা কর, পিতাজী।"

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭—

জয়পুরে তিন রাত্রি থাকিয়া আজ সকাল পৌনে নয়টায় মা মোটরে কুচামন রওনা হইলেন। কুচামনের রাজা সাহেব প্রতাপ সিংজী মাকে বিশেষ আগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। তিনি নিজেই মার মোটর ড্রাইভ করিয়া লইয়া গেলেন।

জয়পুর হইতে কুচামন প্রায় ৯০ মাইল দূরে। প্রাক্তন কুচামন রাজ্যের সীমানার প্রায় ১০।১২ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের উপর দুইটি বড় কেল্লা (দুর্গ) দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"উহা কাহার?"

প্রতাপ সিংজী মোটর চালাইতে চালাইতেই উহাদের ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। জানা গেল ঐ দুইটি দুর্গ রাজা সাহেবদেরই পূর্ব্ব পুরুষের। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। দুই ভাইয়ের মধ্যে গৃহ বিবাদ হওয়ায় একজন গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যাইতে যাইতে তিনি ঐ পাহাড়ের কাছে আসিয়া দেখিতে পাইলেন উপরে ধূয়া উঠিতেছে। কৌতূহলবশে উপরে আসিয়া দেখিলেন একজন বৃদ্ধ মহাত্মা সেখানে বসিয়া আছেন। সেই মহাত্মা তাঁহাকে আসিবার

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন যে রুটির খোঁজে বাহির হইয়াছেন যেখানে রুটির সংস্থান হইবে সেখানেই থাকার ইচ্ছা। সেই বৃদ্ধ মহাত্মা তখন পাহাড়ের উপর এক স্থানে তিনটি বড় পাথর দেখাইয়া সেই স্থানে বসবাস করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মত তিনি সেই স্থানেই ঐ দুর্গ বানাইয়াছিলেন। এইভাবে কুচামন রাজ্যের উৎপত্তি হয়।

সেই বৃদ্ধ মহাত্মা শিব-বিশ্বম্ভরনাথ বাবা নামে পরিচিত ছিলেন। এখনও ঐ মহাত্মার ব্যবহৃত খড়ম যোগদণ্ড প্রভৃতি দুর্গের ভিতরে সযত্নে রক্ষিত আছে। পরবর্ত্তী কালে ঐ দুর্গের ভিতরেই মন্দির স্থাপনা করা হয়। সেই মহাত্মার সমাধিও উহারই ভিতরে।

এইভাবে সেই দুর্গের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে আমরা সহরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সহর আরও তিন মাইল দূর। একটি পুষ্করিণীর পাড়ে মা ও হরিবাবাজী একটু বিশ্রাম করিয়া লইলে সেখান হইতে একটি সুসজ্জিত মোটরে করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে সকলকে লইয়া যাওয়া হইল। মার গাড়ীর ঠিক পিছনে একপার্শ্বে রাজা সাহেব স্বয়ং রাজবেশ পরিধান করিয়া একটি চামর ব্যজন করিতে করিতে চলিলেন। অপর পার্শ্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা একটি বহুমূল্য ছত্র ধারণ করিয়া চলিলেন। দেখিলাম একেবারে রাজোচিত অভ্যর্থনা। সহরের ভিতরে মধ্যে মধ্যে বড় বড় অক্ষরে "জয় মা, জয় মা" লেখা শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে নানা ভাবে সুসজ্জিত প্রবেশ দ্বার। শত শত নরনারী দুই পাশ হইতে মা ও মহাত্মাদের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। সহস্রাধিক লোক শোভাযাত্রার অনুগমন করিতেছে। সরকার হইতে বিশেষ অনুমতি লইয়া মার সম্মানার্থে সাতটি তোপধ্বনিও করা হইল। জনতার এত ভীড় যে পুলিশের সাহায্যে অতি কষ্টে মোটরের জন্য রাস্তা করা হইতেছিল। এইভাবে আমরা বেলা প্রায় একটা নাগাদ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম।

সহরের ভিতরে একটি বড় মন্দিরে মার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মা ত আর রাজবাড়ীতে থাকিবেন না। দেখিলাম রাণী সাহেবা প্রেমা দেবী মার জন্য

সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রেমাজীকে আমরা বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। অত্যন্ত অমায়িক স্বভাব। বহু দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও মার সমস্ত কাজ নিজের হাতেই করিতেছেন। মায়ের কিছু সেবা করিতে পারিলেই যেন ধন্য হইয়া যাইতেছেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭—

আজ মাকে প্রতাপ সিংজী পাল্কী করিয়া তাঁহার দুর্গ দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি নিজে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া মাকে সব দেখাইয়াছেন। ভিতরে অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে। রংমহলটি এত সুন্দর ভাবে সোনার রং করা যে দেখিলে মনে হয় এখনই যেন রং করা হইয়াছে।

রাজা সাহেব ও রাণী সাহেবা মার জন্য এত সুন্দর ভাবে সব ব্যবস্থা করিয়াছেন যে তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন মা যাহাতে মহাত্মাদের সঙ্গে লইয়া সপ্তাহ খানেক থাকিয়া যান। কিন্তু শ্রীহরিবাবাজী নাকি পূর্ব্ব হইতেই আগামী কাল যোধপুরের প্রোগ্রাম স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাই আজই রাত্রে নয়টায় মা সকলকে লইয়া যোধপুর রওনা হইলেন।

১৩ই মার্চ্চ, ১৯৫৭—

মা বৃন্দাবনে আছেন। আজ সকালে শ্রীমৎ ভক্তরাজ মহারাজ (রামকৃষ্ণ মিশনের একজন বৃদ্ধ সাধু) মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। মার সহিত বেশ কিছু সময় কথাবার্ত্তা বলিলেন। যাইবার সময় মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উপস্থিত অন্যদের বলিলেন—"এবার ইনি মাতৃশরীর ধারণ করে এসেছেন। এঁর মধ্যেই সকলে নিজের নিজের ইষ্টকে দর্শন করুন। মার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ পাতান সম্বন্ধ না—জন্মজন্মান্তরের নিত্য সম্বন্ধ।"

কুচামনের রাজা প্রতাপ সিংজীও এখানেই আছেন। তিনি ভক্তরাজ

মহারাজের সঙ্গে দেখা করিলে তাঁহাকেও তিনি বলিয়াছিলেন—"মার কাছে শিশু হইয়া থাকুন। তিনিই সকলকে পার করিয়া নিবেন।"

ভক্তরাজজী এখানে কোনও ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলা তিনি পুনরায় কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে রাসলীলা দেখিতে আসিলেন। মহারাজের স্বভাবটি খুবই সুন্দর—একেবারে বালসুলভ। সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ তাঁহার কাছে নাই। মায়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি দেখিবার জিনিষ।

আজ আর একজন ভদ্রমহিলা মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। নাম কস্তুরী দেবী—বৃন্দাবনের কিশোরী দাস বাবাজীর শিষ্যা। ভদ্রমহিলার মুখে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা শুনিলাম।

একদিন রাত্রে তিনি নিজে নিজেই খুব কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার দুঃখ প্রভুর কৃপা কি ভাবে হইবে। সাধনভজনও তেমন কিছুই করিতে পারেন না। পরে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন একজন শুভ্রবসনা স্ত্রীলোক এবং তাঁহার সঙ্গে একটি গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা মেয়ে। সেই মেয়েটি ভদ্রমহিলার হাত ধরিয়া বলিল—"তুমি কাঁদিতেছ কেন? এখানেই তোমার প্রভু আছেন। শীঘ্র আমার সঙ্গে এস।"

এইভাবে পর পর দুই দিন সেই ভদ্রমহিলা স্বপ্ন দেখিলেন। আজ কয়েকদিন হয় তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে বৃন্দাবনে "আনন্দময়ী মা" নামে একজন দেবী আসিয়াছেন। তাই তিনি আজ মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মার নিকটে উদাস বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন। এই গৈরিক বসনা মেয়েটিকেই ত তিনি পর পর দুইদিন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। তাহার পর মার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে স্বপ্নে দেখা সেই শুভ্রবসনা স্ত্রী-মূর্ত্তির সহিত একেবারে মিলিয়া যাইতেছে।

রাত্রে মার ঘরে আমরা কয়েকজন মাত্র বসিয়া আছি। বাজিতপুরের কথা উঠিল। মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—"বাজিতপুরে এই শরীরটা যখন ছিল

তখন ভোলানাথের কোয়ার্টারের নিকটেই একজন জজ সাহেব থাকতেন। তাঁর ওখানে প্রায়ই খুব হরে-কৃষ্ণ নাম হত। এই শরীরটা যেখানে থাকত সেখান থেকে স্পষ্ট কীর্ত্তন শুনতে পাওয়া যেত। আর ঐ কীর্ত্তন শোনার সঙ্গে সঙ্গে শরীর কেমন যেন এলিয়ে পড়ত। শরীরটার এইরূপ অবস্থার কথা শুনতে পেয়ে তিনি নাকি ভোলানাথকে বলেছিলেন এই শরীরটার গলায় তুলসীর কণ্ঠী ধারণ করাবার জন্য। ভোলানাথ এসে এই শরীরকে এ কথা বলতেই আমি বললাম—'তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করো কোন কণ্ঠী ধারণ করতে হবে, অন্তরকণ্ঠী না বহির্কণ্ঠী।' এই কথা শুনেই তিনি বলেছিলেন যে কণ্ঠী নেবার আর প্রয়োজন হবে না।"

"বিদেশে থাকলেই দুঃখ। আপন ঘরে আপন জনের কাছে থাকলে আনন্দ। তাই আপন ঘর আপন জনকে খোঁজ। বিদেশে কতদিন আর থেকে কষ্ট পাবে?"

"মা"

'আত্ম-নিবেদন'

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

(শোভন)

তোমার সুমুখে বসি   নয়ন সলিলে ভাসি
অপলকে হেরি ও বদন।
তোমার রূপের সুধা   বাড়ায় অসীম ক্ষুধা
দিবানিশি ঝরে দু' নয়ন ॥

কবে নাথ কৃপা করে   আসিবে হৃদয়পুরে
জুড়াইবে তাপিত অন্তর ।
এ বিরহ-জ্বালা প্রভু   সহিতে পারিনা কভু
দেখা দিয়ে বাঁচাও সত্বর ॥

তুমি নয়নের মণি   অসীম রূপের খনি
তুমি ছাড়া কে আছে আমার।
তোমায় পাওয়ার আশে   ছেড়েছি সকলি হেসে
তোমারেই করিয়াছি সার ॥

আমার মনের ছবি   তুমি কি দেখনা সবই
রাত্রি-দিন জ্বলিছে অনল।
বিরহ আগুনে প্রিয়   জ্বলিছে আমার দেহ
মন প্রাণ জ্বলিছে সকল ॥

নিদ্রা ত্যজি উঠি যবে গোপাল কৃষ্ণ রবে
হেরি আমি ও চাঁদ বদন।
সদা নাম জপি মুখে ভাবি দিন যাবে সুখে
তবু সুখ না আসে কখন॥

কিরূপে আসিবে শান্তি না হেরি ও রূপ কান্তি
না পরশি তব শ্যাম তনু।
তব অঙ্গ স্পর্শ লাগি দিবানিশি আছি জাগি
প্রেম ডোরে তোমারে বাঁধিনু॥

তোমার মোহন চূড়া পীতবাস পীত ধড়া
নয়ন অমিয় রসে মাখা।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি করেতে মোহন বাঁশি
শোভে তব শিরে শিখিপাখা॥

এ মোহনরূপ ধরি সবারে ছলনা করি'
ভাসায়েছ কত অশ্রুজলে।
আমার আঁখির জল যাহা ছিল সম্বল
ঝরেনি কি চরণ কমলে?

লীলাময় লীলা তব অপরূপ অভিনব
বুঝিবার সাধ্য আছে কার।
যাহারে যেমন করি' স্বয়ং বোঝাবে হরি
সেই বোঝে মহিমা তোমার॥

তোমার রূপের ফাঁদে পরাণ পড়িয়া কাঁদে
প্রাণ সখা থেকনাকো দূরে।
এ হেন ছলনা করি আর কাঁদায়োনা হরি
এসো প্রিয় মোর হৃদিপুরে॥

মীরা সুর কত ভক্ত   তব প্রেমে অনুরক্ত
দেখা দিলে সবে কৃপা করে।
কবীর, কমলাকান্ত,   প্রসাদও হ'ল শান্ত
আমি শুধু রহিব কি পড়ে ?

রামকৃষ্ণ মা, মা বলে   ভাসিল নয়ন জলে
অমনি এসে নিলে তারে কোলে।
রামলীলা রূপ ধরি   তার সাথে খেলা করি'
ভুলায়েছ তুমিই নানা ছলে ॥

শুনি তুমি দীনবন্ধু   পার কর ভবসিন্ধু
ভক্তজনে ডাকে দয়াময়।
আমা হেন দীনজনে   তোমার করুণা দানে
বঞ্চিত রেখনা প্রেমময় ॥

আমার হৃদয়াসনে   তোমা হেন প্রেমধনে
কি দিয়ে বাঁধিব বল শুনি।
প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা   কিছু কি বেঁধেছে বাসা
তুমি জান আমি নাহি জানি ॥

কত কাল এমন করে'   তুমি দূরে রবে সরে'
আর কত কাঁদাবে আমারে।
এখনও হয়নি সারা   নিঠুর আঘাত করা
পাব নাকি এ জনমে তোরে ॥

জীবন ফুরায়ে আসে   ভয়ে প্রাণ কাঁপে ত্রাসে
বঞ্চনা করিবে শেষে নাকি !
আমার এ ভালবাসা   তব তরে কাঁদা হাসা
সব কিছু হয়ে যাবে ফাঁকি ?

তবে কার ভরসায় জীবন রাখিব হায়
যদি তুমি ধরা নাহি দাও।
আমারে তোমার করি নিঃশেষে না লও হরি
শূন্য দেহ আপনি জ্বালাও।

আকুল মিনতি প্রভু শুনেও শোননা তবু
আর কেন লুকোচুরি কর।
বাহু পসারিয়া এসে প্রাণ ভরে ভালবেসে
নিবিড় করিয়া মোরে ধর॥

এই মোর নিবেদন ওগো মোর প্রাণ-ধন
আর কিছু চাহিনাকো আমি।
দিবানিশি সাথে রবে মৃদু মধু কথা কবে
এ অধমে, ছাড়িবেনা তুমি॥

ও চরণ বুকে ধরে জীবন ত্যজিব ওরে
নেহারি ও সুন্দর বদন।
কৃষ্ণানন্দ যাবে ডুবে তোমার মোহনরূপে
কৃষ্ণ নামে ছাড়িবে জীবন॥

এ দেহ অন্তিম কালে দেখিব নয়ন মেলে
দাঁড়ায়েছ লয়ে রাধা বামে।
দুজনায় বাহু মেলে লয়েছ আমারে কোলে
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে॥

আমার নয়ন ভরি দেখিতে দেখিতে হরি
ত্যজিব এ অসার সংসার।
তব অঙ্গ স্পর্শ সুধা মিটাইবে সব ক্ষুধা
আনন্দেতে হব সিন্ধু পার॥

কৃষ্ণার্পণমস্তু

"মাতৃ-কথামৃত"

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নীলমণি

স্থান ঃ রাঁচী আশ্রম, কাল ঃ ২১।৫।৫৮, রাত্রি ৯ ঘটিকা।

প্রঃ—গুরুসেবা কি ?

উঃ—গুরুর আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করা।

প্রঃ—গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি থাকলে পাপ কি করে হয় ?

উঃ—পাপ প্রত্যবায় বা বাসনা অর্থে।

প্রঃ—নাম নামী আলাদা দেখি ; এক কি করে হয় ?

উঃ—অক্ষর ব্রহ্মে ভেদ নাই। আবার ভগবান নামরূপেও আছেন। বীজ ও গাছ যে দৃষ্টিতে এক মন্ত্র ও ইষ্ট সেই অর্থে এক। বীজের মধ্যেই গাছ। হৃদয় জমিতে মন্ত্র স্থাপন করলে নামী প্রকাশিত হন। যেমন বীজ তুলে দেখতে বা দেখাতে নেই, তেমন বীজমন্ত্র লোককে বলতে নেই। তাতে শক্তি নষ্ট হয়। না বললে, হৃদয়ে পোষণ করলে, মন্ত্রের বা নামের তত্ত্ব প্রকাশ হবে। তখন অক্ষর-রূপী ভগবানকে পাওয়া যায়। অনুকূল ক্রিয়াদির দ্বারা নামকে বা বীজমন্ত্রকে বেড়া দিতে হয় এবং হৃদয়-জমিতে গুপ্ত রেখে প্রতিদিন জপ করে যেতে হয়। তাহলে শেষে সমগ্র আকারে তিনি প্রকাশিত হন।

প্রঃ—মন্ত্র কি ব্রহ্মজ্ঞকেও বলতে নেই ?

উঃ—তাঁকে মন্ত্র দিয়ে গুরু হতে যাবে কেন ? যদি সংশোধনের বা সন্দেহ দূর করবার দরকার হয়, উপস্থিত মত কখনো কখনো ব্যবস্থা বা যোগাযোগ হয়ে যায়।

প্রঃ—অর্থ না বুঝে জপের ফল ফলে কি ?

উঃ—জপের ফল পাবে। অর্থের ফল পাবে না। অর্থযুক্ত ফল আরো ভাল।

প্রঃ—মন্ত্রচৈতন্য মানে কি?

উঃ—শুধু মন্ত্র ছাড়া যখন প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান মন্ত্ররূপ প্রকাশিত হয়, তখন মন্ত্রচৈতন্য বলা হয়।

প্রঃ—গুরুশক্তিপাত ও গুরুকৃপা কি একই?

উঃ—শব্দ দুটি আলাদা। আবার অভিন্ন দৃষ্টিতে দুটো একই। কৃপা করে গুরু শক্তিপাত করেন।

প্রঃ—মন্ত্রের অর্থ কি?

উঃ—শাস্ত্রে যেমন তার রূপ গুণ অর্থ দেওয়া আছে, তাই তার অর্থ হচ্ছে। জপ করতে করতে অর্থ আপনি প্রকাশিত হতে পারে।

প্রঃ—যদি আমরা সকলেই ব্রহ্ম, তবে গুরুকরণের দরকার কি?

উঃ—প্রশ্ন করছো কেন? সন্দেহ আছে বলে। আমিই ব্রহ্ম এ বিষয়ে যখন নিঃসন্দেহ হবে তখন আর কে কার গুরু!

প্রঃ—আত্মার বিভাজন হয় কি না? আত্মা কোন্ অর্থে পরমাত্মাতে মিলে যান?

উঃ—জীবাত্মা পরমাত্মাতে মিলে এক হন। ঘটিতে যে জল আছে তা সমুদ্রে মিশে গেলে তার জলত্ব নষ্ট হয় না; শুধু ঘটির জল না বলে তখন সমুদ্রের জল বলতে হয়; সেই রকম আর কি।

প্রঃ—এই জন্মের কর্ম্মফল অন্য জন্মে অন্য শরীরে কেন ভোগ করতে হয়?

উঃ—জগতের সব শরীর তো তোমারই শরীর। শুধু তুমি তা জানতে পারছো না। তুমিই এই শরীরে কাজ করে কিছু ফল এই শরীরে ভোগ কর আবার কিছু ফল তোলা থাকে, জন্মান্তরে অন্য শরীরে ভোগ কর। —ক্রমশঃ

"চলা গীতা"—শ্রীশ্রীমা

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা কৌস্তুভমণিস্বরূপ—ইহার স্থান স্বতন্ত্র। মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের ইহা অংশবিশেষ। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধের প্রারম্ভে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ যখন ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য সমুপস্থিত তখন অর্জ্জুন পার্থসারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, হে সখা, উভয় সৈন্যের মাঝখানে রথ নিয়ে স্থাপন কর। আমি দেখব এই ভীষণ প্রাণান্তকর মহাযুদ্ধে কে কে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়ে এসেছেন। এই মহাযুদ্ধে কুরু পক্ষে প্রধান সেনাপতি আজ মহাবলবান, মহাবীর ও সত্যপ্রতিজ্ঞ স্বয়ং পিতামহ ভীষ্ম। আর তাঁকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য ও রক্ষা করবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন আচার্য্য দ্রোণ, সমরবিজয়ী কৃপাচার্য্য, মহাধনুর্ধর কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা এবং অন্যান্য বহু রণধীর বীরগণ। রথে বসেই মুখ ফিরিয়ে পশ্চাৎ দিকে তিনি দেখলেন পাণ্ডব পক্ষে প্রাণ দিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথী রাজা দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বলবান কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শৈব্য, পরাক্রমী যুধামন্যু, বলবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং বহু রণকুশল ও পরাক্রমশীল মহা মহা যোদ্ধাগণ। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভীম ও অর্জ্জুনের তুল্য বীর। অর্জ্জুন দেখতে পেলেন এই উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত পিতামহদের, খুড়াদের, আচার্য্যদের, মামাদের, ভাইদের, পুত্রদের, পৌত্রদের, শ্বশুরদের, মিত্রদের, সুহৃৎদের ও বন্ধুবান্ধবদের। ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইহাদের প্রাণনাশের হেতু নিজেকে মনে করে অত্যন্ত করুণাপরবশ হয়ে কুন্তীপুত্র পার্থ একেবারে শোকে মুহ্যমান হয়ে স্বীয় হস্তস্থিত গাণ্ডীব ত্যাগ করে রথের উপর বসে পড়লেন। যাদের নিয়ে রাজ্যসুখ ভোগে আনন্দ তারাই যদি না রইলেন তবে আর কিসের জন্য এই

স্বজনবধরূপ মহাসমর। এই জগতে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্ব্বাহ করাও শ্রেয়স্কর তথাপি আত্মীয়-বধের ন্যায় মহাপাপে কখন লিপ্ত হওয়া নয়। এই সিদ্ধান্ত স্থির করে অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন "হে সখা, এই যুদ্ধের দ্বারা কোন প্রকারেই আমাদের কল্যাণ সাধিত হবে না। অতএব আমি এই লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ হতে বিরত হলাম।" এই কথা বলে তিনি বিষণ্ণ অন্তরে রথের পশ্চাৎ দিকে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করে অবনত মস্তকে বসে রইলেন। তিনি স্থির করলেন যুদ্ধ করে স্বজনবধ কদাপি তিনি করবেন না। ইহাতে তাঁর যাই হউক না কেন।

উভয়পক্ষেই রণভেরী বেজে উঠেছে। সেনাপতি, মহারথী ও মহারণধীর বীরগণ যুদ্ধের প্রারম্ভে নিজ নিজ শঙ্খ বাজিয়ে ধনুর্ব্বাণ হস্তে নিয়ে যুদ্ধের জন্য যে প্রস্তুত ইহা ঘোষণা করলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয় হয় আর কি, এমতাবস্থায় মহাধনুর্দ্ধর মধ্যম পাণ্ডবের এই প্রকার ক্ষত্রিয়ের অনুচিত কাপুরুষতা কোন মতেই শোভা পায় না দেখে অর্জ্জুনকে স্ববর্ণোচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্য নানাপ্রকার যুক্তি-তর্কের দ্বারা সমর্থিত কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও অনাসক্তযোগের কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন। সমরাঙ্গনে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জ্জুনকে যে উপদেশ প্রদান তাহাই গীতা নামে প্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ অধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীভগবানের মুখে শুনে অর্জ্জুনের বিষাদ ও মহামোহ দূর হবার পর তিনি বললেন —

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি স্মৃতি প্রাপ্ত হয়েছি; এই কারণে আমি সংশয়রহিত হয়ে অবস্থান করছি এবং তোমার আজ্ঞা পালন করব।

এই গীতার প্রচার আজ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে এমন কি প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীর মুখে মুখে পর্য্যন্ত শুনতে

পাওয়া যাচ্ছে। আজ কেউ কিছু নূতন কথা বলতে গেলে তার সমর্থন করে থাকেন গীতার এক একটি অমূল্য রত্নস্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করে। গীতার শ্লোক দ্বারা বক্তব্য বিষয় সমর্থিত না করতে পারলে সে কথা যেন আজ জগৎ কানেই নিতে চায় না। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যত রকম মতবাদ আছে সেই সব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ প্রস্থানত্রয়ীর অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র, ঈশ-কেন-কঠাদি প্রধান দশখানি উপনিষদ ও গীতার উপর ভাষ্য রচনা করে গেছেন। যে সম্প্রদায়ের আচার্য্যদের ইহাদের (প্রস্থানত্রয়ীর) উপর ভাষ্য নাই তারা সর্ব্ববাদিসম্মত বলে গ্রাহ্য নহেন। ইহা হতেই সৃষ্টি হয়েছে ভারতের যত সব মতবাদ, যেমন শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ, রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, চৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, আরও কত কি বাদ যার নাম কিছু জানা আছে আর কিছু জানা নেই। একটা সাধারণ কথা আছে, "যত মুনি তত মত" যার মত নাই সে মুনিই নয়। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ মত আছে। মনের পরপারে গেলে সেখানে আর মত নেই। সেখানে সব এক।

এই সব বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন জ্ঞান ও কর্ম্ম একই কালে একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হলে মুক্তি হয়। ইহারা হলেন জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়বাদী। আবার কেউ কেউ বলেন কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে তবে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়। ইহারা হলেন জ্ঞানকর্ম্মক্রম সমুচ্চয়বাদী। ইহা ছাড়া কারও কারও মতে জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রয়োজন কেবল ভক্তিলাভের জন্য ; ভক্তিরূপ পরম ধন প্রাপ্ত হলে মুক্তির কোনই দরকার নাই। ইহাই হলো জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ বা পরম পুরুষার্থ। ইহার পর আর কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। জীবের পরম প্রাপ্তি পরাভক্তি।

কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের কথা নিয়েই গীতা। এই গীতা শাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সার-সংগ্রহস্বরূপ। গীতামাহাত্ম্যে বলেছেন—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

সব উপনিষদগুলি হলো গাভী। এই গাভীর দোহনকর্ত্তা হলেন গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ হলেন এই গাভীর বৎস বা বাছুর। আর এই গাভীর দুগ্ধরূপ মহৎ গীতামৃত পান করে থাকেন যত সব সুধীবৃন্দ। গীতার যথাযথ অর্থ বা উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে গিয়ে জগতের বড় বড় যত সব মননশীল দার্শনিক ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিচার ও বুদ্ধির অনুযায়ী এক একটি ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে স্বীয় স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সংস্কৃত এমন একটি উদার ভাষা ইহাকে ব্যাকরণের সাঁচে ফেলে বহু রকমের অর্থ করা যায়। একটি অতি প্রচলিত কিম্বদন্তী আছে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভাগবতে সুপ্রসিদ্ধ—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"

শ্লোকের চৌষট্টি প্রকারের ব্যাখ্যা করেছিলেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রে যাঁর যেমন ব্যুৎপত্তি এবং যাঁর যেমন প্রখর বুদ্ধি, তিনি বিচারের দ্বারা এবং ভাবের গভীরতার সাহচর্য্যে সেই রকম অর্থ করে থাকেন। আবার সেই সব ভাষ্যের উপর কতই না টীকা টিপ্পনী ও নিত্য নূতন নূতন ভাবধারা নিয়ে আবির্ভাব হতে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কত প্রকারের নব নব চিন্তার মন্দাকিনী। এই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে আশ্রয় করে আজ আমরা আরও কত রকমের গীতার সুন্দর সুন্দর কথা শোনবার সৌভাগ্য লাভ করছি। তার মধ্যে জ্ঞানেশ্বর মহারাজ ও বর্ত্তমান যুগের লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, যোগিবর শ্রীঅরবিন্দ এবং স্বাধীন ভারতের অমূল্যরত্ন গান্ধীজী প্রভৃতি মনীষিগণ এই গীতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নূতন আলোকপাত করে তাঁদের নিজ নিজ চিন্তার ও ভাবধারার পরিচয় জগতের সম্মুখে দিয়ে পরম উপকার সাধন করেছেন। এই কারণে তাঁদের নিকট আজ বিশ্ববাসী প্রকৃতপক্ষেই ঋণী এবং তাঁরাও বাস্তবিকপক্ষে ধন্যবাদার্হ।

পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাই গীতাই বা আবার কত রকমের—যথা অনুগীতা, গুরুগীতা, রামগীতা, শান্তিগীতা ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ এক নূতন

"চলা গীতা"র নাম "আনন্দবার্ত্তার" সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদের শোনাবার ধৃষ্টতা করছি। এই "চলা গীতা"র মধ্যে কোন বাদাবাদের বালাই নাই, পৃথক্ পৃথক্ ভাষ্যের ঝগড়া নাই, টীকা নাই, টিপ্পনী নাই ও কোন মতান্তর নাই। ইঁহাকে বুঝতে গেলে খুব বেশী বিদ্যা, বুদ্ধি বা ষড়দর্শনের অধ্যয়নের প্রয়োজন হয় না, সাধন-চতুষ্টয়ের দরকার হয় না। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিবিশিষ্ট অষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাসেরও অপেক্ষা রাখে না। এই গীতার কথা অতি সরল, প্রাণের কথা, বুঝতে হয় প্রাণ দিয়ে ও মরমিয়ার মরম দিয়ে।

আজ জগতে যত প্রকারের গীতা প্রচলিত আছে সবই পুস্তকাকারে আর আমাদের এই "চলা গীতা" বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন মানবাকারে, পরম স্নেহময়ী জননীরূপে। গীতার অধ্যায়ে অধ্যায়ে আমরা পাই কর্ম্মের কথা, জ্ঞানের কথা, সংযমের কথা, সন্ন্যাসের কথা, ভক্তির কথা, বিশ্বরূপ দর্শনের কথা, আত্মসমর্পণের কথা এবং নানাবিধ আরও কত সুন্দর সুন্দর উপদেশের কথা। আর এই "চলা গীতার" জীবনের পাতায় পাতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ জীবন্মুক্তের সেই স্থিতপ্রজ্ঞের চরম অবস্থা, পরা ভক্তির পরম উৎকর্ষ, নিষ্কাম কর্ম্মীর তৎবুদ্ধিতে সেবা এবং পরম যোগীর সেই অনাসক্তযোগ ও পরমাত্মার সহিত অভিন্নরূপে নিত্যযুক্ত পরম সহজ সমাধি। ব্রাহ্মী স্থিতি যেন তাঁর সরল ও সহজ অবস্থা।

এই সবগুলিই যে জীবের একটি একটি উচ্চতর ও উচ্চতম অবস্থা ইহা অতি সত্য কথা। তিনি যে বাস্তবিক পক্ষে জীবপদবাচ্য নন ইহা আরও যে অতি সত্য কথা তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ও সংশয় নাই। খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে গেলে ইঁহাকে সাধককোটি, কি সিদ্ধকোটি, কি অবতারকোটি, ইহাদের মধ্যে কোন কোটির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। আবার দেখা যায় ইঁহার পবিত্র জীবনে সকল রকম খেলাই নিজে নিজে সহজ ভাবে হয়ে গেছে। কোন রকম চেষ্টা বা প্রযত্ন করতে হয় নাই। ইনি সাধিকা সেজে অতিশয় শুচি ও নিষ্ঠার সহিত সাধন ভজন ও জপ ধ্যান করেছেন, যোগী সেজে অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ এবং যোগ দর্শনের নির্দ্দেশ মত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,

প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান করেছেন। সিদ্ধাবস্থাতে নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি একমাত্র কথার দ্বারা আরোগ্য করেছেন, সূক্ষ্মদেহে লোকলোকান্তর গমনাগমন তাঁর নিকট যেন অতি সাধারণ ব্যাপার এবং প্রকৃতির উপর যে তাঁর কতখানি প্রভাব তাও তাঁর জীবনে বহু দেখা গেছে। আবার অবতারদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণ-ব্রহ্ম-নারায়ণ জ্ঞান করে কত সব দেবদেবী, সিদ্ধ মুনি ও সাধু মহাত্মাগণ সর্ব্বদাই তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। কখন কখন দেখা যায় তিনি যেন কারও সাথে কথা বলছেন ও নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। অথচ সেই সময় তাঁর সমীপে কোনই লোকজন নাই। জিজ্ঞাসা যদি করা যায় আপনি একা ঘরে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। উত্তরে তিনি জানান, তোমরা যেমন এই শরীরটাকে ঘিরে থাক, তেমনি কত দেবদেবী, ঋষি মুনি, সাধু সন্ন্যাসী ও যোগী তপস্বী সূক্ষ্মদেহে এই শরীরটার কাছে থাকেন। যখন তাঁরা কোন প্রশ্ন করেন, যেমন তোমাদের কথার উত্তর এই শরীরটা দিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি তাঁদের জিজ্ঞাসার উত্তরও এই শরীর দেয়।

এই জগতে যত সব মতবাদিগণ আছেন তাঁরা পরস্পর একজন আর একজনের মতকে খণ্ডন ক'রে স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই "চলাগীতা"কে কেউ কখনও অন্যের মতকে খণ্ডন করতে দেখে নাই। তিনি বলেন যে যা বলছে তাই ঠিক। কারণ যে যে ভূমিতে আছে সেখানকার এইই কথা। যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গী সে তেমনই বলছে। সেই স্থান থেকে এমন কথাই সে বলবে। এইরূপ বলাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। তুমিও যদি ঐ ভূমিতে বা ঐ স্থিতিতে অবস্থান করে থাক তুমিও ঐরূপ কথাই বলবে। অতএব বিরোধ কোথায়?—পূর্ণের মধ্যে সবই বর্ত্তমান। দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, বিশুদ্ধাদ্বৈত, অচিন্ত্য ভেদাভেদ যা কিছু তোমরা বল এই সব তো পূর্ণের মধ্যে আছেই, তা ছাড়া আরও কত কি যে আছে তা তোমরা বহু চিন্তা করেও ধারণা করতে পার না। চার্ব্বাকমত, বৌদ্ধমত, সাংখ্যমত যাদের তোমরা বল নাস্তিকবাদ তারাও কি পূর্ণের মধ্যে বাদ পড়েছে? সেই অসীম, অনন্ত, বিরাট ও মহান পূর্ণের মধ্যে খোঁজ

করলে এমন কিছু পাবে না যা কি সেই পূর্ণের মাঝে নাই। তার মধ্যে সব কিছুই পূর্ণভাবে সব সময় বর্ত্তমান। সেই পূর্ণের মধ্যে আছে হিন্দুমত, মুসলমানমত, বৌদ্ধমত, জৈনমত, খৃষ্টানমত, শিখমত, পার্শীমত, ব্রাহ্মমত, আর্য্যমত, অনার্য্যমত, আস্তিকমত, নাস্তিকমত আরও কত কি মত যা কি মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধির বর্হিভূত।

এই রকম যাঁর দৃষ্টি সীমাকে অতিক্রম করে গেছে তাঁর কাছে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ মতবাদ থাকতেই পারে না। এইজন্যই কারও সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ নাই, কোনই মতের সাথে তাঁর অমত নাই। তাঁর প্রশস্ত উদার স্নেহময় বক্ষে সকলেরই নিজ নিজ স্থানটি ঠিক আছে। এই উদারতার জন্যই আজ পৃথিবীর নানা দেশ হতে যত সব বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন সংস্কারের, বিভিন্ন ধর্ম্মের ও বিভিন্ন জাতির নরনারী তাঁর চরণতলে এসে সমবেত হচ্ছেন পরম শান্তির উদ্দেশ্যে। তাঁর সঙ্গে যিনি যখন যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তিনি তখন তার সাথে সে বিষয় নিয়ে এমন গভীর ভাবে আলাপ করেন যাতে তার মনে ধারণা হয় যে তিনি বুঝি এই মতকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত জেনে সেইটিকেই পোষণ করেন। এইজন্যই শক্তি উপাসক শক্তিগণ বলেন তিনি শাক্ত, বিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণবগণ বলেন তিনি পরম বৈষ্ণবী আর শিব উপাসক শৈবগণ বলেন তিনি শৈব। তিনি সময়ে "মা, মা" বলে কীর্ত্তন করছেন, আবার "হরিবোল হরিবোল" বলে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন আবার কখন "জয় শিব শঙ্কর বম্ বম্ হর হর" বলে নামের ঝঙ্কারে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করছেন। এইজন্যই যাঁর যেমন ভাব তিনি তাঁকে সেই ভাবেই পেয়ে থাকেন।

এই তো সেইদিন (১৬ই বৈশাখ ১৩৬৮, ২৯।৪।১৯৬১) এলাহাবাদে শ্রীশ্রীমার শুভ জন্মোৎসবের সময় ঝুসির সুপ্রসিদ্ধ শ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন যোগের ও খেচরী মুদ্রার বিষয় নিয়ে। এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যোগের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলছিলেন যার উপর তিনি বললেন আপনি তো যোগসিদ্ধ মহাযোগিনী, আপনি স্বভাবসিদ্ধ যোগী। তবে আপনি সাধকদের যোগমার্গে কি কি বিঘ্ন হতে পারে যোগ সাধনায় তা অনুভব করতে পারেন না;

কারণ আপনি তো আর সাধক হয়ে যোগাভ্যাস করেন নি। ইহার উত্তরে তিনি পরিষ্কার ভাবে ও সুস্পষ্ট করে বললেন, তাঁর কাছে কিছুই অজানা নাই—কোথায় কার কি বিঘ্ন, কার কোথায় কি বাধা সব জেনেই তিনি তাদের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। এই সব যোগের ক্রিয়া ও মুদ্রাদি তাঁর শরীরে আপনি হয়ে গেছে। যে কেউ যে বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে সেই বিষয়ে যে তাঁর পূর্ণজ্ঞান আছে ইহাই সেইদিনকার আলোচনায় ও কথায় বোঝা গেল। পূর্ণের মধ্যে সাধকসিদ্ধভাব, সাধারণ মানবভাবাদি সবই সমভাবে বর্ত্তমান। যে যখন যে ভাব নিয়ে কথা বলেন তার সঙ্গে সেই ভাব নিয়েই আলোচনা হয়। তাই তো তিনি সর্ব্বদাই বলে থাকেন, "এই শরীরটাকে যেমন বাজাবে তেমনি বাজবে। যেমন বাজাবে তেমনি শুনবে।" এই পূর্ণাবস্থার কথা আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা বড়ই কঠিন। কোন কোন সময় বিপরীত ভাব যুগপৎ তাঁর মধ্যে দেখে মনে যে কত সংশয় উপস্থিত হয় তার সীমা নাই। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুনের মনে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় তিনি বলেছিলেন—

"ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥"

হে জনার্দ্দন, আপনার মিশ্রিত বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি মোহিতের ন্যায় হচ্ছে, অতএব আপনি একটি কথা নিশ্চয় করে বলুন, যার দ্বারা আমার কল্যাণ সাধিত হয়।

কখন দেখা যায় তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে অতি সাধারণ মানবের মতন ব্যবহার করছেন, হাস্য-পরিহাস করছেন, রঙ্গালাপ করছেন আবার পর মুহূর্ত্তে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তিনি যেন আত্মভাবে একেবারে নিজ স্বরূপে স্থিত হয়ে আছেন। কখন দেখা যায় তিনি কাউকে তাঁর পা স্পর্শ করতে পর্য্যন্ত দেন না আবার কখন কেউ "এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" মন্ত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করছেন চন্দনলিপ্ত তুলসীপত্র। তাতে তাঁর কিছুমাত্র দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই এবং ভাবের কোনই বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়

না। তিনি যেন সেই পূর্ণ-ব্রহ্ম-নারায়ণ-রূপে চির স্থির। তিনি জগতের সকল রকম কর্ম্ম সবই করছেন অথচ তিনি বলেন আমি কিছুই করি না, কোথাও যাই না, কারোরটা খাই না, কারও সহিত কথা বলি না ইত্যাদি ইত্যাদি। শরীর দৃষ্টিতে তিনি এই সব কর্ম্ম সবই করছেন বটে তাতে কোনই সন্দেহ নাই, তিনি একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছেন, কেউ কিছু দিলে তা তিনি গ্রহণ করছেন, লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, হাস্য-পরিহাস সবই করছেন। আত্মিক দৃষ্টিতে যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁর কাছে কোথাও যাতায়াতের কোন প্রশ্নই উঠে না। যিনি সর্ব্বদা সকল স্থানে সমভাবে বর্ত্তমান তিনি আবার যাবেন কোথায়? যিনি অভিন্নরূপে সদা স্থিত তাঁর নিকট আর ভিন্ন ব্যক্তি কোথায় যে তার সঙ্গে কথা বলবেন? অপরের সাথে লোকে কথা বলে, যেখানে অপর ব'লে কোন কিছু নাই, সেখানে কার সহিত কথা বলবেন? তিনিই কেবল মাত্র আছেন—আর কেহ নাই, কিছু নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আমাদের এই "চলাগীতা" হলেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনাসক্ত যোগের মূর্ত্তিমতী সচল বিগ্রহ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করে সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের ও সর্ব্ব নরনারীকে যা যা উপদেশ দিয়েছেন সবগুলি উপদেশই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে বর্ত্তমান আমাদের এই "চলা গীতা"র মধ্যে। সব ভাবের ও সব কাজের সমন্বয় পাওয়া যায় ইঁহার মাঝে।

একটি অতি প্রচলিত কথা আছে "স্বয়ং আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখায়।" ইংরাজী ভাষাতেও এই কথাটিই একটু অন্য রকম ক'রে বলা হয়েছে, "Example is better than precept." অর্থাৎ উপদেশ করার চেয়ে নিজে আচরণ করে দেখান ভাল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও কেবল মুখের দ্বারাই উপদেশ দিতেন না, যা উপদেশ দিতেন তা তিনি নিজে আচরণ করে জীবকে দেখাতেন। ইহার প্রতিক্রিয়া মানবের জীবনে অধিক পরিমাণে পড়ে। এই কথা যে অতি সত্য তা অক্ষরে অক্ষরে আজ দেখতে পাচ্ছি এই "চলা গীতা"র দৈনন্দিন কার্য্যধারার মাঝে। তিনি জগতের যাবতীয় প্রকার কর্ম্মই করছেন অথচ তিনি কিছুই করছেন না।

এমনই অনাসক্তভাবে নির্লিপ্তভাবে তাঁর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হচ্ছে। জলের মধ্যে থেকেও যেমন পদ্মপত্রের গায়ে জল লাগে না ঠিক তেমনি ভাবে তিনি এই জনকোলাহলময় সংসারে থেকেও অসঙ্গ—কোন জাগতিক ভাবই তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না বা পারে না। এই মায়ামরীচিকাময় মায়িক জগতের সুখে দুঃখে, ভাল মন্দে, মান অপমানে, লাভ অলাভে ও শত্রু মিত্রে সমভাব। কিছুতেই তাঁকে যেন বিচলিত করতে পারে না—যত বড় বিপদ আপদ, আধি ব্যাধি, দুঃখ দৈন্য আসুক না কেন সকল অবস্থাতেই তিনি অচল অটল হিমাদ্রির ন্যায় ধীর, স্থির ও গম্ভীর। তাঁর সেই আপন স্থানে, আপন ভাবে তিনি নিত্য বিরাজিত। তাঁর আপন স্থানে, আপন ভাবে নিত্য স্থিত থেকেও তিনি জগতের সকল কাজে, সকল ভাবে, সকলের সঙ্গে, সকল সময় খাপ খাইয়ে চলে যাচ্ছেন। ইহা সাধারণের পক্ষে বোঝা বড়ই কঠিন। যখন যে কাজটি তিনি করছেন তাই যেন নিখুঁতরূপে করছেন। তাতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি লক্ষিত হয় না। তাঁর দ্বারা সবই পূর্ণ ভাবে ও পূর্ণরূপে সম্পাদিত হচ্ছে। পূর্ণের যে সবই পূর্ণ।

এই "চলা গীতা" নামটির একটু ইতিহাস দিয়ে এবারকার কথা এখানেই শেষ করবো ভাবছি। গত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের (১৩৫১ সনের) শীতের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী যখন বিন্ধ্যাচলে পাহাড়ের উপর অবস্থান করছিলেন, তখন এলাহাবাদের রায়বাহাদুর শ্রীদেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী যমুনা দেবী কিছুদিন মাতৃসঙ্গ করার মানসে সেখানে আসেন। কয়েকদিন শ্রীশ্রীমার নিকট থাকার পর একদিন তাঁরা উভয়ে মার কাছে নিবেদন জানান যে তাঁদের শীঘ্রই এলাহাবাদে ফিরে যেতে হবে কারণ এই সময় তাঁদের শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশ্রীসত্যগোপাল গীতাশ্রমের আচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গীতা জয়ন্তী উৎসব করেন। সেই সময় তাঁদের উভয়ের সেখানে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। এই কথা শুনে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী তাঁদের বললেন, "বাবাকে লিখে দাও না, এবার বাবা এখানে এসে গীতা জয়ন্তী উৎসব করুন।" মায়ের প্রস্তাব মত দেবনারায়ণবাবু ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের গুরুদেবকে এই সংবাদ জানান।

শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের মধুমাখা ডাক শুনে পরম আনন্দের সহিত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বিন্ধ্যাচলে এসে মার সান্নিধ্যে পাঁচদিন ব্যাপী এই গীতাজয়ন্তী উৎসব খুব উৎসাহ ও সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠান করেন। উৎসবের প্রথম চারদিন সকালে পূজা ও সমবেত স্বরে গীতার মূল পাঠ এবং বৈকালে অতি সুমধুর ভাষা ও চিত্তাকর্ষক ভাবের সাথে গীতা ব্যাখ্যা করেন। পঞ্চম দিন অর্থাৎ শেষ দিন শ্রীপ্রাণগোবিন্দকে আবাহন ক'রে এক অভিনব ভাবে মহাপূজা করেন। এই রকম ভাবুকের ভাবের প্রাণ ঢালা সমবেত ভাবে পূজা ইতিপূর্ব্বে আমাদের কখনও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। যদিও শুনেছিলাম হাওড়ার শ্রীবিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও সাধন-সমরের শ্রীসত্যদেব ঠাকুর এই জাতীয় ভাবের পূজাই করতেন। তাঁদের পূজার বিশেষত্ব হচ্ছে সত্য ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা। পূজনায় দেবতাকে সত্য সত্য উপস্থিত ও প্রাণবন্ত সজীব মনে করে অতি প্রীতির সহিত যাবতীয় পূজার উপকরণাদি তাঁকে অর্পণ করাই তাঁদের পূজার বৈশিষ্ট্য। তন্ত্রশাস্ত্রেও আছে—"সাধকস্য চ বিশ্বাসাৎ দেবতাসন্নিধির্ভবেৎ।" অর্থাৎ সাধকের বিশ্বাস বলেও দেবতার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হয়ে থাকে। সাধককে সর্ব্বদাই এইরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে শাস্ত্র সত্য, গুরুবাক্য সত্য, মন্ত্র সত্য ও দেবতা সত্য। এই সত্য ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপরই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীগণের যাবতীয় দেবদেবা পূজার মূল ভিত্তি। শ্রীগোবিন্দকে প্রাণের অতি প্রিয়তম বন্ধু, সখা ও সুহৃদ্ মনে করে এবং আপন ভেবে কেবল পত্র পুষ্প ফল তোয় নয়, শরীর, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার তথা নিজের আত্মাকে পর্য্যন্ত সেই পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দ চরণে সমর্পণ করা। যেমনটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব ভাবেন ভারত"। হে ভারত, তুমি কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে তাঁর শরণ লও। শ্রীগোপাল ঠাকুর ছিলেন বাস্তবিক একজন মরমিয়া সাধক তাই তাঁর পূজাও ছিল মরমের পূজা এবং প্রাণের পূজা। তাঁর ভাবটি ছিল বড়ই সুন্দর ও বড়ই মধুর।

"ওরে যাঁর লাগি তোর কাঁদে প্রাণ সেই ভগবান।
মন্দিরে তুই খুঁজিস মিছে দেখ না খুঁজে প্রাণ॥

তোর দেবতা তোরই মাঝে, তোরেই খোঁজে সকাল সাঁঝে।
যারে অহঙ্কারে চিনলি না ভাই করলি অপমান॥"

শ্রীগোবিন্দ পূজার প্রারম্ভেই তিনি রাশি রাশি ফুল ও তুলসী পত্র স্বীয় ভক্তি চন্দনে সুবাসিত করে ঢেলে দিলেন তাঁর রাতুল চরণে, যাঁকে তিনি সেদিন ভাবের তন্ময়তায় বিভোর হ'য়ে বললেন, "মা আনন্দময়ী আমার কেবল মাই নন; মা আমার "চলা গীতা।" শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই আজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীরূপে উপস্থিত। এই মা ও গীতা অভিন্ন। মাতৃ-পূজাই গীতার পূজা, গোবিন্দের পূজা।"

"কে আবার কোথায় চলে যায় বা কোথা থেকে আসে? এই শরীরটার কাছে ত আসা যাওয়া নেই। তখনও যা, এখনও তা। মরা বাঁচা আবার কি? মারা গিয়েও যে আছেই তার মধ্যে আর কি কথা?"

—মা—

পুণা আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে রাষ্ট্রপতি

স্বামী চিন্ময়ানন্দ গিরি

বোম্বে হইতে গত ৯ই জুন আমরা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত পুণায় আসিয়াছি। পুণা আশ্রমে পূর্ব্বেও দুই একবার আসিয়াছি। তখনও বর্ষা হয় নাই; সমস্তই যেন কেমন নীরস শুষ্ক ছিল, এর মাঝে দুই তিন বার বর্ষা হইয়া গিয়াছে। বর্ষার জলে সহরটি ধুইয়া মুছিয়া যেন পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। রাস্তার দুই পাশের বৃক্ষগুলির আর বিশীর্ণতা নাই, তাহারা যেন নবীন সতেজ। চারিদিকে সবুজের প্রলেপ। শ্যামল দুর্ব্বার উদ্গমে বুঝা যায় সহরে খুবই বর্ষা হইয়া গিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। বোম্বের তুলনায় পুণায় গরম খুব কম। প্রথম বর্ষাপাতের সঙ্গে সঙ্গে এখানে বাতাসে এক স্নিগ্ধ শীতলতা আসিয়াছে। এই সময় এখানে আবহাওয়া খুব চমৎকার। পুণায় আসিয়া বোম্বের সমস্ত শ্রান্তি যেন দূর হইয়া গেল।

সহরের এক প্রান্তে উন্মুক্ত স্থানে আমাদের আশ্রম। পূর্ব্বেও মা এই আশ্রমে বোম্বে হইতে দুই একবার আসিয়া গিয়াছেন। আশ্রমটি ক্ষুদ্র একতলা, বাংলো প্যাটার্ণের পাশাপাশি কয়েকখানি ঘর। এখানেই মা, হরিবাবা এবং মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের আগমন উপলক্ষে প্যাণ্ডেল, জল, কল, আলো, রাস্তা তৈয়ার হইয়াছে। সবুজ দুর্ব্বায় আশ্রম প্রাঙ্গণ ছাইয়া গিয়াছে। আশ্রমের কৃষ্ণচূড়ার গাছটিও মায়ের আগমন উপলক্ষে অপূর্ব্ব সবুজ শ্রী ধারণ করিয়াছে। হরিবাবা ও মা দুজনেই উপস্থিত। দূর দূর দেশ হইতে ভক্তরা সব আসিতেছেন; দর্শনার্থী লোকজন, গাড়ীর ভীড় লাগিয়াই আছে। সকাল দুপুর বিকাল পাঠ কীর্ত্তন আরতি, সৎসঙ্গে আশ্রমটি যেন জীবন্ত।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের পুণা আগমন সংবাদ আমরা বোম্বে থাকিতেই

পাইয়াছিলাম। তবে তিনি এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন করিবেন ইহা আমাদের জানা ছিল না।

২৩শে জুন সকালে রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারীর সহিত আমাদের রাস্তায় সাক্ষাৎ হইল। তিনি আশ্রমেই আসিতেছিলেন। তাঁহার সহিত পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। তিনি বলিলেন রাষ্ট্রপতি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, কখন সম্ভব হবে? আমরা তাহাকে নিয়া মার সহিত আলোচনা করিয়া ঐ দিনই বিকালে পৌনে ছটায় সাক্ষাতের সময় নির্দ্ধারিত করিলাম।

ঠিক পৌনে ছটার সময় পুণা রাজভবন হইতে সাত আটখানা মোটর আসিয়া পৌছিল। দ্বিতীয় গাড়ীখানি হইতে রাষ্ট্রপতি অবতরণ করিলেন। পানুদা তাঁহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া মার ঘরে লইয়া গেলেন।

আশ্রমের প্রথম সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বারান্দা, তারপর পাশাপাশি ঘর। উঠিয়াই প্রথম দুইখানি ঘর পার হইয়া পানুদা রাষ্ট্রপতিকে নিয়া মার ঘরে প্রবেশ করিলেন। মায়ের খাটের সামনেই আসন বিছান ছিল, একখানিতে রাষ্ট্রপতি অপর খানিতে রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশজী উপবেশন করিলেন। মাও তাঁহাদের সামনে একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। অল্পপরিসর ঘর হইলেও শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবস্থা এমন সুন্দর যে আরও চার পাঁচজন লোক অনায়াসে এই ঘরে বসিতে পারেন। দিদি এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় পূর্ব্বেই এ ঘরে ছিলেন। দরজার পাশে একখানা চেয়ারে কবিরাজ মহাশয় এবং তাহারই পাশে একটি মোড়ায় দিদির বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। দিদির পাশে পানুদা। সকলে উপবেশন করিলে রাষ্ট্রপতির সঙ্গীয় মেয়েরা ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া রাষ্ট্রপতির ডান দিকে বসিলেন। কমলদা মায়ের আদেশে দরজায় দাঁড়াইয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষীরা দুই তিনজন, তাঁহারাও আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। এদের একজনের হাতে দুই খানা থালা, তাহা ফুল ফলে সুসজ্জিত।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গীয় মেয়েদের একজন থালা দুখানি মায়ের চরণে রাখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। রাষ্ট্রপতি ও শ্রীপ্রকাশজী প্রণাম করিতেই মা তাঁহাদের মালা পরাইয়া দিলেন। মায়ের গৃহের দুপাশেই বারান্দা। আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারী মেয়েরা এবং স্থানীয় ভক্তরা ব্যতীত বহুলোক এই দিন সৎসঙ্গের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ভারতের শ্রেষ্ঠতম মানবের সহিত জগদ্বরেণ্যা শ্রীশ্রীমায়ের কথোপকথন শুনিতে উদ্‌গ্রীব। রাষ্ট্রপতির শরীর ভাল না, রুদ্ধ গৃহে বসা তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল হইবে না বলিয়া পূর্ব্বেই তাঁহার সেক্রেটারী গৃহের জানলা দরজা খোলা রাখার কথা আমাদের বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, জানলা দরজায় যেন লোকের ভীড় না হয়, যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহা সম্ভব হয় নাই। সামনের দরজার কাছে রাষ্ট্রপতির সঙ্গীয় লোকেরা এবং আশ্রমের পুরুষেরা ছিলেন। পিছনের বারান্দায় আশ্রমের মেয়েরা, কতক বসিয়া কতক দাঁড়াইয়া ছিলেন। মায়ের ঘরের জানলার কাছে বাহিরে বারান্দায় দিদিমার বসিবার ব্যবস্থা ছিল। অপরিসর ঘর হইলেও হাওয়া রুদ্ধ হওয়ার মত কোন ভীড় হয় নাই, তাই বোধ হয় রাষ্ট্রপতি প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সৎসঙ্গ করিতে পারিয়াছিলেন। সকলেই অধীর আগ্রহে গৃহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট রাষ্ট্রপতি এবং জগজ্জননী শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। বাইরের প্রতীক্ষমান ভক্তদের ভয়—মা যদি আস্তে কথা বলেন তবে তাঁহারা হয়ত সব শুনিতে পাইবেন না। কিন্তু অন্তর্যামিনী মা ভক্তদের মনোবাসনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি কথা বলিবার সময় সকলের শ্রুতিগোচর করিয়া উচ্চ কণ্ঠেই কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রপতি মাকে বিনীত ভাবে বলিলেন, "মা, আমাদের কিছু উপদেশ করুন।"

মা। কি উপদেশ করব, পিতাজী। বলিয়া মা কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে গোপীবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "বাবা তুমি কিছু বল না?" গোপীবা ধ্যানস্থ ভাবে বসিয়া আছেন কোন কথাই বলিতেছেন না।

শ্রীপ্রকাশজী। মা, আজকাল জগতে অনীতি খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার কি প্রতিকার ?

মা। অনেক দিনের কথা। এক সময় এই শরীর মুসৌরীতে গিয়াছিল। বিকালে ময়দানে বসিয়া স্কুলের বালকবালিকাদের খেলা দেখিতেছিল। হঠাৎ দূরে ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ। জগৎটিও এমনিতর একটি খেলার স্থান। সংসারে ঐ রকম ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সাধন পথে চলার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। সাধন পথে যাবার জন্য আমাদের ঋষিরা চারটি আশ্রম করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস। এই প্রতিটি আশ্রমে শিক্ষা দীক্ষা রীতি নীতির মধ্যে মানুষের জীবন গঠিত হইত। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে গুরুসেবা করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইত, তারপর গার্হস্থ্য আশ্রমে সংসারী হইয়া আবার পরিণত বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া মানুষ একান্তে সাধন ভজন করিত এবং বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস নিয়া পরমার্থ চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিত। আজকাল এই আশ্রম-জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাল্যের ব্রহ্মচর্য্য-জীবনে যে শিক্ষা ও সাধনা হইত তাহাতেই পরবর্ত্তী তিনটি আশ্রম ঠিক মত গড়িয়া উঠিত। শিক্ষার উপরই মানুষের জীবন-গঠন কার্য্য নির্ভর করে। জীবনকে সুন্দর করিয়া গঠন করিতে হইলে, দুর্নীতি হইতে জীবনকে বাঁচাইতে হইলে, বাল্যের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের উপর ধ্যান দিতে হইবে। প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে জীবন যদি নীতি বিধির মধ্যে চলে তবে আর দুর্নীতি জীবনে আসিতে পারিবে না। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে শিক্ষা দীক্ষা যদি ঠিক ঠিক হয় তবে পরবর্ত্তী জীবন সুন্দর ও নীতিপূর্ণ হইবে। যাহার বাল্যের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ঠিকমত হয় তাহারই গৃহস্থ আশ্রমে দুর্নীতি, অবনতি আসিতে পারে না। শাস্ত্র অনুমোদিত গৃহস্থ জীবন যে যাপন করে তাহার পরবর্ত্তী পরমার্থ জীবনযাপনে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। ইহা ব্যতীত তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আপন আপন আশ্রম জীবনযাপন করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিত। শাস্ত্রের নির্দ্দেশমত জীবনযাপন করিলে জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা দুর্নীতি আসিতে পারে না। কিন্তু কালের

গতিতে, পিতাজী, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। "Foundation" নষ্ট হইয়া গেলে সবই নষ্ট হইয়া যায়। মানুষের জীবনের 'foundation' হইতেছে এই ব্রহ্মচর্য্য, উহা ঠিক ঠিক শিক্ষা না হওয়ায় মানুষের মধ্যে এত দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। একবার যদি ভিত্তি ঠিক মত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ঠিক মত গঠন করা যায় তবেই সব আশ্রমগুলিই ঠিক মত চলিবে। মানুষের জীবন হইতে অনীতি দুর্নীতি সমস্ত দূর হইয়া যাইবে। অনীতি দূর করিতে হইলে কেবল নীতিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারাই উহা সম্ভব। নীতিজ্ঞ শিক্ষকগণ যদি শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তবে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের শিক্ষার সময়ই বালকদের জীবন, নীতি দ্বারা গঠিত হইবে। ঠিক ঠিক একজন নীতিজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষায় বহু লোকের সৎ জীবন গঠন হওয়া সম্ভব। একটি বীজ হইতে যেমন অনন্ত বৃক্ষ হয়, একজন নীতিজ্ঞ শিক্ষকের দ্বারা তেমনি বহু সৎ মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব। কেবল সৎশিক্ষার দ্বারাই ইহা হইতে পারে।

মানুষের অনন্ত গতি অনন্ত স্থিতি সব কিছুই অনন্ত। যার গতি, তারই স্থিতি। জনতা জনার্দ্দন ত একমাত্র হরির জন। একমাত্র হরিই আছেন। হরিকেই ভজনা কর, হরিকেই চিন্তা কর, হরিকেই ধ্যান কর। হরিই পিতা, হরিই মাতা, হরিই বন্ধু। সব রূপে হরিই আছেন। সকলকে ভগবান ভাবে সেবা করিলে ভগবদ্‌বুদ্ধির উদয় হয়। গুরুর আদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন করা দরকার। নিজের জীবনের কর্ম্মসূচী ঠিক মত রাখিতে হয়। কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সব সময় স্মরণ রাখা 'হে ভগবান, তুমিই আছ, তুমিই আছ।' ভগবান কোথায় নাই? সবইতে তিনি মজুত। পরদা বা আবরণ রহিয়াছে, তাই সব বুঝিতে পারা যায় না। নীতিজ্ঞ শিক্ষকের দ্বারা সৎ শিক্ষা দিলেই মানুষের সৎ জীবন যাপনের ইচ্ছা হইবে। সৎকার্য্য, সৎচিন্তা, সদাচার, সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া মানুষ তাহার জীবন গঠন করিবে। মহাপুরুষের জীবনী হইতেও এই শিক্ষাই পাওয়া যাইবে। ইহাতেই মানুষের জীবনধারা পরিবর্ত্তিত হইবে।

হরিকথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা। দুর্বুদ্ধি হইতেই দুর্গতি, ফলে জ

মৃত্যু। আবার তদ্‌বুদ্ধি, তৎচিন্তন, তৎকথন, তৎস্মরণ, সব কর্ম্মেই তিনি, তবেই সৎএর দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। সর্ব্বদা সৎসঙ্গ ও মহাপুরুষের জীবনী পর্য্যালোচনা করা। আর অভ্যাসের দ্বারাই ইহা সম্ভব।

শ্রীপ্রকাশজী। ব্যবহারে কি ইহা সম্ভব?

মা। অভ্যাসের দ্বারা সব কিছুই সম্ভব, তুমি ছাড়া আর কেহই নাই। এজন্য সত্যে নিষ্ঠা থাকা দরকার। সত্যে দৃঢ় নিষ্ঠা না হইলে ইহা সম্ভব নহে। ভগবান সত্যস্বরূপ। অভ্যাস দ্বারা তাহাতে নিষ্ঠা রাখ। তিনি অদ্বৈত স্বরূপ, তিনি পরমাত্মা, তিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ। যার যে মত, সেই মত ও পথে একই স্থানে পৌছান যায়। পুনায় আসিতে হইলে মোটর, রেল, হাওয়াই জাহাজ নানা ভাবে আসা যায়। এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি। নিরাকার সাকার সবই তিনি। মা কালী, দুর্গা, শিব সবই তিনি। শিব, দুর্গা, কৃষ্ণ সবই এক। আমার ইষ্ট কৃষ্ণ অন্যের কাছে তিনি দুর্গা। আবার অন্যের ইষ্ট আমার কাছে এই রূপে। মূল স্থানে কোন বিরুদ্ধতা নাই। তিনি না স্ত্রী না পুরুষ। যে লাইনে যাও অভ্যাস-যোগ নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করিলেই তাঁর প্রাপ্তি হইবে। নিষ্ঠাতেই ইষ্ট প্রাপ্তি হইবে।

রাষ্ট্রপতি। নিষ্ঠা কি ভাবে আসে?

মা। নিষ্ঠা অভ্যাস-যোগে আসিবে। যেমন ঘড়ি ঘণ্টা সময় মত বাজিয়া যায়, তেমন নিয়মিত তাঁহার স্মরণ মনন ধ্যান করিয়া যাইতে হইবে। নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারাই দৃঢ় নিষ্ঠা আয়ত্ত করা সম্ভব। স্বরূপ-প্রকাশের ইহাই একমাত্র উপায়। রাম, কৃষ্ণ, হরি, শিব, দুর্গা, কালী যাহার যে ইষ্ট তাহার কাছে তাহাই প্রকাশ হইবে। স্বরূপ প্রকাশের ইহা ভিন্ন অন্য গতি নাই। আমি তাঁর সন্তান, সেবক, তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল, এই ভাব রাখিতে হইবে। এখনই যাত্রা সুরু করা কর্ত্তব্য। সত্য শুদ্ধ সংকল্প লইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে "আমি তোমার দর্শন চাই।"

আত্মা সর্ব্বব্যাপী। আমাতে তোমাতে সেই একই আত্মা অবস্থিত। একই আত্মার সর্ব্বত্র স্থিতি। তাই এ ছোট্ট মেয়েটার পণ্ডিতদের মধ্যে এত কথা বলিতে কোন লজ্জা হয় না। আত্মা ত আপনই, পর তো নহে, লজ্জা কে করিবে? কাহাকে করিবে? এ স্থান নিঃসংশয়। আপনাকে জানা মানে, আত্মাকে জানা, ভগবানকে জানা। সমস্তই সেই আত্মা হইতে প্রকট হইতেছে। সব সময় তাঁকে জানবার চেষ্টা করা। দিন রাত্র চলিয়া যাইতেছে। অমূল্য সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। শুদ্ধ সংকল্পে দৃঢ় হইয়া নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস দরকার। যে দিন যায় সে দিন আর আসিবে না। তাঁহাকে আমার পাইতেই হইবে এই ভাবনা রাখা। তাঁর করুণায় অবশ্য সবই সম্ভব। করুণার কথা আলাদা। অজ্ঞানের নাশ হওয়া দরকার। সর্ব্বদা খেয়াল রাখা, তাঁকে জানিবার বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে কিনা? শুদ্ধ জ্ঞান বুদ্ধি ভগবানের জন্য লাগাইলে মহান্ জ্ঞান হয়। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, আবার তিনিই কৃষ্ণ, সকলকে আকর্ষণ করেন, নিজের কাছে টানিয়া লন। আপন ঘর যেখানে সেখানে যাইতে হইবে। 'উলট্ যাও' অর্থাৎ সংসারমুখী না হইয়া ভগবন্মুখী হও। আপন ঘরে যাওয়ার ঐ রাস্তা। অশুভ বুদ্ধি অশুভ ক্রিয়া জন্ম জন্ম অভ্যাস হইয়া আছে। তাই শুভ মার্গ গ্রহণ না করিলে অশুভ মার্গ নষ্ট হয় না। শুভ মার্গই স্বাভাবিক, উহা গ্রহণ করিলে অশুভ ক্রিয়া নষ্ট হইতে থাকে। ভগবদ্বুদ্ধি ভগবৎচিন্তা জপ ধ্যানাদি করিলেই শুভ ক্রিয়া আরম্ভ হইল। এজন্যই বলে তপস্যা। শুভ কর্ম্মের জন্য যে তাপ সহন করা যায় তাহাকেই তপস্যা বলে।

মা এই বলিয়া চুপ করিয়া আছেন। কেহ আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। মা পরে কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইয়া বলিলেন:—"বাবা সর্ব্বদা ধ্যান ভাবে মগ্ন। অন্তরে সব সময় অবিচ্ছিন্ন নাম জপের চেষ্টা চলিতেছে। এত গভীর জ্ঞান যে, যে কোন প্রশ্নের মীমাংসা অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাবে করিয়া থাকেন।"

ইতিমধ্যে হরিবাবা আসিলেন। হরিবাবা আসন গ্রহণ করিলে পান্নু তাঁহাকে মালা পরাইয়া দিলেন এবং হরিবাবাকে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের সহিত

পরিচয় করাইয়া দিলেন। মা হরিবাবাকে বলিলেন "পিতাজী, এরা সব হরিকথা শুনতে চায়, কিছু আসবে এখন ?" পরে মা আবার বলিতেছেন "পিতাজী, ভগবান কি খান সেই কাহিনীটা ?" হরিবাবা বলিলেন "এখন ত মা স্মরণ হচ্ছে না।" মা হরিবাবার সম্বন্ধে বলিলেন—'বৃন্দাবনের মহাত্মা, সব সময় সাধু সৎসঙ্গ হরি কথা নিয়াই আছেন। সাক্ষাৎ হরি, মুখে সব সময় হরি কথা, তাই নাম হরিবাবা।' মা বলিতেছেন "প্রথমে আমরা বাবার ঘরে বসব ঠিক করেছিলাম তা শুনলাম বাবা বাইরে ; বাবা হয়ত নিজেকে আলাদা রাখতে চায়। বাবাকে না দেখে আমরা এ ঘরে বসবার ব্যবস্থা করি।" রাষ্ট্রপতি নীরবে হরিবাবার দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং হরিবাবাকে প্রণাম করিলেন। সামনের বারান্দায় দিদিমা বসিয়াছিলেন। মা দিদিমাকে দেখাইয়া রাষ্ট্রপতিকে বলিলেন "এ শরীরের মা, সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাস নিয়া এ শরীরের কাছে আছেন।" রাষ্ট্রপতি হাতজোড় করিয়া দিদিমার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। সকলকে সরবত, ফল দেওয়া হইল। রাষ্ট্রপতি মিষ্টি খান না, তাই সরবত নিলেন না। রাষ্ট্রপতির সহিত মেয়েরা আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কুমারী মেয়েদের মা বলিলেন "তোমরা আমার দোস্ত। যাদের বিয়ে হয় নাই সকলেই আমার দোস্ত।"

রাষ্ট্রপতি। আপনি আর কতদিন এখানে থাকিবেন ?

মা। গুরুপূর্ণিমার পূর্ব্বেই এখান হইতে যাওয়ার কথা হইতেছে।

মা। পিতাজীর শরীর কেমন আছে।

রাষ্ট্রপতি। চলে যাচ্ছে মা, তবে হাঁপানীতে কষ্ট পাচ্ছি।

দিদি। মার এক দিদিমার ঐ অসুখ ছিল।

মা। হ্যাঁ, তবে দৈব ঔষধ পাওয়ায় তাহার উহা সারিয়া যায়। মা

রাষ্ট্রপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতাজী কবতক্ ইধর রহেঙ্গে ?" রাষ্ট্রপ বলিলেন "এখান হইতে ২৯শে কলিকাতায় যাইব, সেখান হইতে দিল্লী।"

রাষ্ট্রপতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলিলে "আচ্ছা আসি এখন।" সকলের দিকে স্মিতহাস্যে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলেন।

রাস্তায় খুব লোকের ভীড় হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির দর্শনের জন্য বহুলো অপেক্ষা করিতেছিল। মা বারান্দায় আসিয়া জনতা দেখিয়া বলিলেন "এত লোক এরা খবর কি করে পেল ?" কে যেন বলিল রাস্তায় traffic পর্য্যন্ত বন্ধ হ গেছে। মা বাইরের জনতা দেখিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা তখনও হয় নাই, আকাশে ছিন্ন মেঘের ফাঁকে সূর্য্যের শেষ রশ্মি বিদায় নেওয়ার পূর্ব্বেই রাষ্ট্রপতির গা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

"কৃপা ত তিনি সর্ব্বদাই করছেন। শুধু বুঝবার অধিকারী হওয়ার জন্য তাঁর দিকে লক্ষ্য করে বসে থাকতে হয়।"

"মা"

মহাতপার আশ্রমে

ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ

অতি প্রাচীন কালে হরিদ্বারের সমীপবর্ত্তী হিমালয়ের পাদদেশে স্বচ্ছসলিলা গঙ্গার পশ্চিম পারে এক অতি মনোরম বিবিধ ফলপুষ্পভারে পরিশোভিত তপোবন ছিল। ইহার পূর্ব্ব প্রান্তে গাঢ়বনচ্ছায়াসমাকুল, সদা হোমগন্ধে আমোদিত, অন্তেবাসিগণের (ছাত্রদের) সুমধুর সামগানে মুখরিত এক পরম রমণীয় আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে মহাতপা নামে এক পরম তেজস্বী, পবিত্রাত্মা, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনি বাস করিতেন। তিনি কুলপতি ছিলেন এবং সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। দেশ দেশান্তর হইতে আধ্যাত্মিকতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ইহার নিকটে নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত আগমন করিতেন এবং মুনি মহাতপার সুমিষ্ট ব্যবহারে এবং সরল শাস্ত্রব্যাখ্যায় পরম সন্তোষ এবং প্রচুর আমোদ লাভ করিতেন। মহামুনির আশ্রমে সর্ব্বদা সহস্র সহস্র ছাত্রেরা বিদ্যাধ্যয়নে ব্যস্ত থাকিত। আচার্য্য মহাতপার শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি প্রতিদিন সায়ংকালে স্বীয় আশ্রমস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষের তলদেশে একটি করিয়া আলোচনাসভা আহ্বান করিতেন। এই সভায় ছাত্রেরা এবং জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ তাহাদের সকল প্রশ্নের সুলভ সমাধান করিয়া লইতেন।

সেদিন চৈত্রের শুক্লাষ্টমী, সূর্য্যদেব বিদায় নিয়াছেন। আকাশে জ্যোৎস্না হাসিতেছে। শীতল পবন বহিতেছে। চতুর্দ্দিকে সান্ধ্যকালীন শান্ত ভাব। ছাত্রেরা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া একে একে সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের তলদেশে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে সব স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেই আচার্য্যদেবের শুভাগমনের লগ্নটির জন্য অপেক্ষমান। এমন সময়ে মহামুনি ধীরপাদক্ষেপে সভাস্থলে আগমন করিয়া বেদিকার উপরে উপবেশন করিলেন।

সকলে অভিবাদন জানাইলে তিনি হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া স্মিতনয়নে আশীর্ব্বাদ দিলেন এবং সকলের প্রসন্নবদন দেখিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিলেন।

মুনির প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যে সুমন্ত খুবই মেধাবী এবং অধ্যবসায়পরায়ণ।

আচার্য্য মহাতপা ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস সুমন্ত! তোমার প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় কোমল ও সতেজ মুখমণ্ডলে আজ কিসের কারণ বিষাদের কৃষ্ণচ্ছায়া দেখিতেছি। তুমি কি আজ ভাল করিয়া পাঠ বুঝিতে পার নাই অথবা কোন সমস্যা সমাধান করিতে পার নাই যে কারণে এইরূপ বিষণ্ণ বদনে অবস্থান করিতেছ?

আচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমন্ত ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—পিতঃ, আপনি সমুচিত অবধারণ করিয়াছেন। অদ্য শাস্ত্রালোচনাকালে বীতমন্যু আমাকে বলে "ভ্রাতঃ সুমন্ত! আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ হইতে ভূয়ো ভূয়ঃ শ্রবণ করিয়াছি যে সংসার দুঃখের সাগর এবং অনিত্য আর এই সংসারের মূলে রহিয়াছে বাসনা। বাসনা ত্যাগ হইলেই সংসার ত্যাগ হয়। বাসনার পাশ হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে মুক্তির আস্বাদ সুদূরে। তাই বাসনা কি বস্তু? ইহার জনক জননী কাহারা? কাহারা ইহার বংশবৃদ্ধির সহায়ক? ইহা কয় প্রকার ইত্যাদি বিষয়ে তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ, আমাকে যদি একটু বুঝাইয়া বল তো বড়ই প্রীত হইব।" কিন্তু "তাত! আমি বীতমন্যুর প্রশ্নের সম্যক সমাধান করিতে না পারিয়া তদবধি মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতেছি। আপনি দয়া করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হউন।"

ইহা শুনিয়া মুনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "বৎস! ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। সকলে কি সব জানিতে পারে? আইস, আমরা সকলে মিলিয়া এই উত্তম প্রশ্নের সমাধানে সচেষ্ট হই।

তখন তিনি তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য গৌতমের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বৎস! এ বিষয়ে তুমি কি কিছু জ্ঞাত আছ তো আমাদের বল।

গৌতম অভিবাদন করতঃ বলিল—গুরুদেব! গত পরশ্ব মহর্ষি কৌণ্ডিণ্যের আশ্রমে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ শুনিতে গিয়াছিলাম, সেখানে কয়েকটি শ্লোক শুনিয়াছিলাম তবে অর্থবোধ তেমন সুস্পষ্ট হয় নাই। আমি আপনার আদেশানুসারে তাহা বলিতেছি পরে আপনি উহাদের সম্যক ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন। এই বলিয়া গৌতম কহিল—

"দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তপূর্ব্বাপরবিচারম্ ।
পদার্থস্য যদাদানং বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥
বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা বুধৈঃ ।
মলিনা জন্মহেতুঃ স্যাচ্ছুদ্ধা জন্মবিনাশিনী ॥
অজ্ঞানসুমনাকারাহংকারঘনশালিনী ।
পুনর্জন্মকরী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ ॥
পুনর্জন্মাংকুরং ত্যক্ত্বা স্থিতা সংভৃষ্টবীজবৎ ।
দেহার্থে ধ্রিয়তে জ্ঞাতজ্ঞেয়া শুদ্ধেতি চোচ্যতে ॥"

এই শ্লোকচতুষ্টয় শুনিয়া মুনি খুবই প্রসন্নমনা হইয়া গদগদস্বরে বলিলেন—বৎস! আশীর্ব্বাদ করি তুমি সরস্বতীর বরপুত্র হও। এসো, আমি প্রথমে ইহাদের সরলার্থ করিতেছি পরে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস করিব।

পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া পদার্থের প্রাপ্তি বিষয়ে যে ইচ্ছা তাহা বাসনা নামে প্রকীর্ত্তিতা। এই বাসনা মলিনা ও শুদ্ধা ভেদে দুই প্রকার। মলিনা বাসনা জীবের জন্মের কারণ আর শুদ্ধা বিনাশের হেতু। ঘোর মোহ ও অজ্ঞান ও রজস্তমোগুণশালী অহংকারযুক্তা যে বাসনা তাহাকেই পণ্ডিতগণ পুনর্জন্মকারিণী মলিনা বাসনা নামে নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। আর পুনর্জন্মের অংকুরকে ভৃষ্টবীজের ন্যায় করিয়া কেবলমাত্র প্রারব্ধভোগ করতঃ আত্মজ্ঞানের যে ইচ্ছা তাহাকে শুদ্ধা বাসনা বলা হইয়া থাকে।

বাসনা শব্দ আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রে নানাভাবে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। যোগশাস্ত্রে এই বাসনারই সূক্ষ্ম রূপকে সংস্কার নামে অভিহিত করা হয়। কাম বা

তৃষ্ণা অর্থেও ইহা প্রযুক্ত হয়। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া মোহবশতঃ পদার্থের প্রাপ্তির যে উৎকট অভিলাষ তাহাই মলিনা বাসনা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয় বিষয় অথবা সংসারই বিষয়। তোমরা সামান্য বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে যে বাসনা কামনা মনের ধর্ম্ম—মনোময়কোষের কার্য্য—এই মন কিন্তু অহংকারেরই রূপ।

বৎসগণ! বাসনা আবার কর্ম্মময়। কর্ম্ম হইতে বাসনার উৎপত্তি। সেই হিসাবে বাসনার জনক কর্ম্ম। আবার বাসনা হইতে নানাবিধ কর্ম্মের উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে একে অপরের পরিপূরক। সমস্ত সংসারই বাসনাময় এবং দুঃখের নিলয়। কথিত হইয়াছে :—

"দুঃখং জন্ম জরা দুঃখং দুঃখং মৃত্যুঃ পুনঃ পুনঃ।
সংসারমণ্ডলং দুঃখং পচ্যন্তে যত্র জন্তবঃ ॥"

অষ্টাবক্র সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"বাসনা এব সংসার ইতি সর্ব্বা বিমুঞ্চ তাঃ।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরদ্য যথা তথা ॥"

বাসনাই সংসার অতএব বিষবৎ বাসনা পরিত্যাগ কর।

এইবার তোমাদের কর্ম্মসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

বাসনা এবং তাহার সূক্ষ্মরূপ সংস্কার কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। উক্ত হইয়াছে—

"দেহপ্রাণমনোবুদ্ধিশ্চিত্তাহংকারমিন্দ্রিয়ম্।
দৈবঞ্চ বাসনা চেষ্টা তদ্‌যোগাৎ কর্ম্ম সম্ভবেৎ ॥"

দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, ইন্দ্রিয়, দৈব, বাসনা, ও চেষ্টা ইহাদের সংযোগে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—যে সাংখ্যযোগের মতে কর্ম্মের প্রতি পাঁচ প্রকার হেতু—

"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চাত্র পঞ্চমম্॥"

মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার—ইহারা সবই অহংকারের রূপ। দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় কারণ—এইভাবে বুঝিয়া লইবে। আমি এখানে বিশদ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব না। এই কর্ম্ম আবার পঞ্চবিধ নিত্য, কাম্য, নৈমিত্তিক, স্বাভাবিক ও নিষিদ্ধ। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। আর পানভোজনাদি কর্ম্মের কোন শাস্ত্রীয় ফল নাই। সর্ব্ব প্রকারের বাসনার মূলে এই কাম্য কর্ম্ম। স্বর্গাদি সুখভোগের কামনায় এবং ঐহিক ধনাগম, সুখসমৃদ্ধি, কুশল, জয়লাভ ইত্যাদির কামনায় যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে কাম্য কর্ম্ম বলে। দেহাত্মবুদ্ধির দৃঢ়তাবশতঃ ঐ সকল বিষয়ে যে দৃঢ়তা এবং সত্যবুদ্ধি তাহাই সংসারের বন্ধনের কারণ। শান্তিগীতায় বলা হইয়াছে—

"কর্ম্মবীজাদিহৈকস্মাৎ জায়তে চাংকুরদ্বয়ম্।
অপূর্ব্বমেকমপরা বাসনা পরিকীর্ত্তিতা॥"

কর্ম্ম যেন একটি বীজ, ইহা হইতে দুইটি অংকুর উৎপন্ন হয়। একটির নাম অপূর্ব্ব বা দৈব, অপরটির নাম বাসনা। অপূর্ব্বে কর্ম্মের ভোগ হইয়া থাকে। ভোগ প্রদান করিয়া ইহা বিনষ্ট হয়। আর বাসনা শুদ্ধাশুদ্ধভেদে নানা প্রকারের কর্ম্মের সৃজন করে। বীজ হইতে অংকুর, পুনরায় অংকুর হইতে বীজের ন্যায়, এই বাসনা ও কর্ম্মসূত্রে জীবসকল আবদ্ধ হইয়া নিয়তই এই জন্মমরণরূপ সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিছুতেই নিস্তার পাইতেছে না। এই বাসনাসমূহই জীবের পদশৃংখলস্বরূপ।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মুনি ছাত্রদিগের প্রতি চাহিলেন এবং বীতমন্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বৎস! তোমার বুঝিতে কোন কষ্ট হইতেছে না তো যদি এখনও বিষয়টি স্পষ্ট না হইয়া থাকে তো বল।

বীতমন্যু অভিবাদনপুরঃসর বলিল—পিতঃ, এতাবধি যাহা বলিলেন—তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, তবে বাসনা এবং সংস্কার এই উভয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা আর একটু বিশদ করিয়া বলিলে অনুগৃহীত হইব এবং বাসনা কত প্রকার এবং ইহাদের সঞ্চয় কি প্রকারে হয় তাহাও ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।

আচার্য্যদেব বলিলেন—অতি উত্তম। আমি বলিতেছি শান্তচিত্তে অবধারণ করিও।

বিষয়-বাসনাকে মলিন বাসনা বলে। ইহা অনন্ত প্রকারের হইলেও প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যথা—দেহবাসনা, লোকবাসনা ও শাস্ত্রবাসনা, ইহাদেরই নামান্তর পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দজনিত সব প্রকারের ভোগের ইচ্ছাই বাসনা। স্ত্রীপুত্রাদির বাসনা দেহবাসনা বলিয়া জানিবে। ধন, জন, যশ, মান, পারলৌকিক ভোগেচ্ছাও বাসনারই নামান্তর। কারণ স্বর্গাদিভোগান্তে আবার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মবাসনা ভিন্ন সব প্রকারের অভিলাষই বিষয়বাসনা।

যোগশাস্ত্রের মতে এই যে বাসনা—ইহারই সূক্ষ্ম রূপকে সংস্কার বলে। এই সংস্কার হইতে স্মৃতি ও চিন্তার উদয় হয় এবং যখন ঐ সংস্কার প্রবল ভাবে দেখা দেয় তখনই আমরা তাহাকে বাসনা বলিয়া জানিতে পারি। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

মানব—শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে বা অনুভব করে সেই সমস্তই তাহাদের চিত্তে বা অন্তঃকরণময় সূক্ষ্মশরীরে এক প্রকার গুণ বা সংস্কার জন্মায়—ইহাই ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ বা শক্তিবিশেষ উৎপন্ন করে। সেই সংস্কার বা শক্তিবিশেষ তাহাদের বর্ত্তমান শরীরের পরিবর্ত্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। বস্তুতঃ অনুষ্ঠিত ও অনুভূত ক্রিয়াকলাপই সূক্ষ্মত্বপ্রাপ্ত হইয়া জীবের চিত্তে অদৃশ্যরূপে অংকিত থাকিয়া যায়। তাহা হইতে অংকুর হয়। ঐ অংকুর শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া আবার তৎসদৃশ কর্ম্মবীজ উৎপাদন করে এবং

কালক্রমে ঐ বীজ স্বীয় আধারকে (জীবকে) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাতিত করে। ইহাদের শাস্ত্রীয় নাম কর্ম্মবাসনা। উক্ত হইয়াছে—

"বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্য্যং কার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা"

এই বাসনাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ চিন্তা ও ক্রিয়া। বার বার চিন্তনের দ্বারা বাসনার মূল সুদৃঢ় হয়।

চিন্তয়া জায়তে দুঃখং নান্যথেহেতি নিশ্চয়ী।
তয়া হীনঃ সুখী শান্তঃ সর্ব্বত্র গলিতস্পৃহঃ॥ (অষ্টাবক্রসংহিতা)

আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

বাসনাবৃদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ।
আভ্যাং প্রবর্ত্তমানা সা সুতে সংসৃতিমাত্মনঃ॥

বাসনাসকল হেতু, ফল, আশ্রয় ও অবলম্বন এই ক্রম ধরিয়া সঞ্চিত হয় এইরূপ যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বাসনার হেতু বা কারণ অথবা জনক—অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ ও কর্ম্ম। দেহপ্রাপ্তি ও আয়ুর্ভোগ ইহার ফল, চিত্ত ইহার আশ্রয়। রূপাদি বিষয় ইহার অবলম্বন। এই ক্রমানুসারে জীব পুনঃপুনঃ বাসনাজাল সৃষ্টি করিয়া থাকে ও ভোগে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রমবাসনারূপ অবিদ্যাই অস্মিতার বা অহংভাবের অথবা "আমি" ভ্রমের কারণ বা আত্মাভিমানের জনক। সেই অস্মিতা হইতেই আমি জ্ঞানী, আমি মানী, আমি ধনী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ইষ্ট, আমার অনিষ্ট ইত্যাদি অশেষ প্রকার মিথ্যা জ্ঞান জন্মে। ইহা হইতে রাগদ্বেষরূপ অভিপ্রায় উৎপন্ন হয়, তাহারা জীবকে পরানুগ্রহ ও পরনিগ্রহাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। ইহাতে আবার ভবিষ্যতের বীজরূপ কাম-বাসনা উৎপন্ন হয় এবং এইভাবে এই বাসনাচক্র আবহমান কাল হইতে চলিতেছে।

এই মলিন বাসনা অজ্ঞানের ঘনীভূত রূপ এবং ইহা অহংকারের দ্বারা সদা পরিশোভিত। কাম ক্রোধ ইহার অঙ্গ। তমোগুণ ইহার ইন্ধন। চিন্তা ও ক্রিয়া

সেই অগ্নির প্রজ্বালক। ইহার কোন রূপ নাই, আকৃতি নাই অথচ ইহার প্রভাবে সর্ব্ব প্রাণী প্রভাবিত।

মহর্ষি এই পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিলে পর একটি শিষ্য উঠিয়া জোড়হস্তে নিবেদন করিল—পিতঃ, আপনি এখনই কহিলেন যে এই বাসনাচক্র আবহমান কাল হইতে চলিতেছে। বাসনা কি প্রকারে অনাদি হইল ? আর যদি ইহা অনাদি হইল তবে কি ইহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার কোন উপায় নাই ?

মুনি শ্রবণ করিয়া বলিলেন—বৎস, অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তোমার প্রশ্নে আমি যৎপরোনাস্তি সন্তোষ অনুভব করিয়াছি কারণ আমার উপদেশ তোমরা যে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিতেছ এই প্রশ্নই তাহার প্রমাণ। হাঁ, যোগশাস্ত্রের মতানুসারে বাসনা অনাদি তবে সান্ত! ইহার হাত হইতে নিস্তার অবশ্যই পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি বহু মানব ইহার পাশ হইতে নিস্তার লাভ করিয়া মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছেন।

যোগদর্শনের কৈবল্যপাদে এই সূত্রটি আছে—
"তাসামনাদিত্বমাশিষো নিত্যত্বাৎ"—

আশিষের অর্থাৎ প্রার্থনার নিত্যতাহেতুক বাসনার অনাদিত্ব নির্ণীত হয়। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

যোগিদের মতে সংসারের আদি নাই, সংসারের ন্যায় বাসনারও আদি নাই। সংসার অনাদি, তদন্তঃপাতী জন্মমরণপ্রবাহও অনাদি, সুতরাং জীবের কর্ম্মবাসনাও অনাদি। অঙ্কুরের কারণ বীজ, আবার বীজের কারণ অঙ্কুর। তেমনি জীবের প্রবৃত্তির জনক সংস্কার ও স্মৃতি, আবার সংস্কার ও স্মৃতি হইতে জীবদেহের আবির্ভাব। এই সময়ে সহজেই প্রশ্ন উদিত হয় যে জীবের প্রথম প্রবৃত্তি কবে হইয়াছিল, কারণ তখন তো কোন সংস্কার বা কর্ম্মবাসনা ছিল না। ইহার উত্তরে ইহা বলা যায় আজ পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই যে বীজ আদিম কি অঙ্কুর আদিম—জীব আদিম কি কর্ম্মবাসনা আদিম। তবে জীবত্বের কারণ কর্ম

এবং কর্ম্মের কারণ জীব ইহা নির্ণীত হয়। কিন্তু যাহাকে আদিম জীব বলিবে বস্তুতঃ সে আদিম নহে কারণ তাহারও মরণত্রাস এবং আশীর (আমি যেন না মরি ও সুখে থাকি) এই প্রকার প্রার্থনা বা আত্মাভিনিবেশ ছিল এবং ইহার দ্বারাই তাহার পূর্ব্বজন্ম অনুমিত হয়। অনুসন্ধান করিলে দেখিবে জীবমাত্রেই মরিতে চাহে না। সদ্যোজাত শিশুরও মরণত্রাস দেখা যায়। মরণে নিশ্চয়ই ভয়ংকর এবং অসহনীয় দুঃখ আছে যাহার জন্য জীবের মরণে এত ভয়। এই ভয়ের মূল কারণ মরণ দুঃখের সংস্কার। অননুভূত বা অজ্ঞাত পদার্থের স্মৃতি হয় না ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। সুতরাং মানিয়া লইতে হয় জীব মরণদুঃখ জ্ঞাত আছে। এখন প্রশ্ন এই যে এই মরণদুঃখ সে কবে জানিল। কারণ মানব একবারের বেশী মরে না। তখন সে অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মে মরিয়াছিল। অতএব এস্থলে মানিতে হইবে যে প্রত্যেক জীবের পূর্ব্বজন্মের অনুভূত মরণসংস্কার আছে আর তাহাই ইহজন্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া ত্রাস উৎপাদন করিয়া থাকে। এইভাবে জীবের অব্যভিচরিত মরণত্রাস ও আত্মাভিনিবেশ দেখিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ হয়। সুতরাং জীবের জন্ম ও মরণ প্রবাহের ন্যায় অনাদি এবং সেই সেই জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মবাসনাও প্রবাহের ন্যায় অনাদি। আশা করি ইহার পর তোমরা যদি বিষয়টি মনন কর তবে আরও ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শুদ্ধা বাসনা পুনর্জন্মের নাশকারী। প্রকৃতপক্ষে আত্মাকে জানিবার যে বাসনা তাহাই শুদ্ধা বাসনা। তাহা ব্যতীত সবই মলিনা বাসনা। অনাত্মবাসনাজালে আত্মবাসনা তিরোহিত রহিয়াছে। এই শুদ্ধা বাসনার উদয় হইলে অহঙ্কারাদি মলিনা বাসনা বিলীন হইয়া যায়। স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়রূপ অনাত্মবস্তুনিচয়ের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ ও আত্মনিষ্ঠার দ্বারা সদ্বাসনা ঘনীভূত হইলে মলিনা বাসনা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। পরিশেষে ইন্ধন না থাকিলে অগ্নি স্বয়ং জ্বলিয়া যেমন নির্ব্বাপিত হয় সেইরূপ সদ্বাসনাও আর থাকিবে না, সেই পরমপদ লাভ হইবে এবং অদ্বৈতস্থিতিতে আপ্তকাম হইয়া নিশ্চল নির্বাত দীপের ন্যায় পরমানন্দে অবস্থান করিবে।

উক্ত হইয়াছে :—

"ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্ বাসনাক্ষয়:
বাসনাপ্রক্ষেপো মোক্ষঃ স জীবন্মুক্তিরিষ্যতে ॥"

ক্রিয়ার নাশে চিন্তানাশ, চিন্তার নাশে বাসনার ক্ষয় আর নির্ব্বাসনা হইলে জীবন্মুক্তি লাভ হইবে। তবে বৎসগণ, সামান্যমাত্র বাসনার স্পর্শ থাকিলেও মানবাত্মার মুক্তি লাভ সম্ভবপর নহে।

একটি সত্য ঘটনা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। তোমরা এই তপোবনের পূর্ব্ব প্রান্তে যে অতি ঘন এবং ছায়াসমাকুল আম্রকুঞ্জ দেখিয়াছ, আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ কুঞ্জের মধ্যে একটি ছোট্ট কুটীরে মহর্ষি আপ্তকাম তপস্যা করিতেন। তিনি সর্ব্বদা জীবন্মুক্তের ন্যায় বিচরণ করিতেন। তাঁহার কোন প্রকার বাসনা বা ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার আয়ু অশীতি বৎসরের অধিক হইয়া গিয়াছিল। কয়েকজন অতি প্রিয় শিষ্য সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিত। এইভাবে দিন অতিবাহিত হইতে হইতে এক সময়ে তাঁহার অন্তিমকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহা জ্ঞাত হইয়া শিষ্যদের বলিলেন তাঁহাকে যেন ঐ আম্রবেদিকার উপর শোয়াইয়া দেওয়া হয়। শিষ্যগণ সেইরূপ করিলে তখন মহর্ষি আপ্তকাম বলিলেন—হে শিষ্যগণ! তোমরা একটি শঙ্খ আনিয়া আমার শিয়রে রাখিয়া দাও। আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে যদি এই শঙ্খ স্বয়ং বাজিয়া উঠে তবে বুঝিবে আমার আত্মা মুক্ত হইয়া গেল। শিষ্যগণ সেইরূপ করিল। শনৈঃ শনৈঃ আপ্তকামের প্রাণবায়ু নশ্বর শরীরকে চিরতরে ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইয়া গেল। সকলেই আশ্চর্য্যচকিত নয়নে শংখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু হায়! শংখধ্বনি স্বয়ং হইল না, সকলেই বিস্মিত হইয়া একে অপরের দিকে চাহিতে লাগিল এবং কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে, সে সময়ে গুরুদেবের মনে কি বাসনা উপস্থিত হইয়াছিল—যে কারণে তাঁহার আত্মার মুক্তিলাভ হইল না। সকলেই বিষন্ন বদনে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে দৈববশাৎ আপ্তকামের শরীর যে আম্রবৃক্ষের নিম্নে ছিল সেই বৃক্ষ হইতে একটি অতি সুপরিপক্ক আম্রফল ভূমিতে

পড়িয়া ফাটিয়া গেল। এবং ফলটি পতিত হইবামাত্র শংখটি স্বয়ং সুমধুর স্বরে বাজিয়া উঠিল। সকলেই আনন্দে মহর্ষি আপ্তকামের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন একজন শিষ্য সেই আম্রফলটিকে কুড়াইয়া আনিতে গেল এবং গিয়া দেখিল যে একটি ক্ষুদ্র কীট সেই ফলের মধ্যে মৃতাবস্থায় রহিয়াছে।

বৎসগণ! মহর্ষির অন্তিম সময়ে ঐ সুমিষ্ট সুপক্ক আম্রফলটি দেখিয়া নিশ্চয়ই উহা আস্বাদ করিবার ক্ষণিক বাসনা উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার আর কোন বাসনা না থাকায় তৎক্ষণাৎ কীট-শরীর ধারণ করিয়া আম্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ঐ বাসনা পূর্ণ হইলে তাঁহার আত্মা মুক্তিলাভ করিল। কাজেই এখন অবশ্যই বুঝিতে পারিলে যে বাসনার গতি কিরূপ সুক্ষ্ম এবং কিভাবে ইহা মানবের বন্ধনের কারণ হয়।

তবে বৎসগণ! তোমরা মেধাবী, এবং সচ্চরিত্র ও অধ্যবসায়পরায়ণ ছাত্র। তোমাদের বয়স অল্প। এই সময় হইতেই যদি তোমরা সাবধান এবং অতি তৎপর হইয়া এই সর্ব্বনাশকারিণী অশেষ প্রকার বন্ধনের এবং দুঃখের সৃজনকারিণী মহাভয়ঙ্কররূপা বাসনার পাশ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সচেষ্ট হও তবে নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিবে এবং পরিশেষে মুক্তির অপার আনন্দে সদাই নিমগ্ন থাকিতে পারিবে।

অদ্য এখানেই সভার পরিসমাপ্তি কর। রাত্রি হইয়াছে। কল্য পুনরায় কি উপায়ে কর্ম্মের ও বাসনার পাশ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

ইহার পর সকলেই মুনি মহাতপাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত পরোক্ষ অমৃতময় উপদেশরসে পরিপ্লুত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

মাতৃ-বন্দনা *

কুমারী রূপশ্রী ঘোষ

জননী তোমার দুয়ার-প্রান্তে
এসেছি আজিকে আমি,
তোমারি চরণে ঠাঁই দাও মাগো,
রাখ মা দিবস-যামি।

মধুমাখা তব ও' হাসি-সুধায়,
চরণে এ মন নিত্য লুটায়,
শত শত দুখ গ্লানি সমুদায়,
সব যেন দূরে যায়।

এ আশিস্ মাগো কর এই দীনে,
তব সুর যেন বাজে হৃদি-বীণে,
তোমারি দেখান পথ চিনে চিনে,
যেতে পারি তব চরণ-ছায়॥

---

* অল্পবয়স্কা বালিকার লেখা বলিয়াই তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য এই কবিতাটি ছাপ
হইল।
—সম্পাদক আঃ বাঃ

The ONE who is the Eternal, the Atman,
He Himself is the traveller on the path of Immortality.
He is all in all, He alone is.

MATRI VANI

Even on this thorny path the Guru is constantly holding your hand and leading you towards the One. Remember, this is the actual truth !

Occasionally to mistake marsh-gas for real light is but natural. Albeit, it is He alone who manifests in all forms. The path that brings full and unobstructed Enlightenment must be pursued with the utmost concentration, at every moment, and to the limit of one's capacity. Where He manifests as the pilgrimage undertaken for the sake of Supreme Union, there is hope of its being crowned with success.

* * *

Who belongs to whom in this world ? By exhausting one's particular *karma*, everyone must endeavour to bring to completion his life's pilgrimage. What you are experiencing, is the usual state of affairs on the journey through life; therefore do not allow yourself to be so very agitated! If, due to attachment to those with whom one has been united in this world of coming and going, one is utterly immersed in the sorrow of bereavement—how can the pilgrimage along one's own Path become fruitful? With unbounded vigour and energy one must forge ahead towards the revelation of one's true Self. Travellers on the Supreme Path must strive to complete their journey; Self-realization is its purpose and goal.

* * *

It is only natural that ever more bliss should be experienced while practising yoga. So long as the ONE has not been revealed, distractions will come. But the Guru alone can point out whether one is proceeding in exactly the right manner or not. Transformation means that worldly interests have lost their hold. To the extent to which one becomes indifferent to worldly pursuits will one progress towards real bliss.

* * *

In every home God is present in an infinite variety of guises. For the very reason that one has entered life, one has to quit it again—be it sooner or later. While living as a householder, this terrible, smarting pain is unavoidable; it is similar in every family. Does any balm exist to soothe this burning agony, save to take refuge in Him, from Whom all beings emanate, by whom they are succoured, and in Whom they ultimately are absorbed.

* * *

Worldly life is indeed a battle-field. By becoming conscious of one's spiritual wealth one must strive to emerge victorious from the battle.

> "A person who knows that he is ignorant must be credited with having most certainly attained to some measure of knowledge."
>
> "Ma"

Essential Unity of All Religions

(DR. M. HAFIZ SYED, M.A., PH.D., D. LITT.)

The word 'religion' by latin derivation means something that binds. Religion is essentially that something which binds together the hearts of all men, without distinction of race, creed, caste, colour or sex; binds them all to each other with the golden thread of universal brotherhood; binds them to the heart of that universal God, who is the very principle of Life, of Consciousness, of Being, in everything. It is that which binds the hearts of men to all ideals.

It is the conscious or unconscious recognition of the fact that the spirit of man extends beyond the present moment, extends from the past through the present into the future.

Wherever there is common feeling, wherever there is *esprit de corps*, however narrow, there we have the very spirit of religion, though restricted; there we have, although limited, the manifestation of the Unity of the Self, the Supreme Spirit, which alone binds together many selves into one organic whole.

Sympathy, fellow-feeling, love, the sensing of the common Self of all in all, is the one bond that holds together individuals, families, tribes, nations, races.

Just as hate is the one sharp edged instrument that sunders and scatters them apart. This love for all living things is the very essence of religion. Such universal love is the first and last manifestation of God, who is the universal, immortal Self. It is this which triumphs eternally over death, hate and evil. All association, all co-operation of any kind, is the product of this fellow-feeling.

It is possible to see and feel the Self in all men, whatsoever their creed or colour. If a common country, a common language, a common spirit, a common colour of skin make such strong bonds, how much stronger should be the bond of the common Life in all men ! When the Universal Spirit of all men is recognized and realized by all men, then shall we have reached the stage of humanism, the federation of all the nations. That is the ultimate stage of religion.

Every religion tells its followers (a) what to think or believe, (b) what to desire or feel, (c) and what to do.

Under the sub-division of knowledge every religion teaches the existence of One Supreme Spirit. The nature of this Universal Spirit hidden in the heart of every living being is described in almost the same terms in the teachings of every religion, the Vedanta of Hinduism, the *Rahasya* teachings of the Buddha and Jina to their Arhat disciples, the Gnosis of the Christians, the *Tasawuf* of Islam.

Another belief common to all religions is the belief in worlds beyond this one.

Yet another common belief is the existence of various grades of spiritual beings, dwelling in and governing the different worlds. Finally all religions teach, more or less clearly, that the human soul, being a portion of the Divine Being, has emanated from it and will go back to it some day, after passing through various experiences of good and evil, virtues and joys, sins and sufferings, in various worlds.

It may be borne in mind that without true religious feeling, without spiritual earnestness and purity of character, without benevolence and philanthropy, no nation can attain to real civilization.

Hatred ceases never by hatred, between men as between nations, but it ceases wholly and only by love. Righteousness must prevail in the end in the relationship between men and between nations. Blessed are the peace makers, who studiously promote peace and love amongst all, within their own homes as well as within and between all other homes. Whatever induces moral and friendly relations between single individuals or between nations is of the very essence of universal religion. It enables men to realize in life the common Self of all.

We may thus see that the Hindu Vedanta, the Christian Gnosis, and the Muslim *Tasawuf*,—which teach that the spirit in all is one and the same, and that therefore men should and ultimately must love each other—are not the vain visions of idle dreamers, but the most practical of all practical politics. The answer of all religions to the question "what to feel ?" is : "Feel love for each and every living creature". The second part of the book of every religion is called ethics. The third part is the answer to the question 'what to do'. It may be named the manual of special rites, ceremonies and sacraments, of special directions for conduct in life, both individual and collective.

Each religion has a set of sacraments—some fewer, some more numerous—which may be divided into (1) ante natal, (2) post-natal and (3) post-mortem, connected with the three main events of life, viz. birth, marriage and death. The purpose of all these is to purify and consecrate the grosser and subtler bodies, inhabited by the soul, in such a manner as to make its life here and hereafter more elevated, richer and nobler, and enable it to attain to ever greater and greater perfection and communion with God and men.

In modern times people are unfairly indifferent towards the religion in which they were born, failing to study it seriously and to act up to its ideals. The spirit of true religion is lacking everywhere. That is the real cause for the degeneration of mankind. Leaving religion aside for the time being, we must say we are not sufficiently rational in our outlook on life. If we had looked at the passing events of our own life, and at the nations around us in the light of reason and past experiences, we should have moulded our life and attitude to other nations more justly and generously than we had done uptil now. We have to outgrow our animal tendencies and become convinced that we are more spiritual than material.

That alone would guarantee our friendly and harmonious relation with one another.

True spirit of science leads us to the same goal of mutual goodwill, co-operation and friendliness. It has been acknowledged from all quarters that matter is a unity. In spite of its multifarious forms it is truly one ; so we must work for others with as much interest as we work for ourselves. This is the way to peace and harmony.

"Let 'I cannot' be eradicated from your vocabulary. Time is gliding by swiftly : for a few days only lasts this reunion with friends and kinsmen. Gather up your possessions, brother, no one accompanies you on your final journey."

"Ma"

Raja Yoga or the Path of Mind Control

SWAMI SIVANANDA, RISHIKESH

Raja Yoga means' King of Yogas'. It aims at controlling all thought-waves or mental modifications. *Raja Yoga* is suitable for men of mystic temperament with a leaning towards the occult. A serious practice of *Raja Yoga* can be thought of only after you have purified your mind and have gained some control over your senses and appetites.

The eight limbs of *Raja Yoga* are *Yama* (self-restraint), *Niyama* (religious observances), *Āsana* (posture , *Prāṇāyama* (restraint of breath), *Pratyāhāra* (abstraction of the senses), *Dhāraṇā* (concentration), *Dhyāna* (meditation) and *Samādhi* (super-conscious state).

Yama and Niyama.

Yama is the practice of non-injury, truthfulness, non-stealing, celibacy and non-covetousness in thought, word and deed. This is the foundation of Yoga.

Niyama is the observance of the five canons—internal and external purity, contentment, austerity, study of religious books, and worship and surrender to the Lord.

Impure motives, lack of celibacy, over-eating, indolence, over-sleeping, false fears, building castles in the air, allurement of minor supernormal powers like clairaudience and clairvoyance are all obstacles on this path.

Asana and Praṇayama.

Any comfortable and steady pose is Āsana. A steady pose gives concentration of mind. If you have mastery over the *asana*, then heat and cold and all other pairs of opposites will not disturb you. You must be able to sit in one position for three hours at a stretch. The pose becomes steady by thinking of the Infinite.

There are some *asanas.* such as Śirshāsana and, Sarvangāsana, that are very useful for the preservation of good health and Brahmacharya (celibacy).

Praṇa is energy, it is life-breath, it is the life-principle. When *praṇa* vibrates, the mind begins to think. *Prāṇa* is expended in thinking, willing, acting, talking, etc. The excess of *Praṇa* is stored up in the brain and nerve centres.

If you can control *praṇa*, you can control all the forces in the universe.

Praṇa manifests as motion, gravitation, magnetism, electricity. The knowledge and control of *praṇa* is what is really meant by *praṇayama.* *Praṇayama* removes diseases of the body, steadies the mind and purifies it. It strengthens the intellect and augments intellectual capacity. It increases the power of memory. When you practise *Pranayama*, you will have to be careful about your diet: you should avoid over-loading the stomach and should take light, easily digestible and nutritious food. You should be moderate in copulation.

Pratyāhāra and Dhāraṇā.

Pratyāhāra is abstraction or withdrawal of the senses from their objects. *Pratyāhāra* checks the outgoing tendency of the senses. The practice demands considerable patience and perseverance. It gives tremendous power. During the course of the practice you will have to withdraw the mind again and again from the sense-objects and fix it on the object of contemplation. The Yogi who is well established in *Pratyāhāra* can meditate quite calmly even in the battlefield while countless machine-guns roar in a continuous stream.

Dhāraṇā or concentration is centering the mind on one single thought. During concentration the mind becomes calm, serene and steady. The various rays of the mind are collected and focussed on the object of meditation. There will be no tossing of the mind. When there is deep concentration, you will experience great joy and spiritual intoxication. You will forget the body and your surroundings.

Concentration increases by curtailing wants and desires, by observing silence for one or two hours daily, by practising *Prāṇāyama*, by prayer and by increasing the number of daily sittings in meditation. You must always try to be cheerful and peaceful.

Dhyāna and Samādhi.

Meditation (*Dhyāna*) follows concentration. The mind dwells on God alone during meditation. Deep meditation cannot come in a day, a week or a month. You will have to struggle hard for a long time. Gradually you will enter into deep meditation and *Samādhi*. You will have to pass through the six stages of meditation and finally you will enter into perfect *Nirvikalpa Samādhi*, a superconscious state. The perception of form will totally vanish. The meditator and the meditated will become one. You will attain the highest knowledge and supreme, eternal peace. This is the goal of life. This is the aim of existence. This is the final beatitude of life. You will be absolutely free from pain, sorrow, fear, doubt and delusion. You will experience: "I am the Immortal Self. All indeed is God. There is nothing but God." You will feel that the whole world is nothing but Pure Consciousness. Tables, chairs, men, women—in fact all things will appear to contain this consciousness just as vessels contain their contents. You will feel that the Lord is sporting in all things as this Pure Consciousness. You will actually lose the sense of perceiving the material nature of things around you. This rare experience will give you great bliss.

May you all attain success in Yoga and enter into *Nirvikalpa Samādhi* or the Blissful Union with the Lord by controlling the mind and the senses and practising regular and constant meditation.

Prajna—The Light of Intuition

PROFESSOR MADAN GOPAL, M. A. (ALLD.), B. LITT. (OXON), C. P. E. S. (RETD.)

(Continued from the last issue.)

Prajñā is a feeling for Truth, which arises in us from within, giving us a sense of the truth-value of any statement or thought that we consider. It is known that sometimes people have a faculty for judging character correctly, so that when they meet a person, they perceive immediately whether he has certain qualities or not. But if you ask them how they arrive as this judgement, they are unable to explain it clearly. They feel it as a sort of inner perception, and when that feeling is present they know that they have reached the truth. A story might illustrate this. It was related to me by a friend in whose veracity I have complete belief. A South Indian lady, who was a doctor by profession, came to Mount Abu for a holiday and there met a *sādhu* to whom she became devoted. She used to visit him daily. One day, to her horror, she read in a newspaper that a certain young man, a student in a Madras College, had been drowned whilst bathing in the sea. His name was that of her brother and every particular agreed with him ; so she naturally thought that her brother had been drowned. She decided to return to Madras at once, but before starting went to say good-bye to the *sādhu*. He received the news with complete calmness, smiled and said that there must be some mistake and that he felt sure that her brother had not been drowned. He advised her to ascertain the truth by telegram. The reply confirmed that her brother was quite safe. She was astounded and went to the *sadhu*, wondering how he could have known the actual facts at such a distance. The *sadhu* simply answered: "I felt that the statement was not true".

Such instances could be multiplied. It is a well-known fact that spiritually advanced people develop a kind of inner sense, which immediately tells them whether a thing is true or not, even though they can give no detailed reason for it. This quality or power, which is at the basis of all genuine and lasting spiritual experience, deserves to be carefully investigated.

Modern psychology has come to know something of this power, but is puzzled as to its real nature. This faculty of rapid judgement baffles any scientific analysis, and cannot easily be connected with either the intellectual or the physiological make-up of those who possess it. Sometimes intuition of a high character may be exhibited by a person with comparatively poor intellectual equipment; and sometimes it may be seen to be accompanied by morbid symptoms or an unbalanced material life. But this is not always so and intuition is seen at its best when both intellectual and moral qualities are well developed. Here in the East this power is well known to the yogis, and is cultivated by appropriate physical and psychical exercises. Briefly, since the central manifestation of *prajña* is through the "heart-mind" or the mind purified by appropriate emotion, the foundation of this function is a truly ethical life. It is the harmony of all life, the inter-relatedness of all things, which is reflected in *ethical* conduct that after all means only putting oneself in harmony with the universe and all its forces. This ethical view of things (also called *dharma*) is essential to the idea of *prajñā*, and *prajñā* cannot be cultivated without ethical purity, nor ethical purity (*dharma*) practised without the rousing of *prajñā*. It is notorious in Western philosophy that no sure foundation for ethical conduct can be found by a consideration of intellectual principles alone. Further it is well known that the practice of ethical life is so difficult, not only on account of our desires and selfish prepossessions, but also on account of *ignorance*. Many times, with the best intentions, we find ourselves puzzled by the conflicting claims of duties, because we do not know what exactly is the right course in a particular situation, nor can we attribute any mathematical values to the different considerations that arise. I was once told the story of a saint who consented to tell a lie in order to save the lives of some cows; when asked for an explanation, he said, he considered saving the lives of the cows as more important than his personal purity. In such cases it is the *prajñā* that acts and points out the way that is best at the time and for the individual concerned. Hence *prajñā* and *dharma* are very deeply interrelated. The one (*prajñā*) is the reflection in individual life of the action of the other (dharma) as a cosmic principle.

Buddha, one of the wisest teachers of humanity, emphasized only two things, i.e. right conduct and well directed meditation, refusing to enter into metaphysical questions.

His wisdom was founded upon the perception that these two principles, practised together strenuously, would infallibly lead to the unfoldment of *prajña* ; and that would light up the path for each individual aspirant according to his own needs. It is well known to all of us that there are so many paths and so many methods, all efficacious in their own way, between which the early aspirant finds himself puzzled. Really, most traditions have a basis of experienced wisdom and could under proper circumstances lead to Enlightenment. But it is difficult to decide as to when, how and by whom a particular discipline should be pursued. If a proper Guru is available, he can guide the aspirant, but even so the aspirant must have some inner light in order to choose the right Guru. Thus from the beginning spiritual progress rests upon this invaluable faculty in our psyche, namely intuition or *prajña*.

It may also be pointed out that *prajña* is represented as a *feminine* principle, i. e. according to Hindu psychology *prajña* leans for support upon some other principle. If *prajña* leans on the intellectual principle which is masculine in a sense, then it leads to the birth of genius, intellectual brilliance, scientific ability etc., or united with emotional elements produces the artist or the musician. Whenever we see any extraordinary powers manifested by a human individual, we can be sure that *prajna* is acting in him in some part of the psyche. We may say that it is a faculty which has just begun to dawn in humanity, but is seldom seen fully developed. Its action can be many-sided and produce various forms of what may be called genius, and sometimes it may be difficult to see its connexion with the ethical principle. For instance, great poets and musicians may seem to us to be lacking in common morality. This is what has led to the mistakes which beset European thought on the subject, connecting genius with disease and insanity. The mistake is really due to the fact that in the European tradition, men of genius tend to over-exploit their gifts, and so become unbalanced and morbid. Their *prajñā* has been aroused in a peripheral rather than central section, and consequetly does not show its connexion with the ethical principle or *dharma*. Here the wisdom of the East is more discerning, for it sees in all manifestations of genius the signs of a previous *tapasyā* ; i.e. its connexion with the ethical principle is clearly perceived.

If on the other hand, the principle of *prajñā* is aroused in its central section, and supported by ethical conduct and self control, it leans over to the next higher principle which in our text has been called ***Mahat*** or the Great. This is the beginning of higher yoga and is accompanied by the development of spiritual powers. In the Eastern tradition little attention has been paid to the cultivation of genius or artistic gifts, but much to the problem of producing the saint or the *yogi*. Hence the psychology of *prajñā* has been investigated from this point of view, and much attention paid to its ethical and moral concomitance.

I have thought of *prajñā* as a sort of torch, very useful on a dark night, but showing only a limited section of the landscape. With its help, if one uses it wisely, one can go safely from one point to another, but it cannot illumine the whole scene. Therefore we find that men with only a limited opening of the *prajñā* contradict one another, for each is in truth following his own path, as dictated by his previous experiences and *saṃskāras*. Very few at this stage possess the capacity to direct others; they can only guide their own steps by a very careful use of their light. Still, the darkness that surrounds humanity is so opaque that even this little help, which sometimes a man in whom *prajñā* is developed can give, may be very valuable. But we must not expect too much from it, nor should we imagine that the light that has guided us safely from one point to another will also serve for another. For each aspirant is treading a path of his own, and has to use his own faculties in order to direct his steps. It may also be pointed out that like all faculties *prajñā* can grow only by exercise and nourishment. Its exercise means learning to utilise it in all kinds of unexpected situations and problems and in not shrinking from any new aspect of truth that may be presented; and its nourishment means keeping it constantly fed on ethical striving and the practice of *dharma*.

(To be continued)

Two Incidents

VIJAIANANDA (DR. WEINTROB)

We have frequently heard Mother say that She does not go anywhere ; yet we see Her travel from place to place. Being all-pervading and therefore everywhere at all times, Her body and its movements have significance only for us. Mother has assured us that She will never leave us, no matter where we may go or what we may do. I feel convinced that She is the all-pervading divine Consciousness, for whom there is no limitation of space and time, for whom the word 'impossible' has no meaning. However, for most of us, this knowledge is only on the level of the spoken word. Many just repeat it from hearsay. But those who have for a longer period of time lived under Mother's guidance, have experienced in a variety of ways the benediction of Her presence, and are able to understand that Her blessings and Her divine love are the same, whether we are far or near Her physically. But our mind is like a stupid child that has to be taught his lesson again and again, because he keeps on forgetting it, until it is hammered right into his brain. On occasions something happens that impresses deeply on our foolish minds the evident fact that Mother is ever with us, seated in our own hearts, guiding us constantly, removing obstacles, saving us from dangers. It is to this that I want to refer here.

(1)

In 1954 Mother's birthday celebrations took place in the Almora Ashram. I was then staying at the Varanasi

Ashram and proceeded to Almora to attend the function. Already for three years I had enjoyed the good fortune of living under Mother's direct guidance. During the first half of this period I had constantly travelled with Mother, accompanying Her wherever She would go. To leave Her even for a single day was a source of almost unbearable mental suffering to me. This is how Mother at first attracts us towards Her physical presence, in order to wean our minds from all worldly attachment. Love for Mother—although it is still *moha*—purifies mind and heart, awakens, and greatly increases our yearning for the Divine. What may be achieved after long years of struggle by the practices of *prānāyāma*, *japa*, or Self-inquiry, is accomplished within a short period of time, effortlessly, as it were, by pure and intense love for Mother. In fact, intense pure and selfless love for Mother is in itself a most powerful *sādhana*. This love has then to be expanded progressively to the all-pervading presence. Thus Mother leads us stage by stage.

Some temperaments may actually feel Mother nearer while far away from Her in space. This may sound a paradox, but can be explained as follows : When we are with Mother physically, Her sweetness and kindness, Her childlike simplicity may make us at times forget Her divinity. While far away, if the mind is capable of rising beyond the physical aspect, we have perhaps a greater chance of grasping that which abides in the heart.

When talking of Mother's divinity, it may not be out of place here to draw attention to some misunderstanding, not uncommon with Westerners. For people in the West, grown-up in the belief of one of the Semitic religions, to worship God in the form of a human being is considered a great sin, a blasphemy. In the Occident, it is the dualistic doctrine that prevails—God being worshipped as the Lord or Creator of the universe, while the individual soul is conceived as remaining ever separate from Him. In India, on the other hand, the doctrine of Advaita is accepted commonly by the educated. According to the advaitic teaching, the ONE, who is beyond all thought and description, is the 'Being par excellence', the substratum of everything; without Him nothing can exist—in fact, He alone really exists, the phenomenal world being but a surface play, like the waves of the ocean. In a perfect Being, this Divine Consciousness, this Eternal One is present in His full effulgence, without any covering veil. Therefore it is quite natural to look upon such a Being as the Divine Incarnate.

But let me again take up the thread of my story. During the second half of the three years that I had spent travelling with Mother, I could bear to remain without Her for short intervals; but never (as far as I remember) had I been without Mother's *darshan* for more than a month. When I came to Almora for the birthday celebrations, the yearning for Mother's physical presence had come again, even stronger than before. The infinite Love of the Guru is quite different from what is usually called 'love'. Real Love knows no weakness. It may even appear hard and merciless on occasions. The grown-up child was clinging to the toys of the baby, and Mother most probably knew that the time had come for him to shake off the habits of the infant.

Mother's skill in seizing the psychological moment is well-known. At such a moment I was made to promise to remain in the Almora Ashram for one whole year, without travelling anywhere. One whole year without seeing Mother! It seemed like eternity to me. Previously, even after fifteen days of separation, I would count the days and wait for Mother's return, like the well-know *chatāk* bird for the rain.

Mother stayed for more than two months at Almora that summer. Whilst She was there, a number of improvements were made in the Ashram, which thereby became a place provided with modern comforts, such as electric light, tap water, etc. Only too soon the inevitable day of Mother's departure came. I was standing by the road-side, looking at Mother's car that was ready to start. It was beyond my imagination that Mother, knowing my state of mind, could leave me behind for such a long period of time. Before starting She called me, gave me Her blessing, and uttered a few kind and soothing words. The car began to speed down the road to Kathgodam. I followed it with my eyes until it vanished out of sight. All kinds of childish ideas flashed through my mind. I thought that Mother was just testing me and soon would send back someone with a message for me to join Her. But the time passed and nobody came. My mind was overcast by sadness, as the sky by dark clouds. I felt helplessly despondent and depressed. Of course, I was not compelled to stay on. (I have never witnessed Mother exercising compulsion over anyone). I could have easily followed Mother to the plains—She would probably have laughed the matter over, as had in fact already happened on a former occasion, and waited for a better opportunity to make me stay in solitude. But then I had given my word and moreover, my mind having matured in the meanwhile, I understood that it was necessary for me to practise *sadhana* and lead a secluded life. I thus tried to divert my thoughts from their painful one-pointedness, keeping myself engaged in some work or other. During Mother's sojourn at Almora, I had temporarily occupied a room near the tank of the Patal Devi temple, since the Ashram had been overcrowded. Now I had to shift to the Ashram. So I began to pack and arrange my belongings. But my sorrow would not leave me. I was slowly ascending the narrow path leading from Patal Devi to the Ashram. The sky was spotlessly blue, the air fresh and light. In the plains, I mused, there must be broiling heat, heavy with dampness. Here, at Almora, was the calm stillness of the Himalayan mountains with their majestic beauty. In the plains I would have been in the midst of the buzzle and noise of the towns. Travelling with Mother means to endure all kinds of hardships and inconveniences. Here I had every facility, almost as in my own home. But of what value were the beautiful sceneries, the bracing climate, physical comforts and all the rest, when the main thing was lacking, namely the happiness I found in Mother's presence ! It was a happiness that did not depend on any outer circumstances.

With eyes veiled by tears, I was gazing at the gorgeous range of mountain peaks in the direction of Kasar Devi. All of a sudden something extraordinary happened. My whole being was flooded with joy. Mother was there ! Here, present before me ! Yet, not in Her physical form .... But how to describe what cannot be put into words? There was no form—yet I could clearly see Her long black hair floating along the mountain ridges, although it was not to be beheld with these eyes. There was no face, although I could distinctly perceive Her divinely sweet smile filling my heart with inexpressible joy and peace. Glued to the spot I stood like a small child gazing in awe and wonder at Her majestic features. She was outside and also inside of me—verily, She was my life-force, my *prana* having taken shape, nay, She was the *prana* of my *prana*. No sound could be heard, but in the depths of my heart I understood the meaning of Her silence. It was telling me: "Why do you lament, O fool? I have not gone far away from you; I am ever with you, ever present in your heart, I am your Real Self." This experience lasted for a few minutes only, but it sufficed to disperse the clouds of my misery, to chase away the heavy mists that had obscured my understanding.

(2)

Not only in times of distress is Mother present; She is ever watchful, even where the small details of our daily routine are concerned. The following is an instance of how we are sometimes made aware of this fact.

It happened at the Varanasi (Benares) Ashram. That Ashram, apart from its sanctity, is one of the beauty spots of the city. Even tourists often come to see it. It is situated right on the banks of the Ganges, built on an elevated foundation, overlooking the river. The terrace and the roofs command an extensive and inspiring view over the Ganges.

Here, perhaps more than elsewhere, the Ganges has a great natural beauty. In the rainy season it becomes flooded and gives the impression of a huge lake. To the left, the crescent of the *ghāts* up to the Dufferin bridge spreads out. In the dark of night the funeral pyres may be seen burning at the *Manikarnika Ghāt*, standing out like sign posts, to remind us in the eternal city of the impermanence of all that is born. To the left, on the opposite river bank, is visible the small but picturesque town of *Ramnagar*, with the palace of the Raja of Benares. Opposite *Ramnagar* lies ever green *Lanka* and the Hindu University. At the time of which I am telling, the Ashram was much more charming than it is now. Its beauty was enhanced by a large semi-circular terrace, protruding over the river, with two small, finely built temples on either side. The spacious hall below the terrace was used for religious gatherings such as Kirtan, devotional singing, discourses or discussions on religious and phylosophical topics, and so forth. To the right and left of the hall were a few rooms to accommodate Ashramites or guests. The whole Ashram front with the terrace, the hall, the exquisite little temples and the guest-rooms, had to be demolished a few years ago, since they were in danger of collapsing, due to damage caused by high floods.

At the time to which my story refers, some threatening cracks had already appeared. The hall could not anymore be used for public gatherings, and visitors were not allowed to go downstair. Only a few inmates occupied some of the side rooms. I happened to be one of those fortunate ones. I say 'fortunate', for I enjoyed the great privilege of living in solitude, right in the midst of that crowded Ashram. My room, facing the Ganges, was near "Anandamayi Ghat". In the stillness of night I frequently would sit in the hall near a window that opened out unto the river.

Next to the Ashram, on top of the *ghat* is a small shrine, dedicated to Sri Ganesh. Every year the community of fishermen who live in the vicinity, organize a function that continues for five days, The celebrations begin on the fourth day of the bright moon of the month of *marga shirsha* (November -December). On this occasion a raised platform is erected over the *ghat*, the upper part resting on the steps of the *ghat*, while the lower is supported by wooden pillars. A canvas roof and canvas walls are pitched over the platform and beautifully decorated. Every evening, when their day's work is over, the devotees assemble in the pandal, where *kirtan*, devotional singing and the recitation of scriptures continue until late at night.

During one of those nights, I was as usually sitting in the hall, looking down at the river. Mother was not at Varanasi at the time. I could distinctly hear all that was being said or sung at the function on the *ghat*. Frequently, *sadhakas* who start engaging in regular spiritual practice and live a secluded life, become very sensitive to the vibrations of their surroundings. This was also the case with me at that time. But the loudness of the function did not disturb me at all, so long as it was of a religious nature. On the contrary, I listened with great joy and appreciation to the *Nama kīrtan* and the *bhajans*. But all other Kinds of sound or noise would sometimes considerably upset me.

That night I could observe that the mood of the people on the platform was gradually changing. Although I was unable to understand the words of their songs, yet the tunes and the laughter of the audience gave me the impression that the celebrations had taken a worldly turn. It was perhaps quite harmless and moreover, my impression might have been wrong; but that night I seemed particularly sensitive and felt quite disturbed. In a prayerful mood, I said mentally: "In holy Kashi. on the banks of the Ganges, next to Sri Anandamayi Ashram, how can one possibly indulge in vulgar songs? They should at least sing the *Mahamantra* !"

No sooner had this prayer taken shape in my mind than I heard a mighty sound—I could even say that I 'saw' the sound. It is a well-known fact that sound and form are intimately connected. There is a level of perception where the two mingle. The sound I heard was not uttered by any human voice, it had its own living personality. It came like a huge wave from the terrace of the Ashram, flowing down into the hall and finally enveloping the platform where the function was in progress. Although the wave had no definite shape, I somehow felt that it was connected with Mother's physical presence. The sound wave was uttering once only "*Hari bol*" (which means "repeat the name of the Lord"), but not in the tune in which Mother usually sings these words. Here the voice was mighty and stern, like a rebuke or severe command. No sooner had the wave engulfed the platform, than the people present stopped singing instantaneously. A blanc silence prevailed for a few minutes. Then, without any transition, they began to chant: "*Hare*

Rām, hare Rām, Rām, Rām, hare, hare", which is the first verse of the *mahāmantra*. They continued with this for some time, without singing the second verse (*Hare Krishna* etc). Later they sang "*Sitarām, Sitarām*" and, as far as I remember, the remaining part of the night was spent in *Nāma kīrtan*.*

My prayer was a childish one and hardly deserved such supernatural response. But very likely it was one of those psychological moments, a moment of conjunction, brought about by the interplay of various factors, in which the lesson so frequently forgotten, could be hammered into the mind of the above mentioned child.

---

* The aforesaid is written from memory and therefore may not be quite precise in all details.

Pages from My Diary

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali .

29th June, 1959.

Mataji is at present at the Kishenpur Ashram. Early morning, while Mataji was still in bed, I entered the room. Mataji said with a veiled voice: "I saw Mohanananda Brahmachari standing in the Ganges with offerings for *Surya*, the sun-god, in his hands, From the left side a stream of water was falling on his head. A little later Bholanath came and stood there as well. This body was also present...." Having uttered this much, Mataji remained silent and said no more.

7th July, 1959.

This morning, in the course of some conversation, Mataji disclosed that She had on a subtle plane, seen Swami Shankerananda of Kashi, who came to Her and said: "Ma, I am shifting to another house". On hearing this, I felt rather concerned, fearing that something might have happened to the Swami.

In the evening Choudhry Shersingh's daughter, Darshan Kumari, came with her son Ravi to see Mataji. Ravi had recently been very seriously ill at Lucknow. We had repeatedly received news about his most precarious condition.

Her eyes full of tears, his mother now related the whole story of his illness to Mataji. A short time ago he was hovering between life and death. His temperature had shot up to over 107°. His body seemed to be suffused with poison and the doctors wrapped him into ice. Suddenly Ravi felt as if the breath was leaving his body. At that very instant he remembered Anandamayi Ma, and in the midst of his delirium, he screamed : "Ma, Ma !" No sooner had he uttered the cry, than it seemed to him that he commanded unlimited strength and vigour, that Ma Anandamayi was with him, and that there was nothing to be afraid of. Slowly the patient recovered.

Some time before he fell ill, his mother had come to the Ashram with him. Ravi's character was not quite flawless. This is why his mother had on various occasions prayed to Mataji that he may be freed from all his weaknesses. Accordingly, Mataji had repeatedly told Ravi : "Give up all these bad habits ! They only drag you deeper and deeper into that which is of death."

The astonishing thing is that, during Ravi's illness, the doctors declared that, unless he gave up alcohol for the rest of his days, the hopes of saving his life were extremely meagre. Ravi was therefore frightened and besides, his mother reminded him again and again of the fact that he owed his life only and alone to Mataji's unbounded mercy. His family were firmly convinced that Ravi's recovery was solely due to Mataji's ***kheyala***.

10th July, 1261.

At night Mataji came and sat in my room. Pandit Sunderlal and a number of others were present. The pandit asked Mataji : "When Bhaiji was about to drown in the Ganges, while you were far away, and you suddenly appeared and rescued him, did you go there in your physical body ? For, the strange thing was that at that exact time your clothes were dripping wet, as everyone present could see."

Mataji : "Pitaji, anything is possible. All bodies are in fact my bodies. Here itself is Kashi, the Ganges—everything. Therefore, even from here, everything may take place. Anything at all may happen to this body. That its clothes were drenched on that occasion, is a clear and simple illustration of this fact."

To-day a well-known artist from Holland came to see Mataji. She is a professional painter. In the evening she showed Mataji a collection of her beautiful drawings. She is eager to paint two or three very good portraits of Mataji.

11th July, 1959.

This morning, the Dutch lady was sitting in Mataji's room for a whole hour, trying to sketch Mataji's portrait. But all her efforts seemed futile, she was unable to get Mataji's likeness. Greatly disappointed, the Dutch lady exclaimed that she had portrayed a good number of saints and *sadhus*, but had never failed in a similar manner. While sketching Mataji's picture, the had observed ten or twelve different faces of Hers in that short hour. Which of them she was to put on canvas, was beyond her comprehension.

However, this is nothing new to us. We know that, up to date, no artist has succeeded in painting or modelling a real likeness of Mataji. The famous English photographer Richard Lannoy, came to India and spent some time with Mataji. He took many photos of Her, displaying a great variety of expressions. Two or three of these photos have been published in Europe and earned unusual praise and appreciation. Nevertheless, he also used to marvel at the extraordinary changes that Mataji's appearance underwent constantly. Each of his photos of Mataji shows a different face—one of them may resemble a child, another an old woman, and a third again be quite different. All this is ***Mataji's Lila***. Many famous artists have tried and are now also trying to create a likeness of Mataji. But, it seems to me, that not a single one of them has been really successful.

24th August, 1959.

Mataji is in the New Delhi Ashram, at Kalkaji. This morning Sri Jawaharlal Nehruji's personal secretary, Sri Upadhyayaji, came to pay his respects to Mataji. He has known Her for many years, and whenever he has the chance, he comes for Mataji's *darshan.* He announced that Panditji himself would come for Mataji's darshan this evening.

Mataji is due to leave for Vindhyachal by the night train. At 6-30 p.m. Pandit Nehru, accompanied by Sri Upadhyaya, arrived at the Ashram. I noticed that they did not come by any Government conveyance but by his small private car, without any orderly or guard. At the time, the Maharaja of Tehri Garhwal, the Raja of Mandi, Rai Bahadur Narain Dass, Sri P. L. Verma and many others were present at the Ashram. All of them accorded a most hearty welcome to Nehruji. He was at once taken upstairs to Mataji's room, where he partook of some light refreshments. Not long ago he had seen Mataji at Rishikesh. He is of course unable to spare the time to come to Mataji frequently. But his daughter Mrs. Indira Gandhi off and on pays a visit to Mataji. His wife, the late Srimati Kamala Nehru, was deeply devoted to Mataji and used to come day after day for Her *darshan* at Dehradun. On various occasions I have recorded this at length in my earlier diaries.

This time, it was Mataji's *kheyāla* that a number of things should be communicated to Pandit Nehru. She therefore dictated to us what She wished to tell him, and before his arrival, we noted it down on two sheets of paper. Mataji then requested Brahmachari Panu to read it out to Panditji, who afterwards folded the papers carefully and put them away safely in his pocket. Without Mataji's express instructions, we are not in a position to publish the contents of those papers, since they were meant for Panditji personally.

As soon as the reading was over, we left the room. Panditji then had a private interview with Mataji for about 20–25 minutes. When it was time for Mataji to start for the railway station, I found that Panditji had got up, ready to leave. Mataji put a string of *rudraksha* beads and another one of *tulsi* beads around his neck. He accepted them gratefully and later rolled them up with his right hand and put them away. After doing *praṇām* to Mataji, he went downstairs, where, for a few moments, he joked with the little children of some devotees, and then drove away. I observed that Panditji was extremely calm and concentrated while in Mataji's presence. I felt that if Mataji had not been leaving just then, he might have stayed for longer. On leaving, he asked to be informed whenever Mataji would visit Delhi again. A few minutes after Panditji's departure, Mataji motored to the railway station.

New Diary Leaves

ATMANANDA

(6)

New Delhi,
January 21st, 1961.

A European lady had a talk with Mataji. Amongst other things she asked : "How does the love of God come ?"

Mataji : Does it not happen that you make friends with utter strangers and come to love them ? To love God, who is your own Self, is natural. If you feel drawn to a particular form of God, such as Christ or Krishna, contemplate that form of His, repeat His Name constantly, think of Him, read about His greatness and His glory, let your mind constantly be occupied with the thought of Him.

Question : Suppose one does not feel attracted to any particular incarnation of God, how should one proceed ?

Mataji : Sit perfectly still and dive into yourself, trying to find out who you are. To find your Self means to find God, and to find God means to find your Self.

New Delhi,
January 23rd, 1961.

An American lady, who has come to India for the sole purpose of seeing Mataji, and has been with Her recently in Varanasi and Allahabad, asked a few questions. It is just twelve days since she has arrived in this country.

Question : What is the cause for the sense of unreality of everything I perceive, even though I know it to be good and beautiful, as for instance a sunset ?

Mataji : This sense of unreality comes from within. Whatever is perceived by the senses is transitory, ever changing, and therefore unreal. The *Atma*, which is eternal and real, causes this sense of unreality. It is a good sign to feel this. Turn within and seek the Atma !

Question : Since the will of the individual is illusory, and one does not know God's Will, how can one lead a purposeful life ?

Mataji : By contemplating the Self one will find out how to make one's life purposeful. It is man's duty to aspire to Self-realization.

Question : What about self-expression in art ?

Mataji : This also belongs to that which is fleeting. You paint a picture, but it cannot last. The most beautiful song fades away in a moment.

Question : Presuming that the striving goes on, no matter what, how can one know how to live in relation to human beings and one's own creative energies ?

Mataji : A man who is out for wordly things and occupied with the business of this world, gets satisfaction from what he does ; for otherwise, why should he do it ? He feels he is doing well, he gets praise and fame, money and prestige, and his mind is engrossed in his affairs. If someone opposes him and puts obstacles in his way, he gets angry and feels hostile towards him.

A person who strives after Self-realization, will turn to great souls (*mahātmās*) for advice, guidance, and company. He will read books written by the Wise, will admire them, and desire to become like them. Since He is searching after Truth, he will come to be truthful in speech and behaviour. The Self is one, therefore he will be loving and friendly to all. Even when abused and reviled, he will not retort, but remember the oneness of all. A dog may bite you, but you will not bite back.

The man who works for worldly goods and satisfaction is working for death. For everything of this world is constantly dying and giving place to something else : just as the child dies to the young girl, the young girl to the woman, and so forth. But one who is striving after Self-realization is working for immortality. When living and working in the world and mixing with worldly people, one's creative energies are exhausted in the pursuit of sense objects, and thus one may come to feel weak, tired or ill. Whereas by aspiring to Self-realization one's creative energy will be preserved and strengthened.

While a person living in the world takes pleasure in parties, meeting people, etc., the one whose aim is Self-realization will delight in meditation, singing the praises of God, reading books of wisdom, listening to discourses on religion and philosophy, and mixing with those who are pilgrims on the Path.

Now about behaviour. The devotee will come to feel that he is the servant of the Lord, and therefore be ever more humble, gentle and sweet. Everyone, no matter what his line of approach, should try to be gentle, kind and loving to all, for the Self is one. The active person will engage in service—not to others, but with the thought that everyone is a manifestation of God, and that he serves God in whomsoever he may serve. This alone is real service. It purifies the mind and therefore also helps towards Self-realization. A man who is out for Illumination, will reason that all are expressions of the One and so he also will be kind and compassionate to everyone. When dry leaves fall off a tree, fresh ones grow quite naturally. Similarly one's behaviour and relationship will change automatically when one alters one's attitude of life. There are various paths and ways of living and behaviour for the aspirant, but here this body has pointed out only a few of them. According to his status, the *sadhaka* will have to observe certain rules and restrictions; as for instance when he is initiated into Brahmacharya or becomes a Sannyasi, he will have to live up to what is demanded of him.

A young girl asked : "Is it necessary to join an Ashram in order to find God, or is this also possible while living at home ?"

Mataji : God is everywhere and can be found everywhere. The home is also an Ashram, namely the householder's Ashram. People join an Ashram or sit in solitude on the banks of the Ganges only to realize that God is everywhere, that there are no boundaries except in the mind. Everyone chooses the type of life, which is most helpful to him in his search.

New Delhi,
January 24th, 1961.

Question : Is freedom an illusion ?

Mataji : No, man is free.

Question : But man is an individual, an ego, and the ego is an illusion. Therefore how can he be free ?

Mataji : Of course, the ordinary person, who is identified with mind and body, is not free. But man—the real man (*atimanuṣ*), is free.

Hardwar,
February 5th, 1961.

To-day a party of about half a dozen Swiss people came to talk to Mataji. Most of them did not understand English and I had to translate into German what Mataji said. One of them, a middle-aged woman, can heal people by laying on hands, and even from a distance, by imagining the people to be healed. She said, a clergyman had taught her how to do this, but she was apprehensive that her technique was not quite perfect, as she felt exhausted after the healing and also experienced on her own body the ailments she was trying to cure. For instance, she became blind for 10 minutes, when attempting to make a blind man see—although in this particular case she was unable to effect a cure. A certain *mahātma* at Rishikesh had advised her to give up the healing of illnesses, as it would retard her spiritual progress. She wanted to know, what Mataji had to say about this. (The Swiss lady was a mother of several children whom she had to maintain. Healing meant a livelihood to her.)

Mataji : It is true that the laying on of hands in the way described will arrest one on the level from which the healing is performed, and one will therefore be prevented from going beyond it. For one who has dedicated his life entirely to the Supreme Quest, this kind of healing represents an obstacle. But the position of the householder, who in any case has to do some business or other in order to earn money, is different. You may accept payment from some patients, and treat others free and thereby be able to do service. Some people will be benefitted by this. In some cases you may not be able to effect a cure, as it does not lie in the patient's fate to get well, but at any rate you will be able to do some good. The householder, who has to make a livelihood and educate his children, cannot live without compromise. However, a person, who has given his life completely to the search after Truth, knows no compromise. He has to adhere to truth at all costs. For such a one, activity of this kind would represent an obstacle.

Question : We intend founding an international spiritual centre in Europe, where yoga of all types will be taught. The spiritual hunger all over Europe is acute and ever increasing. Should we go ahead with our project ?

Mataji : Who is to instruct in yoga ?

Questioner : We are getting people from all over the world to come and teach. Some have already offered to give their co-operation.

Mataji : If you can secure really competent teachers, then it is no doubt a good plan to found such a centre. But mind you, all depends on the capacity and the inner qualification of the instructors !

MATRI LILA

15TH APRIL—15TH JULY, 1961.

In the last issue we reported that Mataji left Kankhal (Hardwar) on April 16th for Delhi. There She stopped in our Ashram for one night. A large crowd of devotees enjoyed Her *darshan* until late. On the 17th morning Mataji went to Gwalior, alighting there the same afternoon. H. H. the Maharani of Gwalior had specially come to Hardwar to invite Mataji to be present at the consecration of some newly built temples at Gwalior. The function proceeded with great splendour. Many *mahatmas* attended. Everyone was entertained with the most generous hospitality. During Her stay at Gwalior, Mataji visited the Scindia Public School, at the invitation of the Principal.

We are extremely grieved to give our readers the sad news of the untimely passing away a few days ago in Bombay of H. H. the Maharaja of Gwalior. He had great veneration for Mataji. He went to see Her in Poona a number of times just before his illness took a turn for the worse, and wished to come again before Her departure on July 15th ; but unfortunately his condition became serious and his illness proved fatal. He was greatly beloved by the people of Gwalior.

From Gwalior Mataji travelled to Allahabad on April 22nd. A *Bhagavata Saptah* was held there from April 23rd-30th.

The family of the late Sir Tej Bahadur Sapru was responsible for the function, which proved a great success. Pandit Sri Nath Shastri of Vrindaban officiated, and the audience listened spellbound to his lucid, and often very humorous Hindi rendering of the great *Purana.* On April 25th Mataji payed a flying visit to Varanasi, returning to Allahabad the next day. As soon as the Bhagavata Saptah had been completed, Mataji's birthday celebrations began. This time the function was compressed into two days only, ending with the *Tithi puja* on the 4th early morning, that was followed at midday, by the inevitable feast given to all who care to participate. The devotees of Allahabad had made excellent, carefully thought out preparations, so that everything proceeded most beautifully and harmoniously, without a hitch. A large, artistically decorated pandal had been erected in the compound of the house of the late District Judge N. N. Mukerji, at 31, George Town, where Mataji was accommodated in the charming little cottage that had been built for Her use a few years ago. Sri N. N. Mukerji's whole family has been in close contact with Mataji for many years. Their devotion and selfless service, rendered quietly and unobtrusively to Mataji, and in fact to all their guests, is something that cannot easily be forgotten.

As usual, the birthday was celebrated by a full programme of religious discources, *kirtan*, perpetual *japa* throughout the day and night. On May 2nd and 3rd morning, the *Rasa Lila* was enacted by a party from Vrindaban. On the 3rd night, the Prime Minister, Sri Jawaharlal Nehru, came with his daughter, Srimati Indira Gandhi to pay homage to

Mataji on the occasion of Her birthday. He stayed for about an hour and a half, first in Mataji's own room, and then accompanied Her to the pandal, where Swami Chetan Giri Maharaj was just delivering a talk. At the request of several devotees, Mataji afterwards led the *kīrtan*, and finally a member of the *Rāsa* party performed a dance, balancing with great skill two trays with burning lights in both hands. Panditji seemed to enjoy everyone of the items, especially Mataji's singing.

A special feature of the Allahabad function was a talk in English by a Frenchman, Mr. Arnaud Desjardins. Mr. and Mrs. Desjardins had come all the way from Paris to participate in Mataji's birthday celebrations, notwithstanding the flaming heart of the Indian plains in May. This was not their first visit. They had already had Mataji's *darshan* at the time of Durga Puja in 1959 at Varanasi. Moreover, Mrs. Desjardins had come again, all by herself, in October 1960, accompanying Mataji for two months wherever She happened to go, which included the *Samyam Mahavrata* at Naimisharanya. Mr. Desjardins works at the Paris Television. While in India in 1959, he had prepared a film, which he called "At the Secret Heart of India." The film includes some very impressive pictures of Mataji that have roused profound interest, nay adoration, in many Westerners. We have received a great number of letters to give evidence of this fact. Mr. D. showed his films privately at first, and recently in large halls in Paris and North Africa, with remarkable success. He was able to take some more moving pictures this time at Allahabad, and also in Bombay and Poona. He showed those films to Mataji and the assembled devotees, once at Bombay and once at Poona.

* * *

On May 5th Mataji left Allahabad for Bombay, while most of Her party proceeded directly to Poona It had been expected that Mataji would remain in Bombay for a few days only, and then motor to Poona for a long stay. However, in order to be near Mahamahopadhyaya Dr. Gopinath Kaviraj, who had to undergo a serious operation, Mataji changed Her programme. Except for two short visits to Poona for a couple of days each time, She was in Bombay until June 9th, putting up in the Burmese Pagoda, that Sri B. K. Shah had several years ago built for Her in his compound at Vile Parle.

It seems fitting on this occasion to say a few words about the unique personality of Dr, Gopinath Kaviraj, who is well known and greatly revered all over India, and in certain circles also abroad, for his fabulous learning as well as for his quite outstanding qualities as a human being. No religion, no philosophy exists that has not been mastered thoroughly by this great scholar. To any question along these lines he will, on the spur of the moment, give the most lucid and enlightening reply. At Benares, where he has resided for many years, every research student comes to him for advice when working at his thesis, practically every foreigner, interested in the spirituality of India, consults Dr. Kaviraj, and none ever leaves disappointed. He is not only one of the most prominent contemporary Sanskrit scholars, he also reads

Persian, Urdu and any number of Indian and European languages. He has moreover practised *yoga* most of his life and obviously gained experience of his own. Many, therefore, seek spiritual advice from him. But even more extraordinary than his unequalled learning, even greater than his achievements on the Path, seem to us his loving kindness, his childlike guilelessness and simplicity.

When this rare personality recently became seriously ill, it was solely due to Mataji's watchfulness and motherly care that his illness was found out and treated in good time. While at Hardwar in April, Mataji had asked him to come and see Her there. He had hardly arrived, when She arranged for him to go by car to Delhi and consult Dr. S. K. Sen, the famous surgeon, who diagnosed cancer. She then requested Dr. G. N. Kaviraj to travel to Bombay and have the diagnosis confirmed by other experts. He was subsequently operated on May 16th by the foremost surgeon of the Tata Cancer Institute. Mataji took gteat trouble to make arrangements for the very best treatment and nursing, supervising every detail in person, and waited in Bombay until he was well enough to be discharged from hospital. A few days later he was taken to Poona to convalesce. At the moment he is staying in our new Ashram at Poona and expected to remain there till the end of this month. We owe a debt of deep gratitude to Mataji for saving this wanderful human being from succumbing to a disease that might easily have proved fatal. Sri Kavirajji is now well on the way to complete recovery. He is able to move about, and people are again allowed to come and see him and put their problems before him. We rejoice in stating that there is now every hope of his remaining with us for many more years to come in perfect health and vigour.

* * *

Last summer Mataji had spent 6 weeks at Poona at the invitation of Sri S. T. Nanda, who put up a special structure for Mataji's use in his garden, and accommodated most of Her party in his own house, which is by no means over-spacious. Everyone was happy there. The devotees of Bombay and Poona were eager to start an Ashram in Poona. Recently, a bungalow consisting of a few rooms has been donated for this purpose by Sri Bhagwandas Nangpal and his wife, both devotees of Mataji. The surrounding plot has been acquired by the Shree Shree Anandamayee Sangha. We are glad to say that the Ashram is situated in one of the best localities of Poona on Ganeshkhind Road, almost next to the Poona University, and a few furlongs distance from Government House. There are two hills in the immediate vicinity and much open country. Mataji stayed in the Ashram from June 9th—July 15th. Sri Haribabaji also was accommodated in the building for a whole month. A large pandal, effectively protected from the very abundant rain by a tin roof and walls, holding about 150—200 people, was put up in the compound, and served as a *satsang* hall during Mataji's stay. Sri Haribabaji expounded the Gita every morning, the Ramayan in the afternoon and related stories from the lives of bhaktas in the evening after Kirtan. Mataji gave *darshan* at least three times daily and sometimes even more often.

Sri Dilip Kumar Roy, the well-known singer and disciple of Sri Aurobindo, has his own Ashram in Poona, less than a mile from our Ashram. He came several times to talk to Mataji and to Dr. G. N. Kaviraj, and we had the privilege to listen to his songs. Mataji also visited his Ashram once.

On June 23rd, the President of India, Dr. Rajendra Prasad, together with the Governor of Maharashtra, Sri Prakasa and his family paid a visit to Mataji. They stayed for the best part of an hour in Mataji's room and had a most interesting conversation of general practical value. The main question asked by Sri Prakasa was, how an active life in the world could be reconciled to a religious life. Mataji replied in great detail, pointing out that if the right education and teaching is given in childhood, in other words, if the Brahmacharya Ashram is observed as enjoined by the Shastras, then the rest of man's life will naturally proceed in the right manner, in fact the householder's life will then be a dedicated, a religious life. (Notes of what Mataji said have been taken, and we hope to publish them in English translation in the next issue of Ananda Varta.)

On July 10th, the famous singer, Srimati Hirabai Barodkar came and delighted everyone present by her beautiful and delicate songs. Mataji remarked that *Harikīrtan* was a way to experience His touch, that He may be revealed in the rhythm and the melody of the song. Ram Prasad, the Bengali *bhakta* was constantly engrossed in singing the praises of Mother Kali, and finally realized the Great Mother of the Universe. Gurupriya Didi was then called and asked to relate some incidents from Ram Prasad's life. At Hirabai's request, the musical evening ended by one of Ram Prasad's compositions, sung by Brahmachari Vibhu. Mrs. Barodkar had agreed to come once more on the 14th July, but the floods made this impossible.

On July 11th, the day before the dam broke, Mataji visited the National Military Academy at Kharakvasla. She and Her party were taken to the guest house that faces a large lake, one of the main reservoirs for the water supply of Poona. Didi later remembered that while riding in the car, Mataji had remarked two or three times: "Suppose the dam breaks, what will happen ?" On the 12th afternoon a large part of Poona was under water, but fortunately it was not the main dam at Kharakvasla that had been damaged, for in that case the whole of Poona might easily have been drowned ! The locality in which the Ashram is situated was not affected, being on a high level, except that the water supply stopped completely during the last two days of our stay. Water had to be fetched by car from a great distance, while military lorries were distributing water to the general public.

* * * *

At the invitation of the Chief Justice of Mysore, Sri S. R. Das Gupta, (a devotee of many years' standing, who formerly used to live in Calcutta), Mataji with a number of Her companions proceeded to Bangolore on July 15th. She is expected to leave for Calcutta via Madras on July 23rd, reaching Calcutta on the 25th. Gurupurnima is to be celebrated there on the 27th. Mataji will most likely remain in Calcutta for a few days.

* * * *

At the invitation of Sri Sitaram Jaipuria of Kanpur Durga Puja is due to be celebrated at Swadeshi House, Kanpur, from 15th—19th October. The *Samyam Mahavrata*, is planned to be observed this year at Sukhtal near Muzaffarnagar, from November 9th—15th, followed immediately by a *Bhagavata Saptah* (15th—22nd November). Sukhtal is situated on the banks of the Ganga.

কীর্ত্তন রস-স্বরূপ

বিশেষ পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ

মূল্য—ছয় টাকা।

বিশেষ ইতিহাস সহ শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের সঙ্গীত, শ্রীশ্রীমায়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্গীত, “দিদিমা’ ও “ভাইজী” রচিত সঙ্গীত, আশ্রমে গীত নিত্য ভজন ও স্তব, বিশিষ্ট স্তব-স্তোত্রাবলী, লুপ্তপ্রায় কবিগান সকল, দেব দেবীর অষ্টোত্তর শতনাম ও বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন রুচির সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও ভজন লইয়া এই পুস্তকটির রচনা। ভক্তদের নিকট ইহা এক অমুল্য সম্পদ।

প্রচ্ছদপট বাঁধাই ও চিত্রাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তকটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। বাংলার সুধীসমাজে এই গ্রন্থটি অতি অল্প সময়েই বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. RN 4727/57

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Statement about ownership and other particulars about Ananda Varta published under section 19-D sub-section (f) of the Press and Registration of Books Act.

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	...	Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi
2.	Periodicity of its publication		Quarterly
3.	Printer's Name	... ...	K. Bose
	Nationality	... ...	Indian
	Address	... ...	Mata Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi
4.	Publisher's Name	... ...	K. Bose
	Nationality	... ...	Indian
	Address	... ...	Mata Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi
5.	Managing Editor's Name	...	K. Bose
	Nationality	... ...	Indian
	Address	... .	Mata Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi
6.	Name and address of the society which owns the newspaper.	...	Shree Shree Anandamayee Sangha, (Regd.) Bhadaini, Varanasi

I, K. Bose, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date 30. 4. 61. *Signature of Publisher.* (Sd.) K. Bose.

Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

Vol. IX November, 1961 No. 3

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

লেখিকা—শ্রীমতী গুরুপ্রিয়া দেবী

১৯২৫ সন হইতে সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর কাল শ্রীশ্রীমার ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ ও উপদেশ লাভের সৌভাগ্য একমাত্র লেখিকার জীবন ভিন্ন খুবই বিরল। শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে কিছু লিখিবার যোগ্যতা যে তাঁহার আছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। লেখিকার ব্যক্তিগত ডায়েরীই ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহে পুস্তকাকারে এ পর্য্যন্ত দ্বাদশ ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমার দিব্য জীবনের নানা কাহিনী, নানা সূক্ষ্ম দর্শনাদির বিবরণ, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ এবং শ্রীমুখ নিঃসৃত নানা অমূল্য উপদেশাবলীর সমষ্টি লইয়া এই সকল ভাগের রচনা। ভক্তবৃন্দের নিকট এই সকল পুস্তক অমূল্য সম্পদ।

মূল্য : ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম (পূর্ব্বার্দ্ধ), ৭ম (উত্তরার্দ্ধ), ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ ভাগ একত্রে—২৫৲

Ananda Varta

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics.

Board of Editors

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M.A., D. Litt.
Kumari Lalita Pathak, M.A.
Kumari Padma Misra, M.A., Acharya.
Kumari Bithika Mukerji, M.A., D. Phil.
Brahmacharini Atmananda.
Sri Sailesh Brahmachari.
Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M.A., B.L.
Sri K. Bose—*Managing Editor.*

* * *

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5/-
Foreign—Rs. 6/- or 10 shillings or dollars 1·25 only.
(Rs. 8/- extra for Air-mail postage)

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English in the beginning of the months of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, (U.P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U P.).

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *latest by the second week of the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to "dishonour" any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a considerable loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

Contents.

BENGALI SECTION

Page No.

1. মাতৃবাণী 113
2. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া দেবী 115
3. আনন্দম্—শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি 122
4. মহাপুরুষ প্রসঙ্গ—স্বামী পরমানন্দ 123
5. মাতৃ-কথামৃত—নীলমণি 132
6 উৎসব-স্মৃতি—শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী 135
7. গীতা-ধ্যান—"কানাই বলাই" 137
8. শিবরাত্রির ডায়ারী—অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত ... 143
9. পুরাতন স্মৃতি—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ 151
10. কুম্ভমেলা—স্বামী শিবানন্দ গিরি 159
11. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত এম-এ, বি-এল 165

Contents

ENGLISH SECTION

Page No.

1. Matri Vani 101
2. Inspired Sayings—Swami Ramdas 104
3. Prajna—The Light of Intuition—
   Prof. Madan Gopal, M.A. (Alld.),
   B. Litt. (Oxon), C. P. E. S. (Retd.) 107
4. Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma—
   Professor B. Ganguly 117
5. The Background of our Letters—U. C. Dutt 121
6. With Mataji on the Bank of the Gomati River—
   Krishnanath 127
7. Pages from my Diary—Gurupriya Devi 141
8. The Prophet of Islam and the Ideal of
   Common humanity—
   Dr. M. Hafiz Syed M.A., Ph.D., D. Litt. 148
9. Matri Lila 156

Printed & Published by K. Bose for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi,
at the Kamala Press, Godhowlia, Varanasi.

ĀNANDA VĀRTĀ

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।"

VOL. IX] NOVEMBER, 1961. [NO. 3

—মাতৃবাণী—

"যে ভগবানকে চায় সে ত ভগবানকে পায়। যে তাঁকে পায় তার ত মৃত্যুর মৃত্যু। মৃত্যুর মৃত্যু সেই ভগবদ্দর্শনের আশা রাখা। আর সেই অনুকূল ক্রিয়াদির আশ্রয়ে সর্ব্বদা মনটাকে রাখবার চেষ্টা করা। কোন রূপে তোমার কাছে স্বয়ং ভগবান তা ত তুমি জান না। সর্ব্বদা তৎ ধ্যান, স্মরণ, জপ, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ নিয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাটাবার চেষ্টা করা। তিনি কখনও কোনও অনুভব রূপে, কোনও ভাবে ও আকারে, তাঁহার জন্য চোখের জল রূপেও তিনিই স্পর্শ দেন। তুমি সর্ব্ব আকারে প্রকাশে এই স্পর্শ অনুভবের জন্য তদ্‌ভাবনায় মনটাকে উন্মুখ করে রাখবার চেষ্টা কর। যেদিন যায় সেদিন আর ফেরে না। অমূল্য সময় সফল করবার চেষ্টা করা স্বরূপ প্রকাশের দিক নিয়া।"

* * * *

"অসহায়ের সহায় ভগবান। একভাবে সময় যায় না। ধৈর্য্য ধরা। মাটিতে আছাড় পড়লে যেমন মাটি ধরেই দাঁড়ায় সেই রকম তুমি তাঁকে ছেড়ে থেক না। ইষ্ট প্রকাশের জন্যই ইষ্টকে ডাকা! বিষয় সম্পত্তি সুখ সুবিধার জন্য

ভগবানকে ডাকলে অনেক সময় আশা পূর্ণ না হলে সেই ইষ্ট ও ভগবানের উপরও অবিশ্বাস আসে। কিন্তু ভগবানের জন্যই ভগবানকে ডাকলে, ইষ্ট প্রকাশের জন্যই ইষ্টকে ডাকলে শান্তির দিক ও বিশ্বাসের দিক।"

* * * *

"মুক্তি ও শান্তির দিক একমাত্র ভগবদ্ ধ্যানের অনুকূল যত দীর্ঘ সময় থাকবে। কর্ম্ম অনুসারে শরীর। তাই নানারকম রোগ ও দুঃখভোগ আসা স্বাভাবিক। যাঁর চিন্তায় সর্ব্বদুঃখ দূর হয় তাঁর চিন্তাই সর্ব্বদা করণীয়।"

* * * *

"অমৃতের সন্ধান পেতে হলে তদ্‌বুদ্ধি সব সময় অনুকূল। সত্যানুসন্ধানই মানুষের কর্ত্তব্য অমরত্বের দিকে যাওয়ার জন্য।"

* * * *

"উপযুক্ত গুরু না হলে গুরুতর ক্ষতি হয়—এটা খুবই সত্য কথা।"

"যে তাঁর সেবা করে সে কখনও অসহায় নয়। তাঁর জপে, তাঁর সেবায়, তাঁর ধ্যানে নিজেকে যতই যুক্ত রাখার চেষ্টা করবে ততই তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশ হবেন।"

"মা"

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

গুরুপ্রিয়া দেবী

২৭শে মে, ১৯৫৭—

আমেদাবাদে জন্মোৎসব হইয়া যাওয়ার পরে মা বম্বে হইয়া পুণা আসিয়াছেন দিন তিনেক হয়। আজ সকালে এগারটা নাগাদ আমরা মার ঘরে কয়েকজন বসিয়া আছি। এমন সময়ে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়* তাঁহার কয়েকজন ভক্ত শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। পরিধানে গৈরিক বসন, মাথায় হলুদ রংয়ের টুপি, গায়ে সিল্কের নামাবলী, কপালে নূতন ধরণের তিলক। সৌম্য প্রসন্ন মূর্ত্তি। আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েক বৎসর পরে দেখা হইল। কিন্তু চেহারার ভিতরে কোনও বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাইলাম না।

সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরাও আসিয়াছেন। দিলীপকুমারই মার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন—"মা, ইনি আপনার দেরাদুনের ভক্ত কৃপারামজীর কন্যা। প্রকৃত নাম জনককুমারী। আমি নাম রেখেছি ইন্দিরা। এঁর দুটি সন্তান—বড়টি বম্বেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে আর ছোট ছেলেটি মার কাছে থেকেই লেখাপড়া করে। এঁর স্বামীও ইঞ্জিনিয়ার। মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন।"

শ্রীমতী ইন্দিরার নাম আমরা ইতিপূর্ব্বেও শুনিয়াছি। তাঁহারও পরিধানে হলুদ রংয়ের শাড়ী। মুখে সর্ব্বদা যেন হাসি লাগিয়াই আছে। মাকে প্রণাম করিয়া নিকটে বসিলেন।

দিলীপ দাদা বলিলেন—"মা আমাদের ওখানে আপনাকে একদিন যেতে হবে।"

---

*সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীদিলীপকুমার রায়। পূর্ব্বে ইনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে থাকিতেন। বর্ত্তমানে পুণাতে নূতন আশ্রম বানাইয়া সেখানেই আছেন।

মা—"বাবা, তুমিত জানই যে অনেক দিন হয় এই শরীরটা কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে যায় না। (এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে তাঁহারা বর্ত্তমানে স্যার চুনীলাল মেহতার বাড়ীতে আছেন)।

দিলীপ দাদা—"ওখানে ত বিগ্রহ আছেন। সেখানে যেতে দোষ কি?"

মা হাসিয়া বলিলেন—"বাবা, দোষ ত কিছু নেই। কিন্তু অনেক দিন হয় শরীরের এই রকমটাই চলে আসছে। সকলেই জানে।"

মা গৃহস্থ বাড়ী যান না শুনিয়া শ্রীমতী ইন্দিরার মনে বোধ হয় একটু আঘাত লাগিল। তিনি দিলীপ দাদাকে ইংরাজীতে বলিয়া উঠিলেন—"দাদা, ওটাত গৃহস্থের বাড়ী না। আপনি ত ওখানে থাকেন।"

মা তাঁহার কথার ভাব বুঝিতে পারিয়া দিলীপ দাদাকে বলিলেন—"বাবা, এখন ওখানে গৃহস্থ বাস না করলেও আগে ত ওখানে কেউ ছিল। আবার তুমি ওখান থেকে চলে গেলেও অন্য কেউ থাকবে।"

একটু থামিয়া আবার বলিতেছেন—"তবে আজকাল মাঝে মাঝে এমন হয় যে আগে হয়ত কোনও গৃহস্থের বাড়ী ছিল পরে সেখানে কোনও মন্দির কি আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং সেখানে যদি আর কেউ গৃহস্থ ভাবে ভবিষ্যতে বাস না করে তবে এই শরীরটাকে সেখানে অনেক সময়ে নিয়ে যায়।"

দিলীপ দাদা একটু আপত্তির সুরে বলিলেন—"আমিত আপনাকে কলকাতায় গৃহস্থের বাড়ীতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন—"না বাবা। কলকাতায় এমন বাড়ী আছে যেখানে তারা আদর করে এই শরীরটার জন্য পৃথক্ ভাবে ঘর বানিয়ে রেখেছে। সেই ঘরে কখনও কেউ গৃহস্থ ভাবে থাকে না আর সেই ঘরে যেতে হলে এই শরীরটাকে বাড়ীর মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না। এই শরীরটাকে এই রকম কোনও বাড়ীতেই তুমি দেখে থাকবে, বাবা।"

এই জাতীয় আরও দুই চারটি কথা হইলে ঐ প্রসঙ্গ চাপা পড়িল। মা

দিলীপ দাদাকে বলিলেন—"বাবা, তোমার এমন সুন্দর গলা। আমাদের একটু গান শোনাবে না?"

দিলীপ দাদা একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিলেন যে তিনি আজকাল বিগ্রহের সম্মুখে ভিন্ন বিশেষ কোথাও গান করেন না। কিন্তু মা নিজে তাঁহাকে গান করিবার কথা বলিয়াছেন। তাই শ্রীমতী ইন্দিরার সহিত কথা বলিয়া তিনি স্থির করিলেন যে তাঁহাদের নিত্যকার সান্ধ্যকালীন ভজন আজ মার সম্মুখেই হইবে।

আরও একটু সময় বসিয়া তাঁহারা মায়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে দিলীপ দাদার বাসায় এখান হইতে গাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তিনি সকলকে লইয়া আসিয়া ঠিক সাড়ে সাতটার সময় ভজন সুরু করিলেন। প্রথমে গুরুপ্রণাম এবং পরে নির্ব্বাণাষ্টকম্ স্তোত্র এবং ভবান্যষ্টকম্ স্তোত্র অতি সুললিত কণ্ঠে গান করিলেন। তাহার পর দিলীপ দাদার স্বরচিত অতি সুন্দর কৃষ্ণলীলা সঙ্গীত শুনিলাম।

পৌনে নয়টা হইতে মায়ের নিকটে মৌন রক্ষা হয়। মৌনের ঠিক পূর্ব্বে ভজন শেষ করিয়া মায়ের পায়ের নিকট আসিয়া বসিলেন। বলিলেন "এই সময়টুকু মার পায়ের কাছেই একটু বসি।"

মৌনের পরে দিলীপ দাদা শ্রীমতী ইন্দিরার সঙ্গীয় স্ত্রীলোকদের দেখাইয়া বলিলেন—"এঁরা সকলে ইন্দিরার শিষ্য। ইন্দিরার সঙ্গেই এঁরা ভজন করেন।"

একটু পরে সকলে উঠিলেন। তাঁহাদের আবার মোটরে পৌছাইয়া দেওয়া হইল।

৩১শে মে, ১৯৫৭—

সন্ধ্যার পরে আমরা মার ঘরে বসিয়া আছি। যোগীভাই* নর্ম্মদা হইতে কয়েকটি শিবলিঙ্গ আনাইয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গ চলিতেছে। সেই শিবলিঙ্গের মধ্যে একটি হরিদ্বারে যোগীভাই স্থাপিত শিব মন্দিরে স্থাপনা করা হইয়াছিল। বাকী

---

* সোলনের রাজা সাহেব শ্রীদুর্গা সিংজী। মা নাম দিয়াছেন 'যোগীভাই'।

তিনটির গত বৎসর বৃন্দাবন আশ্রমে স্থাপনা করা হইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গেই রামেশ্বরের সেই সূক্ষ্ম দেহধারী মহাত্মার বিষয়েও কথা উঠিল।

এই সব কথা হইতেছে এমন সময়ে একটি তার আসিল যোগীভাইয়ের বিমাতা সোলনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মা শুনিয়া বলিলেন—"দেখ, ঐ যে সূক্ষ্ম শরীরধারী মহাত্মার সঙ্গে দক্ষিণ যাত্রার সময় দেখা হয়েছিল না সে ছিল চিদাম্বরম্ মন্দিরের পূজারীর ছেলে। যোগীভাইর ৭৫।৭৬ পুরুষ আগে নাকি কেউ ঐ পূজারীর বংশে জন্ম নিয়েছিল।"

মা এইটুকু বলিয়াই চুপ করিলেন। আমার মনে হইল ঐ সূক্ষ্মদেহধারী মহাপুরুষের সঙ্গে যোগীভাইরও পরিবারের তবে কিছু সম্বন্ধ আছে। মা ত সব সময়ে সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন না। সময় মত হয়ত আবার কথা প্রকাশ হইতে পারে।

আর একদিনের কথা মনে পড়িল। মা শুইয়া আছেন। আমি নিকটে বসিয়া মাকে হাওয়া করিতেছি। মা একটু চোখ খুলিয়া আমাকে বলিতেছেন—"দেখ দিদি, দেখছি খুব বড় একটা জায়গা। সেখানে অনেকগুলি ঘর। ঐ সব ঘরগুলিতে অসুখ হয়ে লোকেরা থাকে। মাঝখানে খুব বড় একটা হলঘর যেন তৈয়ার করা হবে তাই পরমানন্দকে ডেকে পাঠান হল। পরমানন্দ একটা খাতা হাতে করে এসে হাজির।" এইটুকু বলিয়াই চুপ করিলেন। সবটাই রহস্য থাকিয়া গেল। তবে মনে হইল ভবিষ্যতে হয়ত মার নামে কোথায়ও হাসপাতাল জাতীয় কিছু তৈয়ার হইতে পারে। মা তাহাই আজ সূক্ষ্মে দেখিয়াছেন।

রাত্রে মা চুপ করিয়া বিছানার উপরে বসিয়া আছেন। কানিয়াভাই* মাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাতাজী গৃহস্থাশ্রমে কিভাবে সংসার করা উচিত সেই সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

---

* বম্বের স্যার চুণীলাল মেহতার জামাতা শ্রী ডি, আই, কানিয়া। ইনি সপরিবারে মার বিশেষ ভক্ত।

মা আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন—"দেখ, এক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাবেই অন্য সমস্ত আশ্রমগুলির নিয়মও ঠিক মত পালন করা হয় না। বুনিয়াদ পাকা না হলে যেমন বাড়ী করা চলে না। আশ্রম মানে যেখানে শ্রম নেই। আবার ভগবানকে বাদ দিলে সবই ত শ্রম। বিশ্রাম তবে আর কোথায়? গৃহস্থাশ্রমে থেকেও যদি তদ্‌জ্ঞানে সেবা করা যায় তবে ঠিক ঠিক আশ্রমবাস হয়। পতিকে পরমপতি জ্ঞানে সেবা, পুত্রকে বালগোপাল জ্ঞানে সেবা, স্ত্রীকে মহামায়ার অংশরূপে সেবা। তোমরাই ত বলে থাক—"যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী।" এই সংসারের মালিক না হয়ে মালী হয়ে থাকা চাই। মালিক হলেই যত গণ্ডগোল। মালী হতে পারলে আর কোনও ঝগড়া নেই। তেমনই এই সংসারটা ভগবানের। আমি সেবকমাত্র, তাঁর নির্দ্দেশ মত কেবল আমি সেবা করে যাব—এই ভাবটি সর্ব্বদা রেখে যদি গৃহস্থাশ্রমেও থাকা যায় তবু আর নূতন কোনও কর্ম্মবন্ধন সৃষ্টি হয় না। কেবল প্রারব্ধ ভোগ করে যাওয়া মাত্র। এই কথা সব সময়ে মনে রেখে যদি সংসার করা যায় তবে আর ভয় কি? তিনিই সব ঠিক করে নেবেন।"

২রা জুন, ১৯৫৭—

সকালে পাঠ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীমান্ তপন মাকে প্রশ্ন করিল—"মা, আমাদের কল্যাণ কিসে হবে এমন কিছু বলুন।"

মা—"নিজেকে জানতে চেষ্টা করাই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য। নিজেকে জানাই ভগবানকে জানা, আর ভগবানকে জানা মানেই নিজকে জানা। ভগবানকে না পাওয়া পর্য্যন্ত দুঃখ যায় না। ভগবানকে পেতে হলে কেবল তাঁর জপ, তাঁর ধ্যান, তাঁর নাম কীর্ত্তন। এ ছাড়া আর কল্যাণের কোনও পথ নেই।"

আবার বলিতেছেন—"সৎসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠও এই পথের অনুকূল। এই শরীর প্রায়ই একটা কথা বলে—'বিষয় মানে বিষ হয়।' বিষয় ভোগে ধীরে ধীরে মৃত্যু—যাকে তোমরা slow poison বল। আর সেই সঙ্গে কি—return ticket কিনে ফিরে আসবার ব্যবস্থা করে রাখা। তাই এই শরীর সব সময়ই বলে যে যত বেশী সময় তাঁকে নিয়ে থাকতে পার তার চেষ্টা করা। সময় ত চলে যাচ্ছে।”

এই সব কথা হইতেছে এমন সময়ে দিলীপ দাদা, শ্রীমতী ইন্দিরা প্রভৃতি আসিয়া মার নিকট বসিলেন। আজ তাঁহাদের এখানে খাইবার কথা বলা হইয়াছে।

৫ই জুন, ১৯৫৭—

আজ দুপুরে মার নির্দ্দেশ মত আশ্রমের মেয়েদের দিয়া মালপোয়া, পায়েস ইত্যাদি বানাইয়া দিলীপ দাদার বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

বিকালে দিলীপ দাদা ও শ্রীমতী ইন্দিরা দুইজনেই বেড়াইতে বেড়াইতে আসিলেন। আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“দিদি, আপনি ত আমার জপের মালা হয়ে থাকলেন। কত জিনিষ সব তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ সব কি সহজে ভুলতে পারা যাবে?”

আজ সন্ধ্যায় মাকে লইয়া আমাদের তাঁহার ওখানে যাইবার কথা আছে। সেই কথাই আবার স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছেন।

সন্ধ্যাবেলা ঠিক সাড়ে সাতটার পূর্ব্বে মাকে লইয়া আমরা দিলীপ দাদার ওখানে গেলাম। দেখিলাম বাড়ীর বাহিরে বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সিঁড়ির উপরে মার জন্য স্বতন্ত্র আসন পাতা। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অনেককেই তিনি মার দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। সাধু ভাস্‌ওয়ানীজীরও আসিবার কথা ছিল। কিন্তু শুনিলাম শরীর ভাল না, সেইজন্য আসিলেন না। ভাস্‌ওয়ানীজী পূর্ব্বে নাকি মাকে কাশীতে দর্শন করিয়াছেন। ভাস্‌ওয়ানীজীর ভারতের নানা স্থানে খুবই নাম আছে।

ভাস্‌ওয়ানীজীর অপেক্ষায় বোধহয় সান্ধ্য প্রোগ্রাম আরম্ভ হইতে একটু দেরী হইয়া গেল। পরে ইন্দিরা দেবী আসিয়া বসিলে দিলীপ দাদা ভজন সুরু করিলেন। গুরু প্রণাম করিয়া প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের একটি সঙ্গীত, তাহার পরে শিবের এবং আবার

একটি কৃষ্ণ সঙ্গীত গাহিয়া শ্রীমতী ইন্দিরা রচিত একটি হিন্দী ভজন গাহিলেন। দিলীপ দাদা সঙ্গে সঙ্গে তাহা বাংলাতেও অনুবাদ করিয়া গাহিলেন। যেমন ভাব, যেমন ভাষা, তেমনই সুরতাল। ইহার তুলনা হয় না। পরে পাঁচ মিনিট নাম কীর্ত্তন করিয়া ঠাকুরের আরতি হইল।

আরতির পরে দিলীপ দাদা সকলের সম্মুখে মার বিষয়ে ইংরাজীতে কিছু বলিলেন। তাহার বিষয়বস্তু হইতেছে এই যে :—মা আজ ভারতে ও ভারতের বাহিরেও বহু স্থানে সুপরিচিতা। তাঁহার চরণে আশ্রয় নিয়া বহু নরনারী শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। গত ১৯২৪ সনে যখন তিনি প্রথম তাঁহার গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দের নিকট যান তখনই তাঁহার মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন যে সাধন-ভজন করিয়া উচ্চস্তর লাভ করিয়া অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে সেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই আনন্দ অন্যকে দিতে পারেন বা সেই শান্তি অপরকে দিতে পারেন এমন পুরুষ জগতে সত্যই দুর্লভ। এই জাতীয় Superman or Superwomanএর মধ্যে মা অন্যতমা।

এইভাবে প্রায় ১৫।২০ মিনিট কাল খুব সুন্দর ভাবে ভাষণ দিলেন। মৌন শেষ হইলে শ্রীমতী ইন্দিরা মার আরতি করিতে আরম্ভ করিলে মা দিলীপ দাদাকে দেখাইয়া বলিলেন—"গুরুকে কর।" কিন্তু তিনি সে কথা না শুনিয়া বেশ ভক্তি নত ভাবে মারই আরতি করিলেন।

আসিবার সময় আমি শ্রীমতী ইন্দিরাকে বলিলাম—"তোমার গান কিন্তু শোনা হল না।" দিলীপ দাদা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ, গান শুনিও। দিদি সন্দেশ খাওয়াবেন।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে মাকে তাঁহারা মোটরে তুলিয়া দিলেন।

আনন্দম্

শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি

ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস থাকে
এইবারে তুই পড় ঝাঁপায়ে ;
আর কথা নয়, নয় ভাবনা
আর চাওয়া নয় ডাইনে বাঁয়ে ।

ঝড় উঠেছে, বুক দুলেছে
অদৃশ্য ঐ দ্বার খুলেছে—
এখনো কি বদ্ধ-নোঙর
রইবি নিরাপদের নায়ে ?

বিশ্ব যে তোর হারিয়ে গেল—
পায়ের তলায় দুলছে মাটি,
রক্ত-রাঙা মেঘের ফাঁকে
চূর্ণ গগন পড়লো ফাটি ।

কি লয়ে তুই রইবি সরে
মন-ভোলানো খেলার ঘরে—
কান পেতে শোন্ ঝোড়ো হাওয়া
দিগ্‌দিগন্ত যায় কাঁপায়ে ।

মহাপুরুষ প্রসঙ্গ

স্বামী পরমানন্দ

পরম পূজ্যপাদ স্বামিজী শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী দেবীগিরিজী মহারাজ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইবে—আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধুর ঐকান্তিক অনুরোধে। নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ থাকা সত্ত্বেও বন্ধুর পুন:পুন: অনুরোধে এই দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। কিন্তু হস্তক্ষেপ করিলেই ত আর কার্য্য সিদ্ধ হয় না, বিশেষ করিয়া পূজ্যপাদ স্বামিজীর ন্যায় বিদ্বান্ জ্ঞানী উদারচেতা বিনয়ী সর্ব্বগুণান্বিত মহাত্মার পূত জীবন-কাহিনী ভাষায় বর্ণনা করা যে কত কঠিন তাহা পদে পদে অনুভব করিতেছি। এইরূপ মহান ব্যক্তির জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া হয়ত আমি তাঁহাকে ক্ষুদ্র করিয়া চিত্রিত করিব সেই আশঙ্কায় তাঁহার জীবন ও ব্যক্তিগত আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না লিখিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে সমস্ত অমৃতময়ী বাণী ও অপূর্ব্ব উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহাকে যেমন দেখিয়াছি তাহাই সাধ্যমত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

দীর্ঘ দিনের কথা নয়, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে উত্তরকাশী তীর্থে পরমপূজ্য স্বামিজীর সঙ্গে প্রথম দর্শনের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল! উত্তরকাশী শান্ত সুন্দর হিমালয়ের বক্ষে একটি তীর্থ। পর্ব্বতের কঠিন নাগপাশ ছিন্ন করিয়া পূতজোয়া কলস্বিনী গঙ্গা এখানে উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিতা। ক্ষুদ্র সমতল তীর্থক্ষেত্রটি স্বল্প উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। নিস্তব্ধ পর্ব্বতশ্রেণী যেন অপলক নয়নে বিশ্বনাথের ধ্যানে মগ্ন।

এই বিশ্বনাথ-ক্ষেত্রেই পরমপূজ্য স্বামিজীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। স্বামিজী তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ভারতীজীর আশ্রম উজলীতে অবস্থান করিতেন। উজলী উত্তরকাশীর এক প্রধান সন্ন্যাসী-কেন্দ্র। আমিও স্বামিজীর

আশ্রমের পাদদেশে গঙ্গার কুলে একটি কুটিয়ায় থাকিয়া ভিক্ষা পর্য্যাটন ও শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দিন যাপন করিতেছিলাম।

উত্তরকাশীর স্বনামধন্য মহাত্মা দেবীগিরিজী মহারাজের নাম বহু পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলাম। তাঁহার দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও আমার তীব্র ছিল। উজলীর কুটিয়ায় অবস্থান কালে প্রথম একদিন দূর হইতে দেবোপম সুন্দর এক মহাত্মাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম ইনিই উত্তরকাশীর জাগ্রত শিবস্বরূপ দেবীগিরিজী ভিন্ন অন্য কেহই নহেন। আকর্ণবিস্তৃত নয়ন যুগল স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টি। শ্বেত জটাজালে মুখকমল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এ যেন শরতের ছিন্নভিন্ন শুভ্র মেঘের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের সতেজ দীপ্তি। সাক্ষাৎ পরিচয় অনেক দিন পর্য্যন্ত না হইলেও স্বামিজীর দর্শন প্রায়ই লাভ করিতাম। দূর হইতে মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতাম। এই মহাত্মার দর্শনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব হইত।

দর্শনের প্রথম দিন হইতেই এই শান্ত সৌম্য জ্যোতির্ম্ময় মহাত্মার চরণপ্রান্তে বসিয়া শাস্ত্র শ্রবণের এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার হইয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও তখন সমস্ত সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। নীরব শ্রদ্ধার সহিত এই তীব্র বৈরাগ্যবান মহাত্মার দর্শনের সুযোগ সত্বরই আসিয়া গেল। ঘটনাটি এইরূপ—এই সময় আমি এবং আমার এক বন্ধু শ্রী ১০৮ ব্রহ্মস্বরূপজী এক সঙ্গে কঠোপনিষদ আলোচনা করিতাম। ভাষ্যের কোন এক অংশের অর্থ আমাদের উভয়ের নিকট পরিষ্কার না হওয়ায়, আমরা স্বামিজীর নিকট যাইয়া উহা বুঝিবার সঙ্কল্প করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে আমাদের নিত্যকর্ম্মাদি শেষ করিয়া স্বামিজীর কুটিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এক বিরাট মহান্ ব্যক্তিত্বের নিকট যাইতেছি ইহাতে মনে কোন ভয় বা সঙ্কোচ আসিল না। কারণ আমরা জানিতাম এই শিবস্বরূপ সদাহাস্যময় মহাত্মার আশ্রমদ্বার আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী ও জ্ঞানী সকলের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত। বিশেষত: সাধুদের সহিত শাস্ত্র আলোচনা ও জ্ঞানচর্চায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল এবং তিনি এক অদ্ভুত প্রেমের

আকর্ষণে সকলের হৃদয় ও মন জয় করিয়া লইতেন। আমরা তাঁহার কুটিয়ায় প্রবেশ করিলাম। ক্ষুদ্র কুটিয়ার মধ্যে সামান্য একখানা আসনে ভস্মালিপ্ত হইয়া আনন্দময় মহাপুরুষকে উপবিষ্ট দেখিলাম। নিত্য প্রয়োজনীয় প্রস্থানত্রয়, ভিক্ষাপাত্র, কমণ্ডলু এবং অন্য ২।১টি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নাই। তাঁহার আসন একটি মাটির বেদীর উপর স্থাপিত। তিনি মধুর হাস্যে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া সম্মুখস্থ কম্বলাসনে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। দিব্য গন্ধ ও এক পবিত্র ভাবের শুদ্ধ বাতাবরণ আমরা সেই স্বল্পপরিসর কক্ষে অনুভব করিলাম। আসন গ্রহণ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম আমরা এক শান্ত সৌম্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সামনে উপস্থিত হইয়াছি। ঋষিপ্রতিম জটাশ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত মহাত্মার পরিধানে সামান্য একটি আল্‌খাল্লা। সত্য শিব সুন্দরের উপাসনায় তাঁহার হৃদয় ও মনে যে সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও আনন্দের তুফান উঠিয়াছে তাহার লহরী যেন আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিল।

আমরা ধীরে ধীরে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেমন আছেন?" তিনি সঙ্কোচহীন স্বচ্ছন্দে শিশুর মত সরল হাসিয়া বলিলেন—"এখন ত ভালই আছি।" তাহার পর অত্যন্ত স্নেহকণ্ঠে আমাদের সমস্ত পরিচয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেহের তুলনায় গলার স্বর অতি মিষ্ট। যে প্রেমের সুরে তিনি আমাদের সহিত সামান্য কথাবার্ত্তা বলিলেন তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারিলাম আমরা শুধু সর্ব্ব-পরিগ্রহ-শূন্য ধ্যানরত ভিক্ষুর দুর্লভ সঙ্গ করিতেছি না, আমরা এক বিচারশীল পরম প্রেমিকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হইয়াছি।

আমরা বলিলাম, "মহারাজ, আমরা কঠোপনিষদের ভাষ্য পড়িতেছি। এক স্থানে ভাষ্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না তাই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। সন্তোষ ও প্রসন্নতায় তাঁহার বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্থির শান্ত কণ্ঠে কঠোপনিষদের যে ব্যাখ্যা;আমাদের শুনাইলেন তাহার মধুর স্মৃতি আজও আমার

হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের মনে হইতে লাগিল সুদূর অতীতের কোন এক আত্মানন্দবিভোর ঋষির তপোবনে বসিয়া আমরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিতেছি। এমন মধুর স্বরসৌষ্ঠব, এমন প্রাঞ্জল সংস্কৃত মন্ত্রের উচ্চারণ, এমন বুঝাইবার কৌশল ইতিপূর্ব্বে অন্য কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই সামান্য ঘটনাটিকেই কেন্দ্র করিয়া আমার মন তাঁহার দেবদুর্লভ সঙ্গ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি প্রায় প্রত্যহই অসীঘাট ও লঙ্কেশ্বর শিবমন্দিরে বেড়াইতে যাইতেন। প্রতি সোমবার ভগবান ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইয়া দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিতেন। দেবদ্বিজে ও শাস্ত্রে এই ত্রিগুণাতীত মহাত্মার যে অদ্ভুত শ্রদ্ধা নিষ্ঠা দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় শাস্ত্রের ও সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপন করা তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। এই সমস্ত জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের উদ্দেশ্য করিয়াই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জন:।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।

(গী: ৩ অ: ২১ শ্লোক)

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা আচরণ করেন সাধারণ জনতা তাহাকেই প্রামাণ্য মনে করিয়া সেইরূপ করিয়া থাকেন। এ কথা বলাই বাহুল্য যে মহারাজের প্রতি সোমবারে ৺বিশ্বনাথ দর্শন কালে এবং অন্যান্য মন্দিরে গমন কালে আমি তাঁহার সঙ্গলাভে কখনও বঞ্চিত হই নাই।

ক্রমশঃ তাঁহার সঙ্গ পাইবার এক ইচ্ছা আমার মধ্যে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল—তাই আমি তাঁহার পবিত্র সঙ্গে থাকিবার সঙ্কল্প করিলাম। আমার এই সঙ্কল্পের কথা তাঁহার চরণে নিবেদন করা মাত্রেই তিনি বলিলেন "বাবাজী, এখনই চলিয়া এস এই স্থান মহাত্মাদের জন্যই।" তাঁহার এই স্নেহপূর্ণ স্বীকৃতির অন্তরালে আমার প্রতি যে অফুরন্ত করুণা ছিল, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলাম। আমি আর কালবিলম্ব করিলাম না, সেইদিনই তাঁহার আশ্রমে

চলিয়া আসিলাম। একটি নির্জ্জন কুটিয়ায় মহারাজ আমার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। মহারাজ ব্যক্তিগত সেবার জন্য কাহারও উপর নির্ভর করিতেন না। অন্যের সাহায্য ছাড়াই তিনি নিজের সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। আমাকে তিনি রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা যোগবাশিষ্ট রামায়ণ পাঠ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। আমার হিন্দী ভাষার জ্ঞান এত অল্প যে সর্ব্বসমক্ষে হিন্দীতে পুস্তক পাঠ করিতে আমি বড়ই সঙ্কুচিত ও লজ্জিত বোধ করিতে লাগিলাম। আমার এই সঙ্কোচের কথা শুনিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন—"এ জন্য চিন্তা করিবার কিছুই নাই তুমি নিয়মিত পাঠ করিয়া যাও ভাষার জ্ঞান তোমার আপনি হইয়া যাইবে।"

মহারাজের আদেশানুসারে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ আমি মহারাজের ও আশ্রমস্থ মহাত্মাদের সমীপে পাঠ করিতে লাগিলাম। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ মহারাজের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন—"মনোনাশের এমন উত্তম গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। বিচারজনিত শম দম প্রভৃতির দ্বারা মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীদের শুদ্ধ সংস্কার দৃঢ় হইলেও যদি মনের নাশ না হয় তবে বৃত্তিসমূহ উৎপন্ন হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। বশিষ্ঠদেব বিচারযুক্ত পৌরুষ প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বত্র অবস্থিত চৈতন্যের ধ্যানে রামচন্দ্রকে মনোনাশের যে উপদেশ দিয়াছিলেন ইহার কোন তুলনা শাস্ত্রগ্রন্থের অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।" তত্ত্বজ্ঞান ও মনোনাশ এ দুইটি পরস্পর পরস্পরের কারণ। যে পর্য্যন্ত মনোনাশ না হয় সে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান হয় না।

যাবন্ন তত্ত্ববিজ্ঞানং তাবচ্চিত্তশমঃ কুতঃ?
যাবন্ন চিত্তোপশমো ন তাবত্তত্ত্ববেদনম্॥

(উপশম প্রঃ ৯২।১২)

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয় সে পর্য্যন্ত চিত্তের সমতা আসিতে পারে না; এবং যে পর্য্যন্ত মনোনাশ না হয় সে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান হয় না। তিনি বলিতেন

"তত্ত্বজ্ঞান সাধনের উপায় হিসাবে শাস্ত্রে যে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সাধক জীবনে সত্বর সম্যক্ পরিস্ফুট করিতে হইলে এই অদ্বিতীয় গ্রন্থের শরণ ভিন্ন অন্য গতি নাই। তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাসকারীর পক্ষে ইহা অমূল্য।" তিনি অন্য কোন শাস্ত্র গ্রন্থ সাধুদের নিত্য পাঠ হিসাবে গ্রহণ করিতে দিতেন না। অন্য গ্রন্থ পাঠের প্রস্তাব করিলে তিনি বলিতেন "বাবাজী, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ত বলিব যোগবাশিষ্ঠ পাঠ কর; মন নাশের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পুস্তক।" সে কারণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ৭.৮ বার স্বামিজী ও সাধুদের সম্মুখে সমাপ্ত করিয়াছি। জ্ঞানচর্চ্চা ও শাস্ত্রানুশীলনে তাঁহার যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখিয়াছি অন্য কোন তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সুর জীবনে আমি তাহা কখনও দেখি নাই। শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় কখনও তাঁহাকে ক্লান্ত হইতে দেখি নাই। জীবনের শেষ দিনটী পর্য্যন্ত তিনি প্রস্থানত্রয়ীর আবৃত্তি ও বিচার লইয়া অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রস্থানত্রয়ী একবার পাঠ সমাপ্ত হইলেই তিনি উহা পুনরায় পাঠারম্ভ করিতেন। সাধারণ পণ্ডিত বা পাঠকের ন্যায় শ্রোতা ও ভক্তদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি প্রস্থানত্রয়ী যে পাঠ করিতেন না তাহার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। এক সময় স্বামিজী অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এক শূল বেদনায় আক্রান্ত হন; অন্য সাধারণ লোক হইলে এই যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য হয়ত আত্মহত্যা করিত। এই সময় উত্তরকাশীতে তেমন কোন ঔষধাদিও পাওয়া যাইত না। স্বামিজীর যন্ত্রণার মাত্রা অসহ্য হইয়া উঠিলে তিনি অসহনীয় বেদনায় ভীষণ কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমরা বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলাম। স্বামিজী প্রাণ নিরোধের দ্বারা চিত্ত শান্ত করিয়া দেহের এই দারুণ যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া গিয়া মোহমুদ্গর বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতির শ্লোকগুলি মধুরস্বরে আবৃত্তি করিয়া রাত্র অতিবাহিত করিয়া দিলেন। যে তীব্র যন্ত্রণায় তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন উহা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসহ্য হইলেও তিনি নির্ভুলভাবে উচ্চকণ্ঠে বেদান্তশাস্ত্রের আবৃত্তি করিয়া অন্তরে যে এক অপার শান্তি অনুভব করিতেছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

ইহাতেই প্রমাণ হয় শ্রুতি ও শাস্ত্রবাক্য কেবলমাত্র মনন ও কণ্ঠস্থই তিনি করেন নাই।

"দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" (কঠ ৩।১২)

অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মহাবাক্যজনিত সূক্ষ্ম পদার্থ গ্রহণ সমর্থ বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি দ্বারা এই আত্মাকে জানা—অর্থাৎ "আমি সেই" ইহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। বেদান্তের চরম লক্ষ্যে অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থায় স্থিত হইলেও তিনি এক অপরিসীম শ্রদ্ধা লইয়া দেবতা, শাস্ত্র ও আচার্য্যদের প্রসঙ্গে আলোচনা করিতেন।

প্রথম জীবনে তিনি রাম উপাসক ছিলেন। উত্তরকাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে যাইয়া তিনি বিশ্বনাথকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে যে অপূর্ব্ব স্তব স্তুতি করিতেন তাহাতে মনে হইত তাঁহার মত শিবভক্ত আর দ্বিতীয়টী নাই। বেদ, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে পূজা করিতেন। আচার্য্যদেব শঙ্কর প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থিত হইলেই তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, অন্তরের এক গভীর শ্রদ্ধায় তাঁহার কণ্ঠ গদ্‌গদ্ হইয়া উঠিত। শাস্ত্র ও আচার্য্যদেব সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ উক্তি কেহ করিলে তিনি তাহা পছন্দ করিতেন না। সাধু শান্তিনাথজী মায়াবাদ নামক এক পুস্তক রচনা করিয়া স্বামিজীকে একখানি পুস্তক পড়িবার জন্য উপহার দিয়াছিলেন। মহারাজ আমাকে এই পুস্তকখানি পড়িয়া শুনাইবার জন্য আদেশ করিলেন। আমি প্রথমে ভূমিকা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। মহাত্মার লিখিত পুস্তকখানিতে দেখিলাম এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"নির্ব্বিকল্প সমাধির পর সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়, এই কথা ঠিক নয়, কারণ গ্রন্থকর্ত্তার নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের নিবৃত্তি হয় নাই।". গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে ব্যাসদেব আর যুক্তি দিতে না পারিয়া সূত্র করিয়াছেন "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।" (ব্রহ্মসূত্র ২.১।১১)

ভগবান ব্যাসদেবের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ উক্তি শুনিয়া তিনি শান্ত মধুরস্বরে বলিলেন "বাবাজী, পুস্তকখানি রাখিয়া দাও, ইহার দ্বারা মুমুক্ষুর কোন লাভ হইবে না, বরঞ্চ যথেষ্ট অকল্যাণের সম্ভাবনা আছে। আচার্য্যদের নিন্দা যে পুস্তকে আছে উহা মুমুক্ষুদের পাঠ করা উচিত নয় শাস্ত্রে এইরূপ নির্দেশ আছে।"

কোন এক সময় তিনি আমাকে দিয়া শিবপুরাণ পাঠ করাইয়াছিলেন। পাঠ সমাপ্তির পর মহারাজ নিজে আসিয়া আমাকে আরতি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আরতির উদ্যোগ করিতে দেখিয়া আমি আপত্তি করিলে তিনি বলিলেন— "তুমি ব্যাসাসনে বসিয়াছ, আরতি না করিলে শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করা হয়।"

মহারাজের দিন-যাপন-প্রণালী এইরূপ ছিল—অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া অন্যের সাহায্য না লইয়াই তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি ও স্নানাদি সমাপন করিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেন। প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিনি ঘরের দরজা বন্ধ রাখিতেন। পরে বাহিরে আসিতেন। এই সময় হইতে ভিক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নানা প্রকার স্তব স্তুতি ও পাঠে অতিবাহিত করিতেন। বিষ্ণু সহস্র নাম ও হনুমান চালিশাও তাঁহার নিত্য পাঠের তালিকাভুক্ত ছিল। এই সময় কিছু কিছু দর্শনার্থীর সমাগম হইত, বিশেষতঃ যাত্রার সময় বহু যাত্রী আসিয়া তাঁহার দর্শন, পূজা করিয়া দুর্গম গঙ্গোত্রী যাত্রার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে তিনি সহাস্যবদনে ছোট বড় সকলের সঙ্গে প্রেমের সহিত বাক্যালাপ করিয়া সকলকে আনন্দ দান করিয়া পুনরায় নিজের পাঠে মনঃসংযোগ করিতেন। সুমধুর কণ্ঠের এই স্তব শ্রবণে দর্শনার্থীদের মন এক পবিত্র ঈশ্বরভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবের অভিব্যক্তিতে দর্শনার্থীগণ সজলচক্ষে ভূমিষ্ঠ হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেন। বিভূতি-বিভূষিত মহারাজের তৎকালীন স্নেহকরুণদৃষ্টি যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা এক প্রকার স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর হইয়া "গঙ্গামায়ী কী জয়, দেবীগিরি মহারাজ কী জয়" ধ্বনি করিতে করিতে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে দুর্গম গঙ্গোত্রী পথে যাত্রা সুরু করিতেন। ছত্রে ভিক্ষা লইয়া আসিয়া দেখিতাম তখন পর্য্যন্ত তাঁহার সুমধুর স্তব

বন্দনায় সমস্ত আশ্রমটী মুখরিত হইয়া থাকিত। মধ্যাহ্নে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন। তিনি কখনও দিবা নিদ্রা যাইতেন না এবং অন্যেরও দিবা নিদ্রা পছন্দ করিতেন না। মধ্যাহ্ন কাল হইতেই আশ্রমে প্রস্থানত্রয় শাঙ্কর ভাষ্য আনন্দগিরির টীকাসহ পাঠ হইত। মহারাজ এই সময় পাঠে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেন। শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বসকল সহজ সরল ভাষায় সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রাঞ্জল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। অপরাহ্নে প্রায়ই তিনি দেবমন্দিরাদি দর্শনে গমন করিতেন। মহাত্মাদের সমভিব্যাহারে তাঁহার এই সান্ধ্য ভ্রমণ দর্শনার্থীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত অবলোকন করিত। কেহ কেহ নিকটে আসিয়া চরণ বন্দনা করিলে তাহাদের হাতে একটু প্রসাদ (গুড়) দিয়া তিনি মিষ্ট হাসিয়া কুশল প্রশ্নাদি করিতেন। সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ শ্রবণান্তে তিনি সমবেত মহাত্মাদের নিকট হইতে বিদায় নিয়া নিজের আসন গ্রহণ করিতেন। প্রচলিত কর্ম্মসূচীর ব্যতিক্রমে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তিনি মহাত্মাদের সহিত আলোচনা অন্তে শয়ন করিতেন।

তাঁহার পূত জীবনকাহিনী, কথা-প্রসঙ্গে শ্রীমুখ হইতে যেমন শুনিয়াছি তাহাই আগামীতে যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

"মাতৃ-কথামৃত"

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নীলমণি

স্থান : রাঁচী আশ্রম, কাল : ২২।৫।৫৮ রাত্রি ৯ ঘটিকা।

প্রঃ—এই জগৎ কি ছন্দোময় ?

উঃ—ছন্দ আছেও, নাইও। যে দৃষ্টিতে যে দেখে।

প্রঃ—সাধকের কি উদ্দেশ্য সেই ছন্দের সাথে নিজের জীবন ছন্দ মেলান ?

উঃ—মিলে যে আছে তা প্রকাশ করা।

প্রঃ—চণ্ডী ও গীতার সামঞ্জস্য কোথায় ? গীতা ত্যাগের সাধন বলছে আর চণ্ডীর "দেহি দেহি" প্রার্থনা আছে।

উঃ—চণ্ডীর "দাও দাও" প্রার্থনার পরমবস্তুর সাথে যোগ আছে। পরমরূপ, পরমধন প্রাপ্তির জন্য, সেই মূলপ্রাপ্তির জন্য মায়ের কাছে "দাও দাও"। যা পেলে পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন থাকে না সেই পাওয়াই প্রার্থনা। আবার প্রথম স্তরে জগতের দিক থেকে অভাব পূরণও সাধকের দরকার। ধীরে ধীরে পরমধনের জন্য প্রার্থনা জাগবে।

প্রঃ—তবে কি মা দেন আর বাবা ত্যাগ করান ?

উঃ—মা মানে মাতৃ-সত্তা, সত্তা মানে আত্মা, না স্ত্রী, না পুরুষ।

প্রঃ—মা কি জীব ও ঈশ্বরের মাঝে মধ্যস্থা ?

উঃ—তুমি যা বলছো তাও ঠিক। যার গুরু যে লাইন (পথ) দেন, তার জন্য তাই ঠিক।

প্রঃ—পুরাণের অদ্ভুত গল্প কি সব উদ্দেশ্যপূর্ণ ?

উঃ—সবই সম্ভব। পুরাণের যুগের ঘটনা আজকালও কোন স্থলে ঘটে বই কি।

প্রঃ—অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে এর প্রমাণ কি ?

উঃ—সম্ভব না হলে এই কথা বা প্রশ্ন এল কোত্থেকে ? সেখানে সব কিছুই হতে পারে। ছুনিয়ার দৃষ্টিতে সম্ভব অসম্ভব আছে বৈ কি। তুমি কখনও ভাব, আমি অমুক কাজ নিশ্চয় করবো, কিন্তু মায়ার এমনি খেলা যে তা আর সম্ভব হয় না। ঈশ্বরের কাছে তা নয়।

প্রঃ—মিথ্যা বলে কি কোনো কথা নেই ?

উঃ—মিথ্যাও আছে, সত্যও আছে। পরম সত্য একমাত্র তিনি—প্রাকৃত-রূপে বল, অপ্রাকৃতরূপে বল, সর্ব্বরূপে।

প্রঃ—সব কি করে সম্ভব হতে পারে ?

উঃ—জ্ঞানের চশমা পরে নাও, দেখতে পাবে।

প্রঃ—জীব সংসারে কেন আসে ?

উঃ—জীব নিজেই নিজের ভোগ পূরণের জন্য সংসারে আসে।

প্রঃ—ভোগের উপর কি জয়লাভ সম্ভব নয় ?

উঃ—সবই হতে পারে। ভোগ জয় কেন হবে না ?

প্রঃ—কোন short cut (সোজা) রাস্তা আছে কি ?

উঃ—ভগবানের কৃপায় তাও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

প্রঃ—পরমাত্মার জীবরূপ গ্রহণের দরকার কি, যখন জীবকে ফিরে পরমাত্মায় যেতেই হবে ?

উঃ—এটা তাঁর মৌজ (লীলার ইচ্ছা)। মৌজী শঙ্কর, লীলাময় ভগবান, তাঁর খুশী।

প্রঃ—তাঁর মৌজ (মজা) যে আমাদের জন্য মুসীবৎ (কষ্ট)।

উঃ—যেখানে আমি, আমার, তুমি, তোমার, তার ইত্যাদি বিভেদভাব সেখানেই তুর্গতি।

প্রঃ—কি করে এই আমি ও আমার অহঙ্কার সরান যায় ?

উঃ—রাস্তা তো সকলের জন্য দেওয়াই আছে। একটা রাস্তা ধর।

প্রঃ—যারা পুনর্জন্ম মানে না তাদের কি পুনর্জন্ম হয় ?

উঃ—মানা না মানা নিয়ে সাধনা। কিন্তু নিয়ম ফলবে, মানো চাই না মানো।

প্রঃ—বিশ্বাস কাকে বলে ?

উঃ—বিগত হয়েছে শ্বাস বা সংশয় যেখান থেকে। বিশ্বাস তু রকমের। অন্ধবিশ্বাস ও পাকা বিশ্বাস। পাকা বিশ্বাস অন্তর্য্যামী পুরুষের ইঙ্গিতে বিশ্বাস—নিরপেক্ষ বিশ্বাস। চৈত্যপুরুষ চেতনা দিচ্ছেন। আর অন্ধবিশ্বাস মনমানা বিশ্বাস, কাঁচা বিশ্বাস, আপেক্ষিক বিশ্বাস, তা ভাঙ্গতেও পারে। তবে অনেক সময় অন্ধবিশ্বাস থেকে ধীরে ধীরে পাকা বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। যেমন এক সাধুর এক চোর শিষ্য ছিল। চোরটি মিথ্যা কথা বলতো এবং তাতে তার লাভ হোত বলে সে গুরুর কথা অনুযায়ী সত্য কথা বলতে চাইত না। একদিন গুরু তাকে অন্ধবিশ্বাসে গুরুবাক্য মেনে কিছুদিন সত্যকথা বলতে বললেন। সে তাই করলো এবং এক রাজার বাড়ীতে চুরি করে ধরা পড়লো, সত্য কথা বললো, ছাড়া পেল এবং পরে চুরিও ছাড়লো, মিথ্যাও ছাড়লো। সত্যে তার পাকা বিশ্বাস হলো।

উৎসব-স্মৃতি

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

ওরা যেন রূপকের রূপ ঃ
আবছায়া স্বপনের ঝিলিমিলি পলাতক আলো।
মেঘ অবগুণ্ঠিত দুস্তর অমানিশা শেষে
প্রভাতের আলোবন্যা যেমন পরাণে লাগে ভালো,—
বিচিত্রের আলিপনা অনিন্দ্য অনূপ !

ওরা আসে উছল-প্লাবনে,
স্তরে স্তরে উন্মোচিয়া পূর্ণমুক্ত প্রাণের কবচ।
ওরা আনে সমুজ্জ্বল স্বপ্নভরা পূর্ণিমা আকাশ।
কালাতীত প্রচ্ছন্নতা দেখা দেয় নিতান্ত সহজ
স্তরে স্তরে প্রদ্যোতিত মনের প্রাঙ্গণে।

যাযাবরী বৃত্তি সেথা নাই।
মনের পাতায় তাই দাগ কেটে লিখে দেওয়া নাম
প্রভাতের আন্তরিত নিশীথের তারালোক সম
ফুটে থাকে সঙ্গোপনে,—লভি যেন ক্ষণিক বিশ্রাম
সন্ধ্যানীলে দীপ্ততর হেরে আপনা-ই।

তাই যত গানের রাগিণী
ফেলে-আসা-জীবনের স্বর্ণময় ইতিবৃত্ত, পুঁজি
স্বচ্ছন্দ প্রীতির সুরে সুরলোকে তাদের ঝংকার
জীবনে পূর্ণতা দানে। মনোলোকে পাই যেন খুঁজি
অনাগত গ্রন্থিহীন জীবনের বাণী !

এ ছাড়া আর যা কিছু থাকে
মেদুর-অম্বর-তলে-শিখি-সম মেলে তারা পাখা
পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত প্রাণের বিলাসে। আর থাকে
হাস্যময়ী শংকাহীন একরাশ মুক্ত অনামিকা
বসন্তের ডালে তারা পরিচয় রাখে।

গীতা-ধ্যান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"কানাই-বলাই"

(২)

শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ—প্রপন্নপারিজাতায় (শরণাগতের কল্পবৃক্ষসদৃশ) তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে (সন্তাড়ন বেত্রদণ্ড শোভিত হস্ত) জ্ঞানমুদ্রায় (ভক্ত অর্জ্জুনকে জ্ঞানোপদেশার্থ জ্ঞানমুদ্রা-[তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি মিলিত]-বিশিষ্ট) গীতামৃতদুহে (গীতাস্বরূপ বচনসুধার দোহনকর্ত্তা) কৃষ্ণায় নমঃ (কৃষ্ণকে নমস্কার)।

সর্বোপনিষদো (উপনিষদ সকল) গাবো (গাভীসদৃশ), গোপালনন্দনঃ (গোপালনন্দন ভগবান্ কৃষ্ণ) দোগ্ধা (দোহনকর্ত্তা), পার্থঃ (অর্জ্জুন) বৎসঃ (বৎসসদৃশ), সুধীঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) ভোক্তা (পানকর্ত্তা), গীতামৃতং (গীতার বাক্যসুধা) মহৎ দুগ্ধং (মহোপকারক দুগ্ধ)।

ব্যাখ্যা ঃ—গীতাধ্যানের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি প্রথমেই মায়ের শরণাপন্ন হয়ে বলেছিলেন—"মা গো ! আমি তোমাকে অনুধ্যান করছি, অনুসন্ধান করছি।" শরণাগত সন্তানকে গীতা-জননী পরমপিতার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে জানিয়ে দেন—"এই তোমার পিতা, স্বয়ং ভগবান নারায়ণ ;—যিনি নরকে সদগতি দেন,

আশ্রয় দেন ; যিনি প্রতি মানবের হৃদয়-গুহায় অন্তর্যামী-রূপে সন্নিবিষ্ট।" সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ-ই গীতার প্রধান বিষয় ; গীতোক্ত অন্যান্য সব বিষয়গুলি আনুষঙ্গিক মাত্র।

শাস্ত্র-রচনার চিরাচরিত ধারা এই যে প্রধান বিষয়টির অবতারণা করা হয়ে থাকে উপক্রমে এবং উপসংহারে। তা'ছাড়া, সমগ্র রচনার মধ্যে বারে বারে সেই বিষয়টিতে ফিরে ফিরে আসা হয়। এমনি ভাবে একটি বিষয়ে বারে বারে ফিরে আসার নাম অভ্যাস। "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাস:"* অর্থাৎ সেই বিষয়ে বা সেই বস্তুতে মনকে স্থিত রাখবার চেষ্টাকে বলে অভ্যাস।

গীতা-ধ্যানের উপক্রমে আছে প্রণব এবং ভগবান নারায়ণের নাম; উপসংহারে আছে "দেবায় তস্মৈ নমঃ।" অভ্যাস-রীতিতে "গীতা-ধ্যানে" শ্রীকৃষ্ণকে বারে বারে পাওয়া যায়। প্রথমেই পাই গোপালনন্দনকে; তাঁকে নমস্কার করি। তিনি প্রপন্নপারিজাত। তাঁর বামহস্তে এক সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম এবং বেত, দক্ষিণহস্তে জ্ঞানমুদ্রা †—এই তাঁর রূপ। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে প্রধানতঃ গুরুর ভূমিকাতেই আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং জ্ঞানমুদ্রা সেখানে সার্থক। "জ্ঞানমুদ্রার" অপর একটি অর্থ—জ্ঞান যেখানে মুদ্রিত হয়েছে ; তিনি জ্ঞানস্বরূপ কিনা।

দোগ্ধা গোপালনন্দন কী দোহন করছেন ? গীতামৃতরূপ মহৎ দুগ্ধ। সমস্ত তত্ত্বসার উপনিষদগুলি যেন গাভী, পার্থ যেন বৎস, সুধীজন সেই অমৃতের ভোক্তা। গীতা-ধ্যানের ঋষি কৃষ্ণকে অতুলনীয় একটি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন—"প্রপন্ন পারিজাত"—অর্থাৎ শরণাগতের পক্ষে কল্পতরু। একটি কথায় কৃষ্ণের এমন সুষ্ঠু বর্ণনা যে কত সত্য তার প্রমাণ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবৎ। ব্রজের গোপীরা কাত্যায়নী

---

* পাতঞ্জল যোগদর্শন স'পা ১৩ সূত্র।

† তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ মিলিত হ'য়ে জ্ঞানমুদ্রা হয়। এই মুদ্রাযোগে আচার্য্যগণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে থাকেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও ভগবান্ বুদ্ধের মূর্ত্তি জ্ঞানমুদ্রাযুক্ত দেখতে পাওয়া যায়।

পূজা ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে আকাঙ্খা ক'রেছিলেন। তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল তখনই, যখন তাঁরা নিজের যা কিছু—কুল, মান এমন কি লজ্জা পর্য্যন্ত—ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ করলেন। এক কথায়—যখন তাঁরা "প্রপন্ন" হ'লেন। "আমার নিজের বলতে কিছুই নেই—আমার যা কিছু সে তো তোমারই"—এই স্তরে পৌছালে তখন আর কোনও ভাবনা চিন্তাই থাকে না। যিনি সব-কিছু, তিনিই সব-কিছুর ভার নিয়ে তদ্গতকে ভারমুক্ত করেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে শরণাপন্নের সকল মনস্কামনা পূর্ণ করেন তা' তো তিনি শ্রীমুখে গীতার মধ্যে বার বার জানিয়ে দিয়েছেন। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেছেন, "আমার দৈবীমায়াকে অতিক্রম করা বড় কঠিন। যারা আমাতে প্রপন্ন হয়, তারাই এই মায়াকে অতিক্রম করে থাকে।"* অষ্টম অধ্যায়ে আবার বলেছেন, "অনন্যচেতা হ'য়ে সতত যে আমাকে স্মরণ করে সেই নিত্যযুক্ত যোগীর কাছে আমি সুলভ।" †

সুস্পষ্টভাবে তিনি নবম অধ্যায়ে জানিয়েছেন, "আমিই গতি, আমিই ভর্তা, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষী, আমিই নিবাস-স্থান, আমিই সুহৃদ্, আমিই প্রভব, আমিই প্রলয়, আমিই স্থান, আমিই নিধান এবং আমিই অবিনাশি কর্মস্বরূপ।" ¶ এই বর্ণনা দেওয়ার পরই তিনি শরণাগতকে সাহস দিয়েছেন, "যারা অনন্যচিত্তে চিন্তা ক'রে আমার উপাসনা করে সেই নিত্যযুক্ত ভক্তদের যোগ এবং ক্ষেম আমি বহন করি।"‡

শ্রীভগবানের চরম আশ্বাসবাণী তাঁর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে। তিনি বলেছেন; "তুমি মদ্গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও। আমার জন্য যজ্ঞ করো এবং আমাকে নমস্কার করো। তা হ'লে তুমি আমাকে পাবে—এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। তুমি সব ধর্মের

---

* গীতা ৭।১৪, † গীতা ৮।১৪, ¶ গীতা ৯।১৮, ‡ গীতা ৯।১২

অনুষ্ঠান ত্যাগ করে কেবল মাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে বিমুক্ত করবো। তুমি শোক ক'রো না।"*

এমন আশ্বাস, এমন প্রতিশ্রুতি, এমন উৎসাহ দিতে পারেন একমাত্র কল্পতরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই। এই বাণীর মর্ম্ম বুঝতে পারে একমাত্র প্রপন্ন ভক্ত।

শিষ্য যেখানে প্রপন্ন, ভগবান সেইখানেই পারিজাত। তাই মহাভারতে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরাদি থাকা সত্ত্বেও ভগবানের দেবদুর্লভ কৃপা পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল কেবল অর্জ্জুনেরই। অর্জ্জুন নিজকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে সমর্পণ ক'রে, প্রাণের পরিপূর্ণ সংবেগ নিয়ে বলতে পেরেছিলেন "আমি তোমার প্রপন্ন শিষ্য।" †

ভক্ত ও' ভগবানের চিরমধুর সম্পর্কটি স্বল্প কথায় এমন সুন্দর ভাবে আর কোথাও পরিস্ফুট হয় নাই। "প্রপন্ন-পারিজাত"—এই শব্দটির মধ্যে যেন ঐ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধটি তার স্নিগ্ধ সুরভি নিয়ে শতদলের মত বিকশিত হয়ে রয়েছে।

কৃষ্ণকে বন্দনা

"বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূর মর্দনম্।
দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্॥"

অন্বয়বোধিনী ঃ—বসুদেবসুতং (বসুদেবের পুত্র) দেবং (জ্ঞানস্বরূপ বা দীপ্তিমান্) কংসচাণূরমর্দনম্ (কংস ও চাণূর দৈত্যের বিনাশক) দেবকী-পরমানন্দং (দেবকীর পরম আনন্দপ্রদ) জগদ্‌গুরুং (জগতের সকল পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ) কৃষ্ণং বন্দে (কৃষ্ণকে অভিবাদন করি)।

ব্যাখ্যা ঃ—কৃষ্ণকে বন্দনা করি। প্রণাম করেও আশ মিটলো না। তোত্রবেত্রপাণি জ্ঞানমুদ্রাযুক্ত কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে দূর থেকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করেছি। কিন্তু এখন যে ধ্যানের মধ্যে ভেসে উঠছেন প্রাণের ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দর।

---

* গীতা ১৮।৬৫, ৬৬

† গীতা ২।৭

তিনি বসুদেবের তনয়, দেবকীর পরমানন্দ। একমাত্র পিতামাতার পরিচয়ে যে তাঁর গৌরব, তা নয়। তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি কংসবধ, চাণূরবধ। তিনি যে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, "হে ভারত! যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হ'য়ে থাকে এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি দেহ নিয়ে ধরাধামে আসি। কেন আসি? সাধুদের রক্ষা করার জন্য, দুষ্টদের বিনাশের জন্য, আর ধর্ম্মস্থাপনের জন্য।" এই তিনটি দায়ে তিনি সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত; তাই বিশ্বের সঙ্কটে, ধর্ম্মের পরাভবে, যুগে যুগে তিনি অবতীর্ণ হন। *

জীবকে ভালবাসেন বলেই তিনি মর্ত্ত্যে প্রকটিত হ'ন। মানুষের মতন দেহধারণ ক'রে, তাদেরই একজন হ'য়ে, তাদেরই সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ইত্যাদি নানাভাবে সংযুক্ত হ'লেও, তাদের থেকে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বসুদেবের সুত কৃষ্ণ গীতাধ্যানে আবির্ভূত হয়েছেন "দেব" রূপে। এই 'দেব'-শব্দটির মধ্যে রয়েছে তাঁর বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। তিনি দীপ্তিমান—তিনিই সূর্য্য ইত্যাদি জ্যোতির জ্যোতিঃ-স্বরূপ, জড় তমঃশক্তির অতীত। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য এবং তিনিই এই ত্রিপুটি-সমন্বিত হ'য়ে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। †

শান্ত শীতল রাগে তিনি সকলের হৃদয়ে জেগে, মোহ-তিমির নাশ করেন এবং প্রেম-মলয় আস্বাদন করেন, আস্বাদন করান। তিনি কেবল দেবকী-পরমানন্দ নন, তিনি বিশ্বমানবের পরমানন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ কেবল যে বিশ্ববাসীর আনন্দবিধান করেন, তা নয়, তিনি জ্ঞান-ও দান করেন; তিনি জগতের গুরু। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ইত্যাদি মহাপুরুষদের প্রত্যেকেরই গুরু আছেন। সেই গুরুর আবার গুরু আছেন;

---

* গীতা ৪.৭, ৮

† "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥" গীতা ১৩।১৮

তাঁরও গুরু আছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গুরু নেই। তিনি জগতের গুরু।* তাঁকে বন্দনা করি।

—ক্রমশঃ

---

* "স এষঃ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"

পাতঞ্জল যোগদর্শন—সমাধিপদ ২৬

"জগতের শিশু হইতে চাও কেন? এমন শিশু হও যাহাতে আর বদলাইবে না। শিশুত্ব বদলাইবার কারণই হইল বাসনা।"

"মা"

শিবরাত্রির ডায়ারী

অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত

সবার ডায়ারীর মত' আমার এ ডায়ারীও ব্যক্তিগত কথাতেই পরিপূর্ণ। কাক যখন কা-কা ক'রে ডাকে তখন সে ব্যক্তিগত আবেগ থেকেই ডেকে থাকে ; সেই ধ্বনি সবাইকে প্রীতি দিবে কিনা সে-খবর সে রাখে না। তবে উষালোকের আবির্ভাব সংকেতই সেই ধ্বনি বহন করে ; তাতেই তার গৌরব। আমার এ ডায়ারীরও গৌরব এই যে সে মায়ের কথাকেই ধারণ ক'রে রয়েছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০, মঙ্গলবার। ক্লাস ক'রেই রওনা হলাম বারাণসী এক্সপ্রেস্ ধরে। মা আসবেন কাশীতে। বাংলায় ভিড়ের মধ্যে মাকে দেখেছি দূর থেকে। তাই কাশী ছুটেছি—যদি অধিকতর সান্নিধ্য পাই। আরও একটা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য আছে,—সেই কথাও বলি। সংগে স্ত্রী—মায়ের ভক্ত তিনিও। যে-দিন তিনি মা-কে দেখেছেন, সে-দিন থেকেই তিনি হৃদয়ে অনুভব ক'রেছেন দিব্য এক আকর্ষণ। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু ফাঁক রয়ে যাচ্ছিল। তাই স্ত্রী বলতেন মাঝে মাঝে, "ধ্যান-জপ ও ভাগবত সংগীতে আনন্দ পাচ্ছি অগাধ, মায়ের কৃপায়। কিন্তু তনু-মন-প্রাণ সমস্ত দিতে পারছি না এদিকে, কারণ মনে হয়, শুধু এই-ই কি আমার স্বরূপ! আমার বৃত্তি নিচয়ের আরও তো রয়েছে অনেক দিক, আমি তাদের বঞ্চিত করছি না তো অবজ্ঞার দ্বারা? আত্ম-প্রবঞ্চনা নেই তো আমার?"—ভালই লেগেছিল কথাটি। খাঁটি হয়ে অন্তরে বাহিরে এক থেকে যে চলতে চায় সেই তো সত্য-পথ-যাত্রী হওয়ার প্রকৃত অধিকারী। কিন্তু এই ফাঁকটুকু ভরাট না হ'লে যে দৃঢ়তা আসছে না চলায়। তাই উভয়ে চলেছি মায়ের শ্রীচরণ দর্শনে।

সংগে রয়েছেন দুই মাসীমা—পুণ্যলোভাতুরা তীর্থ-যাত্রিণী। আর চলেছেন

গৃহিণীর এক বান্ধবী—দেশ দেখা ও প্রথম মাকে দেখা—উভয়বিধ ঔৎসুক্য নিয়ে। ট্রেন চললো অবিরাম; আসানসোল চিত্তরঞ্জন ছাড়িয়ে, ট্রেন চললো অন্ধকারের বুক চিরে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০, বুধবার। সকাল সাড়ে আটটায় গাড়ি এসে পৌঁছল বারাণসীতে। ট্রেন থেকে নেমে খুঁজে পেলাম আশ্রমের স্বামী চিন্ময়ানন্দকে। তিনি আমাদের সংগে নিয়ে গেলেন আশ্রমে; –অতিথিশালায় ব্যবস্থা হল অবস্থানের।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ফুলের মালা নিয়ে বসলাম সৎসঙ্গে; প্রতীক্ষিত হৃদয়ে আশার দোলা জাগল অল্পক্ষণের মধ্যেই মা আসছেন শুনে। দীর্ঘ পনরো বৎসর হ'ল মাকে আমি দূরে বসে বসে দেখে আসছি। ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ আজও হয়নি। কিন্তু মায়ের স্নেহাপ্লুত দৃষ্টি ও করুণ কোমল বাৎসল্যের উত্তাপ আমার হৃদয়কে বহু সময়ই স্পর্শ করেছে। মনে হয়েছে অন্তর্লোকের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিতই রয়েছে—নাই বা হ'ল বাইরের পরিচয়। "বাহিরে আদর না দেখাইয়াও যে মা," এ মা তো সেই মা।

মা এসে বসলেন সৎসংগে—আনন্দোচ্ছল দৃষ্টি, হাসি হাসি মুখ।......মনে পড়ল গত ১৯৫৯ সালের নভেম্বরের সংযম সপ্তাহে মায়ের সেই সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি—সে দৃষ্টি যেন কথা বলছিল আমার মর্মে—আজও যেন সেই নয়নাভিরাম নয়ন-ভৃঙ্গের গুঞ্জন-ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে আমার হৃদয় কুঞ্জে। সংযম সপ্তাহের সাতটি দিনের মধ্যে ব্যর্থ হয়নি একটি দিনও, যেদিন মর্মস্থলে মর্মরিত হয়নি সেই নিত্য কালের মরমীর মৃদুমন্দ পদধ্বনি। একি অপাত্রে অযাচিত করুণা নয়?......মনে পড়ল সেই শেষের দিনটি: ব্রতীরা সব মায়ের শরীরী চরণের কাছে ছুটে যাচ্ছিলেন প্রণাম করতে। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই আশায়। মা আমার দিকে তাকালেন একটি বার—শুধু একটি বার,—কিন্তু সে-দৃষ্টির অর্থ করবে কে?

পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও কাব্য কি পেরেছে এমন একটি গভীর দৃষ্টির সত্য আলেখ্য অংকিত করতে, "ভেসে-যাওয়া" ভাষা দিয়ে? প্রবাস থেকে প্রত্যাগত ছেলে যখন প্রণাম করতে যায় মাকে, মায়ের চোখের সেই উপছে-পড়া রূপটি এঁকেছে কি কোনো কবি? কিন্তু তাও তো নয়—শ্রীমায়ের দৃষ্টি আরও গভীর আরও মধুর—অপরিসীম স্নেহমাখা।……কিন্তু কান্তিভাই বারণ করলেন—আর কেউ যেন প্রণাম করতে না যান। আমিও অগ্রসর না হয়ে ফিরে এলাম আপন আসনে। নিয়মরূপে তো মা-ই রয়েছেন বিশ্ব জুড়ে—তাঁকে উল্লঙ্ঘন করি কি করে? আবার তাকালেন মা আমার দিকে;—আমার হৃদয়ের হতাশার ছবি যেন মায়ের মুখেও প্রতিবিম্বিত দেখলাম। সেই দৃষ্টি আজও স্পষ্ট হ'য়ে ভাসছে আমার চোখে; আজও সময় সময় সে-দৃষ্টি হৃদয়ে সৃষ্টি করে এক অজ্ঞেয় আন্দোলন। নীরব দৃষ্টির মধ্য দিয়ে কত কথাই মা কত সময় বলেছেন। দীর্ঘ পনেরো বৎসরের ইতিহাস তো শুধু এই দৃষ্টি ভাষণেরই ইতিহাস।

কিন্তু আজ কেন মা এত নির্বিকার আমার প্রতি? পরিচিতের সাক্ষাতে যে উৎফুল্লতা বা অপরিচিতের সাক্ষাতে যে ঔৎসুক্য—তার কিছুই দেখতে পেলাম না। যেন তাঁর অনন্ত বিস্তৃত অংকে অনন্ত সন্তানের মধ্যে আমি হারিয়ে গিয়েছি। হারিয়ে গেছে বহুর কণ্ঠে একের সুর। দেখলাম মায়ের দৃষ্টি যেন আজ সুদূরে প্রসারিত—ঐ বিস্তৃত আকাশে নিবদ্ধ। মায়ের মুখে মাতৃত্বের রূপ যেন আজ বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে—তাঁর গম্ভীর প্রশান্তির মধ্যে আজ বিশ্বকে যেন আবৃত ক'রে রেখেছেন মা। সেই প্রশান্তির অঙ্কে তো কেউই নূতন আগন্তুক নয়। কি বলব, সেই মাতৃত্বের রূপটি শুধু ধ্যানই করা যায়, তাকে তো ভাষায় ফুটাতে পারছি না।

ধীরে ধীরে প্রশান্তির সমুদ্রে যেন ধ্বনির তরঙ্গ উঠ্‌ল, প্রকাশ পেল বাণী। কথা আরম্ভ করলেন মা—কে পূজার সময় কি পোষাক পরেছিলেন তাই নিয়ে। মা বললেন, "যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন যোদ্ধারা যুদ্ধ করতে যায়, তখন তাদের একটি বিশিষ্ট

পোষাক থাকে পোষাক তাদের যোদ্ধা মনোভাবকে যেন জাগিয়ে রাখে। তেমনি পূজা বা উপাসনার সময়ও সামঞ্জস্যযুক্ত পোষাক পরতে হয়।” কর্মের সঙ্গে পরিচ্ছদ ও পরিবেশের সামঞ্জস্য থাকা চাই, এইটিই মায়ের অভিমত; পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতিকে মা সমর্থন করেন চিরকালই।

কথা উঠ্‌ল শাস্ত্রাদির শিক্ষা নিয়ে। মুক্তি মহারাজ বললেন, বর্তমান যুগে আর মানুষের পক্ষে বেদ-বেদান্তের চর্চা নিয়ে দিন কাটানো সম্ভব নয়। মা বল্‌লেন, “অর্থাৎ এ যুগে তোমাদের যে শিক্ষা তার লক্ষ্য অর্থোপার্জন, জ্ঞান বা সত্য সন্ধান নয়—পরম ধনের সন্ধান নয়।”

স্থির গাম্ভীর্যের থেকে ধীরে ধীরে মা হাসি তামাসায় নেমে এলেন। একটু পরে গান ধরলেন অভয়দা—অত্যন্ত ভাবের গান। গাইতে গাইতে চোখ দিয়ে ধারা পরছিল তাঁর। মা আবার উদাস তন্ময় ও নিষ্পলক দৃষ্টিতে উদার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন তেমনি।……ধীরে ধীরে শাস্ত্র-প্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন বিজ্ঞরা মায়ের সম্মুখে, সে-সব আজ মনে নেই। পণ্ডিতদের আলোচনার মাঝে মাঝে মায়ের সহাস্য ফোড়ন, শুষ্ক কথায় রসের সঞ্চার করছিল। এইভাবেই সৎসঙ্গ শেষ হল সেদিন।

আমি আলাপ জমালাম অভয়দার সঙ্গে। সবই যেন উড়িয়ে দিতে চাইছেন অভয়দা নেতিবাদীর মত, এমন কি আনন্দময়ী মাকেও। কিন্তু সেখানেই যেন অসুবিধা। তাঁকে উড়াতে গেলেই অন্তস্থলে কোথায় যেন একটু খ্যাঁচ ক’রে টান লাগছে। অনেক কথা হল তাঁর সঙ্গে, অনেক অভিমানের কথা। কথা বলতে বলতে গঙ্গার ধারে গেলাম উভয়ে। কি অপূর্ব গঙ্গার দৃশ্য। অভয়দা বললেন, “ঐ সুন্দর গঙ্গার সঙ্গে মায়ের তুলনা ক’রে কত কবিতাই না লিখেছি, কত গানই না গেয়েছি। সত্যিই বড় সুন্দর এই গঙ্গার দৃশ্য।”

সন্ধ্যায় আশ্রমে এসে স্বামী পরমানন্দ ও স্বামী চিন্ময়ানন্দকে জানালাম

মায়ের সঙ্গে আমার নিরালায় কথা বলার ইচ্ছা। চিন্ময়দা নিয়ে গেলেন দিদি গুরুপ্রিয়া দেবীর কাছে। মাকে নিরালায় পাওয়া তো সহজ কথা নয়—অবিরত ভক্ত সমাগম লেগেই আছে। সবাইকে সরিয়ে শুধু আমার জন্য একটু সময় দিবেন মা,—একি সহজ আবদার ?—আশ্বাস দিলেন দিদি—চেষ্টা করবেন, বলে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০, বৃহস্পতিবার। শিবরাত্রির উপবাস আজ। প্রত্যূষে স্নানাদি সেরে ফুলের মালা হাতে অপেক্ষা করতে লাগলাম অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায়। হঠাৎ দিদিকে দেখেই ছুটে গেলাম আমরা দিদির কাছে—তিনি যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তিনি যেন আজ মূর্তিমতী আশ্বাস। দোতলার একটি ছোট্ট ঘরে ভক্তরা সব গিজগিজ করছে মাকে ঘিরে। দিদি টেনে নিয়ে গেলেন আমাদের তারই মধ্য দিয়ে পথ করে। মায়ের পদপ্রান্তে এনে বললেন, "প্রণাম ক'রে যান অন্তত এখন।" মাকে বললেন, "মা এঁরা চন্দন নগর থেকে এসেছেন, তোমার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চান।"—আমাদের হ'য়ে দিদিই নিবেদন জানালেন মাকে। এ যেন বুড়ি ছুঁইয়ে রাখার মত। এবার আর ভাবনা কি আমাদের। ছেলের মনের সাধ পূর্ণ করা মায়েরই তো ভাবনার বিষয়। তাঁর ভাবনা তিনিই ভাবুন।

কিন্তু ঘরে ঢুকতেই দেখলাম, কেমন যেন তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালেন মা আমার দিকে। সে দৃষ্টি সহজ নয়, স্বাভাবিকও নয়। সে দৃষ্টি স্থির, অপলক প্রশান্ত এবং অত্যন্ত গভীর; কিন্তু স্নিগ্ধ মনে হল না, মনে হল না জ্যোৎস্নালোক। মনে হ'ল মধ্যাহ্ন সূর্যের থেকে নিঃসৃত তীব্র আলোকের ঝর্ণা। কি দেখলেন মা তা মাই জানেন। তাঁর দৃষ্টির অর্থ দুর্জ্ঞেয়।

দিদি আরম্ভ করলেন মায়ের কাছে পরিচয় দিতে আমার। কিন্তু আমার মনে হল, মা আমায় চেনেন না, সে কি হয় ? মায়ের কাছে ছেলের পরিচয় দেওয়া হাসির বিষয় নয় কি ?—হেসে ফেললাম আমি। মাও হেসে ফেললেন উচ্চস্বরে,

যেন আমারই ভাবের সমর্থনে। আর সেই হাসিতে তলিয়ে গেল দিদির পরিচয় দেওয়া। এই পরিচয় দেওয়া ব্যাপারটি আমার কাছে শুধু অবান্তর অনাবশ্যকই মনে হয়নি—মনে হ'ল আমার এতদিনের ভাবের সঙ্গে অসমঞ্জস। মায়ের অট্টহাসি মনে হল, সে-কথাই বলছে। কিন্তু হঠাৎ কোথায় থেকে মায়ার মেঘ এল ঘনিয়ে। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি নিয়ে বিচার আরম্ভ করলাম মনে মনে;—এই পনের বৎসরের ঐক্যানুভূতি কি তবে কল্পনা না সত্য—সংশয়ের দোলা। মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন মা। এই অট্টহাসিনীর হাসি যেন আমিই বন্ধ করলাম। যেন আমারই হৃদয়ের ভাবের সঙ্গে ঐক্য রেখে মাতৃরূপা বীণা খানি বেজে চলেছে বিচিত্র সুরে—কখনো স্নিগ্ধ মাধুর্যে, কখনো অট্টহাস্যে, কখনো দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্যে।……আমি যেন খেই হারিয়ে ফেললাম মায়ের অকস্মাৎ ভাব পরিবর্তনে। রহস্যের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে সংক্ষেপে প্রণাম সেরে চলে এলাম।

সৎসঙ্গে এসে বসে রইলাম। মাও এলেন কিছুক্ষণ পর। সবার সঙ্গে আমরাও প্রণাম করলাম ফুলের মালা দিয়ে। মা হেসে গান ধরলেন। আমরাও গাইলাম মায়ের সঙ্গে। কি যে সে আনন্দ! মায়ের দৃষ্টি যেন কোন্ অনন্তের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে। একটু একটু দুলছেন আর গাইছেন। গান শেষ হলে আরম্ভ হল রঙ্গময়ীর রঙ্গরস:—"বাপরে বাপ! এত বড় বড় ওস্তাদ রয়েছে, তাদের মধ্যে গান গাওয়া কম সাহসের কথা?" (অভয়দা, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন সম্ভবতঃ)।—"তবু ওস্তাদের গানের চেয়ে তোমার গানই ভালবাসে সবাই," বললেন কয়েকজন ভক্ত। মা বললেন, "তাতো হবেই, ছোট্ট মেয়ের আধো-আধো বুলি সব বাপ-মাই ভালবাসে।"… …"মা, আর একটা গাও না," আবদার করলেন অন্য একজন।—মা হেসে বললেন, "আমার এখন গান গাইবার 'মুড' নেই।" বলেই হেসে উঠলেন উচ্চস্বরে, হেসে যেন গলে পড়ছেন। বললেন, "তোমরা ওস্তাদ গাইয়েরা বল না—এখন আমার মুড নেই?—ও কথাটা তোমাদেরই একচেটিয়া থাকে কেন—আমিও একটু ছাড়লাম।"—সবাই মায়ের

সঙ্গে উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসছিলেন। মাও হাসতে লাগলেন খুব। বললেন, "নিমন্ত্রণের বাড়ীতে মিষ্টি খেতে খেতে যখন এক ঘেয়ে লাগে, তখন একটু চাট্‌নি খেয়ে নেয় না ?—আমার গানও তেমনি ভাবে নেও আর কি।" · …একজন বললে, "মা, আমরা চাট্‌নিই ভালবাসি।"—"হাঁ, চাট্‌নি সবাই-ই ভালবাসে,"—সংক্ষেপে উত্তর দিলেন মা।—"ছবি, এবার তুই একটা গা,"—আদেশ হল মায়ের। ছবিদি কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'চাটনির' পরে কিছুই ভাল লাগবে না, মা।"—মা আবার উচ্ছল হয়ে উঠলেন হাসিতে, "ও হচ্ছে তোদের 'ওস্তাদী বিনয়'।"……ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য একজনের গান দিয়ে সমাপ্ত হল সৎসঙ্গ।

বিকালে শিব পূজার আয়োজন করছেন মা নিজে দাঁড়িয়ে—আশ্রম-বালিকাদের সাহায্যে। বিভিন্ন স্থানে এক-একটি শিবলিঙ্গ বসিয়ে প্রতি শিবকে কেন্দ্র ক'রে অনেকগুলি আসন বিছানো হয়েছে। প্রত্যেক আসনের কাছে পুষ্প-চন্দন-বিল্বপত্র ও ফলাদি সমস্ত উপকরণ গুছিয়ে দিচ্ছেন মা। এইরূপে শতাধিক ব্রতীর পূজার ব্যবস্থা করাচ্ছেন মা নিপুণতার সঙ্গে পরিপাটি রূপে। মায়ের সেই কর্মীরূপটি অপূর্ব। শিল্পীর রং ও রেখায় আলিম্পনের মত মায়ের হাতের প্রতিটি কর্ম যেন সার্থক সুন্দর। তাঁর কর্মে ছোট নেই বড় নেই, তুচ্ছ নেই উচ্চ নেই,—এটি বিষয়ীর কর্ম আর এটি যোগিনীর কর্ম, এমন কোন ভেদ নেই। মা যেন মূর্তিমতী শ্রদ্ধা ; অত্যন্ত নিবিড় নিষ্ঠা ও নিবিষ্ট তন্ময়তা নিয়ে মা কাজ করে চলেছেন ; কর্ম নয় যেন ধ্যান। ধ্যানী বুদ্ধের রূপ অঙ্কিত করেছেন যুগ-যুগান্তের শিল্পীরা ; জ্ঞানী শঙ্কর আর ভাবুক ভক্ত শ্রীচৈতন্যের রূপও অঙ্কিত দেখেছি বিভিন্ন তৈল চিত্রে। কিন্তু কর্মযোগে তন্ময় হয়ে থাকার এই রূপটি ফোটাতে গিয়ে বোধ হয় সকল চিত্রকরের তুলিই হার মেনেছে। আর শ্রীমায়ের কথা বলতে গিয়ে আমার শুধু মনে হচ্ছে, আমি যত কথাই বলি না কেন, সে রূপটি অনুক্তই রয়ে যাবে।

কাশ্মীর থেকে শিক্ষা-বিভাগের একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি এসেছেন ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। মায়ের কাছে কাছে ঘুরছেন ;

মনে হল যেন একটু কিন্তু কিন্তু করছেন—কেউ যদি পরিচয় করিয়ে না দেয় কি ক'রে আলাপ জমাবেন তিনি।……কে একজন পুরাতন ভক্ত এসে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি কাশ্মীরের বিখ্যাত অমুক কলেজের অধ্যক্ষ এবং অমুক প্রতিষ্ঠানের অমুক ইত্যাদি। মা শুধু বললেন, "হু"—আবার তন্ময় হয়ে ডুবে গেলেন কর্মযোগে! ভদ্রলোকের তৃপ্তি হল না এতে! তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন মায়ের কাছে, যদি মায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় আবার। বহুক্ষণ পর আর একজন কে এসে পরিচয় দিলেন সেই বিখ্যাত ব্যক্তির, 'মা ইনি অমুক।'—মা তেমনি কর্মে নিবিষ্ট। ……সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। নিরুপায় দেখে ভদ্রলোকের একসঙ্গিনী এগিয়ে এলেন মায়ের কাছে,—"মা, ইনি সমগ্র কাশ্মীরের শিক্ষা-ব্যবস্থার অমুক, ইত্যাদি।" মা না-তাকিয়ে আর-একবার গম্ভীর ভাবে "হুঁ" বলে তলিয়ে গেলেন কর্মে।

এক জীর্ণবসন শীর্ণকায় বৃদ্ধ এসেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে। দূর থেকে মাকে দেখছেন আর অশ্রু বিসর্জন করছেন। "মা, শুধু তোমায় দেখব বলে এত দূর থেকে এসেছি। এই তোমায় প্রথম দেখা আমার। শুধু দেখা, শুধু এই দেবী দর্শনই আমার কাম্য ছিল—সেই কামনা পূর্ণ হল, মা। আমার কষ্ট ক'রে আসা সার্থক হল, মা, জীবন সার্থক হল, মা।"—মা উৎফুল্ল ভাবে তাকালেন ; কে ?—ও! যেন কতদিনের পরিচিত, যেন তার আসার কথাই ছিল।—চ'লে যাচ্ছিলেন মা, যেন কিছু বক্তব্যও নেই, জিজ্ঞাস্যও নেই।……হঠাৎ দাঁড়িয়ে কিছু বলতে হবে বলেই যেন বললেন, "তুমি কোথায় রয়েছ বাবা ?"—"মহেশ ভট্টাচার্যের ওখানে।"…… "ও! আচ্ছা বেশ, এস মাঝে মাঝে।"—মা চলে গেলেন কর্মে। বৃদ্ধের তখনো ভাবাবেগে অশ্রু ঝরছে ; "সার্থক হলাম, মা, সার্থক হলাম, সফল হল আমার মনুষ্য জন্ম।"

— ক্রমশঃ

পুরাতন স্মৃতি

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

(১১)

একটি অতি প্রচলিত কথা আছে মানুষ যদি শ্রীভগবানকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে এক পা অগ্রসর হয়, ভগবান তাঁর ভক্তের নিকট ধরা দেবার জন্য শত পা এগিয়ে আসেন। ইহা যে খুবই সত্য কথা তা আমরা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর লীলা-কাহিনীতে পেয়ে থাকি। আমরা দেখেছি যদি কেউ মাকে দেখবার জন্য আত্যন্তিক ভাবে ইচ্ছা করেন, জননী তার কাছে যাবার জন্য যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত। নিজের সুবিধা-অসুবিধার দিকে, এমন কি স্বীয় শরীরের দিকে পর্য্যন্ত দৃষ্টি না দিয়ে, অসুস্থ দেহ নিয়েই ছুটেছেন তার বাসনা পূর্ণ করবার মানসে। হয়তো কেউ কলিকাতায় বসে অসুস্থাবস্থায় মাতৃ-দর্শনের অভিলাষ মার শ্রীচরণে নিবেদন করেছেন, অমনি জননী আমার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে এক হাজার মাইল দূর হতে তাকে দর্শন দিতে ছুটলেন। কলিকাতায় তাকে দর্শন দিয়ে আবার বারশো মাইল ভীষণ গরমে ফিরে এসে অন্য ভক্তের বাসনা পূর্ণ করছেন। এমতাবস্থায় টাকা পয়সা, সুবিধা অসুবিধা এমন কি নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও ভ্রূক্ষেপ না করে দর্শনপ্রার্থীকে দর্শন দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। কেবল দেখেছেন কতটা আবেগের সহিত বা কতখানি ব্যাকুলতা নিয়ে মাকে দেখতে চাচ্ছেন। মাকে কেউ ঐকান্তিক ব্যগ্র হয়ে ডাকলে মা যে কোন প্রকারেই হউক তার ইচ্ছা পূর্ণ করেই থাকেন। ভক্ত জানেন শ্রীভগবানকে পেতে হলে একমাত্র উপায় প্রেম বা ভালবাসা। তাই তো নির্জ্ঞেয়-সন্ধানী (Mystic) সুফীরা বলে থাকেন, "There is no stronger bond than love to unite God and man, and Sufis recognized no other feeling more powerful than love." মীরাও তাঁর ভজনে বলেছেন, "বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা।" ভাগবতের নবম স্কন্ধে শ্রীভগবান ঋষি দুর্ব্বাসাকে বলছেন—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজঃ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়॥ (৯।৪।৬৩)

হে দুর্ব্বাসা! আমি সর্ব্বদা ভক্তের অধীন। আমার একটুও স্বতন্ত্রতা নাই। আমার সিধেসাধা সরল ভক্ত আমার হৃদয়কে তাঁর হাতের ক্রীড়নক করে রেখেছেন। ভক্তজন আমাকে ভালবাসেন আমিও তাঁদের ভালবাসি। শ্রীশ্রীমায়ের পূত লীলায় ইহার উদাহরণ বহু বর্ত্তমান আছে। তাহার মধ্যে দু'একটি এখানে উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হবে।

শ্রীমৎ স্বামী নির্গুণানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। সাধারণের নিকট তিনি মুক্তিবাবা নামেই পরিচিত। তিনি গত ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে পা ভেঙ্গে সেখানকার সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি হয়েছিলেন। সেই সময় শ্রীশ্রীমাও পুরীতেই ছিলেন। তথায় তাঁর চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা হবে না জেনে মা স্বয়ং তাঁকে সঙ্গে করে কলিকাতায় নিয়ে এসে প্রেসিডেন্সী জেনারল হাসপাতালে (Presidency General Hospital) কেবিন (Cabin) ভাড়া করে ভাল চিকিৎসা ও ব্যবস্থার জন্য ভর্ত্তি করে দিয়ে গেছেন। স্বামিজীর সেবা শুশ্রূষারও যতটা সুবন্দোবস্ত হওয়া সম্ভবপর তাও মায়ের দয়ায় সব হয়ে গিয়েছিল। এক মাসের মধ্যে মা পুরী হতে কলিকাতায় গিয়ে মুক্তিমহারাজকে তিনবার দেখে এসেছেন। স্থানীয় মার ভক্তদের মধ্যে অনেককে তাঁকে দেখাশোনা ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থার জন্যও মা বলে গেছেন। আশ্রমের দু'জন উচ্চশিক্ষিত ব্রহ্মচারীদের সদাসর্ব্বদা তাঁর নিকট থাকবার জন্য মা রেখে গিয়েছিলেন। ইহা ছাড়া হাসপাতালের শুশ্রূষাকারিণী (নার্স) ইত্যাদি তো ছিলই। মোট কথা তাঁর চিকিৎসার, সেবা শুশ্রূষার ও ঔষধ পথ্যাদির কোনই ত্রুটি ছিল না।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দের চৈত্র মাসে (মার্চ্চ ও এপ্রিল) শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজার সময় শ্রীশ্রীমায়ের সাথে আমরা কয়েকজন দেহরাতুন হতে একচল্লিশ (৪১) মাইল দূরে গঙ্গার তীরে আনন্দকাশীতে আছি। টিহিরী গাড়ওয়ালের রাজমাতা আনন্দপ্রিয়াজীর বিশেষ আগ্রহেই মা এখানে এসেছেন। (তাঁর এই নামটি আমাদের শ্রীশ্রীমার দেওয়া নাম। তাঁর প্রকৃত নাম শ্রীমতী কমলেন্দুমতী সাহ।) স্থানটি খুবই মনোরম এবং অতিশয় নির্জ্জন। চারিদিকে পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের অভ্রভেদী অতি উচ্চ শৃঙ্গ এবং ইহারই উপত্যকার মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছেন মা ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরবাহিনী হয়ে। গিরিরাজের গা বেয়ে বক্রভাবে উঠে গেছে পুণ্যতীর্থ বদরিকাশ্রমের পার্ব্বত্য পথ। শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্রামের পক্ষে এইটি খুবই উপযুক্ত স্থান জেনেই মাতৃ-প্রিয়া রাজমাতাজী মাকে এখানে এনেছেন। মাও নিজের খুশীমত যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ স্বীয় খেয়ালে পড়ে থাকেন। প্রোগ্রামের (Programme) কোনই বালাই নাই এখানে। সেখানে মায়ের নিকট গিয়ে সংবাদ পৌছল মুক্তিবাবার পাখানা প্ল্যাষ্টার (Plaster) করে লোহার ছড় পায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি কলিকাতার হাসপাতালে কষ্টে ছটফট্ করছেন আর মাকে দেখবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়ে কেবলই মা, মা বলে কাতর কণ্ঠে ডাকছেন। সন্তানের প্রাণের আকুল ডাক গিয়ে স্নেহময়ী জননীর বক্ষে লেগেছে। তিনি কি আর সন্তানের কাছে না গিয়ে বিশ্রামে থাকতে পারেন অত দূর দেশে গিরিগুহায়!! সন্তান-বৎসলা মায়ের আমার স্বভাবই যে এই!!!

সে বৎসর শ্রীশ্রীমার শুভ জন্মোৎসব পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার খান্না নামক স্থানে ২রা মে হতে ১২ই মে পর্য্যন্ত শ্রীমৎ স্বামী ত্রিবেণীপুরীজীর সমাধিক্ষেত্রে অবধূত শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর তত্ত্বাবধানে হওয়া স্থির হয়েছিল। কথা হয়েছিল জন্মোৎসবের কিছুদিন পূর্ব্বে মা আনন্দ-কাশী হতে দেহরাতুন কিশণপুর আশ্রমে কয়েক দিন বাস করে তারপর খান্না যাবেন। দেহরাতুন থেকে খান্না এমন বেশী দূরও নয়। মোটরে চার পাঁচ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। আরও দিন একুশ পর মার

জন্মোৎসব আরম্ভ হবে। অতএব এ কয়টা দিন মা অনায়াসে আনন্দ-কাশী ও দেহরাদুনে অবস্থান করে পরে খান্না যেতে পারতেন। গরমের সময় এদিকটা বসবাসের পক্ষে ভালই এবং সর্ব্বতোভাবে অনুকূল ও আরামপ্রদ।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে এই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যে কি রকম গরম "লু" (মারাত্মক ভীষণ গরম বায়ু-প্রবাহ) চলে তা কারও অবিদিত নাই। মার সেদিকে কোন লক্ষ্যই নাই। যেহেতু মুক্তিবাবা মাকে দেখবার জন্য কলিকাতায় হাসপাতালে রোগের নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছট্‌ফট্ করছেন; করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা দেহরাদুন থেকে এই দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে প্রায় এক হাজার মাইল ব্যবধান কলিকাতায় ছুটলেন তাঁকে দর্শন দেবার জন্য। সেখানে গিয়ে তাঁকে দর্শন দিয়ে একটু সুস্থির করে এবং বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার এই দুর্দ্দান্ত গরমের মধ্যে বারশো মাইল দূর খান্নায় এসে যথাসময়ে পৌঁছলেন। কারণ অবধূত শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর বিনীত অনুরোধ ও আকুল প্রার্থনা ২রা মে হতে ১২ই মে পর্য্যন্ত মা যেন তাঁর গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী ত্রিবেণী পুরীজীর সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন। মিষ্টি ব্যবহারে সকলকে তুষ্ট করতে মা একজন অদ্বিতীয়। শ্রীশ্রীমায়ের স্বভাবের অশেষ গুণের মধ্যে ইহা একটি বিশেষত্ব। স্বয়ং এইভাবে ভীষণ গ্রীষ্মের অসহনীয় গরম ও অসুবিধা সহ্য করেও উভয় সন্ন্যাসীর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। এ জাতীয় কর্ম্ম ও ব্যবহার কেবল শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর পক্ষেই সম্ভব। এমন দ্বিতীয়টি আর নজরে পড়ে না।

❀ ❀ ❀

বহুদিন পূর্ব্বের এ রকমের আর একটি ঘটনা।

একজন অতি বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধু, বয়স অনুমান পচাত্তোর কি আশি। চোখের দৃষ্টিশক্তি ও তাঁর অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছিল। একখানি পাও ছিল তাঁর আবার জখম প্রাপ্ত। এই রকম জরাজীর্ণ শরীর নিয়ে বহুকাল যাবৎ তিনি পুরীধামে

থেকে অতি নিষ্ঠার সহিতই সাধন ভজন করছিলেন, এই মহাত্মার নাম ছিল শ্রীশ্যামদাস বাবাজী। তিনি ছিলেন ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ মহাত্মা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর শিষ্য। তিনি কি জানি কার মুখে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর নাম ও তাঁর কিছু লীলা কথা শ্রবণ করে তাঁকে দর্শন করবার জন্য তাঁর বড়ই অভিলাষ হয়। বাবাজীর সেবা ও শুশ্রূষার জন্য একটি লোক তাঁর সঙ্গে থাকতেন। একদিন ঐ বৃদ্ধ সাধুটি তাঁর সঙ্গীয় লোকটিকে বল্‌ছিলেন, দেখ, শুনতে পেলাম শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী নাকি এখন পশ্চিমের দেহরাদুন কিংবা বিন্ধ্যাচলে কিছুদিন আছেন। পূর্ব্বে তিনি পুরীতে এসেছিলেন। তখন তো আর তাঁর সংবাদ পাইনি, সেজন্য তাঁকে দর্শন করতে পারিনি। তিনি আবার কবে যে এখানে আসবেন তার তো কোন নিশ্চয় নাই। আর আমার এই দেহও যে কতদিন আর থাকবে তারও কোন স্থিরতা নাই। অতএব তিনি এখন যেখানে আছেন সেখানে আমাকে নিয়ে চল, মাকে গিয়ে একবার দর্শন করে আসি। এই কথা শুনে সেই সঙ্গীয় লোকটি বলেছিলেন, আপনার শরীর খারাপ, বয়সও যথেষ্ট হয়েছে। উঠে গিয়ে আপনি নিজের প্রয়োজনীয় কাজগুলি পর্য্যন্ত নিজে করতে পারেন না, এমন কি অপরের সাহায্য ছাড়া ঘরের বাইরেও একলা যেতে পারেন না। এমতাবস্থায় আপনাকে কি করে এত দূর পশ্চিমে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে? আপনি তো অনেক দিন যাবৎ এই নীলাচলধাম পরিত্যাগ করে কোথাও যেতে কখন ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। তবে আজ মা আনন্দময়ীকে দেখবার জন্য আপনার এত আগ্রহ কেন? এই কথার উত্তরে সেই মহাত্মা নাকি বলেছিলেন, শ্রীশ্রীমার কথা শোনবার পর থেকেই তাঁকে দর্শন করবার জন্য কি জানি কেন মনটা আমার বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। চল না আমাকে নিয়ে, মাকে দর্শন করে আসিগে। পুরী থেকে উত্তর প্রদেশ (তখনকার দিনে ছিল যুক্তপ্রদেশ) এই দীর্ঘপথ, ঐ আশি বছরের অচল বৃদ্ধকে নিয়ে যাওয়া এবং ফিরে আসা সহজ কথা নয়। সেই হেতু বাবাজীর সাথের মানুষটি কিছুতেই তাঁকে নিয়ে যেতে স্বীকৃত হচ্ছিলেন না। আর তাঁরও শারীরিক এমন শক্তি ছিল না যাতে তিনি অপর কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে একলা এত দূর দেশে আসতে

পারেন। অতএব মাতৃ-দর্শনের তাঁর আর কোন আশা নেই জেনে তিনি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। বৃদ্ধ মহাত্মাকে এইভাবে হতাশ হতে দেখে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও দানবীর শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীতারকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁকে বল্‌লেন, আপনি এত নিরাশ হয়ে পড়ছেন কেন? মা আনন্দময়ী নাকি সকলের মনের ভাব জানতে পারেন। তিনি যদি সত্যি সত্যি অন্তর্যামী হন তা হলে তিনি আপনার এই প্রকার ব্যাকুলতা দেখে কখন দর্শন না দিয়ে থাকতে পারবেন না। তিনি অবশ্যই এখানে এসে আপনাকে দর্শন দেবেন। আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন, শান্ত হন।

বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধুটির একান্ত ব্যাকুলতার মর্ম্মান্তিক স্পর্শ এসে বাজল শ্রীশ্রীমায়ের কোমল হৃদয়ে। মা কি আর স্থির থাকতে পারেন অত দূর দেশে। সন্তান-বৎসলা মা তখনি অমনি আবার ছুটলেন পুরীতে। এই মাত্র অল্প কয়েক দিন হয় মা পুরী হতে ফিরেছেন। এখনি আবার তথায় যাবার যে কি প্রয়োজন থাকতে পারে তা তো আমরা কোন প্রকারেই ধারণা করতে পারি না। কাহারও নিকট কোন কারণ ব্যক্ত না করে দেহরাদুন থেকে বিন্ধ্যাচল এসে মা আবার চল্‌লেন সোজা পুরীতে। এবার সাথে মাত্র বাবা শ্রীভোলানাথ ও শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দেবী ছাড়া আর বেশী লোকজনও নিলেন না। কলিকাতায় গিয়ে বাবা ভোলানাথকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেখানে রেখে বিরাজমোহিনী দেবী ও শ্রীকমলাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে (কমলদাকে) সঙ্গে নিয়ে পুরী রওয়ানা হয়ে গেলেন।

নীলাচলে পৌঁছেই তাড়াতাড়ি করে সেই অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধুটির বাসস্থানে গিয়ে মা উপস্থিত হলেন।* আশাতীত রূপে শ্রীশ্রীমাকে এই

---

* সাধুটির বাসস্থানের ঠিকানা মা যে কি করে জানলেন তা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। ইহা যে মায়ের অলৌকিক শক্তিরই একটি পরিচয় তা বলতেই হবে। যিনি অত দূরের ডাক শুনতে পারেন তাঁর পক্ষে ঠিকানা জানাটা খুব বেশী বড় কথা নয়। এই রকম ঘটনা আরও আছে। যথাস্থানে লেখবার ইচ্ছা রহিল।

ভাবে পেয়ে তো তিনি একেবারে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করতে পারেন নি যে এই রকমে এত শীঘ্র শ্রীশ্রীমার দর্শন লাভ কখনও তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। তিনি তাঁর দর্শনের আশা একেবারে ছেড়েই দিয়েছিলেন। যিনি কাহারও নিকট হতে কোন সাহায্যের আশা রাখেন না তাঁকে সর্ব্বাগ্রে সাহায্য করেন ভগবান। এই প্রকারে, মা অকস্মাৎ সেই বাবাজীকে দর্শন দিয়েই আবার সেখান থেকে চলে এসেছিলেন।

এই রকম যে কতই ঘটনা হচ্ছে তার কটারই বা আমরা খোঁজ রাখি বা জানতে পারি। মা যে ভারতব্যাপী এখানে সেখানে কেন এত ঘুরে বেড়ান, তার পশ্চাতে যে কি কারণ থাকে, তা আমাদের এই স্থূল বুদ্ধি-বিবেচনার বাইরে। এইভাবে যে মা কত দর্শন-প্রার্থীদের দর্শন দিয়ে তাদের বাসনা পূর্ণ এবং জীবন কৃতার্থ করছেন তার খবর কটারই বা আমরা পাই। দু'একটা ঘটনা মা কথা প্রসঙ্গে দয়া করে হঠাৎ বলে ফেলেন বলে আমরা কেউ কেউ জানতে পারি।

কেউ শ্রীশ্রীমাকে আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করলে মা যে তাহা নানা প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও পূর্ণ করে থাকেন; এই উপরোক্ত ঘটনা দুটির দ্বারা তা বেশ বোঝা যায়। আকুল প্রাণে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে পরে জননী সন্তানের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। বিশ্বের সন্তানদের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের জন্যই বিশ্বজননীর এই অপ্রাকৃত ভাবঘন শ্রীদেহ ধারণ করা। মা তো সর্ব্বক্ষণই তার সন্তানদের প্রতি করুণা-নয়নে চেয়ে রয়েছেন। আমাদের দৃষ্টি বহির্মুখী বলে তাঁর অপার কৃপার অনুভব করতে পারি না। কঠোপনিষদে এই বিষয়ে একটি সুন্দর মন্ত্র আছে—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥

স্বয়ম্ভূ ভগবান ইন্দ্রিয় সমূহকে বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন। বিবেকের অভাবে অধিকাংশ মানুষ এই কথা না জেনে এবং বিষয়ে আসক্তি হবার দরুণ উন্মত্তের ন্যায়

আপাত-রমণীয় কিন্তু পরিণামে পরমেশ্বরের নিকট হতে অতি দূর নরকের দ্বারস্বরূপ অশুদ্ধ বিষয় ভোগেই লিপ্ত হয়ে থাকে। তারা অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে দেখেই না বা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাতই করে না। অতি অল্প সংখ্যক কোন কোন বিবেকী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সৎসঙ্গ ও শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপায় অপবিত্র বিষয় ভোগের পরিণাম যে দুঃখ তা জেনে এবং অমৃত্বের অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন। শ্রীশ্রীমার সন্তানদের মধ্যে যাঁদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই মাতৃ-মুখী হয়ে রয়েছে, তাঁরা অনুক্ষণ মায়ের করুণার পবিত্র পরশ পাচ্ছেন। এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে বিশ্ববাসীকে উপদেশ করছেন—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন যে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

আমি সকল ভূতেই সমান ভাবে আছি, আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেউই নাই। তবে যে সকল ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাদের আত্মাতে আমার সত্তা প্রকাশ পায় এবং তারাও আমাতে বিদ্যমান থাকে। যে কেউ মাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত ভক্তিপূর্ব্বক আপন ভেবে ডাকে, মা তাঁর নিকট সত্বর প্রত্যক্ষীভূত হয়ে থাকেন। গীতাতে শ্রীভগবান আরও বলেছেন—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥"

হে পার্থ, সর্ব্বদা অনন্যচেতা হয়ে যিনি আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ অর্থাৎ সহজেই প্রাপ্ত হয়ে থাকি। অনন্যচেতা হয়ে শ্রীশ্রীমাকে আপন ভেবে একবার আঁকড়ে ধরতে পারলে তিনি যে অচিরে চিরকালের মত অতি আপন হয়ে ধরা দেন তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা অতিশয় সত্য কথা।

কুম্ভমেলা

স্বামী শিবানন্দ গিরি

কুম্ভস্নান ভারতীয় সাধু সম্প্রদায়ের, মুমুক্ষু এবং ধর্ম্মানুরাগী হিন্দুদের একটী মাহাত্ম্যপূর্ণ পর্ব্ব। হিন্দু শাস্ত্রে তীর্থ সলিলে স্নান, পবিত্র নদনদীতে স্নান এবং যোগ লগ্নের শুভ মুহূর্ত্তে স্নানের অজস্র মহিমা নানাভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যোগ বা লগ্নমানের মধ্যে কুম্ভযোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে হরিদ্বারে প্রয়াগে নাসিকে ও উজ্জয়িনীতে, এই স্নানের যোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই চার স্থানে বার বৎসর পর পর স্নান যোগ উপলক্ষে যে সাধু মহাত্মাদের সম্মেলন হয় তাহাই কুম্ভমেলা নামে বিখ্যাত। বহু লোকের মিলন স্থানকেই মেলা বলা হইয়া থাকে। কুম্ভ অর্থাৎ কলস, এক অমৃতপূর্ণ কুম্ভকে কেন্দ্র করিয়াই কুম্ভস্নান যোগ। এই অমৃতকুম্ভের কাহিনী পৌরাণিক যুগে ব্যাসদেব এমত বর্ণনা করিয়াছেন।

অমৃত আহরণের জন্য দেবাসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। সেই মন্থন হইতে প্রথম কামধেনু সুরভির উৎপত্তি হইল। পরে উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত, কৌস্তুভ মণি, পারিজাত কল্পবৃক্ষ উত্থিত হইল। লক্ষ্মীর আবির্ভাবও এই সমুদ্র মন্থন হইতে, সর্ব্বশেষে ধন্বন্তরি অমৃত-কলস হস্তে সমুদ্র হইতে উপস্থিত হইলেন। ধন্বন্তরির হস্তে অমৃত কলস দেখা মাত্র অসুরেরা তাহা ছিনাইয়া লইল এবং উহার জন্য প্রথমতঃ অসুরদের মধ্যে ঘোরতর কলহ চলিতে লাগিল। দেবতারা ম্রিয়মাণ হইয়া ভগবান শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় মোহিনীমূর্ত্তিতে সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া অমৃত কুম্ভ গ্রহণ করিলেন এবং দেবতা ও অসুরগণকে সমভাবে সুধা বণ্টনের আশ্বাস দিয়া দুই পঙ্‌ক্তি রচনা করিয়া একদিকে অসুর এবং অন্যদিকে দেবতাদিগকে বসাইলেন।

ভগবান দেবতাগণকে জন্মমৃত্যুহারী সুধা পান করাইয়া গরুড় আরোহণে অমৃত কুম্ভ লইয়া প্রস্থান করিলেন। দেবাসুরের মিলিত চেষ্টায় সমুদ্র হইতে অমৃত আহরণ করা হইল। কিন্তু ভগবৎ-চরণাশ্রিত দেবতাদের ভাগ্যেই অমৃত প্রাপ্তি ঘটিল। ভগবানের চক্রান্তে অসুরগণ উহা হইতে বঞ্চিত রহিলেন। ইহাতে অসুরকুল ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া দেবতাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সাগর-তীরে দেবাসুরের এই ঘোরতর যুদ্ধ ১২ দিন ব্যাপী চলিল। দেবতাদের ১২ দিনে মানুষের ১২ বৎসর হইয়া থাকে। যুদ্ধের ঐ ১২ দিন দেবতারা অমৃত কুম্ভটিকে ভূলোকে হরিদ্বারে, প্রয়াগে, নাসিকে ও উজ্জয়িনীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই চারি স্থানে সুরক্ষিত ভাবে কুম্ভটিকে রাখিবার সময় কিছু কিছু অমৃত ঐ সব স্থানে পড়িয়া যায়। ঐ পতনের মুহূর্ত্তই কুম্ভযোগ স্নানের শুভ মুহূর্ত্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

এই অমৃতত্ব লাভই হইতেছে মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। অমৃতের গ্রহণকারী মাত্রেই অমর হইয়া থাকেন। তাই এই মহান উদ্দেশ্যে ভারতীয় সাধুসন্ত মুমুক্ষু ও ধর্ম্মানুরাগী হিন্দুরা বার বৎসর পর পর এই চারি স্থানে যে তিথি রাশি নক্ষত্রে অমৃত কুম্ভ রাখা হইয়াছিল ঠিক ঐ শুভ মুহূর্ত্তে স্নান করিয়া অমরত্ব লাভ করিবার আশায় একত্রিত হন।

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে, মকর সংক্রান্তিতে অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিতে প্রয়াগে, চাতুর্ম্মাস্যে নাসিকে এবং বৈশাখী পূর্ণিমাতে উজ্জয়িনীতে এই যোগ উপস্থিত হয়।

হরিদ্বারে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে বৃহস্পতি কুম্ভরাশির এবং রবির মেষরাশির সহিত মিলনের সন্ধিক্ষণেই এই যোগ উপস্থিত হয়। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে এই স্নান যোগ অনুষ্ঠিত হয়। শিব চতুর্দ্দশীতে প্রথম, চৈত্র অমাবস্যাতে দ্বিতীয় এবং মহাবিষুব সংক্রান্তিতে তৃতীয় স্নান হয়। হরিদ্বারে

তৃতীয় দিনের স্নানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। হরিদ্বারে কুম্ভরাশির সহিত বৃহস্পতির মিলন হয় বলিয়া অনেকে এই তৃতীয় দিনের স্নানকেই প্রকৃত কুম্ভস্নান বলিয়া থাকেন। তাহারা নিজ মতের অনুকূলে এই প্রাচীন শাস্ত্রীয় শ্লোক উল্লেখ করেন—

পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিগতে গুরৌ
গঙ্গদ্বারে ভবেৎ যোগ কুম্ভ নাম তদোত্তমঃ।

'পদ্মিনীনায়ক' অর্থাৎ সূর্য্যের মেষরাশিতে এবং বৃহস্পতির কুম্ভরাশির সহিত মিলন সন্ধিক্ষণই প্রকৃত কুম্ভযোগ। ইহা কেবল হরিদ্বারেই হইয়া থাকে অন্য কোথাও হয় না।

অনেকেই হরিদ্বারের মত প্রয়াগে নাসিকে উজ্জয়িনীতে পূর্ণ কুম্ভ যোগ হয় বলিয়াছেন। বৃহস্পতির সহিত মেষ এবং রবির সহিত মকর রাশির মিলনের সন্ধিক্ষণেই প্রয়াগের কুম্ভযোগ হয়। ঐ দিনই প্রথম ও প্রধান স্নান। পরে মৌনী আমাবস্যা তিথিতে ও বসন্ত পঞ্চমীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্নান হইয়া থাকে। প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে এই স্নান পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি পূতসলিলা নদীর মিলন স্থলকে ত্রিবেণী সঙ্গম বলা হয়। সরস্বতী নদী গুপ্তভাবে গঙ্গা যমুনার সহিত মিলিত হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন। এই তিনটি পবিত্র নদীর মিলন ধারার নাম ত্রিবেণী সঙ্গম। নাসিকের কুম্ভমেলা হয় চাতুর্মাস্যের সময়। আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদের চাতুর্মাস্যকাল। শ্রাবণ মাসে বৃহস্পতির সহিত মঙ্গল ও শুক্রের সহিত সিংহ রাশির মিলনের সন্ধিক্ষণে এই মহাযোগ উপস্থিত হয়। ঐ দিনই প্রথম ও প্রধান স্নান। ভাদ্রের আমাবস্যায় দ্বিতীয় ও কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশীতে তৃতীয় বা অন্তিম স্নান হয়। গোদাবরী মহানদীর কুশাবর্ত্ত ঘাটে এই স্নান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

উজ্জয়িনীর পূর্ণ কুম্ভযোগ মাত্র একদিন হইয়া থাকে—শিপ্রা নদীতে

বৈশাখী পূর্ণিমাতে। রবির সহিত মেষ, বৃহস্পতির সহিত সিংহ রাশির মিলনের সন্ধিক্ষণে পূর্ণ কুম্ভযোগ হয়। শিপ্রা নদীতে দত্ত আখড়ার ঘাটে এই স্নান পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়।

হরিদ্বারে এবং প্রয়াগে প্রতি ৬ বৎসর পর পর এই স্নানের যোগ উপস্থিত হয়, উহাকে অর্দ্ধ-কুম্ভ যোগ বলে, ইহা আর নাসিক ও উজ্জয়িনীতে হয় না। হরিদ্বারে ও প্রয়াগে অর্দ্ধ-কুম্ভ ও পূর্ণ কুম্ভের লোক সমাগম প্রায় একই প্রকার হইয়া থাকে। নাসিকে ও উজ্জয়িনীতে লোক সমাগম হরিদ্বার ও প্রয়াগের মত হয় না। এই দুই স্থানে সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা ও প্রয়াগ এবং হরিদ্বারের শোভাযাত্রা হইতে কিছু ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।

আমাদের অষ্টাদশ পুরাণে সমুদ্র মন্থনের উল্লেখ অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। অমৃত কুম্ভ যে দেবাসুরের যুদ্ধের সময় হরিদ্বার প্রয়াগ নাসিক উজ্জয়িনী এই চার স্থানে সুরক্ষিত ভাবে লুক্কায়িত ছিল তাহার উল্লেখ ভাগবতে পাওয়া যায় কিন্তু অমৃত বিন্দুর পতন এবং সেই শুভ মুহূর্ত্ত লইয়া কুম্ভযোগের উল্লেখ কোন পুরাণেই পাওয়া যায় না। পূর্ণকুম্ভ ও অর্দ্ধকুম্ভের তিথি নির্ণয়ের ও কোন প্রমাণিক শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। এই যোগ স্নানের মাহাত্ম্য ও বিধানাদি সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সাধু ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। তাহাদের আদেশ নির্দ্দেশ অনুসারে ভারতের হিন্দু জনসাধারণ ইহার উদযাপন করিয়া থাকেন।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (গীতা অ: ৩ শ্লোক ২১)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা যাহা করেন সাধারণ লোকের তাহাই আদর্শ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির যাহা প্রমাণ্য—জনতার আদর্শ তাহাই।

অমৃতত্ব লাভ হইতেছে মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের ঋষিরা সন্ধ্যার প্রার্থনার মন্ত্রে বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই গান গাহিয়াছিলেন —

"অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যো মাঽমৃতং গময়"

অসৎ হইতে সতে, অন্ধকার হইতে আলোয় এবং মৃত্যু হইতে অমৃতে উত্তীর্ণ হওয়াই হইতেছে হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য। অমৃত লাভের জন্য দেবাসুরের মিলিত সমুদ্র-মন্থন, যাহা প্রাপ্তির জন্য তাহাদের তুমুল সংগ্রাম, সেই অমৃত এত সহজলভ্য নহে। অসুরেরা পরিশ্রম ও ক্লেশ সত্ত্বেও ভগবদ্-বিমুখ থাকাতে উহা হইতে বঞ্চিত হইল। বেদের ঋষি এই অমৃতত্ব লাভকারীকেই ধন্য বলিয়াছেন—তাদের জীবনকে সফল জীবন বলিয়াছেন। তাই ঋষির ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হইয়াছিল "আনন্দরূপং অমৃতং যদ্ বিভাতি" আনন্দরূপ অমৃতের দ্বারা এই জগৎ পরিপূর্ণ কিন্তু আমরা দুঃখকষ্ট জন্মমৃত্যুর চক্রে নিষ্পেষিত হইতেছি। ইহা হইতে ত্রাণের একমাত্র উপায় অমৃতত্ব অর্জ্জন করা। আমাদের সত্তার মূলে এই আনন্দ অমৃত রহিয়াছে, তাই ঋষি বলিলেন ঃ—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥" ৩।৬, তৈত্তিঃ উপনিষদ। জীবের উৎপত্তি আনন্দে, স্থিতি আনন্দে এবং আনন্দেই জীবের লয় হইয়া থাকে। যিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই চির আনন্দের স্রোতের সন্ধান পাইয়াছেন। তার আর দুঃখকষ্ট জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি থাকে না। তাই উপনিষদের ঋষি অন্যত্র জগৎবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বিশ্ববাসী সকলেই এই অমৃতের অধিকারী এবং সন্তান। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে আমরা দেখিলাম, মৈত্রেয়ী শ্রেয় অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করিতে চান, তিনি প্রেয় চান না। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জাগতিক সুখ ভোগের উপাদান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্" যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ না করিতে পারি তাহাতে আমার কি প্রয়োজন? কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ (তৈত্তি ২।৭)। যদি সৃষ্টিতে আনন্দ না থাকিত তবে

কেই বা আহার গ্রহণ করিত কেই বা বাঁচিয়া থাকিত ? তিনি সকলকে আনন্দিত করেন। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিলেন ঃ—

পরাচঃ কামানন্থুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে। কঠো ২।১।২

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভোগ্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিয়া জন্মমৃত্যুর চক্রে নিষ্পেষিত হন। বিবেকীগণ অধ্রুবের মধ্য হইতে ধ্রুব অমৃতত্ব আহরণ করিয়া থাকেন। অমৃতত্ব লাভই হইতেছে হিন্দুশাস্ত্রে হিন্দুধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য।

বেদান্ত উপনিষদের ঋষির বর্ণিত এই আত্মতত্ত্ব বা অমৃতত্ব লাভ অত্যন্ত দুরূহ ও সুকঠিন।

"খুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" কঠো ১।৩।১৪ উপনিষদের ঋষি বলিলেন শাণিত খুরের ধার অপেক্ষাও সে পথ দুর্গম। সেই কঠিন দুর্গম পথের চিত্র মহাকবি ব্যাসদেবের অমর লেখনিতে পুরাণের দেবাসুর সংগ্রামে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তীর্থবারিতে স্নান, প্রয়াগে কল্পবাস, ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানের মাহাত্ম্য বর্ণনা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কুম্ভস্নান যোগের কোন উল্লেখ আমাদের অষ্টাদশ পুরাণে পাওয়া যায় না। অথচ এক সুপ্রাচীন কাল হইতেই পুরাণের সমুদ্র মন্থনের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অমৃত লাভের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে কুম্ভ স্নান যোগ চলিয়া আসিতেছে।

—ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪)

শ্রীশ্রীমায়ের ঢাকা আগমন

ইং ১২।৩।৪৩ তারিখের এক চিঠিতে খুকুনী দিদি আমাকে জানাইলেন যে শ্রীশ্রীমা কলিকাতা আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে ঢাকায় নেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। ঢাকা আশ্রমেও অনুরূপ এক চিঠি আসিয়াছে তাহাতে মাত্র একটি কথা বেশী আছে যে, মাকে লইয়া ঢাকা রওনা হইবার পূর্ব্বে টেলিগ্রাম করা হইবে।

প্রায় ৩॥ বৎসর পরে মা ঢাকা আসিতেছেন শুনিয়া সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে যে দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহাতে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছে। সাক্ষাৎ ভাবে যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না হইলেও উহার উত্তাপে আমরা সকলেই সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছি। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। অনশন অর্দ্ধাশন বর্ত্তমানে অধিকাংশ লোকেরই দৈনন্দিন ব্যাপার। চুরি ডাকাতি, লুটতরাজ লাগিয়াই আছে। সন্ধ্যার পর বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিতে সৈন্যদের হাসপাতাল হইয়াছে। গোরা সৈন্যদের রাস্তায় আনাগোনার জন্য স্ত্রীলোক লইয়া পথে চলাফেরা করা নিরাপদ নহে। মায়ের আশ্রমে মেয়েদের যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বর্ত্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ উভয়েই লোকদিগকে দিশাহারা করিয়াছে। এ হেন সময়ে শ্রীশ্রীমা ঢাকা আসিতেছেন শুনিয়া সকলেই একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এ যেন দুর্য্যোগের ঘনঘটার মধ্যে আলোর ঈষদ্ উন্মেষ।

সোমবার দিন আমরা টেলিগ্রামের আশায় বসিয়া রহিলাম। টেলিগ্রাম আসিল না। ভূপতিবাবু স্বামী পরমানন্দজীর নিকট হইতে এক চিঠি পাইলেন তাহাতে লেখা ছিল যে, শ্রীশ্রীমা গত রবিবার বহরমপুরে নামযজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া সোমবার দিন ঢাকা মেলে রওনা হইয়া মঙ্গলবার ঢাকা পৌঁছিবেন। টেলিগ্রাম আসিল না দেখিয়া সন্দেহাকুল চিত্তে মঙ্গলবার দিন মেলের সময় ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। যথা সময়ে গাড়ী আসিল। জটু ভাইকে গাড়ীতে দেখিয়া বুঝিলাম যে মা আসিয়াছেন। গাড়ী থামিলে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া ওয়েটিং রুমে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা সকলে ভাল আছ ত?” উত্তরে আমি বলিলাম, “হাঁ, মা, ভাল আছি।” এদিকে গাড়ী হইতে মালপত্র নামাইয়া সকলে আশ্রমাভিমুখে যাইতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেম। শ্রীশ্রীমা একখানি মোটর গাড়ীতে আশ্রমে রওনা হইলেন। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সকলকে মায়ের আগমন সংবাদ দিয়া আবার আশ্রমে ফিরিয়া গেলাম।

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখি শ্রীশ্রীমা পঞ্চবটীতে দাঁড়াইয়া পরমানন্দ স্বামীজীকে শা'বাগ দেখাইতেছেন। আমি মায়ের কাছে গিয়া বসিলাম। পঞ্চবটীর আসনের উপরের ঘরখানা ভাল হইয়াছে বলিয়া মা বলিলেন এবং ঐখানে রাত্রিতে শয়ন করিবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইতিমধ্যে অনেকেই সংবাদ পাইয়া আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কেহ কেহ মাকে টাকা দিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং আমাকে বলিলেন, “এ আবার কি? পূর্ব্বে ত এরূপ দেখা যায় নাই।” আমরাও হাসিতে লাগিলাম।

পর বলিয়া কেহ নাই

ক্রমেই লোককোলাহলে আশ্রমখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমা হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, “আশ্রম থাকিবে শান্ত নীরব, আর এখানে বসিয়া লোকে করিবে তপস্যা।”

প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী। তুমিই ত সর্ব্বত্র লোকজন ভিড়াইয়া হট্টগোল আরম্ভ করিয়া দেও।

মা। আমি কোন লোকজন আনি না বা হট্টগোল করি না। কোথাও যাতায়াত করি না। আমি চুপচাপ এক ভাবেই আছি। যদি ছুটাছুটি আর হট্টগোল করিতাম তবে কি এ দেহ থাকিত ?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মা আবার হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—"আমি পরের কাছে যাই না, পরেরটা খাই না, পরের সঙ্গে কথা বলি না। বাস্তবিক পর বলিয়া কি কিছু আছে ? তোমরাও খণ্ডভাবে যাহা কিছু কর তাহা আপন ভাবিয়াই কর। যাহার কাছে যাও, যাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল তাহা আপন ভাবিয়াই কর। যাহাদিগকে যতটুকু আপন বলিয়া মনে কর তাহাদের সঙ্গে তোমাদের ব্যবহারও ততটুকু। এমন কি যাহাকে শত্রু বলিয়া ভাব, তাহার কথা বলিতেও বল যে এ আমার শত্রু।"

সমষ্টি ভাবে জগতের মঙ্গল সম্ভব কিনা

ক্রমেই লোক সমাগম হইতে লাগিল। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। মা তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, ভাল আছ ত ?"

মণীন্দ্রবাবু। ভাল থাকি কেমন করিয়া ? সকলে ভাল থাকিলে ত ভাল থাকা। কি যে দুর্দ্দিন চলিতেছে, লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার আর সীমা নাই।

মা। (হাসিয়া) হাঁ, বাবা, সময়টা এখন এইরূপই চলিতেছে। রাস্তায় আসিতে ষ্টিমারে শুনিলাম যে লোকে না খাইয়া মরিতেছে। কেহ কেহ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। জগৎভরা যে দুঃখ কষ্ট চলিতেছে তাহার কতটুকুই বা তোমরা দেখিতেছ ? এও তাঁহারই খেলা। তিনি দুই হাতে তালি দিতেছেন। তিনিই গড়িতেছেন আবার তিনিই ভাঙ্গিতেছেন।

আবার দেখ, ভগবানকে বলা হয় যে তিনি মঙ্গলময়। এই যে দুঃখ কষ্ট মৃত্যু চলিতেছে ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহার মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল আছে। তবে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ভগবানের লীলা বুঝা শক্ত। উহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। সেইজন্য তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। কামনা বাসনা থাকিলেই দুঃখ। উহা ত্যাগ হইলেই দেখিবে দুঃখ বলিয়া কিছু নাই।

তুমি যে বলিলে "সকলের ভাল না হইলে ভাল থাকি কেমন করিয়া," এ কথাই বা কে বলিতেছে? ইহা কি তুমি বলিতেছ? ইহাও তাঁহারই কথা। তিনিই তোমার মুখ দিয়া উহা বলিতেছেন। তিনি কিছু করিবেন বলিয়াই ঐরূপ বলিতেছেন। লোকে ব্যক্তিগত ভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে যাহা বলে তাহার ফলাফল কিছু হয়ই। এই যে তোমার সকলের প্রতি দয়ার ভাব প্রকাশ হইতেছে ইহারও কিছু সুফল থাকিয়া যাইবে।

আবার দেখ, তুমি যে সকলের ভাল হওয়ার কথা বলিতেছ তাহাও কিন্তু হইতে পারে না। ভাল মন্দ লইয়াই জগৎ। তা'ই নয় কি, বাবা? কেহ যদি কোথাও সকলের ভাল করিতে চায় তাহা কিন্তু সে পূর্ণভাবে করিতে পারে না। কতটুকু অবশ্য পারে, কিন্তু পূর্ণ ভাবে পারে না। সেইরূপ কেহ যদি সকলকে ধ্বংস করিতে চায় তাহাও সে পারে না। আবার অন্য দিক হইতে দেখিলে দেখিবে যে, ভাল মন্দ যাহা কিছু হইতেছে তাহা পূর্ণভাবেই হইতেছে। সকলের ভাল করিতে গিয়া যদি মাত্র একটি লোকেরও উপকার করা যায় তবে তাহাও কিন্তু পূর্ণভাবেই হইতেছে। দেখ না, একটি অঙ্ক কষিতে গিয়া একটি শূন্যের গণ্ডগোল হইলেই সব গণ্ডগোল হইয়া যায়। পূর্ণভাবে অঙ্ক কষিতে হইলে ঐ শূন্যটিরও প্রয়োজন।

অবশ্য এমন লোকও আছেন যাঁহারা ইচ্ছা করিলে কোন কোন স্থানের বিপদ একেবারে কাটাইয়া দিতে পারেন। ইহাও কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায়ই হয়।

তিনি বিপদ কাটাইবেন বলিয়াই ঐ সব মহাপুরুষদের মধ্যে ইচ্ছা জাগাইয়া তোলেন।

আমি। মা, তোমার কথা ভাল করিয়া বুঝিলাম না। তুমি যে বলিলে কেহ যদি সকলের মঙ্গল বা অমঙ্গল করিতে চায় তাহা সে পূর্ণভাবে করিতে পারে না, কেন পারে না ?

মা। শক্তির অভাব।

আমি। আবার যে বলিলে ঐরূপ মঙ্গল বা অমঙ্গল করিতে গিয়া যদি একটি লোকেরও মঙ্গল বা অমঙ্গল হয় তাহাও পূর্ণভাবে হয়, ইহাই বা কেমন করিয়া হয় ?

মা। ঐ যে বলিলাম যে, অঙ্ক কষিতে গিয়া যদি একটি শূন্যেরও গণ্ডগোল হয় তবে অঙ্ক কষা আর পূর্ণভাবে হয় না ; কারণ অংশ নিয়াই ত পূর্ণ ? অংশ বাদ দিলে পূর্ণ হয় কেমন করিয়া ? কাজেই সকলের মঙ্গল করিতে গিয়া যদি একটিরও মঙ্গল করা যায় তাহাও সকলের মঙ্গলের পক্ষে প্রয়োজন। এককে বাদ দিয়া ত আর সকল নয়।

চারুবাবু। মা, এমন অবস্থা কি হয় যখন পর বলিয়া কেহ থাকে না, সকলই আপন হইয়া যায়, এবং ইহা সমষ্টি ভাবে হয় ? অর্থাৎ জগতের এমন কি কোন দিন আসিবে যখন্ সকলেই ভাল হইবে এবং মন্দ বলিয়া কিছু থাকিবে না ?

মা। এ ভাবও আছে এবং উহা আসিবে। আসিবে বলিয়াই উহা আছে ? লোকের এমন অবস্থাও হয় যখন সে আপন ভিন্ন পর দেখে না। যাহা দেখে সবই 'আমি'ময় বলিয়া মনে হয়। সত্যযুগ ইত্যাদি বলিয়া নানা যুগ আছে না ? কেহ কেহ অবস্থাবিশেষে নিজের মধ্যেই সত্যযুগ দেখিতে পায়। তবে এই জগৎ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহাতে ভালমন্দ, আপন পর এই দ্বন্দ্ব সর্ব্বদাই থাকিবে, কারণ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল কিনা ? তোমরা যাহা বল না কেন উহা অবস্থাভেদে সবই সত্য।

জন্মান্তর বাদ এবং আদি সৃষ্টি

একটি ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, "জন্মান্তর আছে কি ?"

মা। হাঁ, আছে।

ভদ্রলোক। কর্ম্মফলের জন্যই জন্মান্তর হয় ; কিন্তু প্রথম যখন জীব সৃষ্ট হইল তখন তাহার কর্ম্ম কোথা হইতে আসিল ?

মা। ভগবান্ যখন নিজকে সৃষ্টরূপে প্রকাশ করিলেন তখন যাহা কিছু হচ্ছে, হবে এবং হইয়াছে উহার একটা ধারা স্বভাবতঃই তাহার মধ্যে উদয় হইল। কর্ম্ম বল বা কর্ম্মফল বল, যাহা কিছু বল তাহাও ঐ ধারারই বিকাশ।

ভদ্রলোক। আমরা যাহা কিছু করি তাহা ইচ্ছা করিয়া করি। ভগবানের কি ইচ্ছা আছে ? তিনিও কি ইচ্ছা করিয়া প্রথম সৃষ্টি করিলেন ?

মা। হাঁ, ভগবানেরও ইচ্ছা আছে। ইচ্ছাশক্তি তাঁহার মধ্যে স্বভাবতঃই আছে। মহাশক্তি বলা হয় না ? ঐ মহাশক্তির প্রভাবেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতেছে। আমরা যখন কথা বলি তখন একটা দিক লইয়া বলি ; সেইজন্য কথা বলিতে বলা হয় যে, প্রথম সৃষ্টি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সৃষ্টি অনাদি।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ৮৷৷০ বাজিয়া গেল। আমরা প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। আহারের পর রাত্রি ১০ টার সময় আবার আশ্রমে গেলাম। গিয়া দেখি যে আশ্রম নীরব। আশ্রমের দরজাও ভিতর হইতে তালা বন্ধ। মনে করিলাম রাস্তার ক্লেশে ক্লান্ত হইয়া সকলেই বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তবে শ্রীশ্রীমা আশ্রমে থাকিতে রাত্রি ১০ টার সময় আশ্রমের কপাট বন্ধ হয় দেখিয়া একটু বিস্মিতও হইলাম।

—ক্রমশঃ

The ONE who is the Eternal, the Ātman,
His Himself is the traveller on the path of Immortality,
He is all in all, He alone is.

MATRI VANI

Repeat the name of the Great Mother, contemplate Her, try to see Her in everything. Aspire to become ever more permeated by Her.

* * *

The pilgrim on the path of Immortality never contemplates death. By meditation on the Immortal the fear of death recedes far away; remember this! In the measure that your contemplation of the One becomes uninterrupted, you will advance towards full, unbroken Realization.

* * *

The mind's suffering and its problems, its perceptions and creations are all within Him. What is termed near and far is also contained within Him, the Self; and likewise is the sustained effort of the aspirant. One should endeavour to remain constantly immersed in the stream of the *sādhanā* which has the inherent power to make one possessed of one's Supreme Wealth. At all times He alone plays His play, disguised as ego and intelligence. The One who appears as the action of the ego, He and no other manifests also as pure action. In order that this may be realized, intelligence becomes aware of rest in movement—when by the movement of Self-action the Essential Nature (*Svarūpa*) of pure intelligence is to be revealed. Thus, ignorance, intelligence, as well as the knower of both, are none but He, who, ever Self-effulgent, yet becomes revealed He, the Self is infinite and finite. Holding on to Him, without flinching, unimpeded, one must endeavour to forge ahead ceaselessly. Having entered that current, any form in which He allows Himself to be grasped by the purified mind and intelligence may be accepted as an aid towards Self-realization.

* * *

It is man's duty to try and cultivate faith and devotion. Blows are characteristic of life in the world; thus man is taught to understand what the nature of the world is, and then detachment from pleasure and enjoyment ensues.

* * *

When there is a choice between the pleasurable and the elevating, one should always choose the latter. By practising renunciation in the endeavour to draw nearer to God, one moves but towards one's own Self. Truly, the striving for his own perfection is man's duty as man.

* * *

One who serves God can never be helpless. The more ardently one seeks communion by engaging in *japa*, His service and contemplation, the fuller will be His revelation.

A person who knows that he is ignorant must be credited with having most certainly attained to some measure of knowledge.

"Ma"

INSPIRED SAYINGS

SWAMI RAMDAS

You should not forget God. Remember Him by taking His holy name. This will enable you to live a balanced life.

* * *

Concentrate upon *Ramanama* as your main *Sadhana*. *Ramanama* alone is all-sufficient. This will grant you perfect purity of mind and enable you to realize God.

* * *

You can spiritually advance even when you are living with your family, provided you spend some time exclusively in the remembrance of God and meditation on His divine attributes.

* * *

If you stick to the name of God with all love and devotion you will achieve anything and everything. Principally you should aim at God-realization. Concentrate on the Name and you will be saved.

* * *

When you are always thinking of God, you will realize Him. God-realization comes by surrendering your little self to the higher Self—God. For this, what is needed is the unbroken remembrance of God.

* * *

Everyone meets with disappointments in life. This is the common lot of mankind, but the man who trusts God and remembers Him constantly is free from worries. He reconciles himself to every situation that falls to his lot. 'Contentment is a continual feast'.

* * *

If you attune your mind with *Rāmanāma*, your intelligence will be awakened, your senses will be controlled, and your life blessed by the revelation of the Divine within you.

* * *

Depend upon God in all things. Surrender to Him is the only way to inner freedom and peace.

* * *

The real beauty of life lies in beholding the Divine everywhere. The whole nature before you is His manifestation. In this supreme vision lies your real freedom, peace and bliss.

* * *

God dwells in the hearts of us all and you are not separate from Him. In fact, God and you are one. God is all, and all-in-all.

* * *

A man who is aware of God is a great force for good in the world, whereas a man who is not, lives in vain.

* * *

God is your life and soul. If you recognize this truth you can lead a life of fulness, freedom, bliss and peace. Then divine power reveals itself in all your thoughts, feelings and actions.

* * *

How grand is the Self! It is still grander to know that you are the Self. Let your life be radiant with this supreme Realization.

Prajna—The Light of Intuition

PROFESSOR MADAN GOPAL, M.A. (ALLD.), B. LITT. (OXON),
C. P. E. S. (RETD.)

(Continued from last issue.)

Enough has been said to give some idea of what this faculty of *prajña* means. It is an inner light different from the light of the mind, because it does not rest upon logical conclusions and reasoning, but upon a sort of inner feeling. Instead of being ethically neutral, as the intellectual principle largely is, it is essentially dependant on an ethical view of life. Instead of being proudly arrogant and self-assertive, it rests upon humility and a passive acceptance of the light that comes from within. It is best cultivated by quiet meditation and practice of true virtue. It is generally awakened by the influence of some spiritually advanced person; this is the best way in which it can come to us. So it is evident that it is different from the intellectual principle and not a mere extension of it into a higher dimension.

In *yogic* training this kindling of *prajña* plays a central part. In ancient Indian education great stress was laid upon *prajña* (often under the name of *buddhi*) and the *Gurus* directed their attention to the cultivation of this faculty much more than the intellect. The *Gurus* carefully examined their pupils as to their fitness for this kind of development, and insisted upon an austere course of life, including strict truthfulness and chastity in order to prepare their disciples for the reception of this higher light. Their courses of instruction appear strange to us, but if we examine them carefully we shall find them full of psychological significance. They did not aim at giving clear definitions and principles, but only placed problems before their pupils and expected them to solve them problems by their own inner light. Instances abound in the Upanishads where the *Gurus* led their pupils from one stage to another by compelling them to think out and guess the nature of the truth they were asked to investigate. Sometimes this process took years and would hardly be submitted to by modern aspirants after knowledge. But the Gurus knew that they had to build up a faculty and this could not be accomplished easily or quickly. Hence they utilized every device, including the intricacies and ambiguities of the Sanskrit language, to compel their pupils to go through the strenuous exercise of learning to walk in their inner journey, by the light that comes from within. This, combined with the ethical discipline insisted upon, and the personal influence of the Guru, it was expected, would lead to the opening up of the intuitive faculty. Like all systems, this also came to be abused when it fell into weaker hands, and it is true that in its later stages it led to mere vacuity and useless hair-splitting. But originally the idea was sound, and even now has great possibilities under right conditions.

It may be asked then, how it is that even people who can be expected to possess this light, often make mistakes? It has to be understood that this light is perceived in its purity only in the higher regions of the psyche, and the problem of bringing it down to the earth, so to say, is beset with many difficulties. The intellectual mind begins to operate on it, our hopes and prejudices begin to colour it, our fears and inhibitions arise to modify it, and by the time a practical decision can be taken, its original nature and force are much diminished. I have often observed that religious people with a highly developed ethical sense and nobility of character, react *rightly* to certain problems at first, but soon lose themselves in a mass of sophistries. This happens even with people of unblemished religious and spiritual antecedants, who yet cannot adjust themselves to the social problems of today, which have to be considered in a light independent of the ancient *S'āstras*. Here it is evident that the guidance of *prajñā* gets mixed up with intellectual ideas and even prejudices, and so the result is not the true reflection of the principle of *prajñā*. We must not blame *prajñā* for not giving us the correct guidance if we do not obey its commands, either on account of mental cowardice or laziness.

It must also be remembered that, like everything else that takes place deep in the psyche, the light of *prajñā* can only be interpreted correctly after long practice. So the aspirant after the inner Light has to learn to obey its commands and to carry out its injunctions as fully as possible. The strict practice of truthfulness is very important in this connexion ; because even slight concessions to conventional untruth (so difficult to avoid in practical life) can lead to serious distortions and then this faculty refuses to act. The psychological problem involved is of great delicacy, and it requires much moral courage and persistence to handle it properly. Any deliberate refusal to see the light on account of social pressure or for the sake of ease and comfort, will create a permanent blind spot. Any prejudices and fixed ideas that get mixed up with it will lead to a distortion of the truth. Only a very resolute and pure attitude can succeed in arousing this faculty in such a manner as to act as a reliable guide.

Here a few words may be said with regard to a very interesting question that arises in the minds of many inquirers. Most people who aim at a religious or spiritual life realize the importance of faith. But what is this faith ? Many seem to imagine that it is some kind of a rigid attitude of the mind, supported by an iron will to keep the mind fixed on certain truths or a certain attitude, and not to allow any doubts to arise. This can be done by some people, but only at great cost. For, as modern psychology shows, the sub-conscious or 'depth-mind' is not so easily amenable to the will ; and doubts, if forcibly suppressed, can lead to a serious distortion of the personality. By forcibly suppressing our doubts, we weaken the faculty of clear thought and that opens the way to all sorts of foolishness, mental vacuity and a general lowering of the intellectual powers. This is often seen among people of a pious and devout temperament, who lose the faculty of critical thought because they have fallen under the deadening influence of some dogma, which has given them temporary peace, and consequently they dare not question it. The emptiness of many religious practices, the deadness that they show in actual manifestation, the ridicule and ribaldry that they often provoke, is just due to the fact that they are performed by people who have never thoroughly purified their minds, and in spite of all pretences, doubts are corroding their mind from within. This danger is specially marked in traditional civilizations like that of India.

Now True Faith does not arise from an attitude of the will or the forcible suppression of doubts, but from a vision of *projñā*. It is only possible when the mind has been purified by the practice of virtuous conduct and does not demand any forcible suppression of thought. It is well known that sometimes people are prepared to make great sacrifices for a principle, which they can neither clearly define nor fully understand. This is really the rising of *prajñā* in its earliest form ; for, as has been said before, *prajñā* depends more upon an ethical attitude than anything else. Hence, even if the rules of *yama* and *niyama* (Truth, Self-control etc.) are followed dogmatically, they lead to a clearing of the inner consciousness and soon one begins to see the reasons for them and their relationship to the fundamental Law of Harmony (*dharma*). This does not need any suppression of the intellectual side of the mind. The dangers pointed out above arise mainly because people want to achieve rapid results. In my opinion it is much better to live with one's doubts, and to defer religious practices until the mind has cleared up through the observance of moral rules and sincere thinking.

I shall say only a few words about the next step - what Buddha calls Right Meditation. This is a powerful aid in arousing the *prajñā* when rightly done. Briefly, meditation can be about (1) a divine form or personality, (2) a principle like Truth or Harmlessness or (3) the problem of life itself, i.e. trying to understand sincerely and directly the significance of all that we see around us, and trying to relate it to the supreme law of harmony. These three kinds of meditation are arranged in ascending order of difficulty and do not naturally contradict one another. The first is only possible to those who can accept a divine form or personality, i.e. in whose minds such a faith already exists on account of their past *samskāras*. This is the meditation most common amongst Hindus, but there are many people of Western origin or with a Westernized mind who cannot do it. For them, meditation on an abstract principle (type 2) may be possible and can yield very good results if followed sincerely and persistently. The third type is the most difficult, because here there is nothing for the mind to cling to, and the necessary intellectual elasticity is a rare virtue. But for keen intellects this is in some ways the best type of meditation, especially if some strength has already been gained by the practice of ethical discipline.

Thus Faith, which is necessary for any advancement in inner life, is seen to be but a partial manifestation of *prajñā*. When *prajñā* is fully aroused, the question of faith recedes into the background, for the harmony of life is felt so strongly that no doubts with regard to the fundamental realities upon which spiritual experience is based, can arise. It only shows us *our own path*, but it does this with complete clarity and inner authority. A man in whom *prajñā* is aroused may become a philosophical thinker also if his intelligence is strong, but that is not always the case. However, at any rate he will have a firm grasp of ethical principles, and will have no doubts about what I have called the fundamental Law of Harmony (*dharma*). Equipped with this, he will be able to face life with courage and equanimity under any circumstances and will stand out amongst his fellow-men by his sincerity and courage. What his religious views may be will depend upon the circumstances of his birth and education, etc., but he will never be found wanting in charity and understanding for others with different views. Such a man may manifest great variations of religious opinion, but will show sincerity, steadfastness, clarity and courage which raise him above the common level. Rightly understood this is the firm foundation for any of the higher spiritual experiences.

Of course, these things must not be understood in a rigid sense, for the various kinds of knowledge overlap, and ultimately all knowledge becomes one. The intellectual view as well as the perceptions of the senses and the instincts have a place in a completely balanced psyche; and when the *prajñā* has been awakened, the intellect can become a keen and useful tool under its guidance. The bodily functions and sense activities too can be transformed marvellously under the influence of wisdom. But without this wisdom, the human psyche remains incomplete. However brilliant the intellect may be, it does not become truly creative nor lead to inner peace. *Prajñā* is a faculty that is just dawning in humanity and consequently its nature is not well understood as yet. The intellect, with its brilliant achievements in certain directions seems to dazzle most modern minds. But *prajñā*, which is often compared in mystical literature to Moonlight, as against the sunlike quality of the intellect is far more satisfying and peaceful.

Nothing very much need be said about the higher faculties, because they are only accessible to yogis and sages. The nature of the ***Mahat*** is said to be like the break of day after a dark night, when the whole landscape can be seen in its entirety. At this stage soul knowledge arises, and the true nature of the human psyche begins to reveal itself. Man begins to understand what he is in reality and therefore problems like those of re-incarnation, birth and death, the true purpose of life, freedom and predestination, begin to be seen in a true perspective. Before this stage, howsoever clearly we may grasp these problems by the intellect, they will not convince completely the inner mind, and an element of doubt and uncertainty will remain. When the *prajñā* is aroused, one will begin to feel intensely that these problems are capable of solution and that a higher Truth does exist. But one will not be able to define what that is exactly, even to oneself. Yet when the light of ***Mahat*** (the Great Principle) has dawned, all these problems become clear, and no question or doubt can arise in the mind. The whole problem of existence lies before one like a landscape on a bright day. So at this stage, self-knowledge becomes a reality, and through that self-knowledge the laws of the cosmos are perceived in their fulness. That is why this faculty is called '*Mahat*'. Hence the man who has learnt to function on this plane is truly called a ***Mahatmā***. But it must be understood of course that he may be unable to communicate this knowledge to lower minds in the way they desire it. The conclusions of mathematics are completely clear and convincing to the trained mathematician, but cannot be explained to a child. It is important to understand this as the question is often asked: 'If there are such higher intelligences, why don't they explain the problem of life to us?' The real reason is that an idea cannot be understood apart from the experiences that lie behind it. The modern views of physics seem contradictory and paradoxical to a layman who approaches them without the necessary preparation. It is only after a full understanding of the mathematical and experimental basis of modern science that these conclusions seem to be inescapable. Similarly, but to a much higher degree, the knowledge of a sage is based upon experiences which are real only to one who has gone through them. For example, the idea that all sense perceptions are mental and that it is the mind that lends colours and qualities to all things, seems a manifest paradox to the ordinary mind. But to the trained *yogi*, who has learnt to create and uncreate things by his mental powers, it is an experienced reality. Similarly, the doctrine that all life is joy seems a cruel paradox to us, immersed as we are in personal sufferings and struggles. But to the sage it is an ever present verity. These things could be stated as bare aphorisms (as has often been done in the Upanishads) or could be expressed by symbol, myth or story, as is the way of the *Puranas* and the *Tantras*, but they can at the best only stimulate the imagination or lend some help to the dawning *prajñā*. In their fulness they can only be understood by the experience referred to above.

I shall say nothing about the two next higher faculties or planes of consciousness *Avyakta* and *Purūṣa*, (*mahatāt param avyaktam avyaktāt purūṣoparā*). In so far as I have been able to investigate, it appears that there are creative stages in which the individual soul is united with the Supreme Source and begins to exercise Creative powers. This of course is a very high stage, and few are capable of really discussing it. This is very inadequate attempt to describe something that is both important and ilusive. Even the ordinary faculties of man like connation, emotion and the intellect are difficult to describe or to separate one from the other. The still higher faculties of intuition (which is being recognized in European psychology) and the faculty of clear vision (*Mahat*), which is only beginning to be guessed by advanced thinkers, are naturally much more subtle. Here, in Eastern psychology, their names and natures briefly indicated but no detailed descriptions are available. Whenever Eastern thinkers of the past tried to delve deeper into these problems, they adopted the language of symbol and myth as the one most effective for their purposes. But the modern mind is analytical, and wants concepts that can be clearly understood and related to other branches of knowledge. This could only be done by minds of an extraordinary quality, combining yogic experience, the faculty of clear exposition, and an understanding of the modern map of knowledge. I have no doubt that such minds will arise in time, for when the spirit of the age needs a certain expression, it finds its embodiment in appropriate human personalities. But at present the task largely remains to be done. It is in order to point the way to this that the present essay has been attempted.

Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma

PROFESSOR B. GANGULY

(Translated by Atmananda)

(7)

Ranchi Ashram,
20th May, 1958.

Question : May it not at times happen that the *japa*, overpowers the one who practises it and forces him to continue with it ?

Mataji : Yes this also is a possibility.

Question : Does God Himself sometimes perform the *japa* of some individual ?

Mataji : Of course; for who are you in essence ? Practise your own *japa* ! Again, seen from a different point of view : is there any need to engage in *japa* ? Who actually does the *japa* ? Within the sphere of God's *Līlā* everything is necessary—Sita, Lakshman, Mahavir all are wanted so that the Play may proceed. But in Reality nothing at all is needed.

Question : Why is the Play so full of tragedy ?

Mataji : Everything happens according to His Will.

Question : How much longer shall we have to weep ?

Mataji : So long as you do not realize Who you are.

Question : God feels pleased when His Name is repeated, does He not ? Therefore may one not call Him selfish ?

Mataji : It is you who find happiness and bliss in repeating His name. God is not a trader. It is you who say : "I am doing *japa*." God in His Grace has shown you the path of the repetition of His name, so that you may realize Him.

Question : How much of His Grace does He bestow in punishment and how much in compassion ?

Mataji : God does not calculate. Whatever is necessary for the real good of His children, that He does.

Question : If our heart is full of faith, is it necessary to practise *japa* and meditation ?

Mataji : The fact that you ask proves that you have no faith. If you had real, genuine faith, these practices would be unnecessary.

Ranchi Ashram,
21st May, 1958.

Question : In the *Chandi* we read that *Mahāmāyā* cast a veil even over the consciousness of *jñāni*. Does this apply also to *Brahmajñānis* ?

Mataji : It applies only to men of ordinary knowledge, not to those who have attained to Supreme Knowledge. In the state that is beyond knowledge and ignorance, there can be no question of delusion.

Question : In the *Gītā* it is said : "Supervisor and permitter, supporter, enjoyer, great Lord* ......" etc. Does this imply that He is realized gradually by stages ?

Mataji : Yes, the possibility of realizing by stages also exists.

Question : What does '*Guru kripā hi kevalam*' signify ?.

Mataji : That everything can be made possible by the *Guru's* Grace.

Question : Is there a difference between the *Guru* and the *Ista* (Beloved) ?

Mataji : From the viewpoint of the world they are different ; but actually they are one. It is the Beloved Himself who appears as the *Guru.*

Question : Suppose an aspirant does not feel inclined to practise the name or *mantra* received from his Guru, but otherwise engages in good and meritorious deeds ; how will he fare ?

Mataji : He will reap the fruit of his meritorious deeds ; but he will not get the benefit that results from carrying out the *Guru's* orders.

---

* *Srimad Bhagavad Gītā,* chapter XIII, verse 22.

Question : Where *sādhana* is concerned, does one's strength count for more than the *Guru's* ?

Mataji : Everything is possible by the *Guru's* Grace; whereas for the ego, not everything is possible. Thus the *Guru's* Grace has greater power. Three things are required—the *Guru*, the *mantra* and the practice. To engage in *sādhana* means to have mercy upon oneself. Upto a certain level one needs one's own mercy—and later the Guru's Grace.

Question : In what sense are the Name, the *Guru* and the *Ista* one ?

Mataji : The Name and He whose name it is are one ; the Guru is said to be *Brahma*, *Viṣṇu*, *Siva*—in this sense they are one ; that is to say, in the state of perfection they are one, but on the level of *sādhana* they are each separate. The *vigraha* (image) must be looked upon as God Himself. Likewise it is considered a sin to regard the *Guru* as a human being. "My Beloved has come to me as the *Guru* and the *mantra*, so that I may realize Him"—this is how you should comprehend it.

The Background of our Letters*

U. C. DUTT

Every letter of any language is a symbol of sound. Each letter combines with others and forms a word. A combination of words constitutes a sentence. Corresponding to these three aspects of language the linguistic science has got three distinct lines: (1) *Shābda* (sound) or voice, (2) *Artha* (meaning) or object, (3) *Pratyaya* or *Jñāna* (mental apprehension or knowledge). Here we are concerned with the sound aspect only.

Western scholars generally trace the origin of such sounds to natural phenomena like cries of animals, murmuring brooks, howling storms, dashing waves, rushing torrents, a clap of thunder and so forth. They do help no doubt, but Indian experts place all these audible sounds under one class called "*Vaikharī*". Whatever is uttered or heard originates from throat, *Vishuddha Chakra* or plexus at *Kantha*. The stage behind *Vaikhari* is *Madhyamā* which takes the form of light, a diffused and diluted light of dawn about to burst into sounds. It is located at the heart at *Anāhata Chakra*. Beyond *Madhyamā* is *Pashyanti*, a pure strong light of the meridian sun, melting all duality. It rests below the navel, called *Swādhisthan Chakra*. It emanates from the unspeakable, unknowable, primal source of creation suggested as *Parā*. As the ultimate source of light and sound (the former being the subtle form of the latter), *Parā* pushes *Jyoti* and *Nāda* outward due to its creative urge, so to speak.

---

* Based on talks by Mahamahopadhyaya Dr. Gopinath Kaviraj, M.A., D.Litt.

The dynamic aspect of consciousness (*Chitshakti*) as *Parā* vibrates from *Mulādhāra* plexus at the bottom of the spinal chord near the rectum and goes up. The entire process is the working of *Nāda Brahma* expressing itself in the reverse order as sound, light and pure forms of consciousness (*Swarup*).

A letter is called *Varna* (colour). Obviously sound has no colour, but light producing sound is made up of rays of different colours. Each letter represents a colour. Fifty letters express 50 colours or rays, besides symbolizing the constituents of the transcendental Reality and the *Tattvas*. Our sources of knowledge are senses, reasoning and imagination. Another instrument is instinct, generally used by animals, children and uncivilized people, even by civilized men. All of them work on the normal plane. There is a supernormal or supramental source of knowledge called intuition—*Prajñā* or *Pratibhājñāna*. When this faculty is developed in a man under certain spiritual discipline, metaphysical truths—truths beyond time and space—are revealed to him or her in a flash." The whole man responds to it; the entire being is transformed, the past, present and future are reduced to a "specious present". Such a knowledge is free from errors, while knowledge from other sources is true in its own narrow spheres only. Intellect knows by multiplying concepts that hide facts, but intuition eliminates concepts and is brought face to face with eternal truth. It is difficult for a rational man to accept intuition as a sure instrument of knowledge. The West was reluctant to accept Bergon's Intuitionalism after the waves of Intellectualism caused by Kant and Hegel. Seers in all parts of the world have got intuitional experience. Some of them gave us the Vedas, the Upanishads, the Agamas, the Tripitakas, the Bible, the Koran, etc. In words of Tagore, they speak the language of Personality, not of intellect.

Those who are acquainted with Indian Philosophy know that all top-ranking systems like the Yoga and the Vedanta have accepted the Samkhya Cosmology. The Samkhya system has 25 principles (*Tattvas*): They are *Purusha*, *Prakriti*, *Mahat*, *Ahankāra*, *Mana*, five senses of knowledge, five senses of action, five *Tanmātras* and five *Mahābhutas* (gross elements). To them the Yoga system adds God as one of the three eternals (*Purusha*, *Prakriti* and *Ishwar*). The Vedanta unifies all of them under one principle, *Brahma* and explains plurality with the help of *Māyā*. The Gita subsumes all the changing and non changing aspects, *Kshara* and *Akshara Purushas* under the synthesis of *Purushottama*. It was left to the Agamas to supply the intervening stages beyond *Purusha* and *Prakriti* with II principles. The *Shaiva* and *Shakta* Agamas agree to these 36 *Tattvas* (25 + II principles). *Parama Shiva*, *Para Shaktti*, *Purushottama* and Brahma point to the highest reality in *Shaiva*, *Shakta*, *Vaishnava* and *Vedanta* cults respectively with this difference that *Brahman* is impersonal and attributeless, while the other three are both personal and impersonal with and without attributes or powers at the same time. When *Parama Shiva* intends to project himself as creation, 36 *Tattvas* follow.

They are (1) *Shiva*, (2) *Shakti*, (3) *Sadāshiva*, (4) *Ishwar*, (5) *Suddhavidyā*, (6) *Māyā*, (7) *Kalā*, (8) *Vidyā*, (9) *Raga*, (10) *Kalā*, (11) *Niyati* besides the 25 principles noted above. *Shiva* contracts His powers of omniscience, omnipotence, etc. with the help of *Māyā* (ignorance) and becomes *Jiva* or *Purusha* and His powers become *Prakriti.* These *Purusha* and *Prakriti*—conscious monads and unconscious matter—evolve 23 other principles. Thus the *Shaiva* or *Shakta* Agamas adopt 36 principles to explain the origin, process and product of the world system. The whole universe is a manifestation of *Shiva* and *Shakti*, the static and dynamic aspects of the ultimate Reality—*Parama Shiva.*

Time and space begin to operate with the creation of mind. Principles prior to mind exist in supertime and superspace (*Mahākal* and *Mahākash*). It is difficult for mind or intellect to form notions about such supertime-space existence that can be caught only through intuition. Intellect knows becoming in its time-space-causality setting, while intuition sees being prior to its functioning at a lower level as becoming—the world-order in motion. Hence arises the necessity of transcendent or pure logic as different from traditional or formal Logic. Perhaps in this sense Oswald Spengler uses "Organic" and "Inorganic" Logic in his famous book, *The Decline of the West.* While dealing with the problem of World History (page 117), he explains the idea of Destiny and the principles of Causality. "The Destiny idea demands life-experience and not scientific experience, the power of seeing and not that of calculating, depth and not intellect. There is an *Organic Logic*, an instinctive, dreamsure logic of all the existence as opposed to the logic of the inorganic, the logic of understanding and of things understood—a logic of direction as against a logic of extension—and no systematist. no Aristotle or Kant, has known how to deal with it." The former deals with the essence of things and its relation with the basic forms emanating in succession from the static and dynamic aspects of pure consciousness, revealing its world-longing, its desire to rise into the light, to accomplish and actualize its design. The latter discovers some laws of thought—Identity, Non Contradiction and Excluded Middle – and recasts the basic forms in the light of the Laws of Consistency as conceived by intellect and distorts facts as they are. So knowledge derived through senses and intellect are virtually different from that derived through intuition. One is impure, misleading Avidya (ignorance). The other is pure, luminous Vidya (knowledge). A pure form assumes masks at different levels of cosmic order and alters its shape to amuse the deluded spectators, so to speak. We have come down from pure light to pitch darkness by slow degrees and have to go back by retracing steps from the unconscious to the super-conscious. Stuff of the world is light, like fish of light we swim in the ocean of light unconsciously. Intuition, not intellect, is the sure guide to pure knowledge, and it can be developed under thorough spiritual discipline.

Intellect has its pragmatic value and works all right in its own sphere for practical purposes, but too much stress on it blocks the way to the finding of the deeper values of life, the return journey to Light. Even Aristotle, the father of

European Logic, had to admit that "God is the meeting-ground of all contraditions", and Schopenhauer exclaimed "Consistency is the great hobgoblin of human mind".

(To be continued)

At all times let patience be your stronghold. Say to yourself : "Lord, everything Thou doest is for the highest good !" Pray for the power of endurance. Nothing happens that is not an expression of God's Grace : verily, all is His Grace.

Anchored in patience, bearing everything, abide by His Name and live joyously.

"Ma"

With Mataji on the Bank of the Gomati River

KRISHNANATH

In the February 1961 issue of Ānanda Vārtā, an account was given of the *Samyam* and *Bhagavat Saptahs,* held from 23rd October to 4th November 1960. The functions were an uplifting spiritual experience, but still left a sense of disappointment in my mind; for my expectation that in Naimisharanya, being an out-of-the-way place, there would not be so many people and it would therefore be possible to have more intimate contact with Mataji, had not been realized. We could see Her sitting on the dais for long hours and occasionally had the good fortune of having her *darshan* from somewhat nearer in Her cottage, but the informal atmosphere that I longed for was impossible. It was rumoured that after the two functions, Mataji was likely to shift from Naradananda Ashram to some cottage on the banks of the Gomati. Many of those who had come, would have liked to stay on, but they were discouraged from doing so by the dismantling of the tents, the severing of electric connections and the cessation of feeding arrangements. All this was costing a lot of money and could not be maintained any longer. It was also made clear that Mataji wanted to be left alone after the strenuous time during the two *Saptahs.*

So, with a heavy heart, I was resigning myself to leave, when I learnt that Dr. Pannalal, one of Mataji's oldest devotees, was to be favoured with some accommodation and that Mataji had indicated that I could share it. If you wish for anything from Mataji very strongly, how readily and kindly She grants it! For three days Dr. Pannalal and I stayed together in the Prakash Kutir of Naradananda Ashram—a cottage which had been previously occupied by Dr. Gopinath Kaviraj, who seemed to have left in it an impress of his spiritual practices. When Mataji shifted to the cottage on the Gomati bank, Her host there, Shri Prag Narain Saigal, was so kind as to lend us his own big tent. And so it happened that I was fortunate enough to get another fortnight with Mataji, in just the conditions I had longed and prayed for. Not only were there hardly any outsiders, but even most of the Ashramites had been sent away one by one to their various places, and after a time only a handful of them were left. So there was nobody to keep a record of 'this solitary stay of Mataji in the most charming surroundings' (to quote from *Matri Lila'*). It may not be out of place, therefore, if I narrate some of my recollections of this very happy period of my life.

During the three days that Mataji was still at Naradananda Ashram, we heard on the verandah of Her cottage the tape-recorded discourse of Swami Chetan Giriji who also gave one more talk on the *Kenopanishad*.

Mataji's silvery laughter is known to everybody, but I have never seen Her so convulsed with laughter as on one occasion. During the *Saptahs* a large number of dogs had gathered round our camp. They used to fight ferociously for leavings of food outside of the cook-house. One day, while we were sitting round Mataji on the verandah, I heard a loud bang outside, and Mataji was laughing away with a most amused expression on Her face. One of the dogs had thrust its head into a big earthen pot ; it was stuck there and the dog, while running blindly, had hit against a wall ! The dog was now running even faster in fright, with the rim of the pot like a collar round its neck ! It was only when somebody hit the rim and broke it that the dog ceased its antics.

The place on the Gomati was a kind of small hermitage. Taking advantage of an old *ghat* (stone-steps leading down to the river), Shri Saigal had built alongside, a row of five small huts, like hermit cells, with a somewhat larger cottage at one end on a slightly higher ground, and a double-roomed cook-house at the other end. He had created these for the benefit of visiting *sadhus*. Mataji occupied the bigger cottage, while Gurupriya Didi and the Ashram girls were given the cells. Soldaries (small tents) were provided for the *sadhus* of the Ashram who had remained behind, while some of them continued to stay in Nāradananda Ashram, which was not far off. Besides our little hermitage, there were, further away, other temples and Ashrams built by famous saints, who had resided here in the past. The surroundings were very picturesque. On one side was the winding river with its broad sandy basin, its banks dotted with these Ashrams ; there was a railway bridge at some distance over which trains could be seen, and heard whistling and rattling twice a day. On the other side of our camp there was a small hillock called the *Hanuman Tila*, with a temple on top, containing a huge image of Hanumān (about 18 feet high) carrying on his shoulders Rāma and Lakshmana, whom he had rescued from *Pātala* (the under-world). This hill was said to be the fort of King Virāta at whose court the *Pāndavas* had resided in disguise during the final year of their exile, which they were required to pass incognito. There are images (rather crude) of the five Pandavas and Krishna in one small house, and of Draupadi in a separate little hut ; but these are obviously of recent origin. There is a cave with an image of a smiling Hanumān in front, which is said to have a subterranean passage leading from the fort to some distant place. The rest of the hill is wooded and some of the trees seem to be very ancient.

A few people occasionally dropped in to have Mataji's *dars'han*, but on the whole it was a very peaceful fortnight. For the first few days Mataji suffered from acute pain in Her joints. It looked like the result of the strain of the previous fortnight, but I suspect it was due to the troubles of other people She must have tried to lighten. But apart from taking it somewhat easy, Mataji showed no outward signs of what She was suffering, and in fact seemed very relaxed and jolly.

It was on the 6th of November that Mataji moved over from Naradananda Ashram to the Gomati bank. On that day *Akhanda Kīrtan* for twelve hours was arranged at Mataji's instance at Chakra-Tirtha by the *Pandas* of the place. Mataji was present there during the closing hours, when quite a large crowd had gathered.

The first evening Mataji made a tour of inspection round the camp on the Gomati bank. When She came to our tent, Dr. Panna Lal was in a half-dressed condition and to the amusement of the people following Mataji, he simply prostrated himself before Her in that state. What Mataji noticed was not his scanty clothing, but the lack of a *durrie* (covering) on the floor in the front portion of the tent, which was then promptly supplied. What touched us was the way She looked over everything, the little cells, soldaries and the cook-room, to make sure that everyone was comfortable. She was here truly like the mother of a small household. Throughout the stay we all felt as if we were members of one family. It was so cosy and comforting to sit around Her mornings and evenings on the verandah of Her cottage. At night, when it was cold, some of us had the privilege of sitting inside the cottage near Her during the nightly *bhajans* and the 15 minutes *mauna*. How our silent meditation was helped by Her close proximity ! But at other times also one felt Her presence, even when one was nowhere near Her.

Though Mataji had cured me of my habit of smoking, I was still fond of my cup of tea in the morning, which Dr. P.'s bearer faithfully provided regularly. It was a welcome warming up after the cold night and before the dip in the cold waters of the Gomati. The bathing in the river was invigorating and refreshing. After *puja* and breakfast in our tent, Dr. P. and I would wander for about half an hour over the hill or visit the nearby Ashrams and temples. At about 10 A. M. we used to join the very attenuated party for the daily recitation of scriptures on the parapet round a tree between the small huts, which also had a small shrine of Shiva. After the recitation, the *Bhagavata* used to be read and expounded by Brahmachari Kantibhai. After his departure, Brahmachari Kusum was entrusted with this task. This would finish by 10-30 or 11, when it was time for Mataji to come out on the verandah of Her cottage, where we would gather round Her. One day, when for lack of time Kusumda had omitted the reading of the Bhāgavata, the very first question Mataji asked was, whether the Bhāgavata had been read. Thus it was made clear that even when She was not present, nothing was hidden from Her. There was another instance of this supernormal perception of Hers. Dr. P. and I, while wandering round, had discovered, at some distance from our camp, another broken down *ghāt* and a big tree with a large parapet round it. We thought it would be an ideal place for meditation and decided to sit there every day between 3 and 4 P. M. The very first day, Mataji told us in the evening that She had seen us going with our āsanas. Then She went on to say that it was a *tapobhūmi*, a specially favourable place, and that we should do a lot of meditation (खूब तपस्या करो). This was a great encouragement to us.

The conversations that took place on Mataji's verandah every morning and evening were very informal. We all felt instinctively that there was no need to ask questions. Generally Dr. P. reminded Mataji of some incident of Her life, or of a story She had previously told and She would repeat these to us. (I will recount some of the stories later). In addition, Mataji made Dr. P. read to us *Naimisharanya Mahātmya*, a book on Naimisharanya, which one of the *pandas* had brought. Dr. P. also expounded the *Nārada Bhakti Sutra*, which contains not merely very illuminating aphorisms, giving a most delightful exposition of the path of devotion (*bhakti*), but is also a lyrical composition written in very poetical language. Dr. P. after giving his own explanation, would every now and then appeal to Mataji, who added Her illuminating comments.

In the evenings Mataji sometimes walked a little near Her cottage. One evening a flock of birds flew over our heads in formation and Mataji asked Dr. P. how many birds there were in the flock. He quickly answered, 'Thirteen'. The flock wheeled round and again passed over us. Some of the people present tried to count. Some counted twelve and others fourteen. Mataji said, thirteen was right, and asked Dr. P. if he had actually counted them. Dr. P. admitted that he had given a number which just came to his mind. Mataji then told us that She had thought of the number 13 and that sometimes others spoke out Her thought. On another occasion—namely after the *mauna* in Her cottage—She asked what Avadhutaji had said. As She did not indicate to what incident She was referring, we did not know what She meant. She then repeated the question, adding, we had all been there, could no one remember it ? Then Kusumda came out with Avadhutaji's remark about कुतर्क (wrong reasoning) and the illustration he had given of how someone had tried to disprove God's greatness by asking : "Can He create something greater than Himself ?' and then saying : "If He could, He would no longer be the greatest and if He could not, that also would prove that He was not so great." This was the remark that Mataji was referring to. Perhaps She tries from time to time to see which one of those round Her is capable of being a receptacle of Her thought-transfers.

Another thing I have realized during this stay was that Mataji like other great prophets and saints, often speaks in parables. She Herself told us the story of a rich man, whom She had advised to 'keep his mouth sweet'. When he met Her again after a year he complained that he had not yet had any experience of God even though he had followed Her advice of always keeping a piece of sugar candy (मिश्री) in his mouth. The only way in which he had benefited was the disappearance of his cough and cold. This man had taken Her literally and not understood that She was asking him to repeat God's name constantly. Another advice Mataji gives is, 'go and sit under a tree'. Here the tree is a symbol of someone who gives solace without making any distinction. What is meant is that one should seek the company of *Mahatmas* or *Sādhus* and, of course, ultimately of God, who drops the fruit automatically into one's lap. She once explained the allegory in the *Gītā*, about this life being an Ashwattha tree with its roots above and branches below (ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम्) by asking, "Is not your head, which is the seat (*mūla*), of your consciousness on the top ? You get your knowledge through your brain, just as water reaches the tree through its roots and that too not directly, but through the soil." At the end of our stay, when I told Her that I was returning to Bombay, She said, "How long are you going to remain in a *dharamśala* (caravanserai) ? You must now go home". I thought at first that I was being asked to renounce the world at once, but later, in another connection, She explained that what She meant was that one should not remain attached too long to worldly activities and possessions, but turn one's mind to God, one's real home.

It is well known that Mataji has never been to school to learn Grammer, but She has evolved Her own practical etymology. Her derivations of words are quite unorthodox and yet bring out their meaning in a new way that hits you in the eye. Thus, according to Her, *Viṣaya* (object of sense), is *viṣ hai*, and so She calls it 'slow poison'—one of the English expressions She is fond of using. Similarly She explains *vāsana* (desire) as '*vāsa na*' where God does not dwell'. She adds: "When you cling to your desires you cannot reach God. Therefore give up those vain passions, which lead you away from God to the realm of death." One day a Brahmachari said to Mataji: "How can we love whom we have never seen? Therefore we first of all want God to give us a glimpse of Himself." Mataji's reply was that this was *durbuddhi* (literally 'wrong idea') which She defined as *dūrbuddhi*, 'thinking that God is at a distance' and this is what leads to *durgati*, (literally, misfortune) meaning, according to Her, *dūrgati* 'going away from Him instead of realizing Him.' How beautifully this expresses the truth that God is within ourselves! Ma went on to say that if one could not visualize a particular form of God, one should look upon the letters of the *mantra* itself as representing God. In Sanskrit the word for the letters of the alphabet is *aksara*, which also means 'imperishable' and is in this sense applied to *Parabrahma* in the *Gītā*. The term '*mantra*' is ordinarily derived from *mannāt trāyate*, 'that which protects by contemplation,' but Ma's derivation is *man tera* 'My mind is Thine—complete surrender !

Occasionally outsiders who came to see Mataji asked questions. A few of those, together with Her answers, may be quoted here. A student wished to know how to find time for *japa* (silent repetition of God's name), without interfering with his studies ; Ma said, "Spend less time in chatting and thus you can save at least ten minutes in the morning and ten in the evening." A man asked 'how to get rid of *kāma krodha* (passion and anger)'.

"By repeating God's name".

"Even when one is impure ?"

"Yes. God purifies everything."

One man, who said he was employed in the Railway, wanted to know a simple way of reaching God without having to spend time of *japa*, *dhyāna* (meditation etc.)

Mataji : "Keep *Satsang*, meet saints."

"If even that is not possible ?"

"Then read *Sadgrantha* (good religious books)."

He asked how he was to earn his livelihood if, in pursuit of God, he left his job. Ma said, "God provides." Then She told a story of two friends who tried to test the truth of this belief by meditating in the jungle. After several hours, one of them got hungry and seeing no prospect of food coming to him, went back to town and had a hearty meal there. Then, feeling sorry for his friend, he took some food to him to the jungle where he was still sitting and meditating under a tree. To his taunt that God was not providing any food for him, the friend replied that God had already sent some through the doubting friend himself.

The gentleman who was questioning Ma continued to express his disbelief and some of us were feeling annoyed at his conceited way of talking, but Mataji gave him *prasād*, spoke sweetly to him and asked him to try.

One old lady wanted to know how to find the Lord. Ma said : 'Do *puja*'. The lady replied, she did not feel interested in puja and would rather do *japa*, but found that her mind would not settle down to it. 'Compel your mind,' said Mataji. The lady had come to stay in the camp, and another day asked, which was better *jnāna* or *bhakti*, since each was being praised at different times. Narayan Swami replied : 'They go together and one follows the other.' Mataji said : 'Try *bhakti* first', but the woman said जी नहीं लगता (I have no aptitude). Ma said 'Then first practise *Guru bhakti*.' Another day again the lady asked similar questions and from something that Didima said I realized that she was no idle questioner, but an earnest seeker who was finding it difficult to concentrate. Ma advised her to reserve a special place for meditation and to sit there doing *japa* for not less than half an hour at a time ; if she felt sleepy she should refresh her eyes with water. The sweet old lady ultimately said she wanted Mataji's blessing.

Another lady asked : 'What should a person do if she did not understand the *Gītā*, *Bhagavata* or the *Purānas* ?'

'She should approach God directly ; pray and repeat God's name.'

'Is not a Guru necessary ?'

'Yes. A Guru will appear when necessary ; in the mean while make God your Guru.'

A man posed the problem : 'What is better, *par seva* (service to others), or *bhajana*, (singing God's name) ?'

Mataji : 'It is wrong to look upon service as *par seva*' ; that only enhances the ego. You must look upon everyone as God, (*Tat*) and thus do only His service.

'Should one get up while doing worship, if a person in dire distress wants help ?

'Look upon the needy person as God and there will be no problem.'

A Police Inspector said he had to beat people in order to detect crimes and asked what he should do about it. Mataji requested me to reply. I said, it was wrong to beat. "Then how is he to detect the criminal ?" asked Mataji. I said there was a science of criminology, fingerprints and other clues by which crimes were detected in other countries, where the Police did not resort to beating to extort confessions. The Inspector exclaimed it would take many years for our country to progress to that stage. For us there was no other way. He also felt that it was not he who did the beating, but some power within him. Ma said, अपने कर्मफल तो भोगना ही पड़ता हैं, meaning that he could not escape the responsibility for his actions.

On new moon day, when lots of people had come to bathe at the Chakra Tirtha, Mataji told us to go there and see *Bhagavan* (God) in the guise of the crowd. So Dr. Pannalal and I walked to the sacred pool, and looking with the vision suggested by Ma, we were truly touched by the sight of hundreds of men, women and children milling around and bathing. They had come walking, some as far as forty miles. We saw two boys measuring their length by prostrating themselves on the ground and proceeding in this manner towards the pool. Another interesting feature were the *Pandas* (Priests). sitting all around the tank either on small cots or just squatting on the ground with a basket in front of them in which the pilgrims deposited their clothes and belongings. They were given *kusha* grass to sprinkle water as offering to God, and on returning after the bathe they placed in the basket as a reward to the priest whatever they had brought, mostly handfuls of grain or vegetables from their own farms. Whenever I shall in future see crowds at holy places, I hope I shall remember not to get annoyed, but to look upon them as manifestations of God.

During the *Samyam Saptah* one gentleman used to ask Mataji if She saw any divine beings in the air. Ma never satisfied this person's curiosity, but those of us who remained behind on the Gomati bank had the privilege of hearing some of her experiences in that sphere. On the night of the 19th November, Ma told us in Her cottage after the *mauna* that immediately after the *kirtan* was over, She first heard a kind of throbbing sound which gradually became louder and turned into a chant—'परमेश, शरणागतं शरणागतम्', and then gradually faded off. She repeated the tune several times, but unfortunately when, the next night, She asked us to reproduce it, nobody could remember it precisely and She would not sing it again at the time (though afterwards I found that Sri Shobhanda had learnt it and sang it once or twice). It was suggested that the correct words might be शरणागतोऽहम्. Mataji at once agreed to this. She explained that somebody had chanted this hymn in the ancient days, and it had remained in the air.

(To be continued)

PAGES FROM MY DIARY

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali)

16th February, 1957.

Last night at about 12-30 p.m., Mataji arrived in Jaipur from Ahmedabad. Swami Paramananda, Buni, Udas, Shobha and a very few others were accompanying Her. A crowd of men and women had collected at the station, eager for Mataji's *darsana*. Mataji was taken to a large *Asrama* of the followers of saint Dadu. It is a fine place with extensive gardens. Sri Haribabaji Maharaj, Sri Krishnananda Avadhutaji and many other Mahatmas have come. They are all putting up at the house of Sri Madan Mohan Verma. He and his wife have known Mataji for many years. The whole family are devotees. Sri Verma was formerly the Registrar of Jaipur University and is now a member of the Rajasthan Service Commission. A pandal which serves as a *satsang* hall has been erected in the compound of his residence. Mr. Verma has made it a point to see in person to the comforts and well-being of all his guests. No one is being put to any inconvenience.

17th February, 1957.

This afternoon Mataji has been taken to the famous Govindaji temple. She wandered all over the place and inspected everything in detail. The temple is really worth seeing. It is said that when the Govindaji temple at Vrindaban was destroyed during the Mohammedan invasion, the image was brought to Jaipur and installed there.

During the evening gathering a gentleman asked the following question : "Mataji, from where does *maya* emerge ?"

Mataji replied laughingly : "*Pitaji*, to understand from where *maya* emerges, while one is right in the midst of it, is difficult. Try to realize Him; or, i you have no faith in Him, try to realize your own Self. To know your Self means to know Him, and to find one's Self, to find Him. When you have found your Self, all your problems will be olved."

Question : What is the means to Self-knowledge or Self-realization ?

Mataji : Endeavour to follow the path that the *Guru* indicates. Don't sit idle ! If you have not found a *Guru*, try to sustain the constant flow of any one of God's names that appeals to you most. Don't spend your time just eating, sleeping, and living a humdrum life. Having received the priceless boon of a human birth, do not waste it by keeping your mind occupied with petty thoughts and worries. Rather than remaining in a *dharmaśāla*, try to reach your own real home, *Pitaji* !

18th February, 1957.

This morning at 8-45 a. m., Mataji motored to Kuchāman, after a sojourn of three days in Jaipur. The Raja Pratap Singhji of Kuchāman was extremely eager to receive the blessing of Mataji's visit. He came in person to take Mataji to his country and himself drove the car.

Kuchāman is about 90 miles distance from Jaipur. On the way, about 10-12 miles before reaching the border of Kuchāman, Mataji noticed two large forts on a hill. She asked to whom they belonged.

While driving the car, Raja Pratap Singhji related their history. These forts belonged to his ancestors. About 250 years ago, two brothers had a family dispute and one of them left his home. As he wandered on and on, he came to the hill in question, and saw smoke rise up from it. Out of curiosity, he climbed the hill and found an old *Mahātma* there. The *Mahātma* wanted to know why he had come. "In search of bread", was the reply. Wherever he could get a livelihood, there he would settle down. Thereupon the *Mahātmā* told him to live on the hill, in a place with 3 large rocks. In obedience to the *Mahātma's* command, he later built the fort at that very spot. This is how the kingdom of Kuchāman originated.

The old *Mahātma* was known under the name of *Siva-Visvambernātha Baba*. Even at this time the *Mahātma's* wooden sandals, his staff and other belongings are being preserved with great care in the fort. In due course a temple was built there. The *Mahātmā's samādhi* (tomb) is within the precincts of the temple.

While thus listening to the history of Kuchāman, we gradually approached the town. At a distance of about 3 miles from the city, Mataji and Sri Haribabaj irested on the border of a lake. From there Mataji and the whole party were taken in procession. Mataji was seated in a profusely decorated car. Closely behind it walked, on the one side, Raja Pratap Singh himself, fanning Mataji with a chowrie. He was attired in his traditional royal uniform. On the other side walked his youngest brother, holding a costly umbrella over Mataji. Thus Mataji was given a really royal welcome. Large posters with "Jai Ma" could be seen at intervals in the city and beautifully decorated gates had been erected in various places. Hundreds of men and women, who stood in lines on both sides of the road, showered flower petals on Mataji and the *Mahatamās*. Over a thousand people followed the procession. With the special permission of the Government, seven gun shots were fired in honour of Mataji. An enormous crowd of people had collected, so that the police could only with difficulty keep the path clear for Mataji's car. In this way we arrived at our destination at about 1. p. m.

Mataji has been accommodated in a large temple in the city, since She will not stay in a Raja's palace. The Rani of Kuchāman, Premaji Devi, has in person seen to all arrangements for Mataji's stay. We have known Premaji for many years. She is an extremely sweet and simple-hearted person. Inspite of having any number of servants at her disposal, she does all of Mataji's work with her own hands and is ever watching for opportunities to be of service to Mataji.

19th February, 1957.

To-day Raja Pratap Singh took Mataji in a palanquin to see the Kuchāman fort. He himself showed Mataji round. There were so many beautiful things to be seen. The decorated inner court is all coloured in gold. The colour still looks so fresh, as if it had just been painted.

The Raja and the Rani have arranged everything for Mataji and Her party with the minutest care. They requested Her and all the *Mahātmās* to remain at *Kuchāman* for at least one week. But Sri Haribabaji had already beforehand fixed a programme at Jodhpur for tomorrow, and so Mataji and Her whole party had to leave this evening at about 9 p. m.

13th March, 1957.

Mataji is at Vrindaban. This morning Sri Bhaktaraj Maharaj, an old *sādhu*, of the Ramakrishna Mission, came for Her *dars'ana*. He talked to Mataji for quite a long time. Before leaving, he bowed down, touching the ground with his forehead, and said to the assembled people : "This time He has come in the shape of a woman. In Her body everyone should recognize his own *Iṣṭa*, Our connexion with Mataji has not been newly established, it has existed from birth to birth, throughout eternity."

Raja Pratap Singh of Kuchāman is here. He met Sri Bhaktaraj Maharaj and said to him: "Regard yourself as Mataji's child. She will take everyone across the sea of becoming."

Sri Bhaktarajji is putting up in some *dharamaśala* at Vrindaban. In the evening he came again, bringing with him a number of people to witness the performance of the *Rāsalilā* in our Ashram. Sri Bhaktaraj's spirit is wonderful; he is so simple and utterly childlike. For him no difference of creeds and sects exists. How much faith and veneration he has for Mataji !

Today a gentlewoman, named Kasturi Devi, came for Mataji's *dars'ana.* She is a disciple of Sri Kishori Das Babaji of Vrindaban. She related something most interesting.

One night, she was crying in her desperate yearning to win the Lord's Grace. None of her attempts at *sādhana* had brought the desired result. Later in the night, she dreamt of a woman dressed all in white, who was accompanied by a girl wearing the ochre robe. The girl took Kasturi's hand and said: "Why do you cry ? Your Lord is here itself. Come with me, quickly !"

She dreamt the same kind of dream on two successive nights. A few days ago, she heard someone say that there was a *Devi* at Vrindaban, called "Sri Anandamayi Ma." Thus she had come for Mataji's *dars'ana* today. Udas* was sitting near Mataji. On seeing her, Kasturi Devi was struck with amazement, as she recognized in her the girl dressed in ochre of whom she had dreamt for two successive nights. When she thereupon scrutinized Mataji's face, she realized that the woman in white she had seen in her dreams was the exact likeness of Mataji.

---

*Udas is one of Mataji's attendants, who wears the ochre robe.

* * *

At night a few of us sat in Mataji's room. The conversation turned to the time when Mataji lived at Bajitpur.* Laughing heartily, Mataji related. "When this body stayed at Bajitpur, a gentleman who was a judge, lived near Bholanath's quarters. At his place *Kirtan* of '*Hare Krishna*' was very often sung. This body could distinctly hear the sound, and listening to it, this body would lie as if unconscious. When the judge heard that this body went into strange states, he advised Bholanath to put a necklace of small *tulsi* beads round its neck. When Bholanath related this to me, this body responded by saying : 'Ask the judge, what kind of *tulsi* beads are to be worn, material ones or mental ones ?, When the judge heard this, he declared that there would be no more need to wear a string of beads'."

---

*Mataji lived at Bajitpur from 1913 till 1924. This was the time of Her *Lilā* of *sādhana*.

The Prophet of Islam and the Ideal of Common humanity

DR. M. HAFIZ SYED. M.A., PH.D., D. LITT.

The basic principle of Islam is a faith in all the prophets of the world. The great and liberal mind that preached not only love and respect for the founders of the great religions of the world but much more than that *faith in them*—could not shrink down to the level of utter intolerance for those very religions. Tolerance is not in fact the word that can sufficiently indicate the breadth of the attitude of Islam to other religions. It preaches equal love for all, equal respect for all, and equal faith in all. Not to compel the unbelievers to accept Islam, for it was against all the broad principles in which they had been hitherto brought up. No, it was to establish religious freedom, to stop all religious persecusion, to protect the houses of worship of all religions, mosques among them. Here are a few quotations :

"And had there not been God's repelling some people by others, there would have been pulled down cloisters and churches and any synagogues and mosques in which God's name is much remembered. (Quran 22 : 40.)

"And fight with them until there is no persecution, and religion is only for God", (2 : 193).

"Every student of Islamic history knows that the Holy Prophet and his companions were subjected to the severest persecutions as Islam began to gain ground in Mecca" (Introduction to the Quran by Muhammad Ali, pp. XVIII & CIX).

So from the first to the last, the Holy Quran allowed fighting only against those who fought the Muslim first : it allowed expressly only fighting in defence without which the Muslims could not live, and it clearly forbade aggressive war.

WAGING OF WAR ON UNBELIEVERS

Again intolerance could not be ascribed to a book which excludes compulsion from the sphere of religion altogether. "There is no compulsion in religion" (II 256) it lays down in the clearest words. In fact, the Holy Quran is full of statements showing that belief in this and that religion is a person's own concern, and that he is given the choice to adopt one way or another : that if he accepts truth, it is for his own good, and if he sticks to error, it is to his own detriment. A few quotations from the Holy Quran are given below to prove the authenticity of these statements :—

"The truth is from your Lord so let him who please believe and let him who please disbelieve (18 : 29).

"If you do good, you will do good for your own souls : and if you do evil, it shall be for them."

The Muslims were allowed to fight indeed, but with what object ? To compel them to accept Islam is a myth pure and simple, a thing unknown to the teachings of the Holy Quran. The conception of God in Islam is the God of all mankind and His favours are not confined to any 'chosen' people. The Muslims are prohibited from running down the deities of non-Muslims. The Holy Quran says :—

"Revile not those whom they call on besides God, lest they in their ignorance despitefully revile Him" (VI : 108).

Every Muslim is enjoined not to make any distinction between Muslim and non-Muslim when he has an opportunity of serving a needy person. The Prophet says in unambiguous language :

"The whole world is the family of God. Therefore, he alone is good in His sight who accords kind treatment to all His creatures alike."

Further the Prophet says :

"Assist any person oppressed, whether Muslim or non-Muslim."

"Whosoever goes with a tyrant to assist him knowing him to be a tyrant then verily he has gone out of Islam."

It is not for the Muslim to ignore any one of the great teachers who have long since done their work and retired from this world : he dare not utter a word of disrespect towards them. On the contrary he is bound to show the greatest deference to each one of them (Quran IV: 150-152).

Speaking of the Prophets of the house of Israel, the Quran says, "Says ye, we believe in God, and what was revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacaob and the tribes, and what was given to Moses and Jesus and what was given to the other prophets from their Lord--we make no distinction between any of them ; and to Him we submit (Quran II-136, III-34).

And it is not only to Moses and Jesus and Muhammad that the Muslim owes allegiance, but to all the prophets of all the nations who have appeared in the different ages of the history of mankind. Thus along with a thousand others, Sri Ramachandra, Sri Krishna, Gautama Buddha of India, Zarathushtra of Persia and Confucious of China, have alike a place in the hearts of all the followers of Islam.

CONVERSION IN ISLAM

Forcible and unwilling conversion is repeatedly forbidden in the Quran. On the other hand it inculcates simple preaching through persuasion as the only permissible method for spreading the faith in Islam. The Holy Quran's injunction in as clear as day light. It puts it thus :

"There is no compulsion in faith." (II 256).

"You shall have your religion and I shall have my religion." (CIX : 109).

"And we have not sent thee otherwise than to mankind at large, to announce and to warn." (XXXVI : 27).

"(My) sole (work) is preaching from God and His message" (LXXII : 24).

"Obey God and obey the apostle but if you turn away, yet is our apostle only charged with plain spoken breaching." (LXIV : 12).

IDEAL OF HUMAN FRATERNITY

In Islam all humanity is one vast brotherhood, with God as their creator and master who looks upon them all as equal.

All the barriers racial and others, raised aga n t it by the self interest of man are destroyed, difference and division merely on the ground of religion are not recognised. Its teachings are directly opposed to sectarianism and are generally based on the broad principle of common humanity. "Be ye all worshippers of God and brothers to one another, like as God has commanded you." (Sayings of Muhammad, 904, translated by Abul Faz). The service of man and the good humanity constitute pre-eminently the service and worship of God. "All creation", says the Prophet of Islam.

"In the family of God, and of all creation the most beloved of God is he who does most good to His family." "God is not merciful to him who is not merciful to men (Sayings 511). "The merciful God is merciful to: those who are merciful : be ye then merciful to those who are in earth, so that He who is in heaven may be merciful to you" (Saying, 508).

"Ye shall not believe unless ye love one another" (Sayings, 194).

"By him in whose hand my life is! No worshipper (truly) believes untill he loves for his brother what he loves for himself." (Ibid, 214).

The essence of religion according to the teachings of Islam, is the service of the *afflicted humanity*.

"Hast thou seen him who calls the religion a lie. That is (the man) who pushes away the orphan, and stirs not up (others) to feed the poor."

"And woe to those who pray, who of their prayers are unmindful, who make a show, and refuse help to the needy." (The Quran CVII).

And what is the duty of man in Islam? "Verily", says the Quran, God commands justice and the doing of good, and the giving to those of kind (their due): and he *forbids filthy actions* and inequity and transgression." (Quran XVI 90).

"When one of you sees wrongdoing", said the Prophet, "let him undo it with his hand: and if he cannot do this, then let him speak against it with his tongue, and if he cannot do this either, then let him abhor it with his heart—and this is the least of faith" (Sayings 235).

"Assist one another in goodness and piety, but assist not one another in sin and enmity: and fear God: verily

God is severe in punishing. And let not the malice of a people provoke you to transgress but act justly—it will be nearer to piety : and fear God : Verily God is informed of what ye do". (The Quran V 2 and 3).

RESPECT OF SENTIMENT

Wanton destruction of life is considered reprehensible :

"There is no moving thing on the earth, nor a bird that flies with its wings, but is a being like you.........to their Lord shall they be gathered. (The Quran VI-33).

"Who kills a sparrow for nothing, it will cry aloud to God on the day of resurrection, saying, O my Lord! Such—and—such a man killed me for no good. (Sayings, 36).

"Take not things, which have life to shoot (arrows at)." (Sayings, 39).

The Prophet of Islam denounced the heartless act of men who burnt the abode of ants. (Ibid 46, 54).

He forbade the robbing of eggs from the nests of birds. (Ibid 55).

He forbade likewise, the capturing of young birds and distressing the mother-bird and would have them restored to their nests. (Ibid 54 and 55).

The Prophet would go up to any distressed animal, and stroke him and enjoin upon their masterly kindness against oppression and gatigure." (Sayings 53).

Regarding the value of human life the Quran teaches.

Who so kills a being unless it be for another being, or for evil doing in the land, it is as though he killed all mankind, and who so saves one, it is as though he saves all mankind.

In Chapter IV verses 15 and 16 fornication is strictly denounced. Similarly abduction of innocent women, and killing of helpless children are condemned. Once more we are clearly reminded by the Prophet that—

"He who helpeth his fellow creature in the hour of need, and he who helpeth the oppressed, him will God help in the day of Travail. What actions are most excellent? To gladden the heart of a human being, to feed the hungry, to help the afflicted, to lighten the sorrow of the sorrowful and to remove the wrongs of the injured. Who is the most favoured of God? He from whom the greatest good cometh to His creatures."

MATRI LILA

(July 15th—October 15th, 1961.)

We have to apologize for being unable this time to give the usual detailed account of Mataji's Līlā during the last 3 months. The following is only a brief report of Her movements.

On July 15th Mataji, Didima, Didi and a party of about 20 left Poona for Bangalore, at the invitation of Sri S.R. Das Gupta, the Chief Justice of the High Court in Mysore. Sri Das Gupta is a devotee of many years' standing. He made excellent arrangements and everyone enjoyed a comparatively quiet and restful time in the pleasant climate of Bangalore, surrounded by beautiful gardens full of colourful flowers. Needless to say that many people of Bangalore and Mysore, amongst them high officials, availed themselves of this rare opportunity to have Mataji's *dars'ana* and to listen to Her words.

On July 23, Mataji left for Madras, where She halted for a few hours on Her way to Calcutta. Mrs. Talyarkhan, who had especially come from Tiruvannamalai to welcome Mataji, received Her at the station together with devotees from Madras. Mataji was taken by car to a newly built house where She spent a couple of hours. To the regret of the

South Indian devotees, Mataji had to leave that same evening for Calcutta, where She alighted on the 25th midday, proceeding immediately to the Agarpara Ashram. It goes without saying that, from the moment Mataji arrived at Calcutta until She left for Varanasi on July 31st night, She had an extremely busy time. In fact the crowds that came from great distances, eager for Mataji's *dars'ana*, were often quite unmanageable. On July 27th, Gurupurnima was celebrated in the usual manner from early morning till late at night, with thousands trying to pay hommage to Mataji on this auspicious day. During Her sojourn at Agarpara, Mataji visited the residences of several devotees at Calcutta, who arranged for *Kirtan* on these occasions.

From August 1st Mataji remained in Varanasi for a week. On the 8th She motored to Vindhyachal, where She stayed for one night only. Even so, a number of officials and other devotees arrived from Varanasi and Mirzapur for Mataji's *dars'ana* and She talked to them until late at night. On the 9th She proceeded to Allahabad by car. The same night, She boarded from there the train to Delhi where She reached on August 10th. Among the many distinguished visitors at the New Delhi Ashram were Ryhana Tayabji and the famous singer Hirabai Barodkar, not to mention the many Government officials and Ambassadors who come to see Mataji whenever She happens to be in Delhi. Sm. Indira Gandhi, the daughter of the Prime Minister, also paid a number of visits to the Ashram to meet Mataji. On August 20th *Akhanda Nama yajña* (uninterrupted *kirtan* for 24 hours) was performed at the New Delhi Ashram. On August 21st

Mataji left for Vrindaban, to be present at the *Jhulan* celebrations, which were observed in great style. We have on former occasions described in great detail this festival, when night after night Sri Krishna and Radha are placed on decorated swings and worshipped.

The *Jhulan Purnima* (full moon in August) has a special significance for us, being the anniversary of the night, when in 1922 at Bajitpur, Mataji went through the actions of a spiritual initiation. She Herself was the neophyte, the *Guru* and the *mantra* all in one. This marked the beginning of Her play of *sādhana*, when She, in an incredibly short time went through countless *sādhanās* and forms of worship, not only Hindu forms, but non-Hindu rites and ceremonies as well. In Her play of a *sādhaka*, the minutest details of each faith were revealed to Her in their true significance. Referring to this period of Her life, Mataji has often declared that the question of *sādhana* did not arise for Her, since there was nothing to be attained. Therefore, what else should it be called but a play ?

On August 27th Mataji left for Hardwar with a very few companions only, while Didima, Didi and the rest of Her party remained in Vrindaban for *Janmāstamī*. At Hardwar Mataji put up as usual at Baghat House, Kharkhari, where *Janmāstamī* (Sri Krishna's birthday) was celebrated on September 1st. On September 2nd morning, Mataji motored to Dehradun, where *Nandotsava*, the riotous joy of the cowherds over Sri Krishna's birth, was commemorated with the usual frolics at the Kishenpur Ashram.

On September 4th Mataji boarded the train for Delhi, where She arrived on the 5th morning, when Her party from Vrindaban also joined Mataji. On September 17th, Mataji went to Jaipur for four days. From September 21st to October 7th, Mataji again remained in New Delhi. During that period She accepted special invitations to the Rastrapati Bhavan by the President of India, Dr. Rajendra Prasad, and also to the residence of Sri Jawaharlal Nehru. On October 7th night, She left for Kanpur, where Durga Puja is to be celebrated from 15th—20th October at Swadeshi House, at the invitation of Sri Mangturam Jaipuria and his son Sitaramji.

The 12th *Samyam Mahāvrata* will be observed at Shukhtal, near Muzaffarnagar, from November 9th—15th, followed immediately by the ceremonial reading of the *S'rimad Bhāgavata* for 7 days, namely, up to Novomber 22nd. Swami Akhandanandaji of Vrindaban has very kindly agreed to hold the daily discourse in Hindi on the *Bhāgavata*.

NEW PUBLICATION

WORDS

OF

Sri Anandamayi Ma

A selection of Mataji's replies to oral questions, dealing with meditation, the spiritual path and self-realization, with a great variety of problems—practical, philosophical and meta-physical—as encountered by seekers after Truth at various stages. Mataji throws light on every question from many different standpoints. This collection is a veritable treasure grove for every earnest seeker.

With 2 pictures by the renowned English photographer Richard Lannoy.

Price : Board bound Rs. 3·00, Rexin bound (printed on superior paper) Rs. 5·00 10/-Sh. or $1·50 for abroad.

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. RN 4727/57

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA, VARANASI.

LIST OF PUBLICATIONS.

Hindi

Mātri Darshan—by Bhaiji	2·50
Sad Vāni ,, ,,	1·00
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi	
Vol. I-III, V and VI	each 2·00
Vol. IV	3·00
Ma Anandamayee—Dr. Pannalal	2·50
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1·50
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2·50
Kīrtan Rasa Swarūpa	6·00
Mātri Līla Sankīrtan	0·31

Bengali

Mātri Darshan—by Bhaiji	2·00
Sad Vāni ,, ,,	1·00
Mātri Vani	·75
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi	
Vol. I-IX	each 2·00
Vol. X, XI	each 2·50
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1·50
Akhanda Mahāyajña ,, ,,	2·50
Kīrtan Rasa Swarūpa	6·00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1·25
Mātri Lila Sankirtan	0·31

Gujarati

Matri Darshan—by "Bhaiji"	1·50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I & II—Br. Kantibhai	2·00
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand	2·00

English

Mother As Revealed to Me—Bhaiji	(out of print)
Mother As Seen by Devotees (A Symposium)	3·00
Mātri Vani (Sayings)	1·25, Special edition 1·50
Words of Sri Anandamayi Ma	Rs. 3·00 or 5·00 (Rexin bound)

Photos etc.

Album	1·50
Photos—various sizes ranging from	0·37 to 15·00
Lockets	1·25

Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

श्रीश्री आनन्दमयी संघ
ॐ मा
मातृ शरणं

Vol. IX February, 1962 No. 4

NEW PUBLICATION

WORDS

OF

Sri Anandamayi Ma

A selection of Mataji's replies to oral questions, dealing with meditation, the spiritual path and self-realization, with a great variety of problems—practical, philosophical and meta-physical—as encountered by seekers after Truth at various stages. Mataji throws light on every question from many different standpoints. This collection is a veritable treasure grove for every earnest seeker.

With 2 pictures by the renowned English photographer Richard Lannoy.

Price : Board bound—Rs. 3·00
Rexin bound (printed on superior paper)—Rs. 5·00
10/-Shillings or $ 1·50 for abroad.

Ānanda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics.

Board of Editors

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M.A., D. Litt.
Kumari Lalita Pathak, M.A.
Kumari Padma Misra, M.A., Acharya.
Kumari Bithika Mukerji, M.A., D. Phil.
Brahmacharini Atmananda.
Sri Sailesh Brahmachari.
Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M.A., B.L.
Sri K. Bose—*Managing Editor.*

* * *

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5/-
Foreign—Rs 6/- or 10 shillings or dollar 1·25 only.
(Rs. 8/- extra for Air-mail postage)

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English in the first weeks of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha,
Bhadaini, Varanasi, (U.P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma
Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U P.).

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *latest by the second week of the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to "dishonour" any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a considerable loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Contents.

BENGALI SECTION

Page No.

1. মাতৃবাণী 171
2. গীতা-ধ্যান—"কানাই বলাই" 173
3. আনন্দম্—শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি 179
4. মাতৃ-কথামৃত—নীলমণি 180
5. শিবরাত্রির ডায়ারী—অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত ... 183
6. 'মা'—৺গোপাল 194
7. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া দেবী 197
8. মহাপুরুষ প্রসঙ্গ—স্বামী পরমানন্দ 204
9. কুম্ভমেলা—স্বামী শিবানন্দ গিরি 211
10. দ্বাদশ সংযম মহাব্রত—জনৈক ব্রতী 223

Contents

ENGLISH SECTION

Page No.

1. Matri Vani 161
2. Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma—Professor B. Ganguly 164
3. Pages from my Diary—Gurupriya Devi 168
4. With Mataji on the Bank of the Gomati River—Krishnanath 177
5. The Background of our Letters—U. C. Dutt 190
6. New Diary Leaves—Atmananda 197
7. Matri Lila 206

Printed & Published by K. Bose for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi,
at the Kamala Press, Godhowlia, Varanasi.

By courtesy : Sri G. Das Gupta, Calcutta.

ĀNANDA VĀRTĀ

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।"

VOL. IX] FEBRUARY, 1961. [NO. 4

—মাতৃবাণী—

"ঘর থেকে বের হয়ে এক রাস্তায় চলতে হয় তবেই রাস্তা সকল জানা হয়।"

* * * *

"তিনি যে সর্ব্বদুঃখহারী। সর্ব্বদাই তাঁকে ডাকতে চেষ্টা কর। তাঁরই ধ্যান কর। তাঁর কাছেই প্রার্থনা কর। তাঁকে প্রাণ ঢেলে প্রণাম করো। তিনি মঙ্গলময়, শান্তিময়, আনন্দময়। আর কি? না—প্রাণের প্রাণ আত্মা।"

* * * *

"সত্ত্ব, রজঃ, তম এই এই ক্রিয়ার যে মূল তরঙ্গরূপে সেই হল প্রাণ।"

* * * *

"এক জীব হইতেই বহু জীব—এই হল জীবধারা। এক ঈশ্বরই বিভক্ত হয়ে আবার সব জীবরূপে। তাই বলে থাকে—যত্র জীব তত্র শিব।"

* * * *

"কল্পিত রাজ্যের মধ্যে যে অবলম্বনে তোমাদের শরীর তারই আর একটা দিকে অন্তরালের ক্রিয়া। তুমিই ত বহু—নানা রূপ নানা আকার নানা ভাবে প্রকাশিত। এক এক আকারের এক এক ভাবের অভাব ভঞ্জনের রূপ আর কি? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তোমারই আদান প্রদান। তোমারই অভাব, আবার তুমিই স্বভাব ত। তোমারই এই ক্রিয়া।"

*   *   *   *

একজন মাকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কি ভগবানকে খর ন ?"

মা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"বা:, সর্ব্বদাই দেখা হচ্ছে। আবার দেখ কে কাকে দেখবে? সবই যে তিনি। ভগবান ছাড়া যে আর কিছুই নেই।"

গীতা-ধ্যান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রণ-নদী

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণবহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তক: কেশব: ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ—ভীষ্মদ্রোণতটা (ভীষ্ম ও দ্রোণ যে যুদ্ধ-রূপ নদীর তীরসদৃশ), জয়দ্রথজলা (যে নদীতে জয়দ্রথ জলস্বরূপ), গান্ধারনীলোৎপলা (গান্ধাররাজ যাহাতে নীল পিচ্ছিল পাথর সদৃশ), শল্যগ্রাহবতী (শল্যরূপ কুম্ভীরযুক্ত), কৃপেণবহনী (কৃপাচার্য যাহাতে প্রবাহ বা স্রোত) কর্ণেন বেলাকুলা (কর্ণবীর যাহার বেলাভূমিস্বরূপ), অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা (অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ যাহাতে ঘোর মকরসদৃশ) দুর্যোধনাবর্ত্তিনী (দুর্যোধন যাহার আবর্ত্ত বা ঘুণিত জল), সা রণ-নদী (কুরুক্ষেত্রের সেই সমরতরঙ্গিনী) কেশব: কৈবর্ত্তক: (শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হওয়ায়) খলু (নিশ্চয়ই) পাণ্ডবৈ: (পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক) উত্তীর্ণা (পারপ্রাপ্তা হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা ঃ—গীতা-জননীকে অনুধ্যান ক'রে, ব্যাসদেবকে প্রণাম ক'রে, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম এবং পরে বন্দনা করে, গীতা-ধ্যান-নিমগ্ন কবি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উপমা দিচ্ছেন একটি নদীর সঙ্গে।

নদীতে থাকে—জল, প্রবাহ, আবর্ত্ত, বেলা, তট, উপলখণ্ড, কুম্ভীর ও মকর। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-রূপ রণ-নদীতেও কবি এই সব দেখছেন তাঁর কল্পনার চক্ষে। ভীষ্ম দ্রোণ হচ্ছেন এই নদীর দুই তীর। ভীষ্ম—যিনি সর্ব্বপূজ্য কুরুবৃদ্ধ পিতামহ;

দ্রোণাচার্য্য—যিনি কৌরব-পাণ্ডব উভয় পক্ষের শিক্ষাগুরু। জয়দ্রথ যেন এই নদীর জল, কৃপাচার্য্য যেন তার খর স্রোত। দুর্যোধন এই নদীর আবর্ত্ত,—ঘূর্ণীর মুখে পড়লে রক্ষা পাওয়া দুরূহ; কর্ণ তার উত্তাল তরঙ্গের গতিবেগ নিয়ে নদীর দুই তীর প্লাবিত করে দিয়েছেন। এই ভীতিসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্যে আরও বিপদ আছে। জলের মধ্যে শল্য-রূপ-কুম্ভীর এবং অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ-রূপ মকর। গান্ধাররাজ তীরে নীলোপল অর্থাৎ পিচ্ছিল নীল প্রস্তর-সদৃশ।

এ হেন বিপদ্‌সঙ্কুল, ভয়াবহ রণ-নদীতে চলেছে পঞ্চপাণ্ডবের তরণী। কিন্তু দুর্যোধন, কর্ণ, কৃপ, শল্য ইত্যাদি কার সাধ্য যে পাণ্ডবদের কিছু অনিষ্ট করে? স্বয়ং কেশব যে পাণ্ডব-তরণীর কর্ণধার। তিনি তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"* অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্বসমক্ষে বিনা দ্বিধায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না।" পাণ্ডবগণ পাণ্ডবসখার সহযোগিতায় অনায়াসে সেই রণনদী পার হয়ে গেলেন—"সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ।

নদীস্রোত কালের স্রোতেরই মত। অনাদিকাল ধরে মহাকালের যে স্রোত প্রবাহিত হ'চ্ছে, তার মধ্যে দুর্যোধন, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ সব রকম চরিত্রই আছে; থাকবেও। তারা সকলেই কালের অধীন; কাজেই স্রোতের খর-ধারে ভেসে যাবে। ভীষ্ম-দ্রোণরূপী তটও কালের অধীন; কালের প্রবাহে হয়তো তীরও ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু পাণ্ডবদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের যিনি সহায়, তিনি কালাধীন নয়, কালাধীশ। ধর্ম্মের আদর্শ সামনে নিয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-সেনাপতি অর্জ্জুনকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রণোদিত করেছেন, ভয়ঙ্কর রণ-নদীতে তাঁকে নামিয়েছেন। পঞ্চপাণ্ডব মনে রেখেছিলেন পাণ্ডব সখার পরম উপদেশ, "হে, পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মকারী, মন্নিষ্ঠ, মদ্ভক্ত ও আত্মীয়-স্বজনাদিতে আসক্তিশূন্য ও সর্ব্বভূতে—এমন কি অত্যন্ত অপকারীর প্রতিও—বৈরভাবহীন, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়।"

---

* গীতা ৯।৩১

শত্রুর প্রতি নির্বৈর হ'য়ে যারা যুদ্ধ করতে পারে, "তাঁর কাজ করছি" এই মনে ক'রে যারা অনাসক্ত ভাবে হাতে কাজ করে, মনে নাম করে, তারাই তাঁর কৃপায় নিশ্চিতরূপে রণ-নদী উত্তীর্ণ হয়, ভব-নদী উত্তীর্ণ হয়, জ্ঞান-সমুদ্রে; পরম বিশ্রান্তি লাভে সমর্থ হয়।

মহাভারত পঙ্কজ

পারাশর্য্যবচ:সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটম্
নানাখ্যানক-কেশরং হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জন-ষট্পদৈরহরহ: পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥

অন্বয়বোধিনী :—অমলং (মলরহিত) কলিমলপ্রধ্বংসি (কলিকাল-স্বভাবজ-পাপনাশক) গীতার্থ গন্ধোৎকটং (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ স্বরূপ সৌগন্ধযুক্ত) নানাখ্যানকেশরং (নানাবিধ সৎকথারূপ কেশর সমন্বিত) হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতং (শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানজনক উপদেশ কথা দ্বারা প্রবোধিত) লোকে (জগতে) অহরহঃ (প্রতিদিন) সজ্জনষট্পদৈঃ (সাধুজনরূপ ভ্রমরগণকর্ত্তৃক) মুদা (আনন্দের সহিত) পেপীয়মানং (পুন:পুনঃ পীয়মান) পারাশর্য্যবচঃসরোজং (পরাশরপুত্র বেদব্যাসের বচনসরোবরে জাত) ভারতপঙ্কজং (মহাভারতরূপ পদ্ম) নঃ (আমাদের) শ্রেয়সে (কল্যাণের নিমিত্ত) ভূয়াৎ (হউক)।

ব্যাখ্যা :—পরাশরমুনির পুত্র ব্যাসদেব একটি বচন-সরোবর রচনা করেছেন। সেই সরোবরে ফুটে উঠেছে মহাভারতরূপ পদ্ম। গীতার উপদেশ হচ্ছে সেই পদ্মের দিগন্তবিশারি দিব্য সৌরভ, নানাবিধ আখ্যান সেই পদ্মের কেশর। হরিকথার সংবোধনে সেই পদ্ম বিকশিত। সুধীজন ভ্রমরের মত প্রতিদিন পরমানন্দে সেই পদ্মমধু পান করেন। কলিমলনাশক সেই মহাভারতপঙ্কজ গীতাধ্যায়ীর কল্যাণ বিধান করুন।

"হরিকথাসংবোধনাবোধিতং!" কি মধুর ব্যঞ্জনা! হৃদয় শতদলকে ফুটিয়ে

তোলবার জন্য হরিকথার মত এমন সঞ্জীবনী-সুধা আর কী আছে ? হরিকথার-সংবোধনা দিয়ে মানুষ নিজে জাগে, পরকে জাগায়, মানব-জন্ম সার্থক করে তোলে। বিশ্বজন পরম সন্তোষ ও আনন্দলাভে পরিতৃপ্ত হয়। শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়ে ভক্তজন—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ *

মাধবের বন্দনা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

অন্বয়বোধিনী ঃ—যৎকৃপা (যাঁহার দয়া) মূকং (বাক্‌শক্তিহীনকে) বাচালং করোতি (বক্তৃতাশক্তিবিশিষ্ট করে), পঙ্গুং (গতিশক্তিহীনকে) গিরিং (পর্ব্বত) লঙ্ঘয়তে (অতিক্রম করায়), তং (সেই) পরমানন্দমাধবং (পরমসুখস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্রকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

ব্যাখ্যা ঃ—মাধবকে বন্দনা করি। তাঁর কৃপাবলে অসম্ভব সম্ভব হয়—মূক বাচাল হ'তে পারে, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করতে পারে। ঈশ্বর তিনি ; স্বতন্ত্র তিনি। কত অলৌকিক বিভূতি তাঁর। কিন্তু গীতাধ্যায়ীর কোন আকাঙ্খা নেই। গীতাধ্যায়ী সেই বিভূতি কীর্ত্তন ক'রেই কৃতার্থ, তাঁকে বন্দনা করেই আনন্দিত। তিনি যে পরমানন্দস্বরূপ মাধব।

দেবায় তস্মৈ নমঃ ঃ

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

---

* গীতা ১০।৯

অন্বয়বোধিনী ঃ—ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুত: (ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও বায়ু) দিব্যৈঃ স্তবৈঃ (অনুপম স্তবসমূহ দ্বারা) যং (যাহাকে) স্তুন্বন্তি (স্তুতিবাদ করেন) সামগা: (সামগায়কবৃন্দ) সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ, বেদৈঃ (অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদের দ্বারা) যং (যাঁহাকে) গায়ন্তি (গান করেন) যোগিন: (যোগিগণ) ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা (ধ্যানাবস্থায় নিবিষ্ট তদ্গতচিত্তের দ্বারা) যং পশ্যন্তি (যাঁহাকে দর্শন করেন), সুরাসুরগণা; (দেবতা ও অসুরগণ) যস্য (যাঁহার) অন্তং (পরিশেষ) ন বিদু: (জানেন না), তস্মৈ দেবায় নমঃ (সেই পরম দেবতাকে নমস্কার করি) !

ব্যাখ্যা ঃ—গীতা-ধ্যানে “দেব” শব্দের প্রয়োগ দুইবার আছে। প্রথমবার আমরা পাই “বসুদেবসুতং দেবং”, এবং দ্বিতীয়বার পাই “দেবায় তস্মৈ নমঃ”। ‘দেব’ মানে দীপ্তিময়, জ্যোতির্ময়—যিনি “সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ”* অর্থাৎ যিনি অচিন্ত্যস্বরূপ, সূর্য্যবৎ স্বপ্রকাশ ও জ্যোতির্ম্ময় ; যিনি মোহান্ধকারের অতীত এবং সর্ব্বকর্ম্মফলের দাতা, সেই দেবকে নমস্কার করি।

গীতাধ্যানের ঋষি দুইটি ভিন্নরূপের দেবকে পৃথকভাবে অভিবাদন করেছেন। প্রথমে করেছেন যে-দেবকে,—তিনি ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ, তিনি বসুদেব-দেবকীর পুত্র, কংসচাণূর বিনাশকারী। তিনি মনুষ্যরূপে এই ধরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এখন দ্বিতীয়বার যে-দেবকে তিনি নমস্কার করছেন—তিনি কে? তিনি অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, মনবুদ্ধির অতীতবস্তু, কূটস্থ, অচ্যুতস্বরূপ শাশ্বত ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে দেবতাগণ স্তুতি করেন, সামগায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদ্ সহিত বেদ দ্বারা তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করেন, যোগিগণ তাঁর ধ্যানে তন্ময় হয়ে তাঁকে দর্শন করেন। কিন্তু তাঁর অন্ত সুরাসুর কেউই পায় না। ধ্যান-সঙ্গীতের পরিসমাপ্তিতে সেই অনন্ত দেবকে নমস্কার করি।

গীতাধ্যানের এই অসীম-দেব এবং সসীম-দেব সম্বন্ধে অর্জ্জুনের মনের মধ্যে

---

* গীতা ১২।৩, ৪।

একটি প্রশ্ন জেগেছিল। কোন্ ভক্ত শ্রেষ্ঠ—যে অসীমকে উপাসনা করে, সেই ভক্ত, না যে সসীমকে ভজন করে সেই ভক্ত ? গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন—দুই প্রকার ভক্তই ভগবানকে লাভ করে ; কিন্তু অব্যক্তকে যারা চায়, তাদের সাধনা ক্লেশকর ; দেহধারীর পক্ষে অব্যক্তের সাধনা দুঃখদায়ক। প্রপন্ন অর্জ্জুনকে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সখার ভূমিকাতে গুরুর ভূমিকাতে, সারথীর ভূমিকাতে স্পষ্টভাবে উপদেশ দিয়েছেন—যা'রা আমাতে মন নিবিষ্ট ক'রে, পরম শ্রদ্ধাসহকারে নিত্যযুক্ত হয়ে আমার উপাসনা করে, তাদেরই জয় জয় ; তাদের ভাবনা কী ? মৃত্যুসংসার সাগর থেকে আমি নিজে তাদের উদ্ধার করি।*

"একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীতম্
একো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একে মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্ণান্যেকং তস্য দেবস্য সেবা॥"

---

* গীতা ১২।৫—৮।

আনন্দম্

শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি

মা তোর আঁচল খুলে ধুলার বনে
ছড়িয়ে গেল ফুল ;
জানলি না তুই কি হারালো—
কেন এমন ভুল ?

কে আছে তোর আমি ছাড়া
কী আছে বা আমার বাড়া—
কে তোরে চায় এমন ক'রে
আমার সমতুল ?

মা তোর ভুবন জোড়া বিশাল ধরা
—কত নিযুত প্রাণ ঃ
এমন ক'রে কে চায় তোরে,
কে করে আহ্বান ?

তুই না সারা চেতনাতে,
নিখিল তব আঁখিপাতে,
জানিস না তুই কোথা আছে
মম জীবন-মূল ?

"মাতৃ-কথামৃত"

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নীলমণি

স্থান ঃ রাঁচী আশ্রম, কাল ঃ ২৩।৫।৫৮, রাত্রি ৯ ঘটিকা।।

প্রঃ—চণ্ডীতে আছে মায়ের কখনো তুষ্টারূপ আবার কখনো রুষ্টারূপ। তবে কি মা কখনো তুষ্টা, কখনো রুষ্টা হন ?

উঃ—অসুর-বিনাশিনী রুষ্টারূপ, আর দেব-পালনকারিণী তুষ্টারূপ। কর্ম্ম অনুসারে জীবের কাছে মায়ের রূপ। শাস্ত্রের টীকা এই শরীরকে দিয়ে করিও না। তুষ্টারূপ প্রকাশ করাবার রাস্তাও জগতে আছে। আবার লোভ, ক্রোধ, মোহ ইত্যাদি থাকলে মায়ের রুষ্টারূপ দেখতে হয়। দুনিয়ার দৃষ্টিতেও গর্ভধারিণী মা যদি সন্তানকে আদর দিয়ে বদলাতে না পারেন তবে থাপ্পর লাগান। কোন কোন মা চোখ রাঙ্গান, ভয় দেখান। কেউ বা আদর দিয়েই শাসন করেন। সব ক্ষেত্রেই মা বাচ্চার জন্য উপযুক্ত ব্যবহারই করেন। যেমন দুষ্ট ছেলেকে মেরে শিক্ষা দিতে হয়, সেই রকম আসুরিক প্রকৃতির লোকদের ভয় দেখিয়ে ভাল করতে হয়। যে ভাবে ব্যবহার করলে সন্তানের কল্যাণ হয় মা তো তাই করবেন। সব রূপেতে মাই আছেন। মায়ের সগুণ নির্গুণ দুই রূপই আছে।

প্রঃ—ভগবান্‌কে মা বলে ডাকলে ভগবান্ উত্তর দেন না কেন ?

উঃ—নিশ্চয় দেন। মহাপুরুষরা তা দেখিয়ে গেছেন নিজেদের অনুভূতিতে। যেমন ক'রে ডাকলে মা আসেন, তেমন ক'রে ডাক। বাচ্চা যদি খেলতে খেলতে কাঁদে তো মা আসেন না। খুব বেশী কাঁদলে নিশ্চয় আসেন। কখনো কখনো না কাঁদলেও খেলা ছেড়ে বসে থাকলে মা সন্তানের কাছে আসেন। খেলা মানে সংসার খেলা।

প্রঃ—দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেদের উপর কি মা বেশী সদয় হন ?

উঃ—মা সকলের উপর সমান সদয়। তোমার কি করতে হবে তা তোমার স্বভাব বলবে। মা মানে যিনি সন্তানের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত মাপ করে ভালবাসেন। মা সর্ব্বময়, সর্ব্ব-কল্যাণময়ী।

প্রঃ—পৃথিবীতে যদি কারো নাস্তিকতার মধ্যে নীতিময় জীবন হয় তবে কি তা আস্তিক ভক্তদের থেকে নীচস্তরের ?

উঃ—নৈতিক-জীবন চিত্ত-শুদ্ধির জন্য। ভগবানে বিশ্বাস না করেও একটা কোন উচ্চ শক্তি বা আদর্শকে বিশ্বাস করলে কাজ হয়। নৈতিক-জীবন ভগবৎ প্রকাশের দিকে নিয়ে যায়। মহামানবকে মানবে আর ভগবানকে মানবে না—এ কেমন কথা ? ভগবানের কোন একটা নাম মানলেও কিছু এসে যায় না।

প্রঃ—বিজ্ঞানের যুগে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা কঠিন।

উঃ—বিজ্ঞানের মধ্য দিয়েই জ্ঞানের বুদ্ধি প্রকাশ পাবে এবং তাতে পরমসত্যের জিজ্ঞাসা জাগবে। দেব-দেবী, ভগবান্ বাদ দিয়ে যে সত্য তা তো একদেশীয় আংশিক দৃষ্টি হোলো। সমগ্র দৃষ্টি নয়। পূর্ণ দৃষ্টি হোলো বিজ্ঞানের দৃষ্টিযুক্ত দেব-দেবী—ভগবান্ বিশ্বাসের দৃষ্টি। নাস্তিক ও আস্তিক দৃষ্টি মিলে পূর্ণ দৃষ্টি হয়। নৈতিক উৎকর্ষতার দিকও খুব ভাল এক দিক; তাতেও তোমার চরিত্র গড়বে। এবং তুমি ধীরে ধীরে পূর্ণ হবে। পূর্ণ-দৃষ্টি খুলবে। তোমার নিজের line যদি ঠিক ঠিক মানো তবে সমগ্র line পাবে।

প্রঃ—Axiom মেনে নিলে প্রশ্ন কেন ?

উঃ—প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রশ্ন আসবে। যতক্ষণ মনের রাজ্যে থাকবে ততক্ষণ প্রশ্ন। সেখানে সময়, কাল ইত্যাদি সব রয়েছে। কাল ও সময়

মনের কথা, শোনা বা পড়া কথা। মনের উপরে দেশ-কাল নেই। Axiom অকাট্য সত্য হবে সমে পৌঁছলে।

প্রঃ—ভগবানের কৃপা মেনে যদি চলতে থাকি তবে কি হবে ?

উঃ--প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তুমি বদলে যাচ্ছ। বদলাতে বদলাতে সেই স্থানে পৌঁছবে যেখানে প্রশ্ন নাই, পরিবর্ত্তন নাই, শুধু কৃপা, কৃপা।

—ক্রমশঃ

> “সংসারের এই রূপ ! অশান্তিপূর্ণ জীবন। ভগবৎ চিন্তা ছাড়া শান্তিরও যে আর আশা জগতে নাই। জগতের রূপই যে এই। পিতামাতারই সব রকমেই দুঃখের সাগর। ধীর বীরের মত ধৈর্য্যের আশ্রয় নিতেই হবে। ভগবানের জন্য ভগবানকে ডাকা। তবেই শান্তির আশা।”
>
> “মা”

শিবরাত্রির ডায়ারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত

সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যেই সমস্ত ব্রতীরা যার যার আসনে ব'সে গেছেন। পূজা আরম্ভ হবে ৭ টায়। সমস্ত আয়োজন পরিপূর্ণ।

৭টা বাজতে আর সামান্য বাকী আছে; এমন সময় চিন্ময়দা এসে জানালেন আমাকে, "মা ডেকেছেন আপনাকে, চলুন আমার সঙ্গে।"—"মা ডেকেছেন?—আমাকে ডেকেছেন?—আমাকে?" ইত্যাদি নানান প্রশ্ন করতে লাগলাম। যে ডাকের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, সে ডাক যখন সত্য সত্যই এল তখন যেন বিশ্বাসই করতে পারলাম না। যেন অঘটন ঘটে গেল; দুরু-দুরু বুক নিয়ে যন্ত্র চালিতের মত এগোতেই লাগলাম চিন্ময়দার পিছু পিছু। দরজা খুলে ঢুকতেই মায়ের সেই তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমার চোখের উপর পড়ল। যেন আধার-রূপ গ্রন্থের পাতাগুলি সব উলটিয়ে উলটিয়ে পড়ে নিলেন মা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে;—জেনে নিলেন জন্ম-জন্মান্তের ইতিহাস। মিলিটারী-কণ্ঠে দিদি বললেন, "বলুন, কি বিষয়ে প্রশ্ন আছে আপনার।"—আমি বললাম, "সাধনভজন বিষয়ে।" দিদি বললেন, "বলুন, কি প্রশ্ন আপনার।"—আমার মনে হল যেন কাঠগড়ায় দাঁড করিয়ে জবানবন্দি নেওয়া হচ্ছে। এমন ক'রে তাড়াহুড়া ক'রে কি সাধন-ভজনের কথা হয়? মা তাকিয়েই ছিলেন আমার চোখের দিকে; এবার দিদির দিকে ফিরে বললেন, "এখন তো হবে না, সাধনভজনের কথা কি এত অল্প সময়ে হয়? পূজা আরম্ভ হতে আর বাকী নেই বিশেষ।"—আমার মনের কথাই যেন বললেন মা। কিন্তু দিদি ছাড়বেন না, তাঁর আগ্রহ যেন আমার চেয়েও বেশী;—আবার সুযোগ হবে কি না হবে, সেইটাই বোধ হয় দিদির সংশয়। অনুনয় ক'রে বললেন মাকে,

"মাত্র ত্বু-মিনিট কথা বলবে, মা।" আমার জন্য দিদি এত চেষ্টা করলে কি হবে, আমার মুখ দিয়েই কথা সরছে না। এমন সময় মাকে প্রণাম করতে ঢুকলেন এক নবাগত ভক্ত। মা তারই সঙ্গে কয়েকটি ব্যবহারিক কথা আরম্ভ করলেন। আমি ভাবলাম, যাক, বাঁচা গেল বোধ হয় জবানবন্দির হাত থেকে।......

একটুপর স্নিগ্ধ ও সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন মা, "আবার পরে যোগাযোগ হবে। জানই তো তুমি, সাধনভজনের কথা একটু একলা না হলে হয় না।"—সোৎসাহে সম্মতি জানিয়ে বসে রইলাম মায়ের পায়ের কাছে। মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমি বললাম, "আর কিই বা, একটু আশীর্ব্বাদ চাই শুধু।"—"ভগবান আশীর্ব্বাদ করবেন,—সকল কাজে তাঁর উপর নির্ভর ক'রে চলো।"—মায়ের এই কথার মধ্যে এমন একটি প্রাণ-জুড়ানো স্নেহ ছিল, যে এ কথাকে মামুলি উপদেশ মনে হয়নি। মনে হ'ল যেন যন্ত্রণা-কাতর রোগীকে সন্ন্যাসীর দৈব ঔষধ দান।—ভবরোগ থেকে আরাম পাবার এক সুনির্দিষ্ট নির্দেশ। প্রণাম করতেই পরম স্নেহে পরিয়ে দিলেন একখানা মালা।

পূজায় গিয়ে বসেছি মালা গলায়। অন্নপূর্ণা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কুসুমদা মন্ত্র পড়াচ্ছেন আর পূজার নির্দেশাদি দিচ্ছেন সকলকে সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একদিন মাঠ ভর্তি মুসলমানদের সমবেত ঈদের নমাজ দেখে মনে হয়েছিল—কি সুন্দর। শত শত মুসলমানের সমবেত নমাজের ঐক্যতানে যেন নেমে এসেছেন ভগবান ঐক্যানুভূতিরূপে। হিন্দুর কেন এমন ব্যবস্থা নেই। পরে একদিন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সমবেত যজ্ঞানুষ্ঠান দেখে মনে হয়েছিল এইতো আছে। কিন্তু আজ মায়ের আশ্রমে শত শত ব্রতীর সমবেত শিব পূজার ব্যবস্থা, মনে হল অপূর্ব, নবতম প্রবর্ত্তন। প্রহরে প্রহরে পূজা হচ্ছে। আমরা আর আসন ছাড়িনি। এক আসনেই কেটে গেল সারারাত, কার শক্তিতে তা বুঝি কই! পূজার মাঝে মাঝে গান হল, গাইলেন ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, আশ্রমের পুষ্পাদি এবং মা নিজেও। মাঝে মাঝে মা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন আমাদের পূজা;—স্নেহের

সঞ্জীবনী শক্তিতে জাগ্রত রাখছিলেন আমাদের। "কেমন পূজা করছ দেখিতো!" —বলেই ঝুঁকে পড়ে একবার কি যেন দেখলেন মা ঠিক আমারই পিছন থেকে। বললেন, "ভালইতো করছ!"—শেষ প্রহরের পূজা সেরে আমরা গিয়ে বসলাম মায়ের চারদিকে। সেখানে বসে ব্রতকথা শোনা হল, পারণ মন্ত্র পাঠ হ'ল; মা নিজের হাতে মিষ্টি বিলালেন উপবাসী ব্রতীদের।

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০। প্রত্যূষে স্নানাদি সেরে আশ্রমে গেলাম। দেখলাম মায়ের ঘরে ভিড়; বুঝলাম এখন আর নিরালায় আলাপ সম্ভব নয়।

……সৎসঙ্গে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান হচ্ছিল। তন্ময় হয়ে মা শুনছিলেন সে-গান। ওদিকে প্রসাদ-নেওয়ার ঘণ্টা পড়ে গেছে নির্দিষ্ট সময়ে। গান তখনো শেষ হয়নি। মা কি ভেবে একটু মুচকি হাসলেন। পরমানন্দ স্বামীর তাড়া দেখে বোধ হয়। কারণ ঘণ্টা দিয়েই ক্ষান্ত রইলেন না স্বামীজী,— লোক পাঠালেন সবাইকে ডাকতে। মা ইঙ্গিতে শান্ত করলেন তাকে। গান তখনো চলছে। মা চোখের ইসারায় এক একজনকে আদেশ করলেন খেতে যেতে, কারণ সবাইতো এক সঙ্গে বসতে পারে না। আমার দিকে তাকিয়েও তেমনি ইশারা জানালেন মা।—আমার যে কি আনন্দ; যেন কোন আলোকের আলোক-ছড়ানো মাধুর্য্যের স্পর্শ পেলাম। আমার যুগ-যুগান্তের বেদনা যেন মুছে গেল মায়ের এই সস্নেহ সঙ্কেতটুকুতে। মনে হল সমস্তই মধুময়। আজ খেতে বসে মনে হল, আর দিনের চেয়ে অনেক বেশীই খেয়ে ফেলবো। মনে হল এমনি করে মর্মের মধ্যে মায়ের ইঙ্গিতই যদি সকল কর্মে আমার প্রবর্ত্তনার কারণ হত, তবে এই জীবনটা হত কত না সুন্দর ও মধুর। গান শেষ হতেই মা আসলেন আমাদের ভোজনালয়ে। আমার পাশ দিয়েই মা ঢুকলেন পাশের একটা ঘরে। মায়ের আঁচলটি লাগলো আমার গায়; মাতৃ-অঞ্চল যেন আমায় শরণ দিতেই চাইছে। মায়ের গায়ের হাওয়াটি লাগলো আমার গায়; যেন নিদাঘ গন্ধ প্রান্তরে বইল দাক্ষিণ্যভরা দক্ষিণ বায়ু—সান্ত্বনার মলয় স্পর্শ। সঙ্গে সঙ্গেই আরও পেলাম;

পেলাম একটি সৌগন্ধের অনুভূতি। যোগিনী-দেহের এই সৌগন্ধ আমায় পবিত্র ও আমোদিত করল।

……আহারাদি শেষ হলে আবার সঙ্গিনীরা জেদ করলেন তাদের সারনাথ নিয়ে যেতে। কিন্তু কি করে হবে, মা যে বলেছেন সময় মত ডেকে নেবেন। সমস্যার সমাধান করলেন মা নিজেই। ঘুরতে ঘুরতে মা হঠাৎ এসে পড়লেন আমারই সম্মুখে। "সন্ধ্যার সময় তোমায় ডাকবো, থেকো কিন্তু।"

সারনাথ থেকে ফিরতে কিন্তু সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। আশ্রমে ফিরেই সটান চলে গেলাম মায়ের ঘরের সামনে। মা কোন্ এক প্রতীক্ষিত দণ্ডায়মান্ ব্যক্তির প্রসঙ্গে বলছিলেন, "দাঁড়িয়ে থাকা দুই রকম, অন্তর্মুখী আর বহির্মুখ্ ভাবে।" …এমন সময় আমাকে দেখতে পেয়েই দিদি ব'লে উঠলেন, "এই যে প্রফুল্ল বাবু এসেছেন মা, কত খোঁজাখোঁজি হ'ল।" মা পূর্ব্ব কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, "এই প্রফুল্ল বাবুও কয়েকদিন ধ'রে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের প্রফুল্ল করছেন, সেটা অন্তর্মুখীই হোক আর বহির্মুখীই হোক।" মায়ের আহ্বান পেয়ে ভিতরে গিয়ে বসলাম মায়ের সামনে। মা জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘরে কে কে আছে ?" —বললাম, "মা, বাবা, স্ত্রী, একটি ছেলে, একটি মেয়ে।" মা আশ্বাস দিলেন এই ছোট্ট পরিবার সাধনার অনুকূল বলে।

মায়ের সঙ্গে নিরালায় কথা বলতে চাইছি জেনে অন্যান্য সবাই উঠে যেতে লাগলেন। দিদিও ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে যাচ্ছেন দিদির আগ্রহ যেন অপরিসীম—প্রযত্নের ত্রুটি নেই তাঁর। এমন সময় আর একদল ভক্ত এসে ঘরে ঢুকলেন। শুধু ঢুকলেনই না তাঁরা, বসেই পড়লেন মায়ের সামনে। মা সবাইকে আপ্যায়ন করলেন মিষ্ট কথায় ও সহাস্য স্নেহে। কিন্তু দিদি, তাঁর সকল আয়োজন ব্যর্থ হচ্ছে দেখে, চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন—তাই তো, …এরা আবার বসলেন। মায়ের দরদ মাখা কণ্ঠ থেকে উত্তর এল, "বসেছে এরা বসুক না একটু।" মায়ের মধ্যে

সর্ব্বদা একটি অচঞ্চল ভাব। তা' ছাড়া আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই বসেছি মায়ের কাছে। মনে হচ্ছিল ব্যস্ততার কি আছে, এমনিই তো পাচ্ছি যথেষ্ট। পাচ্ছি মায়ের স্নেহ ; মায়ের সম্ভাষণ, মায়ের আশ্বাসবাণী। পেয়েছি তাঁর করুণাঘন দৃষ্টি। এই বা কি কম মধুর! এই মাধুর্য্যকে দীর্ঘ করার ব্যবস্থাই বোধ হয় করেছেন মা নানান্ বাধার মধ্য দিয়ে। বিলম্বের মধ্য দিয়েই অবলম্বনকে পাবার আকুতি বাড়িয়ে দিচ্ছেন হয় তো।

কিন্তু ক্রমশঃই লোক বেড়ে যাচ্ছে। ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন মা আমার দিকে আর হাসছেন। "দেখলে তো লোকের পর লোক আসছে।" যেন মাই ব্যস্ত হয়েছেন ছেলের কথা শোনার জন্য। অনেকক্ষণ পরে বললেন তুমি মন্দিরের বারান্দায় কাছাকাছি থেক, সুযোগ হলেই ডেকে নেব। আরতির পর দিদি ডাকলেন আবার। মায়ের সামনাসামনি হতে আমি জানালাম মৌনের তিন মিনিট বাকী আছে। মা-ও তাই আপত্তি জানালেন। দিদির ব্যস্ততা তেমনি। "ঐ তিন মিনিটেই যা হয়, বসে পড় না।" আমার মন কিন্তু চাইছিল না। মা-ও বললেন দৃঢ়তার সঙ্গে, "তিন মিনিটে হবে না, তুমি বুঝতে পারছ না দিদি।" ...জানি না, কখন আমার হাত দুটি জোড় হয়ে গিয়েছিল। মা আমার হাত দুটিকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে সস্নেহে বললেন, "এক কাজ কর তুমি, কাল রাতে তো ঘুম হয়নি ; একটা কিছু পেতে মন্দিরের বারান্দায় শুয়ে থাক। যখন সবাই চলে যাবে, তখন আমি ডাকবো তোমাকে,—তোমার সঙ্গে কথা বলে তবে আমি শোব, তা আজ যত রাতই হোক।" এই অযাচিত করুণার জন্যই কি অসময়ে ডাক এসেছিল ? যদি সময় মত ডেকে কথা বলার সুযোগ দিতেন মা—তবে পেতাম কি মাতৃ-হৃদয়ের এই মধুর স্পর্শটুকু ? এ খেলাই বা মন্দ কি ? প্রতীক্ষিত হৃদয়ে আশা নিরাশার দোলা নিয়ে মায়ের সঙ্গে এ খেলা হোক না আরও দীর্ঘস্থায়ী।

রাত এগারটার সময় দূত পাঠালেন মা—ব্যারিষ্টার অনিল বাবুকে। ছাদের

উপরের ঘরটিতে নিরালায় নিস্তব্ধ পরিবেশে মা বসে আছেন, ধ্যান-প্রশান্ত মূর্ত্তি। মায়ের কাছে বলতে লাগলাম আমার পূর্ব্ব ইতিহাস কিছু। মা শুনলেন সব। তবে কথা বিশেষ এগোলো না। একজন ভক্তের আগমনে কথা বন্ধ করতে হল, সেই ভক্তের জন্যই এই সময়টা নির্দ্দিষ্ট ছিল।... ..

রাত প্রায় দুটার সময় মা ডাকালেন আবার। ঘুম থেকে উঠে মায়ের কাছে গিয়ে বসলাম আবার। মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তার পর থেকে বল, কি হল।" ...বললাম অনেক কথা, নিজের দীক্ষার কথা, শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে সাধনধারার পরিবর্ত্তনের কথা, তার পর মাকে প্রথম দেখা এবং তার ফল, মায়ের প্রভাব, সাধনায় আবার পরিবর্ত্তন। বললাম সব মিলিয়ে একটি নূতন পথ গড়ে উঠেছে আমার, সেটা ঠিক ঠিক কারও নির্দ্দিষ্ট পথ নয়। যা করছি তা কি ঠিক? মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন আরও অনেক। একটু নীরব থেকে বললেন, "যেমন ভাব নিয়ে তুমি জপ-ধ্যানাদি ক'রে থাক তেমনি কর। মাত্রা বাড়িয়ে দাও। আচমন করে জপ আরম্ভ করবে। জপ সমর্পণ ক'রে সর্ব্বশেষে একটি ক্রিয়া করবে।" ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলেন সে প্রক্রিয়াটি। বারে বারে বুঝালেন, আমার সকল প্রশ্নের নিরসন ক'রে, পরিষ্কার করে বুঝালেন। তারপর নিজে ক'রে দেখালেন স্থির হয়ে বসে।

সাধন ভজনের সকল কথা সমাপ্ত হলে মা উঠছিলেন। আমি বললাম, "মা, এবার একটি সাংসারিক কথা আছে আমার।" বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল অত রাত্রেও মাকে আবার আটকানো! মা কিন্তু বসে পড়লেন আবার। পরম স্নেহে ও সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, "বল কি কথা; রাত হোক; কাল তো সময় পাবে না মোটেই; কাল যে যাওয়ার কথা।"—সন্তানের জন্য এমন করুণায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন কোন্ মা?

আমি বলতে লাগলাম আমার স্ত্রীর কথা, "......ওর ভিতরে একটি শুদ্ধ সংস্কার পূর্ব্ব থেকেই রয়েছে। কিন্তু পরিপার্শ্বের প্রভাবে তা আবৃত ছিল।

তোমাকে যখন ও প্রথম দেখে গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে তখন থেকে সাধন ভজনের বিশেষ রুচি দেখা যায় এবং আমিও ওর কাছে বিশেষ উৎসাহ পেতে থাকি,"— মা শুনে সানন্দে বললেন, "জপ ধ্যানে রুচি হয়।—ভালতো।"—"কিন্তু কোথায় যেন ওর একটু ফাঁকা রয়েছে, মনে হয় যেন একটা কি ব্যথা। মা, তোমার স্নেহের দৃষ্টি যদিও একটু পায়—একটু মিষ্টি সম্ভাষণ, আমার বিশ্বাস ওর ঐ ফাঁকাটুকু পূর্ণ হয়ে যাবে।" অতি সস্নেহ সহানুভূতিপূর্ণ উত্তর পেলাম মায়ের, "আচ্ছা, কাল যদি যোগাযোগ হয়।" বলেই কিছুক্ষণ বসে রইলেন অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে—ধ্যানস্থ ভাবে। প্রণাম করলাম আমি। মা উঠে দাঁড়িয়ে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করলেন মস্তকে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০। প্রত্যুষে স্নানাদি সেরে গেলাম সৎসঙ্গে। মা এলেন আজ একটু সকাল সকালই। প্রণামের সময় আমার স্ত্রীর পরিচয় পেয়ে সস্নেহে তাকালেন ওর দিকে—এগিয়ে দিলেন মালা। অভয়দা গান ধরলেন—

তুই নাকি মা দয়াময়ী—শুনেছি লোকের মুখে।
তোর দানে নাকি সারা বিশ্ব ভরে আছে দিকে দিকে।
রূপে রসে গন্ধে গানে—সকল ভাবে সকল খানে
তুই নাকি মা আছিস নিজে, ডাকিস মোরে স্নেহের ডাকে।
এতই যদি দয়াময়ী, এতই যদি স্নেহময়ী—
তবে রাখ্‌লি কেন কাঙাল ক'রে,
অধম ক'রে এ বালকে।
ভেবে আমার আসে হাস্য—তোতে নাকি ভরা বিশ্ব।
তবে হলাম কিসে এত নিঃস্ব
তোকে এড়িয়ে গেলাম সে কোন্ ফাঁকে।
আমার দুঃখ যদি তোর ছিল জানা—
সুখ দিতে কে করল মানা!

তবে শক্তি বুঝি ফতুর হ'ল,
ভক্তি দিতে অধমটাকে।

এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ করলেন—এ অভিযোগ মিথ্যা। নিজের দোষগুলি ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনিলবাবু প্রশ্ন করলেন, "এ অভিযোগের উত্তর কি মা ?" মা হেসে হেসে শুধু বলছেন, "কি অভিযোগ ?...কাকে অভিযোগ ? কার অভিযোগ ?" ইত্যাদি। কিন্তু নানান জনের দার্শনিক যুক্তি বিচারের মধ্যে গানটির মূল রসটিই চাপা পড়ে গেল। অভয়দা বাধা দিয়ে বললেন, "আচ্ছা আমি আর একটি গান গাইছি। তারপর যা হয় তর্ক করবেন।"—একটি আবেগ ভরা আপন করা গান। গানের পদগুলি লিখে রাখা গেল না, তবে ভাবটা যতটা মনে হচ্ছে, এই—আমি যখন থেকে তোকে মা বলে ডেকেছি তখন থেকেই ঘুরেছে আমার সকল সংশয়, সকল দ্বন্দ্ব, ঘুচেছে আমার সকল ব্যথা, সকল ক্ষোভ। আমার সকল সোহাগ সকল আবদারের একমাত্র আধার তুইই।

গান শেষে সবাই শান্ত। মা বললেন, "হল তো এবার ?—মা তো! মায়ের কাছে সন্তানের আবদার।"—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ গায়কের মনের ক্ষোভ দূর করতে বললেন, "কবি যে দরদ দিয়ে গান রচনা করেছেন এবং গায়ক যে দরদ দিয়ে গান গেয়েছেন, তা তো আমরা বেশ বুঝতেই পারছি।"......মা বললেন, "সবাই বুঝে কই!" কাব্যের সুক্ষ্মানুভূতি সত্যিইতি সবার থাকে না।..... অভয়দার ক্ষোভ দূর হয়নি তখনো; সঙ্গে বোধ হয় অহংও ছিল।—বলে বসলেন, "সবাই বুঝে না বলেই তো দর্শনের 'কচ্ কাচি' আরম্ভ হয়—এমন সুন্দর কাব্যকে বিকৃত করে!" গম্ভীর হলেন মা;—সুদৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "এমন যে সুন্দর দর্শন রয়েছে, তাকেই বা কি বাদ দেওয়া যায় ?" যিনি পূর্ণ, খণ্ডিত দৃষ্টিকে তিনি সমর্থন করেন কি করে। অভয়দা তর্ক ধরলেন, "তার মূল আছে বটে, তবে তার ক্ষেত্র তো পৃথক্।" মা দৃঢ় স্বরে বললেন, "না, ক্ষেত্র একটিই; একের মধ্যেই সব, সবের

মধ্যেই এক,—একেই সকলের গতি।" মায়ের ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা তাঁর চোখ-মুখ ও বাক্যে এমন ভাবে প্রকাশ পেল যে অভয়দা নীরব হয়ে গেলেন। তবে মনে হল যেন আহত ফণীর অবস্থা। মা বলে চললেন, "যখন একে পৌঁছা যায় তখন কিইবা দর্শন আর কিইবা কাব্য; যতক্ষণ পথে ততক্ষণই তো যত 'কচ্‌কচি' খচ্‌খচি আর গজগজি।"—বলতে বলতে হেসে ফেললেন মা। যতক্ষণ পথে ততক্ষণই তো বিচার বিবেচনার কচ্‌কচি, অনেক সময় আসে দ্বন্দ্ব—আর আহত হৃদয়ের খচখচি—সরোষ চিত্তের গজ্‌গজি। লক্ষ্যে পৌঁছে গেলে সবই শান্ত। অভয়দা, মনে হল, আহত মন নিয়েই উঠে যাচ্ছিলেন। মা ধীর গম্ভীর উদাসীন ভাবে তাকিয়ে বললেন, "কোথায় যাবি?"—"যাই স্নানাদি সেরে রান্না চড়াতে হবে তো?" মা বললেন, "আজ এখানেই খেয়ে যা।"—মায়ের কণ্ঠে আদেশ, স্নেহ এবং মাতৃত্বের অধিকার তিনটির যেন ফুটে উঠল। অভয়দা বসে পড়লেন, অভিমান বোধ হয় ভেঙ্গে গেছে ততক্ষণে।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বললেন, "মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে, মা।" "কেন?—কি হ'ল আবার?"—"মা, শোনলাম যে বৃন্দাবনে প্রচার হয়েছে তুমি নাকি হরিবাবার শিষ্য,—এমন মিথ্যা প্রচার হল কেন মা?"—অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠ স্বামীজীর। মা বললেন, "তা হয়েছে—হয়েছে; তার জন্য এমন গলা ধ'রে এল কেন তোমার।" স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, "না কেন তা হবে, এমন মিথ্যাও যদি চলে জগতে, তবে জগৎটাই যে মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়।" "জগৎটাকে সত্য বলে জেনে নিয়েছ বুঝি?" "না, সত্য নয়; তবে সত্যই তো আমাদের কাছে। মা, তোমার আর আমাদের মধ্যে পার্থক্যই তো এই, তুমি যাকে উড়িয়ে দেবে, আমরা তাকে উড়াতে পারি না।" উত্তেজিত ভাবে বলতে বলতে যেন ফেটে পড়লেন সন্ন্যাসী। মা বললেন হেসে, "উড়িয়ে দেওয়া নয়,—উড়িয়ে দিলে তা পুরিয়া বেঁধে থেকেই যায়; তাকে হয় পুড়িয়ে দিতে হয়, নয় গলিয়ে দিতে হয়।" উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুধু নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা; কিন্তু সত্যই কি বাঁচা যায়? কোন্ অবচেতনের সূক্ষ্মস্তরে কুণ্ডলী পাকিয়ে থেকে যায় পুরিয়া বেঁধে। জ্ঞানের আগুন জ্বলছে যাঁর

মধ্যে অবিরত সকল আঘাতই ভস্ম হয় তাঁতে অনিমেষে বিশ্ব-প্রেমের বিশ্বদ্রাবক-রস পূর্ণ রয়েছে যাঁর কানায় কানায় সব কিছুই করেন তিনি দ্রবীভূত। মা কি বলছেন সেই জ্ঞান ও প্রেমের উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হতে ?

…কিন্তু সন্ন্যাসীর ক্ষোভ-বিন্ন্যাস কিছুতেই ক্ষান্ত হচ্ছে না ;—মা বললেন—গান ধরতে। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় মায়ের নির্দ্দেশে গাইলেন—"তোরা ব্রজের বালক বল্, বল হরি বোল।……"

গান শেষে একটা শান্ত ভাব। কোথা থেকে একটি বিশ্রী চিন্তা এল আমার মনে। গোপনীয়, তবু বলি। ভাবছিলাম আমার স্ত্রীর সৌভাগ্যের কথা। মায়ের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পেয়েছেন ওঁ। বেশ অহং জাগলো মনে, আমার জন্যই তো,—আমি যে বলেছিলাম মাকে। আর ভাবলাম তাঁর বান্ধবীটির কথা; নিশ্চয়ই তাঁর ঈর্ষা হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। …শুনেছি মায়ের সম্মুখে অবচেতনের অনেক ময়লা এমনি স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে, গুড় বা চিনি জ্বাল দিলে তলার গাদ যেমন ভেসে ওঠে উপরে। দেখি, তাকিয়ে রয়েছেন মা আমার চোখের দিকে, আর মুচকি মুচকি হাসছেন। মনে হল আমার মনের পাতার লেখাগুলো পড়ে পড়ে হাসছেন মা। লজ্জিত হলাম অত্যন্ত।

…তিনটার সময় রওনা হতে হবে কলকাতায়। প্রণাম করলে পর, মা কথা বললেন অনেক আমার স্ত্রীর সঙ্গে। আপ্যায়ন করলেন যথেষ্ট। মাসীমাদের নানান সান্ত্বনা দিলেন। সর্ব্বশেষে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করলেন স্ত্রীর বান্ধবীকে। এতটা আপ্যায়ন করলেন যে আমারই ঈর্ষা হতে লাগল। আমার যে অহংটুকু জেগে ছিল তারই কি প্রত্যুত্তর হল এই ভাবে ?

…ট্রেণে বসে বসে শুনলাম, মা নাকি স্থির অপলকদৃষ্টিতে বহুক্ষণ ছিলেন আমার স্ত্রীর চোখে চোখ নিবদ্ধ ক'রে। সেই দৃষ্টি ওঁকে অভিভূত করে, পবিত্র করে, প্রেমাপ্লুত করে, সর্ব্ব-সংশয় ছেদন করে ওঁর, আর সকল ফাঁক যেন ভরাট

ক'রে দেয় ওঁর হৃদয়ের। আর দেখলাম, ওঁর মধ্যে একটি অদ্ভুত তন্ময়তা—একটা যেন আবেশের ভাব। ছল-ছল চোখে বলছেন—"বাপের বাড়ী থেকে ফিরতে কোন দিন এতটা মন খারাপ হয়নি, আজ মায়ের আশ্রম থেকে ফিরতে যতটা হচ্ছে।" বুঝলাম উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। মায়ের অশেষ করুণা পেয়েছেন ওঁ, আর পেয়েছি আমিও। ওঁর এই প্রাপ্তি যে আমারও প্রাপ্তি।

"বিদেশে থাকলেই দুঃখ। আপন ঘরে আপন জনের কাছে থাকলে আনন্দ। তাই আপন ঘর আপন জনকে খোঁজ। বিদেশে কতদিন আর থেকে কষ্ট পাবে?"

"মা"

মা

৺গোপাল

আমার মাগো,
তুমি বলেছিলে,
"প্রেম দেও ঢেলে
ব্রহ্ম গোপাল সেবাতে।"
তুমি শিখাইলে,
"কামশূন্য হলে,
মন ভরে যায় প্রেমেতে।"

পরহিত লাগি,
যেবা লয় মাগি,
শ্রমজ বেদনা, ভার।
স্বার্থে দিয়া বলি,
প্রেম দেয় ঢালি,
তারি প্রেম সত্যিকার।

পরসুখ ধ্যান,
পরসুখ জ্ঞান,
আত্মসুখ নাহি জানে।
লভে সেই জন,
প্রেম হেন ধন,
আপনা হারায় প্রেমে।

ফলাকাঙ্খা নাই,
শুধু দিতে চায়,
উজারি যা কিছু আছে।
প্রেমের স্বভাব,
বোঝেনা অভাব
শুধু দিতে ভালবাসে।

প্রেমিক যে জন,
সেবা রত মন
আপনা সঁপিয়া দেয়।
প্রেম টানে প্রেমে,
প্রেম ভক্তি টানে,
ভক্তি হয় প্রেমে লয়।

প্রেম মুর্ত্ত ক্ষমা,
প্রেম উপাসনা,
প্রেম দিলে প্রেম বাড়ে।
প্রেম, ঠাকুর
প্রেমের তৃষাতুর,
প্রেম চাহে দ্বারে দ্বারে।

প্রেম মনোহর
প্রেম সুন্দর,
প্রেম আত্ম-সমর্পন।
চির শান্তি প্রেম,
ভাগবতী ক্ষেম,
প্রেম চির জাগরন।

ভক্ত আঁখি জল,
প্রেম সুবিমল,
প্রেম অর্ঘ্য অতুলন।
প্রেমিকের কাছে,
নিজে হতে এসে,
ধরা দেয় অনুপম।

"কে আবার কোথায় চলে যায় বা কোথা থেকে আসে? এই শরীরটার কাছে ত আসা যাওয়া নেই। তখনও যা, এখনও তা। মরা বাঁচা আবার কি? মারা গিয়েও যে আছেই তার মধ্যে আর কি কথা?"

"মা"

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

গুরুপ্রিয়া দেবী

২০শে জুলাই, ১৯৫৭—

মা দেরাদুন কিশনপুর আশ্রমে কয়েকদিন হয় আছেন। শরীরটা বেশী ভাল যাইতেছে না।

একটি ছেলে আসিয়া মাকে প্রশ্ন করিল যে ভগবান যদি সর্ব্বশক্তিমান হন তবে জগতের এত অশান্তি ও দুঃখ তিনিত ইচ্ছা করিলেই সব দূর করিয়া দিতে পারেন।

মা হাসিয়া জবাব দিলেন—"দেখ, ভগবানত কাহারো পরামর্শ নিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেন নি। তিনি যদি ঠিক অন্যভাবে জগৎ বানাতেন তবেত তোমাদের প্রশ্ন থেকেই যেত। যদি ঠিক ঠিক মনে বিশ্বাস থাকে যে তিনি সর্ব্বশক্তিমান তবে আর এই জাতীয় প্রশ্ন মনে আসেই না।"

একজন ৮৪ বৎসরের পুত্রহারা বৃদ্ধা মায়ের নিকটে খুব কান্নাকাটি করিতেছেন। মার কাছে বসিয়া তিনি অনেকটা শান্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে মা একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন—

বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা। মা তখন তারাপীঠে। একজন ভদ্রমহিলা সেখানে মার নিকট আসিয়া খুবই কান্নাকাটি করিতেছিলেন। তাঁহার বড় একটি মেয়ের নাকি বিবাহের সমস্ত কিছু ঠিক এমন সময় হঠাৎ মারা যায়। তাঁহার সঙ্গে তখন একটি ১১ বৎসরের ছোট মেয়ে ছিল। পরের বৎসর মা আবার যখন তারাপীঠে গেলেন সেই ভদ্রমহিলা আসিয়া জানাইলেন যে তাঁহার সেই ছোট মেয়েটিও মারা গিয়াছে। ভগবানের কি অদ্ভুত বিধান। আশ্চর্য্য তাহার পরের বৎসরও মার পুনরায় তারাপীঠে যাওয়া

হইল। মা আসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া সেই ভদ্রমহিলা আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করিলেন। এবার তাঁহার ক্রোড়ে একটি এক মাসের শিশু কন্যা। ভদ্রমহিলা মাকে আনুসঙ্গিক সমস্ত কিছু জানাইলেন। তাঁহার সেই ১১ বৎসরের মেয়েটি মারা যাওয়ার পরে তিনি নাকি খুবই কান্নাকাটি করিতেন। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে তাঁহার ঐ মৃত মেয়েটি সমবয়সী আরও অনেক মেয়েদের সঙ্গে কোন একস্থানে আছে। স্থানটি খুবই মনোরম। সেখানে আসিয়া তাহারা যেন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। কয়েকদিন পরে ভদ্রমহিলার স্বামীও স্বপ্নে দেখিলেন যে সেই মৃত মেয়েটি আসিয়া তাঁহার নিকট দুঃখ করিয়া বলিতেছে যে তাহার মা তাহার জন্য বড়ই কান্নাকাটি করে তাই সে আর ঐখানে থাকিতে পারিতেছে না। তাহার বড় কষ্ট হয়। সে তাহার মার কাছে যাইতেছে। তিনি আরও দেখিলেন যে মেয়েটি যেন একটি ছোট্ট শিশু মূর্ত্তিতে পরিণত হইল এবং ভদ্রলোক সেই শিশুটিকে তাঁহার স্ত্রীর ক্রোড়ে দিলেন। আশ্চর্য্য এই যে এই স্বপ্ন দেখার এক বৎসরের মধ্যেই ভদ্রমহিলার গর্ভ হইতে এই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই শিশুকে লইয়াই তিনি মার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মা বলিলেন—"মৃত আত্মার জন্য কান্নাকাটি করলে কখনও কখনও তাহার অকল্যাণই হয়। এইরূপ আরও ঘটনা শোনা গেছে। মানুষের কর্ত্তব্য ধীর স্থির ভাবে আত্মার শুধু সদ্‌গতি প্রার্থনা করা।"

এই প্রসঙ্গে মার মুখে আরও একটি গল্প শুনিলাম—

একজন ব্রাহ্মণ আর একজন ফকির ছিলেন। দুইজনে খুব বন্ধুত্ব। একদিন ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। হঠাৎ তিনি খুব পাকা কাঁঠালের গন্ধ পাইলেন। অথচ সেটি কাঁঠালের সময় আদৌ না। তিনি খুবই আশ্চর্য্য

হইয়া এদিক ওদিক খোঁজ করিয়া দেখিলেন। কিন্তু পাকা কাঁঠালের কোথাও নাম গন্ধই নাই। অগত্যা তিনি গিয়া তাঁহার বন্ধু সেই ফকিরের কাছে সব কথা বলিলেন। ফকির সাহেব বেশ একজন ভাল সাধক। কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। তিনি ব্রাহ্মণের কথা সব শুনিয়া একটু সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। পরে ব্রাহ্মণকে তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতে বলিলেন। যাইতে যাইতে নদীর পাড়ে গিয়া তাঁহারা উপস্থিত! নদী পার হইয়া অপর পারে একটু দূরে গিয়াই দেখিলেন একজন ব্রাহ্মণ একটি ঘরের মধ্যে বসিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের কাহারো শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য দেখা গেল পাকা কাঁঠাল ভোগ দিয়াছেন। শোনা গেল তাঁহার স্বর্গীয় পিতা নাকি খুবই কাঁঠাল ভালবাসিতেন। তাই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সেই ব্রাহ্মণ বহু কষ্ট করিয়া একটি পাকা কাঁঠাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ফকির সাহেব তখন তাঁহার বন্ধু সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"দেখ বন্ধু, এই ব্রাহ্মণটির গত জন্মে তুমিই পিতা ছিলে। তুমি গতজন্মে পাকা পাকা কাঁঠাল ভালবাসিতে। তাই শ্রাদ্ধে দেওয়া কাঁঠালের গন্ধ তুমি নিজের ঘরে বসিয়াও পাইয়াছ।"

এই গল্পটি সত্য কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না—শোনা গল্প। মা গল্পটি শেষ করিয়া বলিলেন—"দেখ শ্রদ্ধার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে কোনও বস্তু অর্পণ করা যায় তাহা দ্বারাই তাহার তৃপ্তি হয়। আজকাল অনেকের মুখেই শোনা যায় শ্রাদ্ধ করিয়া কি লাভ? মৃত ব্যক্তি কিভাবে তাহা ভোগ করিবে? কিন্তু এই জাতীয় বহু সত্য ঘটনা আছে যাহা তোমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে। কোনও জিনিষই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে নাই।"

২রা আগষ্ট ১৯৫৭—

গত রাত্রে মার শরীরের অবস্থা বেশ খারাপ মনে হইতেছিল। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় মা হঠাৎ উঠিয়া বাথরুমে গেলেন। হাসিতে হাসিতে

বলিলেন—"এখনই ত সময়। মাথা ধোব, মুখ ধোব। ব্যাস্‌, সকালে আর কিছুই করার থাকবে না।"

মার ঘরে বুনি ও সতী মার সেবার জন্য ছিল তাহারা দেখিল মার মুখ চোখের ভাব মোটেই স্বাভাবিক না। সমস্ত মুখ হইতে একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। মা মাথায় কদাচিৎ জল দেন। আর এই মধ্যরাত্রে এই অসুস্থ শরীরে হঠাৎ জল দিতে চাহিতেছেন দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল। কিন্তু মার খেয়ালে কে বাধা দিবে? মা গিয়া নিজেই ভাল করিয়া মাথা ধুইয়া আসিয়া আবার শুইলেন।

গতকাল দুপুরে মিসেস্‌ সভরওয়াল* তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহারা দুইজনে শীঘ্রই বিলাত যাইতেছে। সেইজন্য মার আশীর্ব্বাদ নিতে আসিয়াছে। বিদায় লইবার সময় মা পুত্রবধূর হাতে দুইটি ফল দিলেন। ইহা দেখিয়াই মিসেস্‌ সভরওয়াল হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মাতাজী, আবার সেই ফল।" প্রথমে আমরা ঠিক কথার অর্থটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। পরে শুনিলাম ইহার পশ্চাতে একটি ঘটনা আছে।

ঘটনাটি এইরূপ। বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা। আগা সাহেব† তখন উত্তর প্রদেশে পুলিশ বিভাগে কাজ করিতেছিলেন। একবার তিনি সস্ত্রীক মুসৌরী হইতে ফিরিবার পথে এখানে মার দর্শনের জন্য আসেন। মা তখন এখানেই ছিলেন। মার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময় তাঁহার স্ত্রীর হাতে মা তিনটি ফল দেন। তিনটি ফল কেন তাঁহাকে দিলেন তাহা মাই জানেন। সেই সময়ে তাঁহার কোনও সন্তানাদি ছিল না।

---

* দেরাদুনবাসী মিসেস্‌ শান্তি সভরওয়াল। ইঁহার পতি পাঞ্জাবে উচ্চরাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুইজনেই শ্রীশ্রীমার বিশেষ ভক্ত।

† শ্রী এস্‌. এন্‌. আগা, আই. পি. এস্‌। ইনি মার বহু পুরাতন কাশ্মিরী ভক্ত।

আশ্চর্য্য এই যে সেই ফল তিনটি খাইবার পরে তাঁহার ধীরে ধীরে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁহাদের মনে স্থির বিশ্বাস যে মার কৃপাতেই ঐ সন্তানদের জন্ম। আগা সাহেব অথবা তাঁহার স্ত্রী অবশ্য এ সম্বন্ধে আগে কিছু জানান নাই।

অনেকদিন কাটিয়া গেল। আগা সাহেব তখন লখ্‌নৌতে বড় পুলিশ অফিসার। সেই সময়ে মা একবার লখনৌ গিয়াছিলেন। আগা সাহেব সস্ত্রীক আসিয়া মার দর্শন করিলেন। প্রণাম করিয়া যখন উঠিবেন তাঁহার স্ত্রীর হাতে মা আবার দুইটি ফল দিতে গেলেন তাড়াতাড়ি মিসেস্ আগা করজোড়ে প্রার্থনা জানাইলেন—"আর চাই না।" তখন তাঁহারা মার নিকট সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন।

সেদিন এখানে আগা সাহেব সস্ত্রীক মার দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। এবার মার ঘরে বসিয়া ঐ কথাই হইতেছিল। মিসেস্ সভরওয়ালও সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। গতকাল তাই মা যখন তাঁহার পুত্রবধুর হাতে দুইটি ফল দিলেন তাঁহার মনে স্থির বিশ্বাস হইল যে তাহারও নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে দুইটি সন্তান হইবে। মা ত সর্ব্বদাই কত লোককে কত কিছু দিয়া যাইতেছেন। আসল কথা যাহার মনের আকাঙ্ক্ষা যেইরূপ—মার নিকট মানসিক প্রার্থনা যেইরূপ তাহার সেইরূপই ফলপ্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বের আর একটি ঘটনা। মা একবার কাশী হইতে কোথাও বাহিরে যাইতেছেন। ষ্টেশনের পথে গোপাল দাদার* বাসা হইয়া গেলেন। মা মোটরে বসিয়া আছেন। সংবাদ পাইতেই গোপাল দাদা ও তাঁহার ছেলে মেয়েরা ছুটিয়া আসিল। ছোট মেয়ে রাধু মাকে প্রণাম করিতেই মা তাহার

---

* মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং কাশীর সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ৺ডাঃ গোপাল প্রসাদ দাসগুপ্ত। ইনি বেনারস ষ্টেটের Chief Medical officer ছিলেন।

হাতে দুইটি মালা একত্রে দিলেন। অনেকেই হয়ত একটু অবাক হইলেন যে দুইটি কেন?

ইহার কিছুদিন পরের কথা। মা তখন বম্বেতে, হঠাৎ গোপাল দাদার পত্রে জানিলাম যে রাধুর বিবাহ আকস্মিক ভাবে স্থির হইয়াছে। মা যখন আসিতেছিলেন তখনও রাধুর বিবাহের কোনও কথাই নাই। কিন্তু মাত সর্ব্বজ্ঞ। তিনি তাই পূর্ব্ব হইতেই রাধুকে দুইটি মালা দিয়া আসিয়াছিলেন। একটি তাহার আর অপরটি তাহার ভাবী পতির জন্য। এই জাতীয় ঘটনা মায়ের নিকটত অহরহই ঘটিতেছে। কতটুকু সকলে খবর পায়?

৭ই আগষ্ট, ১৯৫৭—

গত কাল সমস্ত দিন রাত্রি মার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। শ্বাসের এবং নাড়ির গতি মধ্যে মধ্যে বেশ খারাপ হইয়া পড়ে। হাত পা একেবারে ঠাণ্ডা। নাড়ি কখনও সামান্য পাওয়া যায় কখনও আবার একেবারেই পাওয়া যায় না। কাশী হইতে গোপাল দাদা, দিল্লীর ডাঃ বলরামজী এবং আরও অনেকেই আসিয়াছেন। বিশেষ পরীক্ষা করিয়াও কোনও রোগ তাঁহারা খুঁজিয়া পান না। হার্ট, লাংগস্, ব্লাড প্রেসার প্রভৃতি সবই নাকি স্বাভাবিক। তথাপি মার শরীরের যে অবস্থা কেন এইরূপ হইতেছে তাহা উহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের বাহিরে। মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলেন—"এ শরীর ত সব সময়ই ভাল। যা হয় তাই ঠিক।" আবার কোনও সময়ে মার মুখে যখন শুনি—"অন্য শরীর হলে যে কি হত তা বলা কঠিন"—তখন ভয়ে আমাদের বুক শুকাইয়া যায়। কিন্তু মার শরীরের উপরে কোনওরূপ চিকিৎসা করা ত সম্ভব না। এমন কি অতি সাধারণ কোনও ঔষধও মার শরীর গ্রহণ করে না। তাই আমাদের একমাত্র মার নিকটই প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় দেখি না যে তিনি নিজেই নিজের শরীর সুস্থ করিবার খেয়াল করুন।

আজ সকালে প্রায় সাড়ে এগারটার পর মা নিজেই বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। অন্যান্য সময় ধরিয়া বসাইতে হয়। কাহারো সঙ্গে কোনও কথা নাই। একেবারে পাথরের মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সমগ্র চেহারায় একটা অস্বাভাবিক ভাব। মুখমণ্ডল হইতে এক অসাধারণ জ্যোতি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। প্রায় এক ঘণ্টার উপর এইভাবে পাথরের মত বসিয়া রহিলেন। শরীরের কোথাও কোনও স্পন্দন নাই। ইহা দেখিয়া অনেকেরই মনে আশার সঞ্চার হইল যে মার শরীরের ভিতর নিশ্চয়ই কোনও ক্রিয়া চলিতেছে এবং তবে এখন হইতে মার শরীর সুস্থই দেখা যাইবে। আমরা অবশ্য তেমন কোনও ফলাফল বুঝিতে পারিলাম না।

সন্ধ্যার পর হইতে মার অবস্থা আরও খারাপ দেখিলাম। হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা এবং যেন শক্ত হইয়া যাইতেছে। একেবারে শবাসনের মত শুইয়া আছেন। মাথাও বালিশের উপর নাই। শ্বাসের গতিটা উর্দ্ধদিকেই। আবার যখন নীচের দিকে যাইতেছে তখন একেবারেই নীচের দিকে। নাড়ির গতি কখনও ১১০।১১৫ আবার কখনও এত ধীরে যে একেবারে পাওয়াই কঠিন। অনেকে মনে করিতেছেন যে এ সব মায়ের ভাবাবস্থা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কিন্তু মায়ের ঐ সব অবস্থা দেখিবার সুযোগ আমার বহুবার হইয়াছে। এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। কোনও দিকেই যেন তাঁহাকে কিছু আটকাইবার নাই। প্রায়ই বলিতেছেন—"যখন যা কিছু হয়ে যেতে পারে। এ শরীরের ত কথাই যা হয়ে যায়।"

মহাপুরুষ প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী পরমানন্দ

হিমালয়ের পাদদেশে কুমায়ুন প্রান্তে ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ী গ্রামে এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পরিবারে পূজ্যপাদ স্বামিজীর জন্ম হয়। তাঁহার অতি শৈশবের ও বাল্যের জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই। শৈশব কাল হইতেই নির্জ্জনতা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং বিষয়ের প্রতি তাঁহার কোন আশক্তি ছিল না। এই সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পরিবার শ্রীরামজীর উপাসক ছিলেন। শৈশব কাল হইতেই "রামায়ণ" গ্রন্থ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রাম কথা, রাম আলোচনা এবং রামায়ণের কোন একটি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই তিনি তাহাতে এতদূর মগ্ন হইতেন যে অনেক সময় তাঁহার আহারাদি গ্রহণের কথাও মনে থাকিত না। তুলসীদাস কৃত রামায়ণ খানি তিনি শৈশবেই প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে এবং সুর সংযোগে এই রামায়ণ পাঠ যাহারা শুনিয়াছে তাহারাই মুগ্ধ হইয়াছে।

কোনও পরিকল্পনা করিয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন নাই। যৌবনে কর্ম্ম-ব্যপদেশে সত্যনারায়ণ চটিতে আসিয়া তিনি উপস্থিত হন। হরিদ্বার হইতে বদ্রীনারায়ণের পথে সত্যনারায়ণ চটি হইতেছে প্রথম চটি। ঐ স্থানে সেই সময় ঘোর অরণ্য ছিল। বাঘ, ভাল্লুক প্রভৃতি এই অরণ্যে দিনের বেলায় বিচরণ করিত। রাত্রের ত কথাই নাই। কিন্তু এই জন মানব শূন্য নির্জ্জন অরণ্যকেই তিনি অনুকুল স্থান বলিয়া মনে করিলেন এবং সত্যনারায়ণ চটির এক পার্শ্বে একটি মিষ্টির দোকান করিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের পিছনে হয়ত ভগবানের ইঙ্গিত ছিল। এখানে তিনি দোকান সুরু করিয়া সাধু সেবার এক অপূর্ব্ব সুযোগ পাইলেন।

ঐ পথে সর্ব্বদাই সাধু মহাত্মারা ঋষিকেশ, কেদার, বদ্রী যাতায়াত করিতেন। কোন মহাত্মা উপস্থিত হইলেই তিনি তাঁহার সেবায় মাতিয়া উঠিতেন, তাঁহাকে বিনা মূল্যে প্রচুর মিষ্টি আদি খাবার খাওয়াইয়া পরিতুষ্ট করিতেন এবং যথাসাধ্য তাঁহাদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিতেন। এই ভাবে সাধু সেবায় তিনি তাঁহার দোকানের শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া বসিলেন। তাঁহার আর অর্থাগমের পথ রহিল না। যাহারা পরমার্থ পথের পথিক, ভগবান এইরূপ অলক্ষেই তাহাদের জন্য সংসারের অর্গল মুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন। স্বামিজী বর্ত্তমান অবস্থায় বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হইয়া এই সঙ্কটকে সুযোগ মনে করিয়া পরমার্থ পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিলেন সাধু মহাত্মাদের আশীর্ব্বাদেই এই বন্ধন হইতে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইল। শৈশব হইতেই যে বৈরাগ্য বহ্নি তাঁহার হৃদয়ে ধূমায়িত হইতেছিল তাহা এখন একান্তবাস, সাধু সেবা, সৎসঙ্গরূপ পরম সংযোগে প্রজ্বলিত হইল। "যদ্হরেব বিরজেৎতদ্হরেব প্রব্রজেত।" (জাবালোপনিষৎ) এই বেদ-বাক্য তাঁহার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইল। মুমুক্ষুর হৃদয়ে পরমার্থ প্রাপ্তির ইচ্ছা তীব্রতম হইলে এই জীবনের ভোগ পরলোকের স্বর্গাদির ভোগ অত্যন্ত তুচ্ছ অনিত্য বলিয়া বোধ হয়।

অন্তরের এই প্রজ্জ্বলিত বহ্নি স্বামিজীকে তরুণ বয়সেই আত্মজ্ঞানের দুর্গম পথে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করিল। আত্মানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তিনি সত্যনারায়ণ চটি হইতে আর গৃহে গমন করিলেন না। তিনি কাংড়ার কোন এক সুপ্রসিদ্ধ নাগা সন্ন্যাসীর গিরি সম্প্রদায়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সাধনের এক তীব্র সঙ্কল্প লইয়া তিনি এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সাধন অনুকূল উপযুক্ত বাতাবরণ এই আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে সম্ভব হইবে না। এই সম্প্রদায়ের বহু ভূসম্পত্তি ছিল, তাহারা কৃষি কার্য্যাদি ও অন্যান্য নানা বৈষয়িক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। স্বামিজীকে অনিচ্ছাসত্বেও এই সমস্ত কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে হইত।

এই পরিব্রাজক অবস্থাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। তাঁহার একটু বিশেষত্ব ছিল, যে তিনি স্কন্ধে সর্ব্বদা এক জলন্ত কাষ্ঠ খণ্ড বহন করিতেন। প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠ খণ্ড স্কন্ধে করিয়া জাগতিক সমস্ত বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তিনি আসমুদ্র হিমাচলে দীর্ঘদিন ধরিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন. ভ্রমণকালে নির্জ্জন স্থানে নদীর তটে নগরের প্রান্তে ধুণি জ্বালিয়া ২।১ দিন অতিবাহিত করিতেন। সাধারণতঃ নাগা সাধু সম্প্রদায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় উন্মুক্ত স্থানেই অবস্থান করেন। স্বামিজী যেখানেই আসন স্থাপন করিতেন ভিক্ষাও অযাচিত ভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া পৌছিত।

হিমালয়ের মধ্যে যে সমস্ত দুর্গম তীর্থ স্থান আছে, কেদার, বদ্রী, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী প্রভৃতি তিনি তাহা দর্শন করিয়াছেন। সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া তিনি পশ্চিমে পাঞ্জাবের শেষ প্রান্ত হইতে পূর্ব্বে আসাম এবং ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতভূমির দক্ষিণ প্রান্তের সমস্ত তীর্থ গুলিও ভ্রমণ করিয়াছিলেন পরে কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে এক মহাত্মার দর্শন ও সঙ্গ তাঁহার জীবনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল এবং তাঁহারই কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে তিনি পরবর্ত্তী জীবনে "বহুজন হিতায়চ বহুজন সুখায়চ" জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত পবিচয় হওয়ার পূর্ব্বে ভারত ভ্রমণকালে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার দুই একটী ঘটনার বিবরণ দিতেছি। এক সময় উত্তর ভারতে এক ধনীর গৃহে স্বামিজী দুই একদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ ধনী ব্যক্তি ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন কিন্তু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহারা স্বামি স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত স্বামিজীর সেবা যত্ন করিতে থাকেন ক্রমশ: তাহাদের শ্রদ্ধা বাৎসল্যে পরিণত হইল। তাঁহারা আশা করিয়াছিল তাঁহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য্যের ও নানাবিধ ভোগের প্রলোভন দেখাইয়া হয়ত স্বামিজীকে কঠোর তপস্যাচর্য্যা হইতে বিরত করিয়া গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণে সম্মত করিতে পারিবেন। একদিন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের মনোভিলাশ

স্বামিজীর নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে তাঁহাদের প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তির তিনিই ভবিষ্যৎ অধিকারী হইবেন। স্বামিজী তাঁহাদের এই প্রস্তাবে মোটেই প্রলুব্ধ হইলেন না। তিনি ধীর ভাবে সমস্ত শ্রবণ করিয়া নিরব হইয়া গেলেন। যিনি সমস্ত সংসারকে তৃণের মত মনে করেন তাঁহার উপর এই প্রলোভনের কোনই প্রভাব হইল না। তিনি সেই দিনই রাত্রে ঐ বণিক দম্পতির অজ্ঞাতে তাঁহাদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পুনরায় উন্মুক্ত গগণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় তাঁহার আর একটী গৃহস্থ পরিবারের সহিত পরিচয় হইল। তাঁহারাও অত্যন্ত শ্রদ্ধালু ছিলেন। তাঁহারাও স্বামিজীকে খুবই আদর যত্ন করিতেন। কথা প্রসঙ্গে স্বামিজী জানিতে পারিলেন এই পরিবারের লোক সংখ্যা প্রায় ৫০ জন কিন্তু সকলের ভরণ পোষণের উপযোগী অর্থাগমের উপায় ইহাদের নাই। গৃহস্বামী নিজে দীর্ঘদিন রোগে শয্যাশায়ী, তাই প্রায়ই অর্দ্ধাহারে, অনাহারে তাহাদের জীবন যাপন করিতে হয়। অনেক সময় সামান্য ভূট্টা ও ছাতুর ব্যবস্থাও তাহারা করিতে পারে না। গৃহস্বামী তাঁহার সমস্ত দুঃখের কথা অকপটে স্বামিজীর নিকট ব্যক্ত করিল। স্বামিজী সহানুভূতির সহিত তাহাদের দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া সময়োচিত সান্ত্বনা দান করিয়া পরদিন সকালেই অন্যত্র যাত্রা করিলেন। আর এক স্থানে অপর এক ধনী গৃহস্থের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। গৃহস্বামী অসুস্থ—সংসারের যাবতীয় সুখ ভোগ হইতে বঞ্চিত ও জীবন দুখময়।

আবহমান কাল হইতে সংসারের এই বিচিত্র বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই সামান্য তিনটী ঘটনা স্বামিজীর মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সংসারে যে কাহারও শান্তি নাই তাহা তিনি এই কয়েকটী পরিবেশের মধ্যে দেখিতে পাইলেন। স্বামিজী দেখিলেন সৃষ্টিকর্ত্তার লীলার কি বৈচিত্র। যাহার ধন ঐশ্বর্য্য প্রচুর, তাহার ভোগ করিবার ক্ষমতা নাই। আবার যেখানে ভোগ করার জন্য বহু পুত্র, কন্যা বর্ত্তমান সেখানে অন্ন ও বস্ত্রের অভাব। আবার কেহ রোগগ্রস্থ হইয়া মানসিক ও শারিরিক ক্লেশে দিন যাপন করিতেছে। জগত সত্যই দুঃখময়।

ইহা রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি মৃত্যু বিপর্য্যয়ে পরিপূর্ণ। এই দুঃখের নিবৃত্তির জন্য জীবের ভগবানের শরণ ভিন্ন অন্য গতি নাই। স্বামিজীর হৃদয় এইরূপ ভাবনা দ্বারা বৈরাগ্যের দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

স্বামিজীর পরিব্রাজক জীবনের আর একটি কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এক সময় কুলু রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। অকস্মাৎ একদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া খুব ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। স্বামিজী বৃক্ষের মূলে আশ্রয় লইয়া কাঁপিতে ছিলেন। বৃষ্টি বন্ধ হইবার কিছুক্ষণ পর স্থানীয় রাজা ও মন্ত্রী সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দূর হইতে বৃক্ষতলে নগ্ন, সিক্ত স্বামিজীকে নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ দেখুন! দেখুন! সাক্ষাৎ কলির শুকদেব।” স্বামিজী বলিয়াছিলেন—“বাবাজী এই কথা কর্ণগোচর হইবা মাত্রই সমস্ত শরীরে ঘাম দেখা দিয়াছিল। যে আমি শীতে কাঁপিতেছিলাম সেই আমি আবার ঘামে সিক্ত হইতেছিলাম। পরে বুঝিলাম লোকেষণা ত্যাগ করা কত কঠিন।” লোকেষণার প্রভাব হইতে উচ্চস্তরের সাধকেরও আত্মরক্ষা করা কত কষ্ট স্বামিজী তাহা সেইদিন বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিতেন বাহিরের বৈরাগ্যের কোনই মূল্য নাই, অন্তরের তীব্র বৈরাগ্য না হইলে প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাকে জয় করা বড় কঠিন। লোকবাসনার মোহিনী শক্তি অনেক সাধকের পতনের কারণ হইয়া থাকে। এজন্য মহাত্মাদের লোকেষণা বা প্রতিষ্ঠার আসক্তি হইতে মুক্ত থাকা প্রয়োজন।

উত্তর ভারত পরিভ্রমণ কালে তিনি আসামের জনমানবহীন গহন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশেও গিয়াছিলেন। এই লোকালয় বর্জ্জিত দীর্ঘ অরণ্যে তিনি হস্তীযুথের স্নান, বহু হিংস্র পশু, বিষধর সর্প প্রভৃতি বহুবার দেখিয়াছেন। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, নির্জ্জন পর্ব্বতশৃঙ্গে অথবা জনমানব শূন্য প্রান্তরেও অবস্থান কালে স্বামিজীর কোন ভয় হইত না। তিনি বলিতেন, “বাবাজী, সময় না হইলে কেহই কাছে আসে না। ভগবান রক্ষা কর্ত্তা। যিনি মাতৃজঠরে পরিক্ষিৎকে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তিনিই সর্ব্বত্র রক্ষা করিতেছেন।”

দক্ষিণ ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়া একদিন তিনি রামেশ্বর তীর্থে উপস্থিত হইলেন। এখানে এক মহাত্মার আদর্শ চরিত্র দর্শনে তিনি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা স্বামিজীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই মহাত্মার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধায় তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। একদিন তিনি বিনীত ভাবে মহারাজের সঙ্গে থাকিবার প্রার্থনা জানাইলেন। মহারাজ বলিলেন, "কি করিয়া ইহা সম্ভব? আমরা যে বিপরীত ধর্ম্মী। তোমার অবধূত বেশ, আমার পরমহংস বেশ, তোমার মাত্র কৌপীন সম্বল, আমি বস্ত্র ও বহির্ব্বাস পরিধান করি। তারপর তুমি সিদ্ধি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন কর ও ধুনি প্রজ্জ্বলিত কর, আমার ওসব কিছুই নাই। এক্ষেত্রে আমার সঙ্গে তোমার থাকা সম্ভব হইবে না।" এই মহাত্মার সঙ্গ লাভের জন্য স্বামিজী তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলেন, তাই তিনি বলিলেন, "মহারাজের সঙ্গ লাভের অনুমতি পাইলে আমি সমস্ত পূর্ব্বাভ্যাস ত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি।" একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না যে এতদিনের নেশা ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব কি না? মহাত্মা কাল বিলম্ব না করিয়া বলিলেন, "সমুদ্র তীরে চল।" সেখানে গিয়া বলিলেন আমার সঙ্গে থাকিতে হইলে এখনই তোমার বটুয়া, ধুনির কাষ্ঠ, কল্কী ইত্যাদি সমুদ্রে ফেলিয়া দাও এবং সমুদ্র হইতে স্নান করিয়া এস।" মহাত্মার আদেশে স্বামিজী সানন্দে তাঁহার সমস্ত কিছু সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিলেন এবং সমুদ্র হইতে স্নান করিয়া মহাত্মার পরবর্ত্তী আদেশের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা তাঁহাকে নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করিবার জন্য দিলেন এবং একটি কমণ্ডলু হস্তে দিয়া বলিলেন তিনবার প্রতিজ্ঞা কর জীবনে যাহা ত্যাগ করিয়াছ তাহা আর গ্রহণ করিবে না এবং যাহা আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিলে তাহাও ত্যাগ করিবে না। স্বামিজী তিনবার প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং এই মহাত্মার আদেশ যথাযথ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন।

উক্ত মহাত্মার সান্নিধ্য লাভের পর হইতে স্বামিজী এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন

অনুভব করিলেন। তাঁহার মনের ধারণা, অভিমত, অভ্যাস প্রভৃতি প্রতিটি বৃত্তি যেন নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিল। তিনি কিছুকাল এই মহাত্মার সেবায় অতিবাহিত করিলেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠায় পূর্ণ সেবার মাধ্যমে এই মহাত্মার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ এত গভীর হইয়া উঠিল যে তাঁহার সঙ্গ ত্যাগের কথা স্বামিজী কখনও কল্পনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু হঠাৎ একদিন মহাত্মা বলিলেন, "আমার সঙ্গ লাভের যে উদ্দেশ্য তাহা তোমার জীবনে সফল হইয়াছে। এখন তুমি উত্তরাখণ্ডে গিয়া বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন কর।" মহাত্মার আদেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামিজীকে উত্তরাখণ্ডে আসিতে হইল।

—ক্রমশঃ

"আনন্দময়ী মা কে? আনন্দময়ই বা কে? তিনি ঘটে পটে সর্ব্ব হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত। সর্ব্বত্রই তাঁর বাস। তাঁকে দেখলে তাঁকে পেলেই সব দেখা যায়, সব পাওয়া যায়। অর্থাৎ নির্ভয়, নিশ্চয়, নির্দ্বন্দ্ব, অব্যয়, অক্ষয় হওয়া।"

"মা"

কুম্ভমেলা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী শিবানন্দ গিরি

কুম্ভমেলার ইতিহাসের কথা বলিতেছিলাম। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের প্রামাণিক ইতিহাস আমাদের দেশে খুবই বিরল। বৌদ্ধযুগের প্রাধান্যের সময় দেখা যায় তাঁহারা প্রয়াগে বিরাট দানযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন। একজন ঐতিহাসিকের তাই মত যে সপ্তম শতাব্দীতে রাজা হর্ষবর্দ্ধনই এই কুম্ভমেলার প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু প্রাচীনকালে দেবতারাও প্রয়াগে বিরাট যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্র+যজ্ঞ (অর্থাৎ যজ্ঞপ্রবীণ স্থান) বলিয়া উহার নাম হয় প্রয়াগ। ইহা হিন্দুদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া পুরাণাদিতেও বলা হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে প্রয়াগের প্রাধান্যের ৪টী কারণ ছিল। প্রথম হইতেছে গঙ্গার শ্বেতধারার সহিত নীল যমুনার মিলন এবং গুপ্তভাবে সরস্বতী নদীর এই দৃশ্যমান শ্বেত ও নীল ধারার সহিত মিশ্রণ। দ্বিতীয় হইতেছে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম। বনবাস গমনকালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সীতাদেবী এই আশ্রমে কিছুদিন ছিলেন। তাঁহারা প্রয়াগের ত্রিবেণী ধারায় স্নান তর্পণ করিয়া তীর্থের মহিমা আরও বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তৃতীয় অক্ষয়বট, চতুর্থ সমুদ্রকুপ।

তাই দেখা যায় যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই প্রয়াগকে তীর্থরাজ বলা হইত। পুরাণে পাওয়া যায় যে ব্রহ্মা সমস্ত তীর্থগুলি তোল করিয়াছিলেন। ভারতের সমস্ত তীর্থের সমবেত ওজন অপেক্ষা প্রয়াগের ওজন বেশী হওয়ায় তিনি ইহাকে তীর্থরাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন উদার ও মহান হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রথম বৌদ্ধ উৎসব একটি হিন্দুতীর্থে কেন উদ্‌যাপিত করিলেন? বৌদ্ধেরা

যজ্ঞ বিরোধী ছিলেন। প্রাচীন ভারতের হিন্দু বৌদ্ধের কলহ একালের হিন্দু মুসলমান কলহ অপেক্ষা যে তীব্রতর ছিল তাহার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায়। রাজা হর্ষবর্দ্ধন ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তুতে বা গয়ার সিদ্ধ-বোধিদ্রুমমূলে কিম্বা গৃধকুঠ-সারনাথে বা বুদ্ধের মহানির্ব্বাণের স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে এই উৎসব করার মূলে নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি ছিল। বৌদ্ধরা বহু হিন্দুতীর্থকে বৌদ্ধতীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন এবং সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনও সেই অন্যায় কার্য্য হইতে একেবারে মুক্ত ছিলেন বলা যায় না। তিনি যখন প্রথম ত্রিবেণীতে বৌদ্ধমেলা প্রবর্ত্তন করেন তখন হিন্দু ব্রাহ্মণগণ তাঁহার উপর খুবই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন যে যজ্ঞ বিরোধী রাজা হর্ষবর্দ্ধন হিন্দু দেবতাদের অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যেই এই বৌদ্ধ মেলা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র প্রয়াগকে বৌদ্ধতীর্থে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যের অল্পকাল পরেই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এমন কয়েকজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন যে তাঁহারা কেবল হিন্দুতীর্থগুলিকে উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিলেন।

কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধগুরু শীলভদ্রকে পরাজিত করিয়া প্রয়াগে তুষানলে আত্মহত্যা করিয়া বৌদ্ধগণের কবল হইতে এই তীর্থকে উদ্ধারের প্রথম চেষ্টা করেন এবং পরে আচার্য্য শঙ্কর ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করেন। আচার্য্যকে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। সকলেই জানেন যে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যই বর্ত্তমান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদিগুরু ও জন্মদাতা। তিনি সর্ব্বপ্রথমে সমস্ত সন্ন্যাসীদের দশ নামে বিভক্ত করেন, যথা সরস্বতী, গিরি, পুরী, বন, তীর্থ, পর্ব্বত, ভারতী, অরণ্য, আশ্রম ও সাগর। তাহার পর ভারতের চার প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপনা করেন। উত্তরে বদ্রীনারায়ণ ক্ষেত্রে জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে রামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্ব্বে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ এবং

পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্রে সারদা মঠ স্থাপন করেন এবং ঐ চারিটি মঠকে চার বেদের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রথম নাগা সম্প্রদায় গঠন করেন। ইঁহারা ধর্ম্মযোদ্ধা। সর্ব্বপ্রকার ভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়া বল্লমকেই ধর্ম্মশক্তির প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া ইহারা "নাগা" অর্থাৎ উলঙ্গ হইয়া জীবনযাপন করেন। ভবিষ্যতদ্রষ্টা আচার্য্য শঙ্কর যদি এই নাগা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না করিতেন তবে অত্যাচারী বৌদ্ধ ও মুসলমানদের হাত হইতে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীদের রক্ষা করা অসম্ভব হইত। নানা ঐতিহাসিক যুদ্ধে এই উলঙ্গ বল্লমধারী সন্ন্যাসীরা যে শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দেখাইয়াছেন তাহা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইঁহারাও দশনামী সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত।

আচার্য্য শঙ্কর এক বিরাট যোগী মহাপুরুষ ছিলেন। ভারতের লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মকে নবজীবন দান করা এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে নূতন ধারণায় সংগঠিত করা কোনও কল্পনা বিলাসী সাধুর কার্য্য নহে। বাস্তববাদী, কর্ম্মদক্ষ, সুকৌশলী, ভবিষ্যতদ্রষ্টা এবং ঐশ্বরীক শক্তিসম্পন্ন অবতার পুরুষেরই পক্ষে উহা সম্ভব। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতেই সুপ্রসিদ্ধ কুম্ভমেলা দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য সাধুমহাত্মাদের এক মহাসম্মেলনে পরিণত হয়। আচার্য্য স্বয়ং কুম্ভ স্নানকে অমৃত লাভের অন্যতম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান ভারতে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সাতটি আখাড়া বা মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের নাম নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, জুনা, আবাহন, অটল, আনন্দ ও অগ্নি। এই সাতটি আখাড়ার মধ্যে নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী ও জুনাই প্রধান। এই প্রধান আখাড়াগুলিতে ৮।১০ জন করিয়াও মণ্ডলেশ্বর আছেন। ইহারা সকলেই আপন আপন মণ্ডলীর সাধুদের শিক্ষা সংস্কার সাধন ভজনের সাহায্য, তীর্থ ভ্রমণ, সনাতনধর্ম্মের প্রচার এই সমস্ত কাজ লইয়াই থাকেন। প্রত্যেক আখাড়ারই

পৃথক্ পৃথক্ পতাকা ও অন্যান্য নিদর্শন আছে। বেশভূষারও কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। প্রত্যেক আখাড়ারই নাগা সন্ন্যাসীও আছেন। ইহারা সাধারণতঃ জটাজুটধারী বিভূতি বিভূষিত দিগম্বর। পরমহংসগণ গৈরিকবস্ত্র পরিধান করেন এবং মস্তক মুণ্ডিত করেন। কুম্ভস্নান যোগকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সমস্ত আখাড়াগুলির মণ্ডলেশ্বর, মোহান্ত, নাগা, পরমহংস অর্থাৎ দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সকলেই কুম্ভপ্রান্তে উপস্থিত হন।

ইহা ব্যতিত আর যে সমস্ত সাধুরা কুম্ভস্নানে যোগ দেন তাঁহাদের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায় বিশিষ্ট। ইহাদের নাম বৈরাগী, নির্ম্মলা ও উদাসী। বৈরাগীরা হইতেছেন সর্ব্ব ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধু। আর নির্ম্মলা ও উদাসী হইতেছেন শিখ ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। সর্ব্ব ভারতে প্রধানতঃ পাঁচটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছেন। ইহাদের প্রতিষ্ঠাতা রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীমাধবাচার্য্য ও মহাপ্রভু। আচার্য্য রামানুজ প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম "শ্রী"। বল্লভাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম "রুদ্র"। শ্রী নিম্বার্কাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম "সণকাদি" সম্প্রদায় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মহাপ্রভু সৃষ্টি করেন। ইহাদের সকলকে বৈরাগী বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যেরা সকলেই জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী যুগের। জগদ্‌গুরুর সহিত ইহাদের তত্ত্বতঃ মতভেদ থাকিলেও সাধু সম্মেলনে তীর্থবাস সৎসঙ্গ এইগুলি ইহারা ঠিক দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মতই অনুষ্ঠান করেন। বৈষ্ণবরা সাধারণত: গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন না। শ্বেতবস্ত্র পট্টবস্ত্র কেহবা কেবল কৌপীন ধারণ করেন। ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই জটা, পরিধান বস্ত্রের গাইট, বিভূতি, ত্রিপুণ্ডধারণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। এই সমস্ত বেশভূষার পার্থক্য ফোঁটা তিলক ত্রিপুণ্ডধারণের বিভিন্নতা হইতে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে চিনিয়া লন। ইহাদের সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠা সারা ভারতে দশনামী সাধু সম্প্রদায় অপেক্ষা কোন অংশে কম না। ইহারা দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্নান হইয়া গেলে নিজেদের মণ্ডলী লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া স্নান করেন। শোভাযাত্রায় আপন ইষ্টমূর্ত্তিকে স্বর্ণ রোপ্য

নির্ম্মিত পাল্কীতে ধূপ দীপ আরত্তি ঘণ্টা বাজাইয়া চামর ব্যজন করিতে করিতে নিয়া যান। ইহাদেরও মোহান্ত মণ্ডলেশ্বরেরা হাতীর হাওদায় সুসজ্জিত সিংহাসনে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার বাদ্য পতকা সহ বিচিত্র শোভাযাত্রা করেন। ইহাদের শোভাযাত্রায় বাদ্য বাজনা জটাজুটধারী বৈষ্ণব মহাত্মাদের সংখ্যাই বেশী থাকে। ইহাদের মধ্যে নাগা সাধু থাকেন না।

যে বৎসর হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ হয় সেই বৎসরই কুম্ভের পর বৃন্দাবনে যমুনা তটে বৈষ্ণবদেরও পৃথক একটি কুম্ভমেলা হয়। রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে প্রথম বৈষ্ণব কুম্ভমেলা প্রবর্ত্তন করেন। ১২ বৎসর পর পর সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী বৈষ্ণবরা মিলিত হইয়া বৃন্দাবনে যমুনায় স্নান করেন। দোল পূর্ণিমার স্নানই এখানে বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ। তবে দশনামী সন্ন্যাসীদের সমাগম এখানে খুব বেশী হয় না। সাধারণতঃ বৈষ্ণব সাধুরা হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভ অন্তে এখানে আসিয়া যমুনা তটে বৃন্দাবনে বৈষ্ণব কুম্ভে যোগদান করেন।

বৈষ্ণব এবং দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ব্যতীত কুম্ভে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন শিখ ধর্ম্মাবলম্বী সাধুরা। হিন্দু দশনামী পরমহংসদের মত ইহাদের আখাড়াগুলিও মণ্ডলেশ্বর কর্তৃক পরিচালিত। মণ্ডলেশ্বরই আচার্য্যের কাজ করেন। ইহাদের উপাস্য "গ্রন্থ-সাহেব।" শিখ-মন্দিরে এই গ্রন্থ সাহেব রক্ষিত, পূজিত এবং নিয়মিত পঠিত হইয়া থাকে। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের ন্যায় গ্রন্থসাহেবের সেবা পূজা, আরতি হয়। ইহাদের মন্দিরকে বলা হয় "গুরুদ্বার।" ইহাদের দশজন গুরু ছিলেন—নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জ্জুন, হরগোবিন্দ, হররাও, হরকিষণ, তেগবাহাদুর, গুরুগোবিন্দ। ইহাদের মঠও ভারতের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

নানকপন্থী অর্থাৎ নানকের অনুগামীদের "নির্ম্মলা" বলা হয়। নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ অতি অল্প বয়সেই সংসার বিরাগী হইয়াছিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যা দেখিয়া একদল লোক তাঁহাকে আচার্য্য করিয়া একটি নূতন সম্প্রদায় গঠন করেন।

শ্রীচাঁদ অতি অল্প বয়সেই সংসারে উদাসীন হন বলিয়া এই সম্প্রদায়কে "উদাসী" বলা হয়। কালক্রমে উদাসী সম্প্রদায় দুইটি আখাড়ায় বিভক্ত হয়। উদাসী বড় আখাড়া ও উদাসী ছোট আখাড়া। উভয় আখাড়ায় ৫ জন করিয়া মোহান্ত আছেন। ইহাদের সাধন প্রণালী অত্যন্ত কঠোর ও বৈরাগ্য প্রধান। নির্ম্মলা সম্প্রদায়ের সাধন উদাসীন সম্প্রদায়ের মতন এত বৈরাগ্য প্রধান নয়, উহা কর্ম্মপ্রধান ছিল। দশম গুরুগোবিন্দ সিংহ মুসলমানদের অত্যাচার প্রতিরোধ কল্পে নির্ম্মলা সম্প্রদায়ের অনেক পরিবর্ত্তন করেন। দশম গুরুগোবিন্দের আবির্ভাব শিখ সম্প্রদায়কে পুনঃজীবন দান করে। মুসলমান অত্যাচারে চরম অবস্থায় নির্য্যাতিত জাতীর ও ধর্ম্মের পুনঃ উত্থানের জন্য গুরুগোবিন্দ পাটনায় দেবীর উপাসন করিয়া জগন্মাতার নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছিলেন। পরিতুষ্টা দেবী তাঁহাকে নিজ বাহন সিংহের পদবী নাম যুক্ত করিয়া নূতন করিয়া ধর্ম্ম মত প্রচারের আদেশ দিয়াছিলেন। দৈবী শক্তির সাহায্যে এবং দেবী কৃপায় গুরুগোবিন্দ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত পাঞ্জাবকে একটি শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত করিয়া দিল্লীর সম্রাটের হিন্দু অত্যাচারের প্রতিরোধ করেন। ইহাদের অভ্যুত্থানকেই উল্লেখ করিয়া কবি গাহিলেন :—

"পাঞ্জাব আজি গরজি উঠিল অলক নিরঞ্জন,
এসেছে সে একদিন,
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে না রাখে কাহারও ঋণ।
জীবন মৃত্যু, পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনা হীন ;
পঞ্চ নদীর ঘিরি দশ তীর এসেছে সে একদিন।"

অথবা

"দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ
নির্ম্মম নির্ভিক
হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয় ধ্বনিয়া তুলিল দিক।"

মহাত্মা গুরু গোবিন্দই শিখ সম্প্রদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। (১) শিখ এবং (২) আকালী। যাঁহারা সাধন ভজন ও ধর্ম্মপ্রচার করেন তাঁহারা শিখ এবং যাঁহারা গুরুর নিকট ব্রত লইয়া চিরকুমার থাকিয়া সর্ব্বদা যোদ্ধবেশে ধর্ম্ম ও মন্দির রক্ষা করিতেন তাঁহাদের আকালী বলে। ধর্ম্মরক্ষার জন্য ইহাদের বহু বীরত্ব গাথা আজিও ভারতের ঘরে ঘরে আলোচিত হয়।

এই সকল সম্প্রদায় ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট খাট সম্প্রদায় এই কুম্ভমেলায় যোগদান করে। তাহাদের নাম রামানন্দী, কবীরপন্থী, দাদুপন্থী নাথ সম্প্রদায়, আটল ইত্যাদি। রামানন্দ সম্প্রদায়ের গুরু রামানন্দ শ্রীরামানুজ সম্প্রদায় হইতে আসিয়াছেন। শ্রীরামানন্দের শিষ্য কবীর, কবীরের পুত্র কামাল, কামালের শিষ্য দাদু, দাদুর শিষ্য গরীব দাশ। মহাত্মা গোরক্ষনাথজী 'নাথ' সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইঁহারা পৃথকভাবে কুম্ভমেলায় যোগদান করেন তবে কোনও উল্লেখযোগ্য শোভাযাত্রা হয় না।

স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্ত্তিত আর্য্যসমাজীরা, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী এবং ব্রাহ্মসমাজীরা কুম্ভমেলায় যোগদান করেন না। ইঁহারা বাদে হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সব মহাত্মারাই কুম্ভে যোগদান করেন।

ভারতের সমস্ত হিন্দুই কুম্ভস্নান যোগকে একটি শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব বলিয়া মনে করেন। কাজেই কুম্ভস্নানে আসমুদ্র হিমাচলের হিন্দু জনতার যে প্রকার আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় আর কোন ধর্ম্ম উৎসবে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে এত বড় ধর্ম্ম সম্মেলন আর কোথাও হয় বলিয়া জানা যায় না।

কুম্ভস্নান উপলক্ষে সাধু মহাত্মাদের শোভাযাত্রাগুলিও অতি সুন্দর দর্শনযোগ্য এবং পবিত্র। প্রথমতঃ দশনামী সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা—তাহার মধ্যে প্রথমে নির্ব্বাণী, দ্বিতীয় নিরঞ্জনী, পশ্চাতে জুনা আখাড়ার শোভাযাত্রা বাহির হয়।

দশনামীদের অন্য ৪টী আখাড়া ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া শোভাযাত্রা করেন। হরিদ্বারে ও প্রয়াগে যে ভাবে পর পর দশনামী আখাড়াগুলির শোভাযাত্রা হয় নাসিক এবং উজ্জয়িনীতে তাহা হয় না। ঐ দুইস্থানে পাশাপাশি শোভাযাত্রা করিয়া সাধুরা বাহির হন।

সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় পতাকা হস্তে একজন নাগা সন্ন্যাসী অগ্রসর হন। স্বাধীনতার পর হইতে জাতীয় পতাকাকে বিশেষ মর্য্যাদা দিয়া শোভাযাত্রার পুরোভাগে রাখা হয়। ইহার পর অশ্বারোহণে একজন নাগা সন্ন্যাসী দুই হাতে ২টী জয় ঢাক বাজাইয়া অগ্রসর হন। ইহাকে জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য্যের বিজয়ধ্বনি বলা হয়। ইহার পশ্চাতে থাকে দিগ্বিজয় ঝাণ্ডা। এই ঝাণ্ডা হইতেছে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের জাতীয় পতাকা, ইহা গৈরিক বস্ত্রে নির্ম্মিত এবং অশ্বারোহণে একজন নাগা সন্ন্যাসী ইহা বহন করেন। ইহার পর অনেকটি স্থান জুড়িয়া নাগা সন্ন্যাসীরা নানা প্রকার কসরৎ দেখাইয়া অগ্রসর হন। পদাতিক ও অশ্বারোহী নাগা সাধুরা বল্লম, অসি, ত্রিশূল লইয়া যুদ্ধের সময় যে প্রকারে অগ্রসর হন তাহাই দেখান হয়। এই সময় লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনঝনি, ত্রিশূল লইয়া আক্রমণের ভংগি এবং সাথে নানাপ্রকার খেলা দেখান হয়। অশ্বারোহণে যাঁহারা অগ্রসর হন, তাঁহারাও নানা প্রকার অস্ত্রের খেলা দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হন। যুদ্ধকালীন শব্দে দিগমণ্ডল মুখরিত করিয়া শিঙ্গা ভেরী বাজিতে থাকে। "জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য মহারাজের জয়", "সনাতন ধর্ম্মের জয়", "হর হর মহাদেব" ধ্বনি করিতে করিতে সাধুরা অগ্রসর হন। শোভাযাত্রার এই অংশকে বলা হয় কসরৎ। ইহার পশ্চাতে ঐক্যতান বাদ্য থাকে। আধুনিক ব্যাণ্ডপার্টি সুসজ্জিত হইয়া ঐক্যতানে অগ্রসর হন। ইহার পর নিদর্শন অর্থাৎ আখাড়ার নাম লিখিত পতাকা। তারপর বিজয়ী ঝাণ্ডা। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে প্রাচীন কালে রাজারা হাতীর পিঠে বিজয় পতাকা তুলিয়া শোভাযাত্রা করিতেন যুদ্ধ জয়ের নিদর্শন স্বরূপ। এখনও প্রাচীন কালের অনুরূপ ভাবে হাতীর পিঠে বাহির

করা হয়। ইহার পশ্চাতে সোনারূপার কারুকার্য্য মণ্ডিত যষ্ঠী হস্তে কয়েকজন বস্ত্রপরিহিত মহাত্মা অগ্রসর হন—ইহাদের 'দণ্ডধারী' বলে। যুদ্ধকালে যে সমস্ত নাগা সন্ন্যাসী ইষ্টের ভাড়ার রক্ষা করিয়াছিলেন ইহা তাহারই নিদর্শন। ইহার পশ্চাতে দেবতারা থাকেন। প্রথমে ডালাদেবতা, শক্তির প্রতীক্ বল্লমকেই ডালাদেবতা বলে।

বিভিন্ন আখাড়ার ইষ্টদেবতা স্বর্ণরৌপ্য নির্ম্মিত পাল্কীতে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া সেবকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করেন। দেবতাদের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রজ্বলিত সুগন্ধি ধূপের পাত্র হস্তে সেবকরা থাকেন। ইহার সহিত চামর ব্যজনকারী, ঐকাতান বাদ্য এবং দণ্ডধারী রক্ষক সন্ন্যাসীরা চলিতে থাকে। সাধারণতঃ হরিদ্বারে ও প্রয়াগে নির্ব্বাণী আখাড়ার সহিত মিলিত হইয়া অটল আখাড়াও শোভাযাত্রা করেন। নির্ব্বাণী আখাড়ার ইষ্টদেবতা মহর্ষি কপিল, অটল আখাড়ার ইষ্টদেবতা গণেশজী। নিরঞ্জনী আখাড়ার ইষ্টদেবতা কার্ত্তিক স্বামী। আনন্দ আখাড়ার দেবতা সূর্য্য। নিরঞ্জনী ও আনন্দ আখাড়াও যুক্ত শোভাযাত্রা করিয়া থাকেন। জুনা, আবাহন ও অগ্নি আখাড়ার শোভাযাত্রাও এক সঙ্গে বাহির হয়। জুনা আখাড়ার ইষ্ট ভগবান দত্তাত্রেয়, আবাহন আখাড়ার গণেশজী এবং অগ্নি আখাড়ার উপাস্য গায়ত্রী দেবী। সমস্ত আখাড়ার দেবদেবীর পশ্চাতে ঐক্যতান বাদ্য ও রক্ষক সন্ন্যাসীগণ থাকেন। পশ্চাতে সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে বা পাল্কীতে আচার্য্য বা মণ্ডলেশ্বরগণ অগ্রসর হন। তারপর শ্রেণীবদ্ধ দিগম্বর নাগা সন্ন্যাসীগণ বিভূতি বিভূষিত হইয়া চলেন। নাগা সন্ন্যাসীগণের সংখ্যায় কোন আখাড়াই ৫০০ শতের কম নয়। ইহার পর গেরুয়াবাস পরিহিত পরমহংসগণ। অন্য ছোট আখাড়াগুলি ইহাদের সহিত মিলিত হন। এই তিনটি শোভাযাত্রা দেখিতে ২।৩ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। সকল আখাড়াই উপরোক্ত পদ্ধতিতে শোভাযাত্রা করেন, তবে কোন আখাড়ার ঐক্যতান বাদ্য বেশী, কাহারও বা সুসজ্জিত হস্তীযুথের সংখ্যা বেশী, কোন কোন সম্প্রদায়ের নাগা সন্ন্যাসীর সংখ্যা সহস্রাধিকও হইয়া থাকে।

আখাড়াগুলির শোভাযাত্রার পশ্চাতে ব্রহ্মচারীগণ থাকেন। আজকাল

কেবল অগ্নি আখাড়ায়ই ব্রহ্মচারীরা আছেন। জুনা আখাড়ার পশ্চাতে সন্ন্যাসিনীরা থাকেন। ইহারাও সিক্ত গৈরিক বস্ত্রে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। ইহাদের কেহ কেহ জটাজুটধারী, কেহ বা মুণ্ডিতা থাকেন। খুব অল্প বয়সের ২।৪ জন সন্ন্যাসিনীকেও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে কেবল জুনা আখাড়ায়ই সন্ন্যাসিনীর ব্যবস্থা আছে। সামরিক অশ্বারোহী বাহিনী শোভাযাত্রার অগ্র ও পশ্চাতে থাকিয়া ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

সাধারণতঃ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই শোভাযাত্রা সুরু হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতেই এজন্য আখাড়াগুলিতে প্রস্তুতি চলিতে থাকে। এক একটি আখাড়ার শোভাযাত্রা করিয়া স্নান করিয়া পুনরায় ফিরিয়া যাইতে ৪.৫ ঘণ্টা সময় লাগে। বেলা ১০টার মধ্যে দশনামী সাধুদের স্নান ও শোভাযাত্রা শেষ হইয়া যায়।

আখাড়াগুলির শোভাযাত্রা শেষ হইলে বৈষ্ণব বা বৈরাগীদের শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। বৈরাগীদের প্রায় ৪।৫টি শোভাযাত্রা সমস্ত দিন ধরিয়া চলে। ইহাদের শোভাযাত্রায় কসরৎ ও নাগা সাধু থাকে না, নতুবা অন্য সমস্তই দশনামীদের মত।

পুণ্যালোভী ভক্ত হিন্দুরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অজস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া ভারতের সর্ব্ব প্রান্ত হইতে আসিয়া কুম্ভনগরে স্নানের বহু পূর্ব্বেই সমবেত হন। তাঁহারা নানা প্রকার ক্লেশ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া তিথি স্নানের জন্য সাধুদের মঙ্গল দর্শন আকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে দিন অতিবাহিত করেন। সাধারণতঃ প্রয়াগে ও হরিদ্বারে অনেক হিন্দু পরিবার কল্পবাস বা তীর্থবাস করেন। এই সময় সদাচার, সৎসঙ্গ, সাত্ত্বিক আহার, গঙ্গা স্নান, সাধু মহাত্মা দর্শন, তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ এবং একান্ত জীবনে থাকিয়া সকলেই আপন আপন ইষ্টের আরাধনা করেন। কাজেই প্রয়াগে ও হরিদ্বারে গৃহস্থ ভক্তদের যে প্রকার সমাগম হয় অন্য কোথাও তাহা সম্ভব হয় না।

গঙ্গার অপর প্রান্তে ঝুসীতে সাধুদের শিবির স্থাপন হওয়ার সুবিধা আছে বলিয়া প্রয়াগে কোন সময়ই স্থানাভাব হয় না। হরিদ্বারে সঙ্কুচিত স্থানে জনসমাগম এত অত্যাধিক মাত্রায় হয় যে যাত্রীরা রাত্রে শয়ন করিবার স্থানও পান না। অনেকে সারা রাত্রি দণ্ডায়মান অবস্থায় অতিবাহিত করেন। সাধারণতঃ কুম্ভে ২ হইতে ২½ লক্ষ সাধু উপস্থিত হন। এই ২।৩ লক্ষ সাধু মহাত্মার দর্শন ও সৎসঙ্গ উপলক্ষে আরও প্রায় তিন চার লক্ষ লোক সব সময় সমবেত থাকেন। বিশেষ বিশেষ যোগের স্নানের দিন নিকটস্থ শত শত মাইলের জনতা এই পুণ্য উৎসবে যোগদান করেন। সূর্য্য উদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতে গভীর রাত পর্য্যন্ত হাজার হাজার সাধুসন্তের পূজাপাঠ গানকীর্ত্তন ভাষণ দ্বারা দশ পনের মাইল পরিধি লইয়া যেন এক বিরাট ধর্ম্মরাজ্য চলিতে থাকে। এই ধর্ম্ম নগরে মহাত্মাদের নানা প্রকার মণ্ডলীতে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ ভজন, কীর্ত্তন ও কথায় এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যেন একটি বিরাট মন্দিরে অহোরাত্র ভগবৎ আরাধনা উৎসব ও আনন্দ চলিতেছে। কলিকাতা বোম্বে বা অন্য কোন বৃহৎ নগরীর সমস্ত জনতা যদি সম্পূর্ণ কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া ভগবদ্ উপাসনায় রত হন তবে এই দৃশ্যের সহিত তুলনা বসে। প্রত্যেকটি প্রাণী ভগবৎমুখী, ভগবৎ চিন্তায় আবিষ্ট। ভগবৎ ভাবনা ও চেতনায় সমস্ত জনতা উদ্দীপ্ত। এই মহান দৃশ্যের সহিত কেবল ভগবানের বিরাট বিশ্বরূপ দর্শনেরই সাদৃশ্য হইতে পারে কোন কোন স্নান যোগের লোকসংখ্যা ষাট লক্ষ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এক একটি দিনে সাধারণতঃ লোক সংখ্যা বিশ ত্রিশ লক্ষ হইয়া থাকে। যোগ স্নানের দিন সাধুদের দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ জনতা পুষ্পমাল্য ফল হাতে করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা শোভাযাত্রার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকেন। পুণ্যলোভাতুর দর্শকেরা দূর হইতে প্রণতি ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অনেক সময় তৃপ্ত হয় না, অনেক সময় গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা সাধুদের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করেন। শোভাযাত্রা চলিয়া গেলেই সাধু মহাত্মার পাদস্পর্শে পবিত্র ধূলা মুষ্টি মুষ্টি কুড়াইয়া লইয়া জনতা শ্রদ্ধা সহকারে মস্তকে বক্ষে ধারণ করে। তীর্থের মহিমা বৃদ্ধি করিয়া মুমুক্ষু ও পুণ্যলোভী হিন্দু জনতার

আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য ভারতীয় ঋষি সন্ত মহাত্মারা কুম্ভে সমবেত হন। বিশ্বের কল্যাণের জন্য জগতবাসীকে অমৃতের সমাচার দেওয়ার জন্য বৈদিক ঋষির ইহাই ছিল আহ্বান মন্ত্র—

"শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আর্যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ।"

অন্যত্র ঋষি বলিলেন, "বেদাহমেতং পুরুষমহান্তং আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যপন্থাঃ বিদ্যতেঽনায়॥

অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত জ্যোতির্ম্ময় আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানিয়া ঋষি অমর হইয়াছেন অর্থাৎ অমৃতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহা প্রাপ্তি ভিন্ন জগৎবাসীর কাহারও অতিমৃত্যুর হাত হইতে অব্যহতির অন্য উপায় নাই। মানব মাত্রেই অমৃতের অধিকারী। ঋষি স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, "হে মানব তুমি সেই অমৃতর পুত্র।" অমৃত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা লইয়া অতিমৃত্যুকে অতিক্রম কর। অন্ধকারই মৃত্যু। 'মৃত্যু' 'অমৃত' 'আনন্দ' এই তিনটি শব্দের মধ্যেই ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। মৃত্যু তাজ্য, অমৃত ও আনন্দ গ্রাহ্য। বেদের ঋষি অব্যর্থ অঙ্গুলি নির্দ্দেশে মৃত্যুকে ত্যাগ করিয়া সেই অমৃতের আনন্দের পথের সন্ধান দিতেছেন। 'আমি কে'? আচার্য্যের এই প্রশ্নের সমাধানই আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই অন্ধকাররূপ মৃত্যুর পরপারে জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাই অমৃত লাভ। "আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্," বিবেকী হইয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অমৃততত্ত্বের অভিলাষী হইবে। এই অমৃত লাভ কেহ কেন্দ্র করিয়া সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান। ইহার প্রাপ্তির জন্য হিন্দুধর্ম্মে এই নিষ্ঠা সংযম উৎসাহ উদ্যম। তাই কুম্ভমেলায় যাহা দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

হরিওঁ তৎসৎ, ওম্ শান্তি শান্তি শান্তি।

দ্বাদশ সংযম মহাব্রত

জনৈক ব্রতী

মধুর গঙ্গা। তার তটে একটি তীর্থ। নাম শুকতাল, প্রাচীন নাম আনন্দতট বা আনন্দতীর্থ। গঙ্গা-তরঙ্গাঘাত—মুখর ছায়া-শীতল এই নির্জ্জন তীর্থের এক অক্ষয় গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস আছে। অধ্যাত্ম-জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরু শুকদেব এই পবিত্র তীর্থে সপ্তাহকাল জ্ঞানোপদেশ দানে রাজা পরীক্ষিতকে মুক্ত ও মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়াছিলেন। এই অদ্বিতীয় ধর্ম্মসভা বহু ঋষি মুনির সম্মুখে আনন্দতীর্থের গঙ্গাতটে এক বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শুক-স্মৃতি-বিজড়িত এই তীর্থে আজও একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন সেই প্রাচীন বৃক্ষের শাখা অথবা মূল হইতেই নবীন বৃক্ষটির জন্ম হইয়াছে। শুকদেবের পবিত্র স্মৃতির অক্ষয় চিহ্ন ধারণ করিয়া এই প্রান্তের নাম হইল—শুকটীলা। পরবর্ত্তীকালের নাম শুকতীর্থ, শুকতাল বা শুকতার। কুল কুল নাদিনী গঙ্গা, এক গাছা মুক্তা মালার আকারে এই তীর্থের তিন দিক পরিবেষ্টন করিয়া প্রবাহিতা। উত্তরদিক হইতে রূপালী ধারায় আসিয়া—জননী—জাহ্নবী এই তীর্থের পূর্ব্বপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া দক্ষিণে শ্যামল বনভূমি ও জনপদের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছেন। নদীর এ কূলে আখের ক্ষেত, চাষের জমি ও কূলে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর। প্রান্তরের শেষসীমায় নীল বনানী, ধূসর গিরিমালা তাহার পশ্চাতে হিমালয়ের তুষারাছন্ন অস্পষ্ট কয়েকটি পর্ব্বত-চূড়া। শুকটীলার উন্মুক্ত অঙ্গনে বসিয়া প্রকৃতির এই মনোহর রূপ দেখিতে দেখিতে মন অতি সহজেই অনন্তের সুরে বিভোর হইয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই সাধু-মহাত্মারা এই পবিত্র তীর্থে সাধন ভজন এবং ব্রতাদি অনুষ্ঠানের জন্য আগমন করিতেন। শুনা যায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমস্ত

আচার্য্যেরা এবং নবদ্বীপের বহু মহাত্মা এখানে আসিয়া তপশ্চর্য্যা করিয়াছেন এবং অনেকেই শুকদেবের দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন। অন্যান্য প্রাচীন তীর্থ স্থানের মত এখানেও মঠ মন্দির কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে। তাহার মধ্যে দণ্ডীবাড়া অর্থাৎ দণ্ডীমঠ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং শুকটীলার সংলগ্ন জাঠ-ধর্ম্মশালা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

মহামান্য মালব্যজীর চেষ্টায় এই তীর্থের প্রথম উন্নয়ন কার্য্য আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তী কালে এই তীর্থের সেবা যাহারা বিশেষ ভাবে করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ঝুসীর প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বামী কল্যাণ দেব নামে এক অদ্ভুত প্রেমিক মহাত্মা এই তীর্থের বর্ত্তমান রূপ ও আকার দান করিয়াছেন। শুক-টীলার উপরে ভগবান শুকদেবের মন্দির, রাস্তা, জলের কল, বিজলী-বাতি এ সমস্ত কল্যাণ দেবজীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এই মহাত্মা গত ২০ বৎসর যাবৎ লোক-পরিচিতির অন্তরালে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গ করিয়া আসিতেছেন। মাতৃগত প্রাণ এই মহান্ কর্ম্মীর সহযোগিতায় ও আন্তরিকতায় যান-বাহন-শূন্য উত্তরাখণ্ডের এই গ্রাম্য তীর্থে আমাদের দ্বাদশ সংযম মহাব্রত অতি শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

আত্মসাক্ষাতকারের জন্য রাজা পরীক্ষিত এই আনন্দ-তীর্থে সাতদিনব্যাপী প্রায়োপবেশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাই হয়ত বিশ্বের প্রথম সংযম মহাব্রত। ব্রহ্মশাপগ্রস্থ রাজা, তাহার মৃত্যুদিবস নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তিনি আর মাত্র সাতদিন জীবিত থাকিবেন। রাজচক্রবর্ত্তী ভারত অধীশ্বরের জীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন অনতিবিলম্বে কালসমুদ্রে বিলীন হইবে। রাজ্য সম্পদ ভূষণ পরিচ্ছদ, পান ভোজন, সমস্ত বস্তুতেই রাজার বিতৃষ্ণা আসিয়াছে। যাহাদের চিত্ত জাগতিক ভোগ হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিবৃত্ত হইয়াছে তাহারাই আত্ম জ্ঞানের অধিকারী। সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন রাজা জীবন মুক্ত হওয়ার মানসে, রাজধানী হস্তিনাপুর হইতে ২২ মাইল দূরে গঙ্গা-বক্ষে এই নির্জ্জন তীর্থের এক

বটবৃক্ষের তলায় প্রায়োপবেশন ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। মুমুক্ষু-রাজাকে অন্তিম সময়ের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য ভারতের ঋষিকুল সমবেত হইয়াছেন। এই সময় প্রভাত সূর্য্যের মত দিঙমণ্ডল আলোকিত করিয়া দিগম্বর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে শুকদেব উপস্থিত হইলেন। শুকদেবের অকস্মাৎ আবির্ভাবে ঋষিকুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আত্মানন্দে বিভোর এই মহাপুরুষের আবির্ভাবের সাথে সাথে এখানে ভাগবত প্রেমের এক নির্ম্মল সুরধুনী সৃষ্টি হইল। সপ্তাহকাল শুকমুখে ভগবতের অমৃতময়ী উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিত জীবন-মুক্ত হইয়াছিলেন। তপ:পরায়ণ উপবাসী রাজার প্রশ্ন ছিল, "মরণোন্মুখ ব্যক্তির কি শ্রবণ, কি কীর্ত্তন, কি ধ্যান করা কর্ত্তব্য।" মুমুক্ষু রাজার এই প্রশ্ন কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়। ইহা সর্ব্বকালের আমাদের সমস্ত মানবজাতির প্রাণের প্রশ্ন।

মরণোন্মুখ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর আরও স্পষ্ট করিয়া শুনিবার যুগ আসিয়াছে। জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি এমনই—কোন মুহূর্ত্তে কখন কি হয়, মনে কেবল শঙ্কা উৎপন্ন করিতেছে। পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপগ্রস্থ হইয়া শঙ্কিতচিত্তে সাতদিন জীবিত ছিলেন। জগতের উপস্থিত ভাব ধারায় সকলেরই জীবন সংশয়ের দিকটা মনের মধ্যে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই যে উপস্থিত মনের গতির তোলপাড় ইহার পিছনে এ জাতির কি আছে? বিশ্বের যে অবস্থা বর্ত্তমানে এও কি ব্রহ্মশাপ? মনে হয় সমস্ত মানবজাতি আজ পরীক্ষিত। শুকদেব পরীক্ষিতকে ভাগবত মাধ্যমে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। আমরাও মাতৃমুখে আজ যে কথা শুনিতেছি—"নিজেকে জানা, আপনাকে পাওয়ার চেষ্টাই প্রকৃত সাধন—সাধন অর্থাৎ স্বধন।" শুকদেব পরীক্ষিতকে সেই প্রাচীন যুগে এই কথাই বলিয়াছিলেন। অদ্বৈতানুভূতির নিগূঢ় রহস্য আয়ত্ব করাই জীবের কর্ত্তব্য। যাহার এই অবস্থা লাভ হইয়াছে, তিনি একত্বদর্শী, তাহার কোন শোক বা মোহ নাই "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বম অণুপশ্যতঃ।" (ঈশোপনিষদ) ইহাই আত্মজ্ঞান। ইহার জন্য সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ কায়মনবাক্যে সত্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করা। "সাধক তপস্বী

মহাযোগীরূপে বিকাশ হওয়ার জন্যই সংযমিত জীবন। গুরুকৃপা—তপস্যা—তীব্র সাধনায় নিজধন লাভ—আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা—যেখানে মৃত্যুর মৃত্যু।"

এই আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের প্রয়াসের জন্য আমাদের এই মহামিলন—সংযম মহাব্রত।

পরমপূজ্য শ্রীশ্রী১০৮ বিষ্ণু আশ্রমজী দেওয়ালীর পুণ্যতিথিতে শুকতালে পৌঁছিবার জন্য শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার দীপাবলী। মা এইদিন সন্ধ্যার ট্রেনে মুজঃফরনগর আসিয়া পৌঁছাইলেন। মুজঃফরনগর ষ্টেশনে জনতা গভীর আন্তরিকতার সহিত মাকে অভ্যর্থনা করিল। মা ও দিদিমা ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে বসিয়া জনতার শ্রদ্ধাঞ্জলী গ্রহণ করিয়া পুনরায় মোটরে শুকতাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দীপাবলীর প্রদীপ মালায় সমস্ত সহরটি আলোকিত। মায়ের আগমনী অভ্যর্থনায় যেন সহরে এই আলোর আলপনা। শুকতীর্থে মা আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন শ্যামা পূজার রাত্রে—অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে। অজ্ঞান অন্ধকার দুঃখ বেদনার তামস রাত্রি কি অমাবস্যার অন্ধকার? সন্তানের আহ্বানে মায়ের এই মানবীয় প্রকাশ কি অন্ধকারের অবসান? চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তির সে রাত্রে আর কোন পৃথক বাহ্যিক পূজা হয় নাই। গভীর অমানিশায়, হিমশীতল গঙ্গা-তটে, এক বিজনতীর্থে মাতৃ ভক্তগণের আবেগ আপ্লুত মানস পূজাতেই বিশ্বেশ্বরী মহামায়া হয়ত পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন।

জাঠ-ধর্ম্মশালাটি একতলা। ইহার প্রবেশ দ্বারের উপরে মাত্র দুই খানি ঘর। উহাতেই শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রী ১০৮ গিরি-মহারাজের (দিদিমার) থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধর্ম্মশালাটির তিন দিক প্রাচীর বেষ্টিত, আর একদিকে অনেকগুলি শ্রেণীবদ্ধ ঘর। এই ধর্ম্মশালার বিশাল অঙ্গনেই সংযম ব্রতের মোটামুটি স্থান সঙ্কুলান হইয়া গিয়াছিল। সৎসঙ্গ ও ধ্যান জপের জন্য অঙ্গনের উত্তরপ্রান্তে একটি মণ্ডপ—তাহাতে দুই হাজার লোক বসিতে পারে। মণ্ডপটি সুন্দর সুন্দর বাণী

ও চিত্রের দ্বারা সুসজ্জিত। ধর্ম্মশালার শ্রেণীবদ্ধ অধিকাংশ ঘরগুলিতে ভাড়ার রন্ধন ও আশ্রমের মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। অপরিষ্কার ধর্ম্মশালাটি কাহার পাদস্পর্শে শুচি শুদ্ধ পরিচ্ছন্নতায় হাসিয়া উঠিয়াছে। ব্রতীদের বাসের জন্য চতুর্দ্দিকে বহু তাঁবু—শ্বেত কবুতরের মত তাঁবুগুলি ঘন পল্লবিত বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। নিকটে যে সমস্ত ধর্ম্মশালা মন্দির ও আখাড়া ছিল বহু ব্রতী সে সমস্ত স্থানে আশ্রয় নিয়াছেন। এক অপূর্ব্ব নাম কীর্ত্তনে যেন সকলে মাতিয়া উঠিয়াছে। কোন অসন্তোষ অভিযোগ বা অসুবিধার কণা মাত্র কোথাও দৃষ্ট হইল না।

আজ ৮ই নভেম্বর। রাত্রের মৌন শেষ হইয়াছে। ব্রহ্মচারী কান্তিভাই ব্রতী ভাই-বোনদের সংযমের নিয়মপদ্ধতি বিষদভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন। এখন পর্য্যন্ত ব্রতীর সংখ্যা তিনশত পূর্ণ হয় নাই। মাও কান্তিভাইয়ের কথার ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি শব্দের আলোকে সংযম ব্রতের নিষ্ঠার ও দৃঢ়তার প্রয়োজনকে অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিলেন। প্রত্যেক ব্রতীর মন এক পবিত্র সাধক ভাবে উদ্দীপ্ত। সকলেরই আজ কৃচ্ছতা লোভনীয় এবং উপবাস রুচিকর মনে হইতেছে মাতৃসান্নিধ্যের দীপ্ত প্রেরণার পরিবেশে দুর্ল্লভ বস্তুটি যেন সহজ সরল।

সংযম ব্রত ও ভাগবত সপ্তাহে মোট ১৪ দিন এখানে অতিবাহিত হইয়াছিল। তারপর ও মা প্রায় এক সপ্তাহ এখানে ছিলেন। পরে মা বুলন্দসহর হইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। এই দীর্ঘ সময়ের সম্পূর্ণ বিবরণ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নহে। ব্রতের সাতদিন এবং ভাগবত সপ্তাহের সাতদিন মোট চৌদ্দদিনের সৎসঙ্গের সারাংশ অনুপস্থিত ভাই বোনদের জন্য দেওয়া হইল। এই সময় মহাত্মারা যে সমস্ত ভাষণ দিয়াছিলেন মায়ের শ্রীমুখ হইতে যে সমস্ত বাণী নির্গত হইয়াছে, তাহারই ভিত্তিতে এই প্রবন্ধ। প্রবাহিত গঙ্গা ধারা হইতে লোকে যেমন আপন আপন পাত্রকে জলপূর্ণ করে, মহাত্মাদের ও মায়ের বাণীর সারাংশ সে ভাবেই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে কোন ভুল ত্রুটি অসম্পূর্ণতা থাকিলে উহা গ্রহণের অক্ষমতা প্রকাশকেরই।

৯ই নভেম্বর। মহাব্রতের প্রথম দিন প্রভাতী সুরে মায়ের নামকীর্ত্তন ও বেদপাঠ শেষ হইয়াছে। ব্রতীরা প্রায় সকলেই আপন আপন আসনে স্থির শান্ত ভাবে উপবিষ্ট। বলাই বাহুল্য অধিকাংশ ব্রতী গত রাত্রেই স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। মা আসিয়া জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতে মঞ্চে দাঁড়াইলেন। আনন্দ উদ্‌ভাসিত মুখমণ্ডল, সুস্নিগ্ধদৃষ্টি, এক প্রস্ফুটিত মাতৃত্বের পূর্ণ প্রকাশ। কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্রতীরা দূর দূর দেশ হইতে এই অপরিচিত তীর্থে আসিয়াছেন। মা তাঁহাদের স্নেহপূর্ণ দৃষ্টির স্পর্শ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, কাহাকেও বা বসিবার স্থান দেখাইয়া দিতেছেন। দুই একটি অসমাপ্ত কার্য্যের নির্দ্দেশ দিয়া মা আসন গ্রহণ করিলেন। মায়ের বাম পাশে শ্রীশ্রী১০৮ মুক্তানন্দ গিরি মহারাজ (দিদিমা) দক্ষিণে ও পশ্চাতে অন্যান্য মহাত্মারা বসিয়াছেন। ধূপধূনার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। সূর্য্যের আলোর মত মায়ের আনন্দের রশ্মি চারিদিকে ব্রতীদের চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাহারা কোন এক বৎসর সংযম ব্রতে মাতৃসমীপে ধ্যান করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ অনুষ্ঠানে যোগদান না করিয়া থাকা অসম্ভব। মনে পড়ে বিশ্ব কবির কবিতার কয়েকটি লাইন :—

এমন ক'রে মুখোমুখি
সাম্‌নে তোমার থাকা,
কেবল মাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ ক'রে রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে, তার
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ যে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে ঠাঁই ॥

(গীতাঞ্জলী ৭৮ পৃষ্ঠা,)

এক অনুপম দিব্যজীবনের বীজ যেন মহাব্রতের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তাহারই সন্ধানে ব্রতীদের এই তপস্যা। দেহ মন প্রাণ মাতৃচরণে বিলাইয়া দিবার এমন

অপূর্ব্ব সুযোগ বৎসরের আর কোন উৎসবে পাওয়া যায় না। মাতৃ করুণার সহিত জীবন্ত জাগ্রত সংযোগ স্থাপনই যেন এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

ধ্যানারম্ভের পূর্ব্বে "সত্য জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" কীর্ত্তন। সকালে বিকালে মাতৃসমীপে এক ঘণ্টা করিয়া ধ্যান, অন্য সময় কীর্ত্তন ব্যাখ্যা ভাষণ—এই ভাবে দেখিতে দেখিতে সাত দিন কাটিয়া গেল। একদিন কীর্ত্তনে মা, "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং আনন্দং ব্রহ্ম" বলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এই "আনন্দম্" শব্দ ব্রহ্মের পূর্ব্বে যুক্ত করিয়া মা এক অপূর্ব্ব সুরের যাদু সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সকলেরই মনে হইতে লাগিল সভামণ্ডপে আনন্দরূপ অমৃত অজস্র ধারায় বর্ষিত হইতেছে। ধ্যানান্তে বিভুদার কণ্ঠে সেই গান :—

হে পিতঃ হে হিতঃ হে ব্রহ্মতত্ত্বং
হে পিতঃ হে হিত: হে ব্রহ্মভূতং
হে পিতঃ হে হিতঃ হে ব্রহ্মস্বরূপমং

এই কীর্ত্তনটি বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। এ যেন কেবলই শুনিতে ইচ্ছা করে। সকল ব্রতীর কর্ণে এই মন্ত্রগুলি হয়ত বহুদিন পর্য্যন্ত মধু বর্ষণ করিবে। সংযম সপ্তাহের ধ্যানান্তেই কেবল এই কীর্ত্তনটি গাওয়া হয়, অন্য সময় সুর সংযোগে ইহা গান করা নিষেধ। এই পবিত্র মধুর কীর্ত্তনটির উৎপত্তি বড়ই সুন্দর। প্রথম সংযম ব্রত কাশীতে আরম্ভ হয়। ইহার প্রথম দিবসের মৌনের সময় মা দেখিলেন তাঁহার পাশে চার পাঁচ বৎসরের একটি গৌরবর্ণ বালক, পরিধানে বহির্বাস, ছোট চাদর গায়, ঝোলান কেশগুচ্ছ, আপন ভাব-মগ্ন সুরে এই পদ কয়টি এ ভাবে গাহিতেছেন। মা মৌনান্তে বিভুদাকে সুর সহ এই কীর্ত্তন ধরাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ গাহিতে বলিলেন। তারপর হইতে এ কীর্ত্তনটি কেবল সংযম-সপ্তাহেরই ধ্যানান্তে সুর-সংযোগে গাওয়া হইয়া থাকে। অন্য সময় গাওয়া হয় না তবে মনে মনে করায় কোন নিষেধ নাই। ঐ গৌরবর্ণ বালক মূর্ত্তিটি যেখান হইতে প্রকট সেখানেই অন্তর্ধ্যান।

প্রথম দিন প্রাত:কালীন কার্য্যধারার অন্তে দিদি সকলকে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার তিলক দিবার জন্য সভামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা এই তিলককে ব্রহ্মবিন্দু বলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন, "ব্রহ্মবিন্দু সম্বন্ধে একটু জানাইলে হয় না? অনেকে ত জানে না বিষয়টা কি?" দিদি ইহার উৎপত্তি কাহিনী জানাইতে গেলে মা বলিলেন, "ব্রহ্মবিন্দু বিন্দুতে সিন্ধু অমৃত লক্ষ্য রেখো, আর ঐ যে দিদির থালায় দীপ, দীপ অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতি।"

রাত্রে মাতৃ-সঙ্গের যে সময় ছিল সে সময় শ্রীশ্রী১০৮ অবধূতজী মহারাজের অনুরোধে মা অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন। মা মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন, "জ্ঞেয় ভগবান, ধ্যেয় ভগবান, প্রেয় ভগবান, শ্রেয় ভগবান।" সকলেই এই প্রাণ-মাতান কীর্ত্তন মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে অরুণদা* প্রশ্ন করিলেন:—মা পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম কি করিয়া জানা যায়? মা—"নিজেকে নিত্য দান, অংশ, পূর্ণ, প্রভু, আত্মস্বরূপ—প্রকাশের যে রাস্তাটি ভাল লাগে তাই ধরিয়া চলা। পূর্ব্বজন্মের কথা জানিয়া লাভ কি?" অরুণদা আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। মায়ের উঠিবার সময় হইয়া গিয়াছে। ব্রতীরা কেহই উঠিতেছেন না। ব্রতীরা অপলক নয়নে শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন—ব্রতীদের ইচ্ছা মা আরও কিছু সময় থাকেন,—বোধহয় ব্রতীদের এই ভাব মাকে উঠিতে দিতেছেনা। মা আরও কিছুক্ষণ বসিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন। উঠিবার পূর্ব্বে বলিতেছেন, "তোমরা এই পবিত্র প্রাচীন তীর্থে দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়াছ। তপস্যা সৎসঙ্গ কঠোরতা করিতেছ, এ শরীরটাকে অত্যন্ত স্নেহ কর আদর কর এ তোমাদেরই মহত্ত্ব।"

—ক্রমশঃ

---

* মায়ের বিশেষ ভক্ত লখ নৌর শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

The ONE who is the Eternal, the Atman,

His Himself is the traveller on the path of Immortality,

He is all in all, He alone is.

MATRI VANI

He who yearns for God will find Him, and for the man who has found Him death dies. One should look forward to the vision of God which is the death of death and endeavour to let one's mind at all times be engrossed in activities or practices that may prepare one for such a vision. You do not know in what shape or manner God Himself is with you. Ever try to spend all the twenty-four hours in the contemplation or remembrance of the Supreme Being, in the repetition of God's Name or the study of books of wisdom. By some realization, by a divine mood or appearance, even by tears shed in longing for Him, the One at times makes His Presence felt. Endeavour to keep your mind anchored in the thought of Him, and in readiness to experience His touch in all forms and modes of being. The day that is gone returns not. Try to make the best use of every precious moment, being ever intent on the Realization of your own Self.

* * *

God is the support of the helpless. Time cannot pass in one way only. Abide in patience. Just as when having tumbled down, one rises up again by supporting oneself on the very ground to which one has fallen, even so—never remain without Him. Pray to your *Iṣṭa* for His revelation. When asking for worldly goods, happiness and comforts, one will be disappointed time and again; this only creates distrust in one's *Iṣṭa* and in God. But to pray to God for His own sake and to the *Iṣṭa* for His revelation, leads to peace and faith.

* * *

Aiming at liberation and peace, spend as much time as possible in the contemplation of God. Man's body is the result of his actions in former births and therefore it is but natural that he should have to endure all kinds of suffering and disease. Let your mind ever dwell on the One by the remembrance of whom all pain and sorrow are healed.

* * *

He who would find Immortality must at every moment try to look upon all things as manifestations of the Supreme Being. The search after Truth is indeed man's duty, so that he may attain to THAT which is immortal.

* * *

Not to have the guidance of a competent Guru is indeed detrimental—this is certainly very true.

Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma

PROFESSOR B. GANGULY

(Translated by Atmananda)

(8)

Ranchi Ashram,
21st May, 1958.

Question : What does "*Guru seva*" (the service of the Guru) mean ?

Mataji : To obey the *Guru's* instructions without reasoning.

Question : To me the Name and the One whose name it is seem different ; how can they become one ?

Mataji : In the indestructible* Brahman there is no division. God Himself is present as the Name. Just as the seed and the tree are one, so are the mantra and the *Iṣṭa*. The tree is contained in the seed. If the seed *mantra* is implanted in the heart, the *Iṣṭa* will be revealed. When a seed has been sown, it must not be taken out of the earth and looked at, or shown to anyone. Similarly the seed *mantra* should not be disclosed to others, since it thereby loses its power. If kept concealed and tended in the heart, the reality underlying the Name or *mantra* will become revealed. Then He who is indestructible will be realized as the Name. By suitable practices the Name or seed *Mantra* has to be fostered ; keeping it hidden within one's heart, the mantra has to be repeated regularly every day according to the prescribed rules. Thereby the One will finally be realized in all forms.

---

* A play upon words : '*Akṣara*' means indestructible as well as letters of the alphabet. Therefore the Indestructible and the Name are one.

Question : May the *mantra* not be disclosed even to a realized Being ?

Mataji : Why should it ? Since by telling him the *mantra* one would become his Guru. However, when it is necessary to correct the mantra or clear up doubts, then an opportunity for this arises on occasions.

Question : If the meaning of the *mantra* is not understood, will the *japa* bear fruit ?

Mataji : The fruit of the *japa* will be reaped, but not the result of understanding its meaning. If the meaning is understood, the result will be still better.

Question : What does "*mantra caitanya*" (*a mantra* that has become alive) signify ?

Mataji : When the One blazes forth as the reality that underlies the *mantra*, then the *mantra* has become alive.

Question : Is bestowal of the *Guru's* power identical with the *Guru's* Grace ?

Mataji : The words are different—but essentially they signify one and the same thing. Power is bestowed by the Guru's Grace.

Question : What is the significance of a *mantra* ?

Mataji : This is explained in detail in the *S'āstras*. By the regular and sustained repetition of the mantra, its significance may of itself become revealed.

Question : If all of us are *Brahman* in any case, why should we have to accept a Guru ?

Mataji : Why do you ask ? Because you are in doubt. "*I am Brahman*"—if this has become knowledge beyond the possibility of doubt, who can be called whose *Guru* ?

Question : Does the *Ātmā* become divided or not ? In what sense does the *Ātmā* become united to the *Paramātmā* ?

Mataji : When the *jīvātmā* is united with the *Paramātmā* they become one. When a pitcher of water is emptied into the ocean, the water remains water ; only it is then not called pitcher—water but sea-water. It is similar when the *jīvātmā* is united to the *Paramātmā*.

Question : Why should the fruit of one's actions in this birth be reaped in another birth by another body ?

Mataji : All bodies in the world are indeed your bodies. Only you are unable to realize this. You perform actions with your present body and reap some of the fruit in this body and some portion of it remains over. Birth after birth the results of your actions are experienced in different bodies.

Man's life must be oriented towards finding Himself. To find one's Self means to find God.

The day that is gone will never return. Do not waste precious time.

"Ma"

Pages from my Diary

GURUPRIYA DEVI

(Translated from Bengali)

27th May 1957.

After the birthday celebration at Ahmedabad, Mataji has come to Poona via Bombay about three days ago. This morning a few of us were sitting in Mataji's room up to eleven. At that time Sri Dilip Kumar Roy*, together with some devotees and disciples arrived for Mataji's *dars'ana.* Attired in the ochre robe, with a yellow cap on his head, a silk shawl printed with sacred names slung round his shoulders, his forehead adorned with a mark of a new style, his whole appearance was bright and pleasing. We were meeting him again after a considerable number of years, but no special change was noticeable in his features.

Srimati Indira was also accompanying him. Dilip Kumar introduced her to Mataji in the following manner: "Ma, she is the daughter of your devotee Kriparāmji of Dehradun. Her actual name is Janak Kumari. I have called her 'Indira'. She has two sons. The elder one is studying engineering in Bombay and the younger one stays with his mother and studies at home. Her husband is also an engineer. From time to time he comes here."

---

*The famous singer Sri Dilip Kumar Roy. Formerly he used to live in the Sri Aurobindo Ashram. At present he resides in his own newly built Ashram at Poona.

We had already heard of Indira. She also was dressed in a yellow sari. Her face was ever smiling. After bowing to Mataji, she sat down near Her.

Sri Dilip Kumar said : "Mataji, you must please come to our place one day."

Mataji : *Bābā*, don't you know, that this body has not entered the home of any householder for the last so many years. (Dilip Kumar and his party are at the moment putting up in Sir Chunilal Mehta's house.)

Dilip Kumar : There is a consecrated image in the house. What wrong can there be in entering it ?

Mataji : Nothing wrong, surely, Baba. But such has been the way of this body for many years. Everyone knows it.

On hearing that Mataji never enters a householder's home, Srimati Indira's feelings seemed somewhat hurt. She said to Dilip Kumar in English : "*Dada*, how is it the home of a householder, since you are staying there !" Mataji caught the meaning of her words and said : "*Baba*, although at present no householder is living there, yet there was before you came and there will be again after you leave."

After a short pause, Mataji continued : "All the same, nowadays it does occur at times that a householder's home is converted into a temple or an ashram, and on such occasions, provided that no householder will occupy the house in future, this body has quite a few times been taken to a place of this type."

Dilip Kumar expostulated : "I remember having seen you in a householder's home in Calcutta."

Mataji said laughingly : "No, *Baba*. At Calcutta there are some families who, in their loving kindness have built a separate room or cottage for this body. Those rooms or cottages are never occupied by any householder, and this body does not have to pass through a householder's home in order to get to those rooms or cottages. You must have seen this body in a place of this type."

The conversation went on in this strain for a little while, then Mataji addressed Dilip Kumar thus : "*Baba*, you have such a beautiful voice. Won't you sing to us ?"

Dilip Kumar at first objected, remarking that nowadays he would sing only before the consecrated image of a deity, and that he would not make any exceptions even in special cases. However, Mataji Herself had requested him to sing. Therefore, after consulting Srimati Indira, it was decided that they would today sing their evening *bhajan** in Mataji's presence. They stayed for a little longer and then took leave.

---

* *Bhajan*—religious songs.

Before dusk a car arrived from Dilip Kumar's residence. At 7·30 sharp he started the *bhajan* together with his party. He first chanted the *Guru Pranāma*, then the *Nirvanastakam Stotram* and the hymn to *Bhavāni* with an extremely sweet voice. Then he sang his own compositions of songs about Srī Krishna's *Līlā*.

At 8-45 p.m. silence is observed for 15 minutes wherever Mataji happens to be. The *bhajan* ended exactly in time for the silence. Dilip Kumar sat down near Mataji's feet, saying: "This short time I shall spend at Ma's feet."

After the silence, he said, pointing to the women who had come with them: "They are all Indira's disciples. They do their *bhajan* together with her."

A little later they all left by car.

31st May, 1957.

After dusk we all sat in Mataji's room. The conversation was about some *Siva Linga* that Yogibhai (the Raja of Solan) had brought from the banks of the Narmada river. One of those *linga* had been consecrated in Yogibhai's *Siva* temple at Hardwar. The remaining three had last year been installed in our Vrindaban Ashram. In this connection we also talked about the *Mahātma* whom Mataji had seen in his subtle body at Rameshwaram, during Her tour to South India. While this conversation was going on, a wire arrived announcing the death of Yogibhai's stepmother at Solan. Mataji remarked : "Look, the *Māhtāma* who had been seen in his subtle body on our pilgrimage to the South, was the son of the priest of Chidambaram. Fifteen or sixteen generations ago, one of Yogibhai's ancestors had been born in the family of that priest."

After saying this much, Mataji remained silent. The thought entered my mind that the *Māhātma* who had been seen in his subtle body was related to Yogibhai's family. Mataji does not always make things clear. When the time is ripe some more may be disclosed.

I remember something else : Mataji was lying on Her bed. I sat by Her side, fanning Her. Mataji opened Her eyes and said : "Look, Didi, I am seeing a very large open space with a number of houses scattered over it. These houses are all occupied by sick people. In the centre a spacious hall is to be erected, and for this purpose Swami Paramānanda has been sent for. He is standing there with a copybook in his hand." This was all that Mataji said. The significance of Her words has so far remained unexplained. But I wondered whether in future a hospital or something of the sort would not be built in Mataji's name, of which Mataji had seen a vision today.

At night Mataji was sitting on Her couch in silence. Kaniabhai* asked Mataji hesitatingly : "Mataji, please tell us what kind of a life a householder should lead !"

---

* Sri D. I. Kania is the son-in-law of Sir Chunilal Mehta of Bombay. Kaniabhai and his whole family are greatly devoted to Mataji.

Mataji replied with a very soft voice: "You see, the *Brahmacharya* Ashram is not observed anymore, and for this reason all the other Ashrams cannot either be lived as they should be. Unless the foundation is solid a house cannot be built. Ashram means "*a–shram*" absence of strain. Again, everything except God causes strain. Where else can one be at ease but in Him? Even a householder, provided he does all his work as a service to the Supreme Being, lives in a regular Ashram. The husband should be regarded and served as the Lord of the Universe, the son as *Balgopal* (the child Krishna), the wife as a manifestation of *Mahamaya*. You say, do you not: 'Wherever a man is, there is *Siva*, and wherever a woman, there is *Gauri*.' Rather than being the master of this world, be its servant. For one who is the master there will be endless complications and quarrels, but if you can become its servant, there will be none. Thus, feel that this world belongs to God and you are but his server, acting according to His commands. If you live in this spirit, then even while in the *grihastha ashram* no new bondage will be created by your actions. You will only reap the fruit of your *prarabdha karma*.* What fear can there be for a family man who ever keeps this in mind? The Almighty will take care of everything."

June, 2nd, 1957.

This morning, after the reading of the Scriptures, Sriman Tapan asked Mataji:

---

* That portion of one's past actions, which is bound to fructify in the present life and cannot be averted.

"Please tell us something that will be conducive to our spiritual welfare ! "

Mataji : To endeavour to know himself is man's bounden duty. To know oneself means to know God, and to know God means to know oneself. Not until one has found God can there be an end to sorrow. In order to realize God one should be exclusively engaged either in the repetition of His Name, in singing His praises, or in the contemplation of Him. Apart from this there is no path to salvation.

A little later Mataji continued : *Satsang** and the study of Scriptures and books of wisdom are also helpful on the Path. This body maintains that sense objects (*viṣai*) are poison (*viṣ hai*). By indulging in sense enjoyment one gradually advances towards death—it is comparable so what is called 'slow poison.' And moreover one has to purchase a 'return ticket' and come back to this world. Therefore this body tells you again and again that you should give as much time as you possibly can to the thought of Him. Time does not stand still."

Soon after this discussion Sri Dilip Kumar Roy, Srimati Indira and their party arrived. They had been invited to have their lunch here to-day.

5th June, 1957.

At Mataji's request I sent some sweets, which our

---

* *Satsang* The company of sages, saints and seekers after Truth; also a religious meeting, or in its widest sense the practice of the presence of God.

Ashram girls had prepared, to Dilip Kumar house this afternoon. In the early evening, Dilip Kumar and Srimati Indira came and said to me laughingly: "Didi, you have made yourself unforgettable. How many delicious things you got prepared and sent to us. Can one forget this easily ?" This evening we have been invited to their place together with Mataji. They had come to remind us once again of this.

At 7-30 p.m. we all arrived there punctually. Sitting arrangements had been made in the open air. On the top of a staircase a solitary *āsana* had been placed for Mataji. They had invited many distinguished personalities of Poona to have Mataji's *darśana*. Sādhu Vasvānijī was also to be present, but due to illness was unable to come. Sri Vasvānijī had Mataji's *darśana* some time ago at Varanasi. He is well known in many parts of India.

In expectation of Sri Vasvaniji's visit, the evening programme started with some delay. As soon as Srimati Indira came and sat down, Dilip Kumar started the *bhajan*. First of all reciting the *Guru pranāma*, a song to Sri Krishna, then one to Siva and again one to Sri Krishna followed, after which he sang one of Indira's compositions in Hindi that had been translated by him into Bengali. The words, the melody and the rhythm of the song were in complete harmony with its idea. It was quite uncomparable. Then *Nāma kīrtana* was performed for five minutes, followed by *ārati*.

After *ārati*, Dilip Kumar spoke in English about Mataji.

The gist of it was: Mataji is now very renowned, both in India and in many places abroad. Many men and women have been helped by Her to tread the path that leads to Peace. So many years ago when he met his *Gurudeva* Sri Aurobindo for the first time, he had heard him say that many had attained great heights by doing *sādhana* and had for themselves realized Supreme Bliss. But to find a Being who could communicate this Bliss to others and bring them real Peace was difficult indeed. Among this type of supermen or superwomen Mataji is quite unique.

In this strain he talked very beautifully for about 15 or 20 minutes. When after the silence at 9 p. m., Srimati Indira began to perform Mataji's *ārati*, Mataji objected with the words: "Do *ārati* to your *Guru*." But Indira did not listen and completed Mataji's *ārati* with much devotion.

On taking leave, I said to Srimati Indira: "We have not yet heard you sing !" Dilip Kumar exclaimed: "Yes, all right. Indira will sing to you and Didi will give us sweets !" With great mirth and laughter Mataji was seen into the car.

With Mataji on the Bank of the Gomati River

(II)

KRISHNANATH

It now seems appropriate to mention some of the anecdotes from Mataji's life, which She Herself related from time to time when reminded ; some of these have a miraculous quality, but Mataji told them as if they were ordinary happenings.

Once a young woman of about 20 or 22 asked for Ma's help in her devotional practices. As there was a large crowd at the time, Mataji told her to see Her in private afterwards, but did not get a chance to talk to her. After a few days the girl came and said Mataji had appeared to her in a dream and whispered a Mantra into her ear. She repeated it and it was in pure Sanskrit though the girl was illiterate. When she dreamt, Mataji had been thinking of her. Mataji then asked her not to eat meat in the months of वैशाख, श्रावण, कार्तिक, and माघ. The girl said she had already given up eating meat, though everyone else in her home ate it.

In another place Mataji said to a very dark girl of 12 or 13 who came to see Her, 'You want the necklace, don't you ?' and asked Udas to bring that. When it was brought and given to the girl, everyone was surprised to see that it was a string of valuable pearls, which had been presented to Mataji a few days previously by the Rani of Sirmur! When Mataji was wearing the pearls on Her wrist, She had seen this little girl in the crowd, whispering to her mother that she wanted them. Mataji wanted to give them to the girl at that time, but she had disappeared. Mataji knew that she would come after a few days and had told Udas to keep the string with her and to bring it whenever Mataji would ask for it; that is how the pearl necklace was brought and given to the girl. Later on the girl had come again to show how nice the white pearls looked against her dark skin. Mataji said that when She was living in Ashtagram, there used to be *chamaras* (low caste people who clean dead animals' skins) dwelling nearby and a little girl of theirs used to come and stand at a distance looking at Her. This was about 40 years ago. The little girl who got the necklace was the same low caste girl in a previous birth.

This habit of Mataji' to give away whatever valuable presents She receives, is well-known. I have already related in a previous article how the costly Banaras sari and ornaments received at the end of the Bhagavata Saptah were bestowed on the sweeper woman. As for smaller gifts like sweets, fruits, flowers or garlands, they are given away immediately. Referring to this, Mataji once humourously remarked that She noticed how the face of the donor becomes smaller and smaller as She started distributing his offering. "To placate him I ultimately leave one and say, I have kept this; but it is only for the time being." Dr. Pannalal told us two stories in this connection. Once some students had brought an expensive garland for Her and as usual She immediately gave it away. The students said, 'We wish you had worn it at least for ten minutes to please us.' Mataji replied, 'If I am to wear it for ten minutes to please you, will you do whatever I tell you to please me?' There was dead silence–nobody dared to say, yes, for fear that She might ask them something they would not be able to fulfil. On another occasion, when Mataji was going away by train, Dr. P. had brought for Her some very costly choice oranges and told Gurupriya Didi to hide them under the berth till the train started, so that Mataji might not give them away. Mataji was not told anything about this, but just as the train began to move She put Her hand under the berth, took out the oranges and started throwing them to the people on the platform. Those who often go for Mataji's *darsan* are familiar with Her way of throwing fruit and other things into the crowd for people to catch, and they know how good She is at it.

We learnt one day from Gurupriya Didi that Mataji's munificence had earned for Her in Naimisharanya the reputation of being the Goddess of Wealth incarnate. A lady who arrived at the camp that day had heard the coolies at the station saying that a Mataji had come who was an *Avatar* of Laxmi—She gives away gold thrones and *ashrafies* (gold coins) ! Mataji laughed when She heard this and told us that for the Bhagavata Saptah She had enquired what was prescribed in the Scripture to be given as *Dan*. On hearing that it was 12 tolas of gold, She had asked one fourth of it, i. e. 3 tolas to be used to give a gold polish to a silver throne on which the sacred book was to be placed for reading. This was given away to the *purohit* at the end, and people thought it was a gold throne. I forget what Ma said about another three tolas, but the remainder was given away in the form of a gold *ashrafi* to each of the 108 readers. No wonder Mataji seemed Laxmi incarnate to poor people who had never seen so much gold being distributed.

In the course of his discourse on the Narada Bhaktisutra, Dr. P. was once talking about how महापुरुष (great saints) come to the help of their devotees and in this connection he told two stories about Mataji. She had once gone in a boat to the other bank of the Ganga and a devotee on this side wanted to join Her. He jumped into the river and started to swim across, but when he had reached half way, began to drown. There was no one to rescue him but he cried out to Ma and suddenly, apparently from nowhere, a boat appeared and saved him. On another occasion, Ma's great devotee, Bhaiji, while drowning in Banaras, was pulled out by an old woman who waded into the river. At that time Ma was actually in Dehradun and those near Her saw, to their surprise, that Her clothes were dripping wet.

Another story was told by Mataji Herself about how one of her devotees had once made up his mind to die at Her feet and for this purpose taken a very large dose of opium and eaten sweets thereafter to make the poison more deadly; when he was quite sure he could not be saved, he came and lay clinging to Mataji's feet. Even though nobody was aware at the time that he had taken poison, Mataji somehow kept him awake through the rest of the night. In the morning there were all sorts of difficulties in transporting him to the hospital and getting medical aid, but these were all somehow surmounted and he was saved against all odds.

One morning while Dr. P. was talking about the relinquishing of the fruit of action, Mataji laughed loudly at some idea that had struck Her. She would not say what it was that made Her laugh; but quoted the saying, "प्रशंसा प्रतिष्ठा, सूकरी विष्ठा" which condemns hankering after praise and position. Dr. P. said there was nothing he did, which was not for earning praise ; Ma remarked it required courage to admit this, but somebody pointed out that what Dr. P. had said might itself be for the sake of evoking praise !

One evening Didi Gurupriya gave us a leaflet in Hindi issued in the name of Ma's devotees entitled, "The Perpetual Remembrance of God." It is a scheme for continuous round-the-clock meditation by a relay of persons, each choosing a fixed period of 15 minutes any time, night or day, for engaging in meditation wherever he or she may be. Ma explained that about 20/25 years ago when the Harijan uplift movement was started a great *yajña* was performed. At that time Ma thought that while performance of a *yajña*, as laid down in the scriptures, was all right, something more should be done for the general public. She realized that it was impossible for any-one to give all 24 hours to the contemplation of God, not even 3 hours, and for a गृहस्थ (house-holder) even one hour might be difficult. So She decided upon 15 minutes, and began asking everyone, whatever his caste, creed or religion, to give 15 minutes every day to God, observe ***Maun*** (silence), and take God's name, wherever and whatever condition he was in. She would demand this from Her followers and from strangers ask it as charity. Some people selected a particular time and observed ***Maun*** (silence). Later the practice started of everyone observing silence between 8-45 p.m. and 9 p.m. and this is now the rule in all Ma's Ashrams and wherever Ma is. Recently Dr. Gopinath Kaviraj had suggested the present idea of having people join in a regular scheme of a chain of continuous unbroken meditation. In such an arrangement the weak would also get help from what the others were doing. We were asked to join the scheme and when I expressed the fear that one might sometimes forget the time, Mataji narrated the following true story: There was a man who himself was the disciple of a great Saint but whose daughters were followers of Mataji. He did not like their talking about Ma and said, "Why do you say Miau like a cat?" He had a favourite cat which used to sleep in his bed. One night this cat scratched him badly in the face. After that he came to see Mataji and agreed to observe the 15 minutes' silent meditation at a particular time. Once when Mataji was sitting with several people round Her asking questions, this man who was present, suddenly felt disinclined to ask or say anything or even to listen to what was going on. He looked at his watch and found that it was his time for *Mauna*.' And so, Ma said, if you make up your mind, you will be reminded somehow. (Inspite of this assurance I must admit that I have not yet had the courage to join the scheme by taking up a fixed time, as I find that my time keeps on changing. Mateji's devotees may be interested and get a copy of the leaflet from Shri Panu Brahmachari, Sri Ma Anandamayi Ashram, Bhadaini, Varanasi).

The time was approaching when I would have to leave for Bombay and it was also getting colder and more uncomfortable in the tent every night. So I decided one morning to ask for Mataji's permission to go, but before I could say anything, Mataji Herself said to Sri Pragnarain's wife that She would leave for Sitapur on the 23rd November, and after spending the night there, go to Lucknow on the 24th. The Pragnarains wanted to arrange for a 24 hour continuous reading of the Ramayana at their home in Sitapur and had requested Mataji to come. So Mataji asked them to start it on the 22nd, so that Ma could be present at its conclusion on the 23rd. Now all this suited me exactly, as I could accompany Mataji up to Lucknow and leave the next day, so as to be in Bombay in time for my business. I almost felt that Mataji had fixed not only the time of leaving, but the whole programme in Naimisharanya and on the bank of the Gomati for my special benefit and to suit my personal convenience. Such is Ma's *Lila*.

After this announcement preparations for departure began in the Camp and some of the Ashramites started leaving in advance for other destinations. Mataji was going to spend some days in Lucknow with Sri and Srimati Rameshwar Sahai and seemed to be eager to ensure that only a few persons were left in Her entourage so as not to be a burden to Her host. It was a pity I could not stay on in Lucknow and accompany Mataji to Banaras and Rajgir, where also, everybody later told me, Ma continued to be in the same jolly mood and was easy of access. At Rajgir there was the additional treat of listening to Dr. Gopinath Kaviraj on the enlightenment of the Buddha and His teachings. If I had continued with Ma, I might have derived more lasting benefit; the beneficial effects of Naimisharanya soon wore away, and it seems now as if I had then something within reach which I allowed to slip away.

The day before we were to leave the Gomati bank, Mataji, who generally speaks about spiritual matters only in answer to questions, said of Her own accord that she wanted to tell us some thing. 'You have lived in this holy place and you must take back with you something good from it. Decide not to tell an untruth under any circumstances. If the situation is such that you cannot speak the truth, keep quiet, but do not depart from your vow. God is truth and to reach God you must be truthful.' She then related a story of a man whose Guru gave him a *Mala* and told him to wear it and never to tell a lie. He observed this for one year. Then there was a quarrel between him and his wife and she went away to her father's place in a huff. When she did not return for a long time, he sent word to her that if she wished to see her husband alive, she should return by such and such a date. The wife asked the messenger what was the matter with her husband's health and was told that there was nothing wrong with him. So the wife thought she would go in her own time. When she did not come back on the day specified by him, the man died. By observing truthfulness for one year he had acquired the power that whatever he said had to come true.

Before I take up the last day's account, I might mention an episode that has led to my signing this article as

'Krishnanath'. One day as I was enteringM ataji's cottage, I heard Her asking Dr. Pannalal and Mrs. Sahai, 'Why do you call him 'Ambe'? Hasn't he got a name?' I intervened and said, 'Yes, Ma. My name is Krishnanath.' Mataji then declared that I should be called Krishnanath, and so I have decided to use this name here also.

In a previous article I have described what a grand function the Bhagavata Saptah at Naimisharanya was, when the Bhagavata was read by 108 Pandits. When narrating the history of the events leading up to the holding of this Saptah, Ma also told us that She had desired that, since the Puranas were originally composed at Naimisharanya, some arrangements should be made for the reading of the Puranas during the Bhagavata Saptah. Brahmavarta Purana was selected for the purpose as it was thought that it contained a reference to Naimisharanya. Nobody had however remembered to bring the Purana and curiously enough not a single copy was found even at Naimisharanya where the Puranas had been compiled. Ma then asked Swami Avadhutji to make arrangements for the reading of the Purana and it was sent for from one of the Ashramas. Mr. Modi arrived providentially at that time and his car was available for this purpose. The man who went to get it looked only at the first part of the title and brought Brahmanda Puran instead but, it turned out to be the right Purana in which Naimisharaya was referred to. Actually only a little while after Mataji had asked Avadhutji, a Pandit had turned up with a copy of the Purana, and if he had come earlier it would have been unnecessary to get it from the Ashram. Avadhutji gave the Brahmanda Purana to Bharat

Bhai and, starting from the full-moon day when the Bhagavata Saptah was concluded, he read a little portion of it every day while Mataji was staying on the bank of the Gomati.

This arrangement would have come to an end with Mataji's departure, but the Raja Saheb of Solan and others had suggested that there should be some permanent memento of the great functions held at Naimisharanya and from this had originated the idea of setting up one Purana temple there. A beautiful site on the Hanuman Tila was selected, and after looking through the village records maintained by the Patwari and consulting the Tahsildar it was decided that it would be best to acquire the plot through land acquisition proceedings, so as to leave no room for future litigation by other claimants. It was suggested that a building should be constructed there for daily public reading of the Puranas, and that it should be called the 'Purana Mandir'. And thus Ma's visit and the functions at Naimisharanya were to be commemmorated by a resuscitation of the ancient tradition and thus reviving the knowledge of the Puranas which are gradually being forgotten. As however it would take a considerable time before the project could materialise, Mataji suggested that in order to avoid a break in the reading, which had been started, it should be continued in the meanwhile in the cottage on the river bank which Mataji had been occupying. Accordingly, a Shastri was engaged for the purpose and a formal inauguration of the reading by him was performed on the morning of the 23rd November, the day of Mataji's departure.

As usual in the Ashram, everything was æsthetically arranged for the occasion. A beautiful picture of Vishnu Bhagavan was hung up on the wall to provide an audience when we would have all left. (This was one of those delightful devotional touches which Ma gives to impart a feeling of reverence and sanctity to a ceremony). Dr. P. and I had been asked to be the first audience, but all the other inmates of the Ashram also attended. (We were in all 9 inside the cottage and 9 on the verandah and thus we conformed to the lucky number 9 and also the number 18 of the Puranas. Omitting the Shastri inside and Ma outside, we were 8, 8, and tradition refers to 88000 Rishis practising penance in Naimisharanya). The Shastri was dressed in the colourful yellow garments, incense was burnt and the Ashram girls sang two Bhajans. At 9 A.M. exactly Bharat Bhai did the Arati and then handed over the sacred book to the Shastri as a symbolical gesture of the continuity of the mission, which Ma had first entrusted to Avadhutji from whom it had come to Bharat Bhai. The Shastri had a charming way of reading the Sanskrit text and of explaining it in Hindi. The portion he read was a description of भूगोल और खगोल (universe). After finishing at 9-30 A. M., the Shastri told us that the Brahmanda Purana was the first Purana and so the reading had commenced in the proper order, though this was fortuitous. It was also lucky that the month was मार्गशीर्ष about which the Lord has said in the Bhagavad Gita, "मासानां मार्गशीर्षोऽहं ।" The day, Wednesday, and the Hindu date पंचमी (fifth) were also auspicious. So in every way it was a good start and it may be hoped that the Purana reading will go on continuously and the scheme of the Purana Mandir will soon be a reality.

At about noon a party arrived from Lucknow. It was headed by Brahmachari Mohanananda, a fair, handsome saint with an oval face and a long, dark beard. The other people in the party were also Mataji's devotees. Mataji seemed very happy and joked and laughed with all of them. Some of the Bengali ladies sang *bhajans* (devotional songs).

Everything had been packed by 2-30 p. m. I travelled in Mr. Singhals car with the Irrigation Executive Engineer, Sri Bishambhar Dayal and had a sumptuous tea at his house on reaching Sitapur. We then went to Sri Prag Narain's house where Ma had come directly to attend the conclusion of the Akhanda Ramayana. There was a terrific crowd and we could not go inside. Dr. P. who had travelled with Mataji came out and we took him to Sri Dayal's house for tea. When we returned with him to the house of Sri Sripal Singh where Mataji was staying, we heard that She had been making anxious enquiries about Dr. P. as he had gone away without informing Her and She was afraid he might have been hurt in the crowd. This is an example of Ma's loving care for everyone.

Sri Sripal Singh had had a special room built for Ma in his compound. In it was a statue of Mataji made by an amateur sculptor ; the angry look he had given to Her was inexplicable, as no one has never seen Ma getting angry ; there was only a slight resemblance to what Ma might have looked like some years ago but Mataji was quite amused to see the statue. There was also a very beautiful though awe-inspiring picture of Kali as *Mahishasur-Mardini*. Everybody admired it and I think it was sent with Mataji to the Varanasi Ashram.

In the evening the usual singing of Kirtans took place in the Pandal erected in the compound; there was a large crowd and the Bhajans were not very successful as they could not be heard by all. The customary *Mauna* between 8-45 and 9 p. m. was however very effective and the talk which Ma gave afterwards was particularly illuminating and will serve as a fitting end to this chronicle. It was Dr. Pannalal, acting for the last time as our Shaunak Muni, who asked the question, 'Where is the time in the modern struggle for existence to take God's name?' In reply Mataji spoke for nearly half an hour which is quite unusual. The following is the gist of what She said :—

'Man's struggle for existence does not give him the three things he is seeking after, namely : सुख, (happiness), शांति (peace) and आनन्द (bliss). These can be found only in Him. You must try to realize your Self, which is the same as realizing Him. You must give up दुर-बुद्धि, (the feeling that He is far away from you) and thus getting into दुर्गति (a state of separateness from Him). You can easily devote a little time morning and evening to the taking of His name, in spite of all your occupations. But apart from this you can take God's name at other time also, in whatever condition you may be : God's name is holy and purifies everything. God will manifest Himself to you in the form you worship. If you see God in everything, distinctions like मेरा और तेरा (This is mine, that is yours) will disappear'.

JAI MA.

The Background of our Letters

U. C. Dutt

(II)

In dealing with the background of our letters, we shall try to peep into the constituents of the Absolute (*Parama Shiva*), the final source of the entire creation in its pure forms, the elements of 'being' as different from those of 'becoming', with the help of seers of Agamas to whom many secrets of the transcendent Reality were revealed.

An idea about *Vāk*, *Nāda*, *Bindu and Kalā* is indispensable for the understanding of letters. *Vāk* is the same as *Shabda* or "Word". It comes from the root *Vāch* (Latin Vox) which means to speak. *Parā Vāk* is the causal stress which is the cosmic Ideation (*Sristi Kalpanā*) of *Ishvara*. *Pashyanti Vāk* actually going forth as *Ikshana* (seeing), manifesting as *Sukshma Madhyama Vāk*—the *Mātrikā* state of *Shabda*, prior to its gross manifestation as the *Varnas* in speech—*Vaikhari Vāk*.

In the transcendental quiescent or *Parama Shiva* there is neither *Shabda* nor *Artha* nor *Pratyaya*. There is neither name nor form. In the infinite calm there arises a metaphysical point of stress or *Bindu* which stirs forth as the multiple forces of the universe. This energizing is the cause of the world experience with its duality of subject and object. (Woodroffe)

The notion of the "word" is very ancient. God speaks the Word and the thing appears. God said : "Let there be light" and there was light. The Word has creative power. At the *Pashyanti* stage *Shabda* and *Artha* are identified. Thus we have the Supreme and the Logos, *Brahma* and *Shabda-Brahma.* The Logos is the self-presentation of God. "In the beginning was the Word and the Word was with God and the word was God". The same idea is expressed in the Veda-Prajapati. *Vāk* is thus the power of the Brahman and one with It. This *Shakti* which was in Him and with Him evolves into the form of the universe, still remaining what It is. It has appeared as *Jivas* and various forms of matter. The substance of the whole world is *Vāk* (*Jagat Vāngmaya*), for the world is *Shabda Prabaha.*

"Prajapati alone was the universe. He had *Vāk* too as His own, as a second to Him." (35th Br. Upanishad xx-14-2).

"By that *Vāk* and that *Ātmā* He created all things whatsoever, the Vedas, metres, sacrifices and all creatures." (Br. Upanishad).

Shiva has two aspects, namely *Nishkala* (without parts), *Nirguna* (without attributes) and *Sakala* (with parts), *Saguna* (with attributes). The first is the manifested, transcendent Supreme and the second the manifested and immanent

Creative Lord (*Ishvara*). The first is *Nishpanda* (without movement) for it is the eternal, changeless Brahman. It is *Ashabda*, without sound, being unmanifest. The other aspect is called *Shabda Brahman* which appears from Brahman, the equilibrated condition of *Shakti*. It produces all kinds of *Shabda*. It is in itself *Avyakta* (unmanifested) *Shabda* which is the cause of *Vyakta* (manifested) *Shabda*, *Artha* and *Pratyaya*. It rises up from the form of *Bindu* which is the undifferentiated *Shiva-Shakti*. With such activity *Bindu* becomes threefold as *Shabda*, *Artha* and *Pratyaya*.

Nāda is said to be the *Maithun* or union of *Shiva* and *Shakti*. The *Shakti-Tattva* is really the negative aspect of the *Shiva-Tattva*. It is the will of Shiva as yet unmanifested. When they commence to act, the first movement towards creation takes place. After the restful state of *Shiva-Shakti* there follows union for the purpose of manifestation. From this union arises creative ideation. This union and mutual relation is called *Nāda*. *Nāda* is really *Shiva-Shakti*, from which is evolved the whole Universe.

From *Sakala Parameshwara* appeared *Shakti*, from *Shakti*, *Nāda* and from *Nada*, *Bindu*. On the other hand *Nishkula Shiva* is *Nirguna* or the aspect of Brahman which is unconnected with the creative *Shakti*.

Bindu evolves from *Nāda* (*Nādād Bindu Samudbhavati*). Literally *Bindu* means a drop or a point. It is an aspect of *Shakti* or self-consciousness ; here, in *Ishvara Tattva* consciousness completely identifies itself with the object as unmanifested *Idam* and thus subjectifies it and becomes with it a point of consciousness—thus a diffusive point (neither with magnitude nor position). The state was neither *Sat* (existent) nor *Asat* (non-existent).

Nāda and *Bindu* are states of *Shakti* in which the germ of action (*Kriyā Shakti*) increasingly supports with a view to producing a state of compactness of energy ready to create. *Bindu* is said to be the massive state (*Ghanāvasthā*) of *Shakti*.

Kalās are parts or Power. *Shiva* has two aspects: *Nishkala* (without parts or attributes) and *Sakala* (with parts or attributes). The former is in a state called *Unmani*, the latter as *Shakti* is in a state called *Samani*.

Kalā is a particular display of Power or *Vibhuti*. *Kalā* is also one of the *Kānchukas* (enveloping Shakti) that go to the making of the *Purusha*-consciousness.

Shiva is *shunyātishunya* (absolutely void), there is not the slightest trace of objectivity whatsoever. *Shakti*, the objective aspect, then gradually unveils the universe for the consciousness of *Shiva* who is *Prakāsha*, the subjective aspect of things.

It may be noted here that *Shiva* is never without *Shakti*, the two are one and the same, and *Shakti* in Herself is a form of consciousness (*chaitanyarupini*). They are two aspects of *Parama Shiva* (Ultimate Reality), like a serpent at rest and in motion. When they are separated in thought, *Shiva* without *Shakti* becomes *shava* (dead) and *Shakti* without *Shiva* is *achetan* (unconscious). In fact both are conscious, one is passive consciousness and the other is actively self-conscious.

Besides Agamas or Tantras Sufi literature indicates three Journeys of the Divine : (1) Outward Journey from God to man, (2) Inward Journey from Man to God and (3) Journey within God towards the Unmanifested. In the first, God uses His own power of ignorance and becomes man, passing through the stages of matter, life and mind. In the second, man returns to God by acquiring true knowledge of Self or God. In the third, the divine stuff after Self-realization moves towards the unfathomable abyss of the Supreme and stops at a point, bewildered. Some of the highly spiritual Christian mystics too have distinguished God-head from God, suggesting thereby the possibility of a third Journey. Indian scriptures, particularly Tantras, have made sufficient progress on this line of the third Journey. The present article is a humble attempt at presenting the Tantrik notions of some of our letters as revealed to the travellers of the Third Journey.

The state of *Parama Shiva* has been accepted by the Agamas as the final state of perfection. Here is a synthesis of *Shiva* and *Shakti*, the static and dynamic aspects of Pure Consciousness. *Shiva* is light—consciousness. Everything else receives light from Him. When *Shiva* becomes self-conscious or knows Himself, He becomes *Shakti*. Then begins creation ; creation, preservation and destruction of the universe depend on the working of *Shakti*. At Her initial stage the entire universe is reflected in the total illumination and thus distinguishes Light from shade by a Law of Higher Relativity, as it were. This creation is a mere objectification of the great light, transformed as one Self. This objective side at first assumes the form of utter void (*Sunyam*)' and then manifests itself infinitely at different stages.

Now we shall try to analyse some constituents within *Parama Shiva.* The succession that the analysis points out is not one in time, it is of understanding only.

According to the scriptures, Brahman is *Satchidānanda* (Existence-knowledge-bliss). In fact all the three aspects are one, yet each of them is significant. They can express themselves both independently and collectively. At the deepest layer of perfection none of them can be imagined. Let us call it *Sat* (Pure Existence) from which emanates one *Kalā* or *Shakti* (energy) which Tantriks describe as *Ehit.* It is the first outward impulse of complete Truth. It is called *Anuttar* in Tantra. The vibration of *Chit* operates both outwardly and inwardly. As a result, a part of *Chit* goes out of itself and is followed by another successive impulse of the same kind. The first impulse sees its reflection in the second as in a mirror, and knows itself as Joy, *Ānanda*. *Anuttar* and *Ananda* have अ and आ as their symbols.

Sat-Chit-Ānanda as one undivided whole is revealed as Brahman. But taken separately, *Sat* remains the eternal substratum, *Chit* all alone is cool and indifferent and *Ānanda* in duplicate is blissful due to sporting with itself. "Alone He was not feeling happy, so He divided himself into two." (Br. Upanishad.) It means अ emanated from आ. They are the pre-requisities of creation. "All creatures are born of *Ānanda*" (Shruti). Those who know Brahman enjoy the state of *Ātmārama*—sports with itself. From the source of *Ānanda* rush out particles of Joy incessantly like sprays from a fountain. There is neither 'in' nor 'out' as in space. The outer state is a mere supposition of a joyless condition. As soon as a particle of *Ānanda* is separated from the original spring, it becomes enclosed in a cover and does no longer feel its inherent joy. Naturally, there is a desire to get it back. The technical term for it is *Ichhā*, the symbol is इ. The object of *Ichhā* (desire) is *Ishtam* which is nothing but *Ānanda*. *Ichhā* is the power to search out *Ānanda*, and it ceases to exist after reaching the goal. The entire creation emanates from *Ichhā*. So there is a sense of mad search everywhere, from atoms and molecules to the solar and the stellar systems. It is an intense desire to recover a lost treasure—*Ānanda*.

(To be continued)

New Diary Leaves

ATMANANDA

(7)

Hardwar, April 1st, 1961.

We are staying at Baghat House, Kharkhari, where the Raja of Solan has built a *dharmaśala* with a *S'iva* temple in the centre. One portion of the building is reserved for Mataji and Her party. So many foreigners come to see Mataji nowadays that, when She gives *darśana* in Her room which is small, it sometimes happens that there are more Europeans than Indians.

To-day at midday, the Maharani of one of the Rajputana states and her daughter were in Mataji's room. A German lady, a youg girl from Switzerland, and myself were called and asked to join them. A little later an American gentleman and another one from Scandinavia arrived from Rishikesh. Six different nationalities had gathered in the small room.

The German lady asked : "Has the mind a limit, and where is the limit ?

Mataji : The limit of the mind is to find the Self.

The Questioner : Is the mind inside or outside ?

Mataji : When the mind remains outside, it wanders here and there ; this is why one should turn it inside so as to find one's Self.

The Swiss girl : How should one meditate ? Is it better to concentrate on some object, say a flower or the like, or should one try to make the mind blank ?

Mataji : There are two methods : one is to concentrate on a Deity, such as *S'iva*, *Kāli*, *Durgā*, *Krishna*, *Rāma* and so forth. This is meant for those who feel attracted to any particular aspect of God. The other procedure is to empty the mind and stand back as a witness. It depends on the temperament and inclination of the person who meditates. However, to keep the mind empty is extremely difficult for the great majority of aspirants. Therefore one may concentrate on the inner light, the light by which all outer objects are also perceived. Even a blind man sees an inner light. Another method is to sit absolutely still and watch the movement of one's breathing. This will steady the mind.

After having said this much, Mataji was called and left the room. The Maharani told us that she had been wanting to ask that very same question about meditation, but had felt too shy to do so. She had therefore hoped that perhaps Mataji would of Her own accord enlighten her on this point. To her great joy she found that the Swiss girl had voiced her question and so the Maharani had received her reply as well. She said, this had happened to her already a number of times when she was with Mataji.

Hardwar, March 1961.

Sometimes letters are read out to Mataji during *darśana* time. A devotee from Germany, who is not keeping good health, had asked among other things, whether it might not perhaps be better to stop speaking and thinking about her ill-health and to ignore it altogether. Mataji replied : "Do as much for your health as is your duty to keep your body fit. But your mind should be engrossed in God."

Kankhal, April 4th, 1961.

A newcomer, an elderly Brahmin by caste, related that he had been living in Hardwar for a number of years, devoting himself to spiritual practices and to *satsang*, for the purpose of attaining to liberation. But inspite of all his efforts he was disappointed to find that no real transformation had taken place. He wanted to know whether, if he was to die in his present condition, he would attain to liberation.

Mataji : If a person lives in a holy place in holy company, spending his days in *sādhana* and inspite of this does not progress as he had hoped, it is due to his intention not being quite pure. This is the reason why, together with the good effects of what he is doing, undesirable things will crop up as well. The influence of the sacred place and the *satsang* are bound to have a beneficient effect, but side by side with it the results of one's bad *karma* have to be experienced. *Karma* will work itself out to the minutest detail. At any rate one should continue steadfastly to exert oneself and persevere in one's determination and efforts. It is said that during the *Kaliyuga* man is so weak that his mental sins are forgiven. He has to bear the consequences only of what he actually does, not of what he thinks—for otherwise there would be no chance at all of attaining to liberation during this *Kaliyuga*.

Question : We are told that if a man dies in Kashi or in certain other sacred places he will be liberated. Is this true ?

Mataji : There is a story of a man who had committed some wicked deeds, but because below the spot on which he died there happened to be a *śalagrām**, the messengers of death had no power over him and he was taken away by the messengers of *Viṣṇu* instead.

Kankhal, April 9th, 1961.

A well-known industrialist asked, what was the sense of calling a doctor and undergoing medical treatment, since everything was in any case ordained beforehand by Providence.

Mataji : The fact of your consulting a doctor and submitting to medical treatment is also part of your fate. Unless you are fated to be cured, the doctor is helpless. But when you are meant to get well, the right medicine will be given and you will recover.

Question : Suppose one has intense faith in God and leaves everything to Him and does not consult a doctor. Can one be cured even so ?

---

* *S'ālagrām* A stone image representing *Viṣṇu,* the Preserver of the Universe.

Mataji: There are two ways: one way is to have intense faith that God will do all that is needed and pray to him to be cured. If one has reached a state of genuine faith it will have the power to bring about the cure. If on the other hand, one's faith is merely superficial, it will not act.

The other way is, not to pray to God for anything, but to leave everything to Him. Then, whether one gets well or not is exactly the same.

Kankhal, April 10th, 1961.

This morning, a lady who had a beautiful voice, was asked to sing. She sang one song in praise of *Rāma* and then kept silent. When Mataji asked her to sing another song, she replied: "Mataji, the flies are disturbing me too much."

Mataji: It is only the 'me', the 'I' that feels disturbed. Let the flies also have some fun !

Poona, June 18th, 1961.

Today Sri Haribabaji Maharaj related to us that Mataji had once explained to him the significance of doing *Namas-*

kara. It meant to dedicate oneself to one's *Iṣṭa* or to God with all that constituted one's nature at the moment, be it good or bad, one's virtues, vices, capacities, talents, shortcomings, everything; to offer one's whole being at His Feet. Then, purified by His touch, to receive oneself back, as it were, as His *prasada*.

Haribabaji further said that the custom of washing one's feet before entering a temple or any other sacred place was symbolic for washing off one's sins. On hearing this it suddenly struck me that the fact that so many people lose their shoes or sandals when coming for Mataji's *darśana* may have a similar significance. I suppose we should be grateful for being deprived of our foot-wear on those occasions, instead of grumbling?

Poona, July 3rd, 1961.

A *Sannyasi* asked: It is said that God is all-knowing, all-loving and all-powerful. Why then does he allow so much sorrow and grief to continue in the world that is His creation? If He were all-knowing and all-loving, but not all-powerful, one could understand; or if He were all-loving and all-powerful, but not all-knowing; or even if He were all-knowing and all-powerful, but not all-loving. How can He be endowed with all those three attributes and inspite of it let the misery of the world run its course?

***Mataji*:** Everyone has to reap the fruit of his actions.

The suffering is for your own best. A mother occasionally gives a slap to her beloved child for his own good, in order to keep him on the right path. God cleanses you from the effects of your actions committed life after life by what you call suffering. When a fond mother gives her baby a bath, the child may scream desperately, yet the mother will not let the baby go until she has thoroughly washed and scrubbed him. Then she will carefully wipe the child, dry his tears and take him on her lap. Likewise, when you have been cleansed, God will comfort you and take you into His arms. Whatever happens in this world is His *Līlā*, His pleasure.

The *Sannyāsi* : Pleasure at all the misery ? Where then is His love ?

Mataji : Who is it that loves and who that suffers ? He alone stages a play with Himself ; who exists save Him ? The individual suffers because he perceives duality. *Duniya** means '*du-niya*' (based on duality) and it is duality which causes all sorrow and grief. Find the ONE everywhere and in everything and there will be an end to pain and suffering.

Poona, July 5th, 1961.

It has been raining almost incessantly for days. This morning Mataji was commenting on this and how sorry She was that people had to take so much trouble in order to be able to get to Her. Then She said : "It is pouring and pouring. If everyone's *bhakti* rained in a similar manner, how wonderful this would be ! It is said that the rainy season is congenial to the feeling of love and devotion for God. In this way even nature can be helpful to *sadhana*. Let your devotion for Him stream uninterruptedly like this rain."

---

* World.

Question : Why does God allow so much suffering in the world ? Ask everyone of the people assembled here, none of them is quite happy, and yet they all long to be.

Mataji : God is teaching you that there are two possibilities. If you desire the things of this world, you will be unhappy ; but by advancing towards Him you will find happiness. This is how he induces you to turn to Him. If you had no troubles or sorrows you would never even think of Him.

Question : Why does God not cause us to move towards Him ?

Mataji : He does, indeed. For it is only by His Grace that you are able to remember Him. But you are not single-minded, you crave for all kinds of things and therefore you remain unhappy. There is a story which aptly illustrates what your position really is.

A *dhobi** kept a few donkeys to carry the clothes he collected for washing. Since he was poor and his house small, he left the donkeys in the open during the night. Often they would wander far away and the *dhobi* had to waste hours in search of them. In his plight, he invented a device that worked admirably well. Every evening he touched the four legs of each donkey with a rope. The donkeys, having felt the touch of the rope on their legs, took it for granted that they had been tied to the spot and thus remained standing in the same place all night long. A similar thing happens in the world. *Māyā* touches you and you imagine yourself to be bound. You think, how can I be without my husband or my wife, my children, parents, my house and comforts and so on. Thus you remain standing where you are, instead of advancing towards Him.

---

* Washerman.

Poona, July 1961.

Every evening Sri Haribabaji Maharaj relates to us a story of a *bhakta.* One evening Mataji said : "Today this body will tell you the story of a *bhakta*, which it has heard somewhere. While Sri Ramachandra lived in the jungle, he one day went to a lake to drink water. He left his bow and arrow on the shore standing upright, stuck into the earth. When he returned and took out the arrow, he saw that a frog had been pierced by it. "Why did you not complain, when I hurt you so badly ?" he asked. "*Rāma* is my refuge," was the frog's reply. "Therefore, if *Rāma* Himself pierces me with His arrow, to whom am I to complain ?"

Another day, someone, referring to the story, asked :

"Mataji, since Rāma is supposed to have been omniscient, He must have known all along that He had wounded the frog. Why then did he do it, and why did He ask ?

Mataji : It was His *Lila*. Just as it was His *Lila* to search for *Sita* desperately when *Ravana* had carried her away. Moreover, if he had not asked, how could the frog have given such a beautiful reply ?

"Throughout the twenty-four hours abide in the awareness of the Presence of God. Then only can there be hope of Realization. Who can foresee at what moment He may choose to reveal Himself ? This is why one must ever keep wide awake.

"Ma"

MATRI LILA

15TH OCTOBER, 1961—15TH JANUARY, 1962.

From October 15th to 20th Durga Puja was celebrated at Swadeshi House, Kanpur, at the invitation of Sri Mangturam Jaipuria and his son Sitaramji. Mataji arrived at Kanpur on the 8th of October, at the beginning of *Navaratri*. The Jaipuria family made excellent arrangements, taking endless trouble to make sure that every detail was carried out to perfection. Needless to say, the celebration was a great success, proceeding in a spirit of great harmony and deep joy, inspite of the difficulties caused by the inclemency of the weather. A beautiful pandal which had been erected to start with was blown down by a terrific rainstorm ; however a new one with a tin roof was provided at lightning speed.

Devotees flocked from far and near, eager to be with Mataji on this happy occasion. A few foreigners also came for part of the time, among them were Sister Dayamata, the President of the Self-Realization Fellowship with some of her companions from the U. S. A.

On October 19th Mataji left for Varanasi where Lakshmi Puja was celebrated on the 23rd in Her presence. Immediately after She motored to Vindhyachal for a rest after the hectic days at Kanpur. Yet, at Vindhyachal also a great number of devotees came by turns to enjoy the solitude of that unique Ashram, where one can be with Mataji more intimately in small groups and without any fixed programme. A number of Americans and Europeans came to see Mataji during that time. Sisters Durga and Sailasuta and Mr. Benvau, all belonging to the S. R. F., and a South Indian couple who are running an Ashram in Durban, belonging to the same association, spent about a week with Mataji and seemed altogether charmed by Mataji as well as by the beautiful surroundings. The American gentleman who accompanied them was so fortunate as to accomplish some excellent tape recordings of Mataji's voice, songs as well as Her conversations in Bengali and Hindi. On occasions Mataji seemed in a communicative mood, relating some most interesting incidents from the history of the Ashram and also from its 'pre-history'. The original Vindhyavasini temple is supposed to have been where our Ashram is now situated.

In the early morning of November 4th; Mataji motored to Allahabad where She spent a few hours only, boarding the train to Dehradun that very evening. On the 5th morning She alighted at the Kishenpur Ashram, only to leave for Suktal on the 7th. Diwali was not specially celebrated this year, but a festive mood prevailed throughout Her short visit at Kishenpur, which the Dehradun devotees enjoyed immensely.

Mataji reached Suktal (near Muzaffarnagar) on the 7th.

night accompanied by a large party. Suktal is a very special place of pilgrimage on the banks of the Ganges. Sukdeva is supposed to have related the *Bhagavata* to King Parikshit at Suktal. The temple of Sukdeva is situated on a hillock which commands a fine view over the mountains which were already snow-capped so early this winter. A motor road leads up to the hillock and a flight of steps right up to the temple. One of the Mahatmas told us that Suktal should really be called '*Suktirtha*'.

Each *Samyam Vrata* seems to us to have been the best of all. It may well be imagined that this 12th *Samyam Saptaha* topped the list. A number of Mahatmas, Swami Vishnu Ashram, Swami Akhandanandaji of Vrindaban, Mahamandaleshvara Swami Maheshwarananda of Bombay, Swami Krishnananda Avadhutaji and others, daily gave us new inspiration by their talks, which dealt mostly with the history and greatness of Suktal and the significance of the Samyam Vrata. They one and all stressed the point that human birth was coveted by all other creatures of the universe (84 lakhs of different species), since man alone has the possibility to attain to Self-realization. Even so most men do not live up to this precious boon and thereby waste an invaluable privilege. In his last talk Swami Akhandanandaji urged everyone with eloquent words to make a firm resolve to think of God and repeat His Name daily with love and longing for the divine Presence. No happiness in this world can be lasting, the only real happiness is to be found in God.

Mahamahopadhyaya Dr. Gopinath Kaviraj gave some very interesting replies to questions about Buddhism. Mataji attended the *Satsang* mornings, afternoons and evenings. We also had the good fortune to listen to Her singing several times during that memorable week. On some days Mataji replied to questions during the last half hour of the programme, from 9—9-30 p.m. In response to a question, why it was so difficult to sit still and concentrate for a whole hour at meditation time, so that some people longed to hear the song that followed, Mataji said : "Your whole life is arranged so as to make you outward turned ; your work, your food and drink, the way you spend your leisure, everything. The important thing is to create conditions for yourselves that will help you to turn inwards. Already many years ago this body therefore suggested that people should practice *Samyam* on certain days of every month. On those days at least they should make a special effort to speak the truth, to regard everyone as a manifestation of the ONE, to eat only as much as necessary and nothing for the sake of taste or enjoyment, to be kind to their servants and refrain from scolding them. They could attend to their duties as usual but do them as a service to God. They should look upon all children—be it their own or others—as *Gopal* or *Kumari*, regard their husband as *Narayana* and their wife as *Sri Lakshmi*. Every moment of their leisure should be spent in practices such as *japa*, meditation, *kīrtana* or the reading of holy books etc. Then Yogibhai had the idea that all might gather in one place for a week and practise *Samyam* collectively. This is how this function started about 10 years ago."

At the closing function of the *Samyam Vrata* Mataji exclaimed : "Are you not sorry this wonderful week has come to an end ? To perpetuate the remembrance of it, keep *Samyam* at home once weekly, or at least once every month." "How should we observe it ?" "Keep the food restrictions, speak the truth, be kind to everyone, do japa, meditate and read books of wisdom." Some one put in : "Ma, why don't you say : 'I shall be with you ?' *Mataji :* "When this is not always so, it has to be specially mentioned. But where is He not ? This tiny child is with you at all times, even when you think there is nothing—even there." Mataji asked everyone to try and do some extra *sadhana* in memory of our pilgrimage to Suktal. The people present agreed to practice Samyam in their own homes or ashramas every full-moon day.

On the last day of the Samyam Vrata, the *Bhagavata Saptah* began and continued until November 22nd. It had been prepared carefully and with much love and devotion for the last so many months and therefore was singularly beautiful to the last detail. The Sanskrit recitation took place every morning in Sukdeva Temple while the Hindi explanations were expounded very lucidly by Swami Vishnu Ashram for about 6 hours daily, every morning and afternoon. The last two days of this function coincided with a *mela* on the occasion of the full-moon. Thousands of villagers arrived by bus and in bullock carts with their whole families, camping in the open spaces round about and bathing in the Ganges in the cold of the early morning. Many of the villagers, men, women and children crowded into the compound in hundreds eagerly waiting for Mataji's *darshan*. They were rewarded at intervals by Mataji appearing in the French window of Her room upstairs and blessing them with Her radiant smile and also with a rain of *batasa* and other sweets. The reverence and devotion of these simple, unsophisticated people was extraordinarily moving.

Mataji stayed on at Suktal with a few of Her party until November 30th, when She proceeded to Bulandshahr at the invitation of Swami Vishnu Ashram. On December 4th, She alighted at Vrindaban, where She has remained upto date. It had originally been planned that She should go on to Hardwar at the end of December, but largely due to the coldwave, this programme was changed or rather postponed.

The Vrindaban Ashram is one of our largest and most beautiful ones, with its spacious grounds, its two temples, the large hall, the guest house and a number of houses and cottages, each nestling between shady trees and an abundance of flowers. All the buildings contain underground rooms which are specially suited for rigorous *sadhana* during all seasons.

Another *Bhagavata Saptah* was held at Vrindaban from December 13th to 20th, arranged by the widow and children of the Late Pundit Parasuram Dhammi, a great and most generous *bhakta* from Dehradun. The reading of the *Bhagavata* was followed by the recitation of 300 "Durga Sap-Satis for about 10 days. The crowds of visitors that had come for the functions gradually dispersed and Mataji is now able to enjoy a comparatively quiet time. There is no fixed programme. Some building work is in progress in the Ashram grounds, which Mataji inspects at intervals. We find Her walking about in the sunny garden. She gives *darsana* in the open during the day and in Her room at night.

It behoves a human being to aspire solely at the realization of Truth. To be regularly engaged in the practices and techniques into which one has been initiated by the Guru is the path to Enlightenment. One's prayers and petitions should be addressed to God and to God alone.

"Ma"

BRANCH-CENTRES

OF

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

At the request of many devotees of Mataji a list of the Branches of Shree Shree Anandamayee Sangha is being published for their convenience. The names of about half a dozen other institutions named after Mataji are not included in this list as they are not managed and controlled by this organisation.

1. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Bhadaini, Varanasi, U. P. (Phone 2791)

2. Shree Shree Ma Anandamayee Kanyapeeth,
   Bhadaini, Varanasi, U. P.

3. Anandamayee Karuna, Bhadaini, Varanasi U. P.

4. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Vrindaban, U. P.

5. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Ashtabhuja Hill, Vindhyachal, U. P.

6. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Kishenpur, P. O. Rajpur, Dehradun, U. P.

7. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalyanvan, 176, Rajpur Road, Dehradun, U. P.

8. Shree Shree Ma Anandamayee Sadhan Asnram
47/A Jakhan, Dehradun

9. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Raipur, Dehradun, U. P.

10. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Uttar Kashi, U. P.

11. Shree Shree Ma Anandamayee Vidyapeeth,
Patal Devi, Almora, U. P.

12. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Chandralok, Kalkaji, New Delhi—19, (Phone 72478)

13. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Agarpara, P. O. Kamarhati,
24-Parganas, W. Bengal,
Phone—Panihati 328

14. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Tarapith, P. O. Popra Sahapur,
Birbhum, West Bengal

15. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Rajgir, Patna, Behar

16. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, Ranchi, Behar

17. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
Swargadwar, Puri, Orissa.

18. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhimpura, P. O. Chandod, Baroda, Gujrat.

19. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, I. C. S. Colony, Poona-7

20. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Ramna, Dacca, East Pakistan

21. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Siddheshwari, P. O. Ramna, Dacca, East Pakistan.

ANANDA VARTA

YEARLY INDEX

Vol. IX May 1961—February 1962 No. 1, 2, 3, 4

Page No.
1. মাতৃবাণী 1, 57, 113, 171
2. মাতৃ-কথামৃত—নীলমণি 3, 78, 132, 180
3. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—গুরুপ্রিয়া দেবী ... 6, 68, 115, 197
4. আনন্দম্—শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি ... 12, 59, 122, 179
5. দীক্ষা লাভ—শ্রীমতী বিজনপ্রভা দেবী 13
6. আভ্যুদয়িক—শৈলেশ ব্রহ্মচারী 20
7. পুরাতন স্মৃতি—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ ... 22, 151
8 পত্রমুখে মাতৃসঙ্গ 35
9. বুদ্ধ স্মরণে—শ্রীমতী মুকুল দেবী, এম. এ 44
10. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল 46, 165
11. শুভ খৃষ্টমাস্ ডে—দী-কা-দা 55
12. গীতা-ধ্যান—"কানাই বলাই" ... 60, 137, 173
13. আত্ম-নিবেদন—শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী 74
14. চলা গীতা—শ্রীশ্রীমা—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ 80
15. পুণা আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে রাষ্ট্রপতি—স্বামী চিন্ময়ানন্দ গিরি 92
16. মহাতপার আশ্রমে—ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ 101
17. মাতৃ-বন্দনা—কুমারী রূপশ্রী ঘোষ 112
18. মহাপুরুষ প্রসঙ্গ—স্বামী পরমানন্দ ... 123, 204

INDEX (CONTINUED)

Page No.

19. উৎসব-স্মৃতি—শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী … … 135
20. শিবরাত্রির ডায়ারী—অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত 143, 183
21. কুম্ভমেলা—স্বামী শিবানন্দ গিরি … 159, 211
22. 'মা'—৺গোপাল … … … 194
23. দ্বাদশ সংযম মহাব্রত—জনৈক ব্রতী … … 223

ANANDA VARTA

YEARLY INDEX

Vol. IX May 1961—February 1962 No. 1, 2, 3, 4

Page No.

1. Matri Vani 1, 51, 101, 161
2. Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma—
Professor B. Ganguly 4, 117, 164
3. A South Indian Mystic—T. Krishnaji, B.A., B.L. 8
4. The Fundamental Principles of the Dhyana School in China—
Dr. Chou Hsiang Kuang—Ph.D. (Delhi) 15
5. Prajnā—The Light of Intuition— ....
Prof. Madan Gopal, M.A. (Alld.),
B. Litt. (Oxon), C. P. E. S. (Retd.) 21, 63, 107
6. Pages from my Diary—Gurupriya Devi 28, 79, 141, 168
7. New Diary Leaves—Atmananda 35, 85, 197
8. Matri Lila 42, 92, 156, 206
9. Essential unity of all Religions— ....
Dr. M. Hafiz Syed, M.A., Ph.D., D. Litt. 54
10. Raja Yoga or the Path of Mind Control— ....
Swami Sivananda, Rishikesh 59
11. Two Incidents—Vijaiananda (Dr. Weintrob) 69

INDEX (CONTINUED)

Page No.

12. Inspired Sayings—Swami Ramdas 104

13. The Background of our Letters—U. C. Dutt 121, 190

14. With Mataji on the Bank of the Gomati River—
Krishnanath 127, 177

15. The Prophet of Islam and the Ideal of
Common humanity—
Dr. M. Hafiz Syed M.A., Ph.D., D. Litt. 148

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

লেখিকা—শ্রীমতী গুরুপ্রিয়া দেবী

১৯২৫ সন হইতে সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর কাল শ্রীশ্রীমার ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ ও উপদেশ লাভের সৌভাগ্য একমাত্র লেখিকার জীবন ভিন্ন খুবই বিরল। শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে কিছু লিখিবার যোগ্যতা যে তাঁহার আছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। লেখিকার ব্যক্তিগত ডায়েরীই ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহে পুস্তকাকারে এ পর্য্যন্ত দ্বাদশ ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমার দিব্য জীবনের নানা কাহিনী, নানা সূক্ষ্ম দর্শনাদির বিবরণ, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ এবং শ্রীমুখ নিঃসৃত নানা অমূল্য উপদেশাবলীর সমষ্টি লইয়া এই সকল ভাগের রচনা। ভক্তবৃন্দের নিকট এই সকল পুস্তক অমূল্য সম্পদ।

মূল্য: ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম (পূর্ব্বার্দ্ধ), ৭ম (উত্তরার্দ্ধ), ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ ভাগ একত্রে—২৫৲

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA, VARANASI

LIST OF PUBLICATIONS.

Hindi

Mātri Darshan—by Bhaiji	2 5
Sad Vāni ,, ,,	1·0
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi	
Vol. I–III, V and V1	each 2·0
Vol. IV	3·0
Ma Anandamayee—Dr. Pannalal	2·5
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1·5
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2·5
Kīrtan Rasa Swarūpa	6·0
Sankīrtan, Stav, Arati	0·4

Bengali

Mātri Darshan—by Bhaiji	2·00
Sad Vāni ,, ,,	1·00
Mātri Vani	·75
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi	
Vol. I–IX	each 2·00
Vol. X, XI	each 2·5
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1·5
Akhanda Mahāyajña ,, ,,	2·0
Kīrtan Rasa Swarūpa	6·00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1·25
Mātri Lila Sankirtan	0·31

Gujarati

Matri Darshan—by "Bhaiji"	1·50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I & II—Br. Kantibhai	2·00
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand	2·00

English

Mother As Revealed to Me—Bhaiji	(out of print)
Mother As Seen by Devotees (A Symposium)	3·00
Mātri Vani (Sayings)	1·25, Special edition 1·50
Words of Sri Anandamayi Ma	Rs. 3·00 or 5·00 (Rexin bound)

Photos etc.

Album of Mother's pictures	1·5
Photos—various sizes ranging from	0·37 to 16·0
Lockets	1·2